সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি

ইএসডিও’র রজত জয়ন্তী প্রকাশনা

এই প্রকাশনায় প্রকাশিত লেখা সমূহে সম্মানিত লেখকগণের নিজস্ব মতামত প্রতিফলিত হয়েছে এবং সকল লেখা/মতামতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখকের, কোন ভাবেই এর সম্পাদক বা ইএসডিও‘র নয়।

সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি

ইএসডিও'র রজত জয়ন্তী প্রকাশনা

প্রকাশ কালঃ
এপ্রিল, ২০১৩

সম্পাদনাঃ
ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

সহযোগী সম্পাদকঃ
সেলিমা আখতার
জয়ন্ত কুমার বসু

সম্পাদনা সহকারীঃ
যামিনী কুমার রায়
দেলোয়ার ইসলাম
মোঃ একরামুল হক মন্ডল
সন্তোষ কুমার রায় (তিগ্যা)

প্রচ্ছদঃ
চারু পিন্টু

মুদ্রণঃ
শব্দকলি প্রিন্টার্স
৭০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাটাবন, ঢাকা-১০০০।

সম্পাদকীয়

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) পঁচিশ বছর আগে স্থানীয় পর্যায়ের এটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে যাত্রা শুরু করে আজ রজত জয়ন্তী পালন করছে - এটি নিঃসন্দেহে সংস্থা'র জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক/মাইলফলক। এই সময়ের মধ্যে ইএসডিও তার বিভিন্ন কর্মকান্ড নিয়ে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে দেশের এক-তৃতীয়াংশ স্থানের জনগণের কাছে। যে লক্ষ্য নিয়ে সংস্থা'র যাত্রা শুরু এবং বিস্তার তার কতটুকু অর্জন করা গেছে প্রকৃতপক্ষে সে বিচার করতে পারবেন এর লক্ষ লক্ষ সুবিধাভোগী আর উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা'র মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকারী প্রতিনিধিবৃন্দ।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কোন একটি প্রকল্প তো নয়ই, কোন একক প্রতিষ্ঠানের পক্ষেও সম্পূর্ণরূপে দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সরকার, বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী ও উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানসমূহ, সুশীল সমাজসহ সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত উদ্যোগই পারে দেশকে দারিদ্রের কষাঘাত থেকে মুক্ত করে প্রকৃত উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে। এ প্রসঙ্গে আমরা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলতে চাই, দেশের উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা নিরসনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় সামান্য হলেও ইএসডিও ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

ইএসডিও সাধারণ মানুষের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দুই ধরণের প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে; প্রথমতঃ নির্দিষ্ট সময় মেয়াদী প্রকল্প এবং দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্প। সংস্থা'র দীর্ঘ মেয়াদী প্রকল্পের মধ্যে রয়েছেঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ ইকো কলেজ ও পাঠশালা, কমিউনিটি হাসপাতাল, লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য যাদুঘর, অরনি হ্যান্ডিক্রাফটস্, ইত্যাদি - যেগুলির সেবা মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পেয়ে চলতে থাকবেন।

ইএসডিও'র মূল লক্ষ্য হচ্ছে সমতাভিত্তিক ভেদাভেদমুক্ত বৈষম্যহীন একটি সমাজ গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যেই সংস্থা'র নিরন্তর পথচলা। আমরা লক্ষ্য করেছি দেশের চরম সংখ্যালঘুরা দিন দিন পিছিয়ে পড়ছেন। এই অবস্থান থেকে তাদের যাতে উত্তরণ ঘটে সে জন্য ইএসডিও কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের মূল কর্ম এলাকা ঠাকুরগাঁওয়ের চরম সংখ্যালঘুরা ইএসডিও-কে আজ তাদের নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে মনে করেন, যা প্রকৃতপক্ষে ইএসডিও'র জন্য একটি সফল এবং তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন।

এভাবে চরম সংখ্যালঘুসহ সমাজের অতি দরিদ্র লক্ষ লক্ষ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা'র উন্নতি ঘটাতে ইএসডিও খাদ্য নিরাপত্তা; অধিকার ও সুশাসন; স্বাস্থ্য; পুষ্টি, হাইজিন ও স্যানিটেশন; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবেলা; কৃষকদের মাঝে পরিবেশ বান্ধব উন্নত প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে কম খরচে অধিক ফসল উৎপাদন; শিক্ষা এবং ঋণ প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তৈরী ইত্যাদি বিষয়ে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে এবং যাবে। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, সংস্থা দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে, অর্থাৎ সংস্থা'র কর্মীবৃন্দ হতদরিদ্র মানুষকে কেবল তাদের নিজেদের উন্নয়ন নিজেরা কিভাবে করতে পারবে সেই পথ দেখায় মাত্র। আসলে দরিদ্র মানুষগুলো নিজেদের উন্নয়ন নিজেরাই কঠোর পরিশ্রম ক'রে করে থাকেন।

আজ এই রজত জয়ন্তীর দিনে আমরা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি উন্নয়ন সহযোগীদের কথা, যাদের সহায়তায় আমরা কাজগুলো করতে পেরেছি এবং করে যাচ্ছি। আমি কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাননীয় অতিথিবৃন্দ এবং সুধীমন্ডলীকে যাঁরা কষ্ট করে এবং তাঁদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে রজত জয়ন্তীতে এখানে এসেছেন এবং এই প্রকাশনায় লিখে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সংস্থা'র সাধারণ পরিষদে এবং নির্বাহী পরিষদে যাঁরা ছিলেন এবং আছেন - তাঁদের পরামর্শ এবং প্রচেষ্টাতেইতো ইএসডিও'র এই অগ্রযাত্রা। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সংস্থা'র নিবেদিত প্রাণ উন্নয়ন কর্মীবৃন্দকে, যারা প্রত্যন্ত চরএলাকাসহ সেইসব অঞ্চলে - যেখানে বিদ্যুৎসহ ন্যুনতম নাগরিক পরিষেবা নেই - দিনের পর দিন স্থানীয় মানুষের সাথে অবস্থান করে কাজ করেন, 'সিডর'-এর মতো প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর সংস্থা'র আহ্বানে সাড়া দিয়ে দ্বিরুক্তি না করে ঠাকুরগাঁও থেকে উপকূলীয় অঞ্চলে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সাথে সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইএসডিও'র সকল কর্ম এলাকার সরকারী প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দসহ স্থানীয় পর্যায়ের সুধীবৃন্দকে, যাঁরা আমাদের উন্নয়ন কর্মীদের সর্বক্ষেত্রে সহায়তার হাত সবসময় বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন।

আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ইএসডিও পরিবারের সেই সমস্ত সদস্য এবং সুবিধাভোগীদেরকে যারা লেখালেখির চর্চা না থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত দরদি মন নিয়ে তাদের আবেগকে অকৃত্রিমভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। আমি নিশ্চিত যে, পাঠকগণ এইসব লেখিয়েদের লেখার সাহিত্যমান বিচার না করে আবেগকে বোঝার চেষ্টা করবেন।

বার বার প্রুফ দেখার পরও কিছু বানান ভুল থেকে যেতে পারে, এই সীমাবদ্ধতা সম্পাদক হিসেবে একান্তই আমার, আশা করি সকলে বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

পরিশেষে সবাইকে রজত জয়ন্তীর শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান)
নির্বাহী পরিচালক।

সূচিপত্র

ক্রম	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
১.	রমেশ চন্দ্র সেন, এম.পি, মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা	
২.	আলহাজ্ব মোঃ দবিরুল ইসলাম, জাতীয় সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও- ২ ও সভাপতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।	
৩.	হাফিজ উদ্দীন আহম্মদ, জাতীয় সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও-৩	
৪.	বি.এম.এম. মোজহারুল হক, সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	
৫.	ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	
৬.	মোঃ নূরুন নবী তালুকদার, মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	
৭.	জসীম উদ্দিন আহমেদ, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর	
৮.	বাবলু কুমার সাহা, প্রকল্প পরিচালক, যুগ্ম সচিব, দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি	
৯.	ড. মোহাম্মদ আলী, প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব), ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (এফএলএস) প্রকল্প, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	
১০.	Christa Rader, Representative, World Food Programme (WFP)	
11.	মূকেশ চন্দ্র বিশ্বাস, জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও	
12.	ফয়সল মাহমুদ, পুলিশ সুপার, ঠাকুরগাঁও।	
13.	খোন্দকার মঈনউদ্দিন, প্রকল্প পরিচালক, ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬, সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট প্রকল্প, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি মন্ত্রণালয়	
14.	Jamie Terzi, Country Director, CARE Bangladesh	
১৫.	Myrna (Mingming) Remata Evora, Country Director, Plan Bangladesh	
16.	Shameema Akhter Shimul, Country Director, HEKS Country Office, Bangladesh	
17.	Dr. Malcolm Marks, Team Leader, Chars Livelihoods Programme (CLP), Rural Development Academy Campus, Bogra-5842, Bangladesh	
18.	শিশির ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক, চারুকলা ইনষ্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	
১৯.	ইএসডিও'র রজত জয়ন্তীঃ জনগণকেন্দ্রিক উন্নয়নের বিকল্প ভাবনার চর্চা, ড. ইসরাফিল শাহীন, অধ্যাপক, নাট্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	
২০.	Mahbubul Islam Khan, National Programme Adviser, Programme Support Unit-Planning Commission (PSU-	

	PC), Agriculture Sector Programme Support (ASPS)-II, Dhaka	
২১.	শফিকুল ইসলাম, কর্মসূচি পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন	
22.	এ.টি. সিদ্দিকী, সাবেক টেকনিক্যাল এক্সপার্ট, পলিসি লিডারশীপ এ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রকল্প, ঢাকা	
২৩.	জয়ন্ত কুমার বসু	
ঠাকুরগাঁও-এর সামাজিক নেতৃবৃন্দের ইএসডিও সম্পর্কে অভিব্যক্তি		
১.	মোঃ ফজলুল করিম, সাবেক গভর্ণর , ঠাকুরগাঁও	
২.	মু সাদেক কুরাইশী, প্রশাসক, জেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঠাকুরগাঁও জেলা	
৩.	সুলতানুল ফেরদৌস নম্র চৌধুরী, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও সদর , ঠাকুরগাঁও	
৪.	এস.এম.এ. মঈন, মেয়র, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও	
৫.	আলহাজ্ব মোঃ ইকরামুল হক, সাবেক এমসিএ, ঠাকুরগাঁও-০৩	
৬.	মোঃ ইমদাদুল হক, সাবেক সংসদ সদস্য, ঠাকুরগাঁও-০৩	
৭.	ডাঃ শেখ ফরিদ, সভাপতি, নাগরিক কমিটি, ঠাকুরগাঁও	
৮.	মোঃ তৈমুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), ঠাকুরগাঁও জেলা শাখা।	
৯.	এডভোকেট মোঃ আব্দুল করিম, সভাপতি, জাতীয় পার্টি, ঠাকুরগাঁও জেলা শাখা	
১০.	আকতার হোসেন রাজা, সেক্রেটারী, বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি, ঠাকুরগাঁও জেলা শাখা ও সভাপতি ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাব	
১১.	মোঃ রাজিউর রহমান, সভাপতি, জাতীয় সামাজতান্ত্রিক দল, জাসদ, ঠাকুরগাঁও জেলা	
১২.	মোঃ ইয়াসিন আলী, জেলা সম্পাদক, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, ঠাকুরগাঁও	
১৩.	আয়শা সিদ্দিকা তুলি, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক, জেলা আওয়ামী লীগ, ঠাকুরগাঁও ও বিশিষ্ট সমাজ কর্মী	
১৪.	ফোরাতুন নাহার প্যারিস, জেলা আহ্বায়িকা, ঠাকুরগাঁও জাতীয়তাবাদী মহিলা দল এবং কেন্দ্রীয় সদস্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	
১৫.	প্রফেসর মনতোষ কুমার দে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ঠাকুরগাঁও	
১৬.	শ্রী জিতেন্দ্র নাথ রায়, ইউনিট কমান্ডার, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, ঠাকুরগাঁও জেলা ইউনিট কমান্ড	
১৭.	লুৎফর রহমান মিঠু, সাধারণ সম্পাদক, ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাব, ঠাকুরগাঁও।	
১৮.	এ্যাড. ইন্দ্র নাথ রায়, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, নৃতাত্বিক ঐক্য পরিষদ, ঠাকুরগাঁও জেলা ও প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, নৃতাত্বিক ঐক্য পরিষদ, ঢাকা	

১৯.	আলহাজ্ব মাওঃ মুহাঃ খলিলুর রহমান, খতীব, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঠাকুরগাঁও	
২০.	ডাঃ আবু মোঃ খয়রুল কবির, সভাপতি বিএমএ, ঠাকুরগাঁও	
২১.	মোঃ মাসুদুর রহমান বাবু, সাধারণ সম্পাদক, জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ঠাকুরগাঁও	
২২.	এ্যাডভোকেট ইমরান চৌধুরী, উপদেষ্টা, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, ঠাকুরগাঁও	
ইএসডিও'র কর্মসূচী সহযোগীদের অনুভূতি		
১.	মোঃ জাফরুল্লাহ, চেয়ারম্যান, ৬নং আউলিয়াপুর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও	
২.	বিশু রাম মুর্মু, সাধারন সম্পাদক, আদিবাসী ও দলিত উন্নয়ন ফোরাম, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা, ঠাকুরগাঁও	
৩.	মাইকেল হাঁসদা, সভাপতি, পীরগঞ্জ উপজেলা নৃত্বাত্তিক ও দলিত জনগোষ্ঠি উন্নয়ন ফোরাম	
৪.	আমার কথা ঃ সুশী সরকার	
৫.	মোর সংসারত এলা সুখের বন্যা বহেছে, শেফালী সরকার	
৬.	এহন আমার আর আগের মত ওসুক বিসুক হয় না, আমি এহন মেলা সুখে আছি, হাজরা বেওয়া	
৭.	সুখের সন্ধানে ওরা তিন জনঃ মোছাঃ আয়শা আক্তার খাতুন	
৮.	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে আপার কাছ থেকে যা কিছু শিখেছি তা আমরা সবাই মিলে মেনে চলি, মোছাঃ জাহেদা বেগম	
৯.	আমরা এখন জানি দূর্যোগের সময় নিজেদের কিভাবে রক্ষা করতে হবে, সুমনা রানী সরকার	
১০.	ইএসডিও'র এই সায়্যের কথা সারা জেবন মনে রাখপো, সাহিদা শেখ	
১১.	ইএসডিও না থাকলে হয়তো আমার স্বামীকে সারাজীবন ঘর জামাই থাকতে হতো, রেপতি সরকার	
১২.	ইএসডিও'র প্রাইম-এর সহযোগিতায় অবস্থার উন্নতি হওয়ায় সমাজে আমার মর্যাদা অনেক বেড়েছে, মোছাঃ জরিনা বেগম	
১৩.	পুষ্টি শিক্ষা পাইছি বলিয়া এখন আমার ছেলে-মেয়ের ভাল করি যত্ন নেবার পারি, শাহিনুর বেগম	
১৪.	আমি ও আমার স্কুল, আরশি আমিন, দশম শ্রেণী, ইকো-পাঠশালা	
১৫.	আমার স্বপ্নের ইকো কলেজ, তানিয়া, দ্বাদশ শ্রেণী, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ, ইকো কলেজ	
স্মৃতিচারণঃ ইএসডিও'র সাথে যারা বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন		
1.	Dreams Come True, Parimal Sarker, Senior Assistant Secretary, Ministry of Powser and Energy, Government of Bangldesh	
২.	গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ, শশি আহমেদ, সহকারী অধ্যাপক, এনিমেল হাজবেন্ড্রী এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	

৩.	ধূলিমাখা কিছু স্মৃতি, হরিগোপাল বর্মন, কর্মকর্তা, মালয়েশিয়ান হাইকমিশন, ঢাকা	
৪.	এই তো সে দিনের কথা, রুম্মানা, প্রকল্প কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যাভ্যাস আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্প, প্র্যাকটিকাল এ্যাকশন-বাংলাদেশ, রাজশাহী	
৫.	ইএসডিও'র কর্ম জীবনঃ এক অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা, মোঃ আব্দুল্লাহ, ডেপুটি ম্যানেজার (মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন), সেভ দ্যা চিলড্রেন, বাংলাদেশ	
৬.	স্মৃতিময় দিনগুলিঃ ইএসডিওতে সাত বছর, মোঃ ইউসুফ আলী, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট, প্লান বাংলাদেশ, দিনাজপুর প্রোগ্রাম ইউনিট	
৭.	ইএসডিও থেকে প্রাপ্ত দীক্ষাই আমার জীবন চলার পথের একমাত্র পাথেয় বলে আমি বিশ্বাস করি, মামুনুর রশিদ খান তুষার, ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন অফিসার, হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ	
৮.	প্রজন্মের দৃষ্টিঃ লোকায়ন, রুকুনুল ইসলাম ডলার, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর, নীলফামারী প্রোগ্রাম ইউনিট, প্লান- বাংলাদেশ	
	স্মৃতিচারণঃ ইএসডিও পরিবারের সদস্যবৃন্দ	
১.	লক্ষ মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে ইএসডিও ভূমিকা রাখছে অনবদ্য, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর	
২.	ইএসডিও আশা-ভরসা-প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার প্লাটফর্ম, মো.সফিকুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, ইএসডিও	
৩.	আমার চোখে ইএসডিও, সেরেজা বানু, সদস্য (অর্থ), নির্বাহী পরিষদ, ইএসডিও	
৪.	ইএসডিও চায়, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুক্ত একটি সুন্দর ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে সর্বাত্মক অবদান রাখতে, অধ্যক্ষ মুহম্মদ খলিলুর রহমান, সদস্য, নির্বাহী পরিষদ, ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও	
৫.	একটি আন্দোলনের নামঃ ইএসডিও-এর জামান, মোঃ আখতারুজ্জামান সাবু, প্রধান শিক্ষক, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও	
৬.	১৯৮৮ সালের ইএসডিও'র যাত্রা কলেজপাড়ার ছোট্ট কুড়ে ঘরে, মোঃ কামরুজ্জামান, সদস্য, সাধারণ পরিষদ, ইএসডিও	
	ইএসডিও'র জন্য আমরা অনেক গর্বিত, সম্মানিত, মোঃ রেজাউল করিম, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী, ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদ সদস্য	
৭.	আধুনিক ঠাকুরগাঁও জেলা গঠনের স্বপ্ন, ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও	
৮.	আলো আমার আলো আলোয় ভূবন ভরাঃ ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ প্রতিষ্ঠার গল্প, সেলিমা আখতার, পরিচালক (প্রশাসন), ইএসডিও ও অধ্যক্ষ, ইকো পাঠশালা ও কলেজ	
৯.	ইএসডিও পরিবারে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে গর্ব অনুভব করি ও ধন্য, আবু	

	আজম নুর, এ্যাডভাইজার, ইএসডিও	
১০.	স্মৃতিময় দিনগুলো, কে.এন সরকার, সিপিসি, ইএসডিও	
১১.	ইএসডিও'র সেকাল ও একাল, অটল কুমার মজুমদার, পিসি, ইএসডিও	
১২.	আমার দেখা ইএসডিওঃ ১৯৮৮-২০১৩, যামিনী কুমার রায়, ডিপিসি, ইএসডিও	
১৩.	পরশ পাথর, মোঃ আতিকুর রহমান দুলাল, ডিপিসি, ইএসডিও	
১৪.	আমাদের প্রিয় ইএসডিও, মোঃ এনামুল হক, ডিপিসি (এমএফ), ইএসডিও	
১৫.	লাবণ্য সরকার, ডাঃ মোঃ মারুফ আলী খান, চীফ মেডিকেল অফিসার, ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতাল কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও	
১৬.	মানুষের কল্যাণে ইএসডিও, মোঃ সৈয়দ আলী, এপিসি (ফাইন্যান্স), ইএসডিও	
17.	আমার দেখা ইএসডিও, মোঃ রফিকুল ইসলাম, এপিসি ফিন্যান্স (BLT), ইএসডিও প্রধান কার্যালয়, ঠাকুরগাঁও	
18.	নস্টালজিকঃ একদিন স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে অবিরত..., জহুরাতুন নেসা, সেক্টর কো-অর্ডিনেটর (জেন্ডার), ও উপাধ্যক্ষ, ইকো পাঠশালা, ইএসডিও	
19.	এ্যালবাম, নির্মল মজুমদার, সেক্টর কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও	
২০.	আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নের এক নাম ইএসডিও ও এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহাম্মদ শহীদ উজ জামান, মোঃ শামীম হোসেন, সেক্টর কোঅর্ডিনেটর, ইএসডিও	
21.	ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের পরশে ইএসডিও, মোঃ আবুল মনসুর সরকার, সেক্টর কো-অর্ডিনেটর, পাবলিক রিলেশন, ইএসডিও	
22.	ইএসডিও ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, মোঃ দেলোয়ার ইসলাম, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও	
23.	ইএসডিও-২০০৩ঃ উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নের দীপশিখা, মোঃ শামসুল হক মৃধা, সেক্টর কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও	
24.	স্বপ্নের ইএসডিও (১৯৯৫ থেকে ২০১৩), মোঃ আইনুল হক, সেক্টর কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও , রংপুর	
25.	২৫ বছরে সমাজ পরিবর্তনে ইএসডিও'র অভিজ্ঞতা, এ.টি.এম. মাসুদ উল ইসলাম, প্রজেক্ট ম্যানেজার, ইএসডিও সেতু প্রকল্প, লালমনিরহাট	
26.	ইএসডিও'র ২৫ বছর, মোঃ আইয়ুব হোসেন সুজন, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও-এফএলএস প্রজেক্ট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	
27.	স্মৃতিতে ইএসডিও, মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, সেক্টর কোঅর্ডিনেটর, ও পিসি-এভিসিবি প্রকল্প, ইএসডিও	
28.	কেউ একটি নতুন মোটর সাইকেল অফিস থেকে পেলেই খাওয়া হতো হাঁস, মারূফ আহ্‌মেদ, সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী, ইএসডিও-এভিসিবি প্রকল্প	
29.	ঠাকুরগাঁও জেলার সকল শ্রেণীর মানুষ ইএসডিও-কে অন্যান্য গতানুগতিক সংস্থার চেয়ে আলাদা দৃষ্টিতে দেখে, আবু জাফর নুর মোঃ, প্রকল্প সমন্বয়কারী, ইএসডিও-সৌহার্দ্য-২ কর্মসূচি, কাজিপুর ।	
30.	ইএসডিওতে আসার পর এক ভিন্ন ধারার কাজের সাথে জড়িত হলাম, মোঃ	

	একরামুল হক মন্ডল, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (লজিস্টিকস), ইএসডিও প্রধান কার্যালয়	
31.	স্মৃতির আয়নায় ইএসডিও, মোঃ আশরাফুল আলম রিজভী, কোঅর্ডিনেটর, ইএসডিও-কমস প্রকল্প ।	
32.	সাথের সাথী ইএসডিও, এস. এম. মিজানুর রহমান, টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর-ইএসডিও-এসইসিপি, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট	
33.	তখন থেকে ইএসডিওকে নিজের স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে ভাবতে শুরু করলাম, নূর মোহাম্মাদ তুষার, উপজেলা ম্যানেজার, টিএমআরআই প্রকল্প, ফকিরহাট, বাগেরহাট	
34.	দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ, মোঃ সুজন খান, কো-অর্ডিনেটর-ইএসডিও-কেকেসি	
35.	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সূতিকাগার ইএসডিও, মোঃ আব্দুল মান্নান, প্রকল্প সমন্বয়কারী, ইএসডিও-এসইসিপি প্রকল্প, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট	
৩৬.	ESDO, one of the twinkling stars in the northern sky of Bangladesh, Md. Hasan Iqbal (Milan), Fund Mobilization Officer (HO-Thakurgaon) and Technical Manager (M&E, ILFLS-Chapainawabgonj)	
37.	Dr. Shaid-Uz-Zaman : Whose Hobby is Social Development, Syed Mahfuz Ahmed, Central M&E Officer, ESDO	
38.	ইএসডিও আমাদের অহংকার, এ,এইচ,এম সামসুজ্জামান, সেক্টর কো-অর্ডিনেটর (এমআইএস), ইএসডিও	
39.	কতদূর, আর কতদূর, সুবর্ণা সাহা, উপজেলা ম্যানেজার, ইএসডিও-এভিসিভি প্রকল্প, ডিমলা উপজেলা, নীলফামারী	
40.	পরিবারের ছোঁয়া, সৌজন্য সরকার, ফিল্ড মনিটর ইএসডিও-স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম, ঢাকা	
41.	†mB w`b hw` Avgvi gv_vi Dci Qvqv bv w`‡Zb, Zvn‡j Awg AÜKvi RM‡Zi †Kvb AÜ Mwj‡Z nwi‡q †hZvg, †gvt kvnv †bIqvR evei, G¨vW‡fv‡Kmx Awdmvi, BGmwWI-wmWweDAviG cKí, exiMÄ, w`bvRci|	
42.	নৃ-তাত্ত্বিকগোষ্ঠীর পাশে ও ইএসডিও নেতৃত্বে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, সন্তোষ কুমার রায় (তিগ্যা), ফান্ড মবিলাইজিং অফিসার (এফএমও), ইএসডিও প্রধান কার্যালয়	
	BGmwWIt Dbq‡bi aeZviv	
	Av‡jvKwP‡Î BGmwWI	

উৎসর্গ পত্র

BGmwWI wbevnx cwil‡`i mv‡eK m`m¨
giûg †gvt BKevj
I
BGmwWI mvaviY cwil‡`i mv‡eK m`m¨
¯Mxq weKvk P›` miKvi
Ges
weMZ cwPk eQ‡i BGmwWIÕi
†h mKj DbqbKgx wPi we`vq wb‡q‡Qb
Zv‡`i ¯§wZi D‡Ï‡k¨

শুভেচ্ছা বাণী

রমেশ চন্দ্র সেন, এম.পি
মন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার, ঢাকা

বাণী

ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ২০১৩ সালে রজত জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে সংস্থার প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এর সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

ইএসডিও ক্ষুদ্রঋণ সহ পঁচিশটিরও অধিক সামাজিক উন্নয়ন মূলক প্রকল্প পরিচালনা করছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের পাশাপাশি ইএসডিও শিক্ষা বিস্তারে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারে ইএসডিও'র সফলতার কারণে আমাদের সরকার ১৯৯৭ সালে ইএসডিও-কে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় শ্রেষ্ঠ বেসরকারী সংস্থা'র সম্মাননা প্রদান করে।

শিক্ষা বিস্তারে ইএসডিও'র আগ্রহ ও একাগ্রতার কারণে ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ এখন ঠাকুরগাঁও-এ অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। এ দু'টি প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন প্রাপ্তিতে ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করেছিলাম এজন্যে আমি আনন্দিত। ঠাকুরগাঁও সহ উত্তরবঙ্গে উচ্চ শিক্ষার আলো ছড়াতে ইএসডিও কর্তৃক ঠাকুরগাঁও জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

পরিশেষে ইএসডিও'র রজত জয়ন্তীর সফলতা কামনা করছি এবং এর সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

(রমেশ চন্দ্র সেন, এম. পি)

বাণী

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) উত্তরবঙ্গের একটি সুপরিচিত সংগঠন। বেসরকারী সংস্থা হিসাবে সংস্থা'র কার্যক্রম অত্যন্ত ইতিবাচক।

ইএসডিও আমার সংসদীয় এলাকাতেও গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্যসেবা ও পরিচর্যা, অধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, কৃষকদের মধ্যে কৃষি জমির মাটি পরীক্ষা সহ জৈবসার প্রস্তুত ও তার সুষম ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ কমানো, দরিদ্র নারীদের আয়বৃদ্ধি করে সক্ষমতা বাড়ানো সহ নানান উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। যার সুফল পাচ্ছে এলাকার সকল জনগোষ্ঠী। ইএসডিও'র সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক ডঃ মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সংস্থার কার্যক্রমের ব্যপক বিস্তৃতি ঘটেছে যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য কর্মসংস্থানের। এজন্য আমি ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইএসডিও'র এসব উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড আরো বর্ধিত কলেবরে চলমান থাকবে এই প্রত্যাশা করে সংস্থা'র ''রজত জয়ন্তী'' উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ইএসডিও'র সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আলহাজ্ব মোঃ দবিরুল ইসলাম)
জাতীয় সংসদ সদস্য
ঠাকুরগাঁও - ২
ও
সভাপতি
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রাণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

বাণী

ইএসডিও'র রজত জয়ন্তীর বৎসর পূর্তিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। দেশের অন্যান্য এলাকার সাথে আমার সংসদীয় এলাকার উন্নয়নেও সংস্থা অবদান রেখে চলেছে। গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুদের জীবন রক্ষা, এলাকার ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির প্রকৃত উন্নয়ন, দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন, কৃষকদের মধ্যে আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি ইকো পাঠশালা'র মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা পালন করে কেবলমাত্র এই এলাকার উন্নয়ন নয় বরং সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও ব্যাপক ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষা বিস্তার এবং দারিদ্র বিমোচনের পাশাপাশি ইএসডিও এই এলাকায় বেকারত্ব নিরসনেও ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমি ইএসডিও'র উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

nwdR DÏxb Avn¤§`
RvZxq msm` m`m¨
VvKiMvI-3

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
BANGLADESH RED CRESCENT SOCIETY
(Established by the President's Order No. 26 of 1973 as an auxiliary to the Government)
National Headquarters

বাণী

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (ইউ,এন,ডি,পি)- এর ডিজাষ্টার রেসপন্স ফেসিলিটি প্রকল্পে কর্মরত থাকার সুবাদে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর নির্বাহী পরিচালকের সাথে আমার পরিচয়। ইউএনডিপি-এর পূর্ব-বাছাইকৃত একটি সহযোগী সংস্থা হিসেবে ইএসডিও-ও সিডর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ উপকূলের হতভাগ্য আশ্রয়হীন জনগোষ্ঠির জন্য বাসগৃহ নির্মাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

পরিচয়ের সূত্র ধরে আমি জেনে অভিভূত হয়েছি যে, ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও-এ অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে যে প্রতিষ্ঠানটি জন্ম লাভ করে, তা আজ একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে উন্নীত হয়েছে এবং উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতোমধ্যেই জাতীয় পুরস্কার লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দূর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

ইএসডিও'র রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আমি সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এবং এর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

বি.এম.এম. মোজহারুল হক, এনডিসি
মহাসচিব,
বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

বাণী

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯০ সনে আর ইএসডিও পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসাবে কাজ শুরু করে ১৯৯১ সনে অর্থাৎ ইএসডিও পিকেএসএফ-এর প্রথম দিককার একটি সহযোগী সংস্থা।

ফাউন্ডেশন থেকে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সংস্থা ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম শুরু করেছিল অথচ কালের পরিক্রমায় আজ সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ঋণ স্থিতি ১০০কোটি টাকারও বেশি। ফাউন্ডেশন ইএসডিও-কে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ, নগর ক্ষুদ্রঋণ, অতি দরিদ্রদের জন্য আর্থিক সেবা প্রকল্প, হত দরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, ক্ষুদ্র উদ্যোগী ও অংশীদারিত্ব মূলক পশু সম্পদ উন্নয়ন ঋণ, মঙ্গা নিরসনে সমন্বিত উদ্যোগ কর্মসূচী প্রভৃতির আওতায় প্রায় ২৫১ কোটি টাকারও বেশী ঋণ সহ অন্যান্য সহায়তা প্রদান করেছে। সংস্থাটি উক্ত অর্থ ঘূর্নায়মান তহবিল হিসাবে ব্যবহার করে ৮৩৩ কোটি টাকারও বেশী জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ৩৪৫০০০ বিত্তহীন জমিহীনকে উৎপাদনশীল কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করেছে।

দেশের বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলের মঙ্গা এখন প্রায় ইতিহাস। সফল ভাবে মঙ্গা দূর করতে ফাউন্ডেশনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইএসডিও'র ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঋণ কার্যক্রমের সাথে সাথে সংস্থাটি অন্যান্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র বিমোচনে সংস্থাটি আরো কার্যকর অবদান রাখবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

ইএসডিও'র রজত জয়ন্তীতে আমি সংস্থা'র সকল কর্মকর্তা/কর্মীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

(ড. কাজী মেসবাহউদ্দিন আহমেদ)
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

মহাপরিচালক
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ।

শুভেচ্ছা বাণী

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র রজত জয়ন্তী উদযাপন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। সমাজের পিছিয়ে পড়া ও হতদরিদ্র মানুষের কল্যাণে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া বৈদেশিক অনুদানে দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, উন্নত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, অধিকার ও সুশাসন, উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা নিরসন, গ্রাম আদালত ইত্যাদি যুগোপযোগী প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনায়নের লক্ষ্যে অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আশা করি দেশের দারিদ্রের হার হ্রাসকল্পে বর্তমান সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে ইএসডিও যুগোপযোগী প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে এবং বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

আমি ইএসডিও'র সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ নূরুন নবী তালুকদার)
মহাপরিচালক
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

বাণী

বিভাগীয় কমিশনার
রংপুর বিভাগ, রংপুর ।

ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) কেবল রংপুর বিভাগে নয় বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ের একটি সুপরিচিত সংগঠন। বেসরকারী সংস্থা হিসাবে রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ইএসডিও'র কার্যক্রম অত্যন্ত ইতিবাচক ।

ইএসডিও বর্তমানে খাদ্য নিরাপত্তা; অধিকার ও সুশাসন; স্বাস্থ্য; পুষ্টি, হাইজিন এবং স্যানিটেশন; দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দূর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি; কৃষি উন্নয়ন; মান সম্মত শিক্ষা; ক্ষুদ্রঋণ এবং ইএসডিও'র বিভিন্ন বিশেষায়িত প্রকল্প - মোট নয়টি সেক্টরে পঁচিশটিরও বেশী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছে। আমি মনে করি, এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন আমাদের দেশের দারিদ্র বিমোচনে এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করছে।

সংস্থা'র মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বিভিন্ন সময়ে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। সম্প্রতি গাইবান্ধা জেলায় সংস্থা'র ইআর ও আইএমসিএন প্রকল্প দু'টি পরিদর্শন করি। প্রকল্প দু'টিতে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দূর্যোগ মোকাবেলায় জনগণের সক্ষমতা সৃষ্টি এবং মা ও শিশুর পুষ্টিমান বৃদ্ধি করে স্বাস্থ্যকর জাতি গঠনে সংস্থা'র কার্যক্রম আমাকে মুগ্ধ করেছে।

সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি গুণগত মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে ইএসডিও'র ভূমিকা সত্যিই প্রশংসনীয়। এজন্য আমি সংস্থা'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং তার যোগ্য সহধর্মিণী ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার-কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইএসডিও'র রজত জয়ন্তীতে আমি সংস্থা'র অধিকতর সাফল্য কামনা করছি যাতে তারা উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে। একই সঙ্গে ইএসডিও পরিবারের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

(জসীম উদ্দিন আহমেদ)

ï‡f”Qv evYx

সুজলা, সুফলা, শস্য-শ্যমলা বাংলাদেশের উত্তরের জনপদ ঠাকুরগাঁও জেলার হত-দরিদ্র মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে ১৯৮৮ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করলেও সময়ের পথ-পরিক্রমায় আজ ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)-এর কর্মএলাকা বিস্তৃত হয়েছে ২৩ টি জেলার ১০৩ উপজেলাতে। মাত্র তিন দশকেরও কম সময়ের ব্যবধানে প্রতিষ্ঠানটির এমন সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পুষ্টি, স্যানিটেশন, খাদ্য নিরাপত্তার মত জীবন-ঘনিষ্ট বিষয়াবলীকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন-এর কার্যক্রম। ২০১১ সাল থেকে সরকারী অর্থায়নে পরিচালিত স্কুল ফিডিং কর্মসূচী বাস্ড়বায়নে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সাথে সহযোগি সংস্থার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে ইএসডিও। মানবাধিকার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায়ও নিরলসভাবে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি।

প্রতিষ্ঠানটির এমন ঈর্ষনীয় সাফল্য বা অর্জনের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে এর দক্ষ, যোগ্য ও গতিশীল নেতৃত্ব এবং নিবেদিতপ্রাণ অঙ্গীকারাবদ্ধ কর্মীবৃন্দ। কর্ম ও বিশ্বাসে ড. জামান আলোকিত, সৃজনশীল ও নিরব একজন মানুষ-অথচ সরব তাঁর কর্মকান্ড। ড. জামানের গতিশীল ও কল্যাণধর্মী নেতৃত্বে ইএসডিও'র অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে বলে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি।

ইএসডিও'র গৌরব-গাঁথা পঁচিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষ্যে একটি স্যুভেনির প্রকাশিত হবে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রকাশনাসহ অন্যান্য সকল আয়োজনের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িতদের জন্য শুভ কামনাসহ ইএসডিও'র সার্বিক সাফল্য আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করছি।

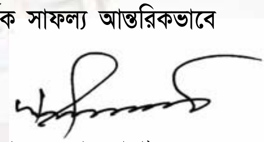

(বাবলু কুমার সাহা)
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব)
দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল
ফিডিং কর্মসূচি
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

বাণী

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র রজত জয়ন্তীতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সংস্থাটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবিকায়ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি, উন্নত ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, অধিকার ও সুশাসন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ইত্যাদি প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বাস্তবায়ন সহযোগী হিসাবে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পাঁচটি উপজেলায় ১২৮০০ অতি দরিদ্র মহিলা ও ৭৬৮০ প্রান্তিক/বর্গা চাষীর খাদ্য ও জীবিকা নিরাপত্তা প্রকল্প দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। তাদের কার্যক্রম দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে বলে আমি মনে করি।

ইএসডিও'র রজত জয়ন্তীর এই শুভক্ষণে আমি সংস্থার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

২৫/৬/২০১৬

ড. মোহাম্মদ আলী
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (এফএলএস) প্রকল্প।
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

Message from

Christa Rader
Representative,
World Food Programme (WFP)

We, at World Food Programme (WFP), are delighted that Eco Social Development Organization (ESDO) has completed its Silver Jubilee year. We convey our heartiest congratulation on this achievement. Your organization has indeed gathered tremendous success and garnered favorability in your arena.

World Food Programme (WFP) first partnered with ESDO in 2002 through Food Security Vulnerable Group Development (VGD) Women and their Dependents (FSVGD). Within the more than one decades of development Journey, ESDO has completed Community Nutrition Activities, EMOP-10788.0 (Cash For Work, Food For Work, Nutrition Intervention, Targeted Relief, Cash Grant, Provision of Development Support Services to women under the Vulnerable Group Development (VGD) Programme, Milling Fortification unit, Disaster Management Sidr Affected area (Cash for Work & Food for Work), Food Security for Vulnerable Group Development (VGD) and their Dependants Women (FSVGD, Integrated Food Security Program (IFSP), Routine Maintenance Program (RMP) – with the financial and technical assistance of WFP.

At present with the financial and technical assistance of WFP, ESDO has been implementing Improving Maternal and Child Nutrition (IMCN) component under the Country Programme (CP)-2011-2016, School Feeding Programme (SFP) under country programme, Enhance Resilience (ER) Activity under Country Programme & ER Plus Programme & Transfer Modality Research Initiatives(TMRI) in many different districts of Bangladesh.

All these projects reach out to the extremely impoverished, especially women and children. This collaboration not only has the objective to empower them, but also to facilitate the creation of employment opportunities and improving their standard of living. Simultaneously, we also aim to reach out to our stakeholders, from the local communities to the national policymakers, to bring about sustainable and equitable changes.

World Food Programme (WFP) is proud to be ESDO's partner-we expect that our partnership will help in reaching our mutual goals and open new doors in the future.

Sincere Wishes

Christa Rader
Representative, World Food Programme (WFP)

evYx

‡Rjv ckvmK
VvKiMvI
‡dvbt 0561-52011,61200
‡gvevBjt 01715170365
B-‡gBjt dcthakurgaon@mopa.gov.bd

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র ২৫ বছর পূর্তিতে ''রজত জয়ন্তী'' উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত ।

ইএসডিও দেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বিশেষ করে উত্তর বঙ্গের দরিদ্র, মঙ্গাপীড়িত, অবহেলিত জনগণের পাশে থেকে যেভাবে সামাজিক সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, নৃ-তাত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, কিশোর-কিশোরীদের ক্লাবের মাধ্যমে সংগঠিত করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন, কৃষকদের মধ্যে উন্নত কৃষি উপকরণ ও পরিবেশ বান্ধব উন্নত কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে শিশুশ্রম নিরোধ, অধিকার ও সুশাসন ইত্যাদি প্রকল্পসহ গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার ।

দেশের সর্ব উত্তরের অনগ্রসর জনপদ ঠাকুরগাঁও জেলায় ইএসডিও ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে এর কার্যক্রমের ব্যপক বিস্তৃতি ঘটেছে। বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার গতানুগতিক কার্যক্রমের বাইরে ইএসডিও'র রয়েছে নানাবিধ সামাজিক কর্মকান্ড, যেমনঃ ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ, ইকো কমিউনিটি হাসপাতাল, লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর, অপারজেয়'৭১ নির্মাণ ইত্যাদি। এছাড়াও ঠাকুরগাঁও-এর যুবক সমাজের ক্রীড়ার মাধ্যমে সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও রয়েছে ইএসডিও'র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এর বাইরেও ঠাকুরগাঁও'র সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন সেই সকল গুণীজনদের সন্মাননা প্রদান - এ সকল কর্মকান্ড ইএসডিও'র ব্যতিক্রমী উদ্যোগ। ইএসডিও'র এ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডের বাস্তবায়নে রয়েছেন ঠাকুরগাঁও জেলার কৃতি সন্তান ডঃ মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও তার সুযোগ্য সহধর্মিণী সেলিমা আখতার এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব আর নিরলস ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

২৫তম প্রতিষ্টা বার্ষিকী ''রজত জয়ন্তী''র এই শুভক্ষণে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক প্রশাসনসহ সকল স্তরের উন্নয়নকর্মী, সকল উপকারভোগী ও সকল উন্নয়ন সহযোগীদের জানাই ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

(মুকেশ চন্দ্র বিশ্বাস)
জেলা প্রশাসক
ঠাকুরগাঁও।

পুলিশ সুপার
ঠাকুরগাঁও।

evYx

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) গত ২৫ বছর ধরে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের দারিদ্র ও মঙ্গাপীড়িত অবহেলিত জনগণের পাশে যেভাবে আর্থ-সামাজিক সহায়তা, খাদ্য নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, ক্ষুদ্র নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠির উন্নয়ন, কিশোর-কিশোরীদের সংগঠিত করে সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন, কৃষকদের মধ্যে উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহ ও কৃষি প্রযুক্তি হস্তান্তর, ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ, অধিকার ও সুশাসন ইত্যাদি প্রকল্পসহ গুণগত ও মানসম্মত শিক্ষা প্রসারে ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজসহ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে কর্ম এলাকা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার।

উত্তর জনপদের জেলা ঠাকুরগাঁও-এ ইএসডিও ৩ এপ্রিল ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে এর কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার মতো প্রচলিত উন্নয়ন কার্যক্রমের বাইরে ইএসডিও'র নানাবিধ সামাজিক কর্মকান্ড, যেমনঃ লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য যাদুঘর, লোকায়ন ভেষজ বাগান, অপারজেয়' ৭১ নির্মাণ ও ঠাকুরগাঁও এর প্রথম শহীদ মোহাম্মদ আলীর মাজার সংস্কার এলাকাবাসীর নজর কেড়েছে। ক্রীড়াঙ্গনেও ইএসডিও'র অনন্য অবদান লক্ষ্যণীয়। প্রতি বছর আঞ্চলিক পর্যায়ে ইএসডিও গোল্ডকাপ ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট আয়োজন করে থাকে। সেই সাথে এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা প্রদান করে থাকে যা ইএসডিও-এর মনোন্নয়নে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

পরিকল্পিত পরিবার গঠন, দারিদ্র, বেকারত্ব, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় কূপমন্ডূকতা, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত সমাজ এবং শব্দ দূষণ, পানি দূষণ ও বায়ু দূষণ মুক্ত পরিবেশ, সুন্দর, সুশৃঙ্খল, সার্বজনীন শিক্ষাঙ্গন তৈরি করে বাঙ্গালী জাতীয়তাবোধ ও অসাম্প্রদায়িক আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণায়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা, সহানুভূতি, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মাধ্যমে সুখী, সমৃদ্ধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ঠাকুরগাঁও গঠনে ইএসডিও চেতনার দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করবে এই কামনা করি।

২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর এই শুভলগ্নে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) সহ সকল স্তরের উন্নয়নকর্মী, সকল উপকারভোগী ও সকল উন্নয়ন সহযোগিদের জানাই ঠাকুরগাঁও জেলা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা

(ফয়সল মাহমুদ)
পুলিশ সুপার
ঠাকুরগাঁও।

বাণী

২০১৩ সাল ইএসডিও'র রজত জয়ন্তী তথা পঁচিশ বৎসর পূর্তির সময়কাল। একটি ভেদাভেদ মুক্ত সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে পঁচিশ বৎসর আগে ঠাকুরগাঁও-এ প্রতিষ্ঠানটির জন্ম। জন্মলগ্ন থেকেই এদেশের হত-দরিদ্র মানুষের জীবনমান তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইএসডিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিভিন্ন সময়ে আমার সুযোগ হয়েছে ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় এবং দিনাজপুর জেলায় ইএসডিও'র কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিদর্শনের। পাহাড়ের পাদদেশীয় অঞ্চলে ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬, সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট প্রকল্প তাঁরা অত্যন্ত সফলতার সাথে পরিচালনা করছে। আমি নিশ্চিত এই প্রকল্প থেকে উন্নত ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি লাভ করে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা যেমন উপকৃত হচ্ছেন তেমনি ইএসডিও কর্তৃক পরিচালিত অন্যান্য প্রকল্পও এদেশের হত-দরিদ্র জনগোষ্ঠির টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

ইএসডিও'র রজত জয়ন্তীতে আমি নির্বাহী পরিচালকসহ সংস্থা'র সর্বস্তরের উন্নয়ন কর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং ইএসডিও'র সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

(খোন্দকার মঈনউদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক
ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬
সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট প্রকল্প
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, কৃষি মন্ত্রণালয়।

Message from the Country Director CARE Bangladesh

I am delighted to hear that Eco Social Development Organization (ESDO) is celebrating its Silver Jubilee in April 2013. On this gracious occasion, on behalf of CARE Bangladesh I convey our heartiest felicitations to ESDO on these outstanding achievements.

CARE Bangladesh first partnered with ESDO in 1998 with CARE's Road Side Tree Plantation Project (RSTP) which was implemented very successfully. This symbiotic relationship has led to deeper engagements with ESDO followed by Go-Interfish, SHABGE, SHOUHARDO-I and SHIFT Projects. Currently we consider ESDO is one of our strategic partners implementing a number of flagship projects at CARE, such as SHOUHARDO-II, SETU and SWITCH-ASIA.

Over the past years, our relationship with ESDO has been extremely rewarding with organisations committed to reaching out to the extremely poor people in rural ares including marginalized women and children. This collaboration has helped transforming thousands of men and women lives and to overcome the barriers to poverty sustainably and influencing practices and policies.

Finally I wish ESDO Silver Jubilee a grand success. CARE is proud to be a continued partner of ESDO in bringing about sustainable and equitable changes in the lives of millions of the extreme poor women and men in Bangladesh.

With Sincere Wishes

Jamie Terzi
Country Director
CARE Bangladesh

Message

It is heartening to know that Eco Social Development Organization (ESDO) is celebrating its 25th birth anniversary. The fact that ESDO has come this far – quarter of a century is a long time – speaks volume of its strength as an organization. The only way an organisation can sustain itself and keep on growing, as ESDO has done, is through its good work and its capacity to usher in positive change in the lives of people it works for.

We have been working with ESDO since 2006 in a number of health and education projects - Sustainable Education through Community Participation (SECP), Community Managed Quality Health Services (CMQHS), Women and Their Children's Health (WATCH), Community Managed Health Care Project, Emergency Response for Flood Affected People and Integrated Community Development Project – and during this journey together ESDO has come across as a partner that is committed to the development of the communities across northern Bangladesh.

I hope ESDO will keep on its good work.

Happy Birthday!!!

Myrna (Mingming) Remata Evora
Country Director
Plan Bangladesh

Message

I am pleased to learn that Eco Social Development Organization (ESDO) is going to observe its Silver Jubilee. It is worth mentioning that within this time ESDO has become one of the front runner organizations in northern part of Bangladesh with respect to providing a wide range of services to a huge deprived mass people. We are indeed pleased to have been able to work in partnership with ESDO through Promotion of Rights for Ethnic Minority and DALITS Improvement Programme (PREMDIP) over the past five years in the challenging task to improve human rights and income status of 1600 Ethnic Minority and DALITS households. We have noted with great admiration, the progress of ESDO in addressing the issues of Ethnic Minority and DALITS.

HEKS - Zurich offers you heartiest congratulations on this auspicious occasion when you celebrate the founding of your organization 25th years ago. We wish for you a very successful year ahead and in the future and trust that you will continue to work for Ethnic Minority and DALITS of this country so that they may have access to all their fundamentals that we should be able to guarantee including human rights.

We trust that you will continue to provide living examples and leadership and that your anniversary on the Silver Jubilee will be a memorable occasion.

With good wishes

(Shameema Akhter Shimul)
Country Director
HEKS Country Office Bangladesh

CHARS LIVELIHOODS PROGRAMME

MESSAGE

I am delighted to know that Eco-Social Development Organisation (ESDO) is celebrating its 25th anniversary, the Silver Jubilee, in 2013. On this grand occasion it is both a pleasure and an honour for me to express my heartfelt congratulations to ESDO. The Chars Livelihoods Programme (CLP) is proud to be a part of ESDO's efforts of eradicating poverty in Bangladesh.

The CLP will keep supporting the ESDO in the days to come and I wish every success in its future endeavours.

Dr Malcolm Marks
Team Leader
Chars Livelihoods Programme (CLP)
Rural Development Academy Campus, Bogra-5842
Bangladesh

শিশির ভট্টাচার্য্য

অধ্যাপক, চারুকলা ইনষ্টিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইএসডিও'র রজত জয়ন্তীঃ জনগণকেন্দ্রিক উন্নয়নের বিকল্প ভাবনার চর্চা

ড. ইসরাফিল শাহীন
অধ্যাপক
নাট্যকলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই ২০১৩ সালে সাংগঠনিক আয়ুর ২৫ বছর পূর্তি উদযাপন করছে। ২৩ টি জেলার ১০৩টি উপজেলার প্রায় অর্ধ কোটি প্রান্তিক ও দারিদ্রের ঝুঁকিতে নিপতিত মানুষের ভাগ্য বদলানোর কাজে তৎপর সংগঠনটি আমাদের কাছে 'ক্ষমতাহীন' মানুষের অসাধারণ সাফল্য অর্জনের গল্প তুলে ধরেছে। ইএসডিও'র পক্ষে এটি সম্ভব হয়েছে উন্নয়নের বিকল্প ধারণাগুলো নিয়ে কাজ করার ফলে। মূলধারার উন্নয়ন ভাবনায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্পর্কে পুরাতন ধ্যান-ধারণা থেকে সরে এসে কিছু বিকল্প ধারণা নিয়ে এই সংগঠনটি কাজ করেছে। ইএসডিও'র ক্ষুদ্র অর্থ প্রকল্পসহ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক-শিক্ষাভিত্তিক কর্মসূচিগুলো যদি ভালোভাবে ফিরে দেখা যায় তাহলে খুব সহজেই সংস্থাটির উন্নয়ন চিন্তার জায়গাটি বুঝতে পারা যায়। উন্নয়নের জনগণকেন্দ্রিক সংজ্ঞা তারা খুব ভালোভাবে রপ্ত করেছে। উন্নয়নের কর্তা হিসেবে তারা জনগণকে কর্মসূচির কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। এটা সম্ভব হয়েছে কর্মসূচি পরিচালনার জন্য যে সব ফিল্ড (অঞ্চল) বাছাই করা হয়েছে সেগুলোর সাথে সংস্থাটির ভৌগলিক দূরত্ব কিছুটা থাকলেও মানবিক দূরত্ব একেবারেই নেই। আমরাতো এটা সবাই জানি যে, উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি কোন একমুখী রাস্তা নয়। এটি দ্বিমুখী, আরো ঠিকভাবে বললে বহুমুখী। যে উন্নয়নের বার্তা বহন করে এবং যে উন্নয়ন থেকে অনেক দূরের তলানিতে পড়ে আছে - উভয়ের যৌথ প্রচেষ্ঠা ছাড়া উন্নয়ন অসম্ভব। এই সত্যের উপলব্ধি এই সংস্থাটির বিশেষভাবে আছে।

ইএসডিও'র কর্মসূচিগুলোর নকশা ও কার্যক্রম খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, এতে জনগণের অংশগ্রহণ আছে। মূলধারার পুরাতন উন্নয়ন কর্মসূচিগুলোতে জনগণ থেকেছে নিষ্ক্রিয় ও ইচ্ছাহীন। সংগঠন ও জনগণ উভয়ের সমান অংশগ্রহণ একটি ভারসাম্য সৃষ্টি করে, যেখান থেকে অসম্ভবকে সম্ভব করার সুযোগগুলো জন্ম নেয়। ওয়াশিংটন বা দিল্লী এমনকি ঢাকা থেকে ঠিক ঠিক বলে দেয়া যাবে না যে, ঠাকুরগাঁয়ের একটি প্রত্যন্ত গ্রামে কি কি করলে সবাই একসাথে গরিব থেকে স্বচ্ছল হয়ে যাবে কিংবা পায়খানা থেকে ফিরে এসে

সবাই সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার অভ্যাস করে ফেলবে। প্রতিটি উন্নয়ন-ইস্যুর একেকটি স্থানীয় বাস্তবতা আছে। এই স্থানীয় বাস্তবতাকে ইএসডিও তাদের সংস্থাগত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার প্রয়াস পেয়েছে।

আসলে জীবনমানের পরিবর্তনের জন্য একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে সবার আগে সবদিক দিয়ে বুঝতে হয়। পাশাপাশি সেই সংস্কৃতির ভেতরের অংশ না হতে পারলে, তাদের একজন না হতে পারলে, তাদের দুর্দশার অন্তর্নিহিত কারণগুলো যেমন জানা সম্ভব নয়, তেমনি সেই কারণগুলো দূর করে মানুষের মধ্যে কর্মস্পৃহা জাগানোও অসম্ভব। বিকল্প উন্নয়নের ধারণা হিসেবে এই আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ককে ইএসডিও সফলভাবে চর্চা করতে পেরেছে বলেই তাদের অর্জনের সূচকগুলো বলিষ্ঠভাবে ধরা পড়ছে।

বাংলাদেশের ২৩টি জেলায় এই সংগঠন জালের মতন বিছিয়ে পড়তে পেরেছে। এই সাংগঠনিক অর্ন্তজাল, এই বিস্তৃত কিন্তু নিবিড় সর্ম্পক – উন্নয়নের নৃতত্ত্বগত তাৎপর্য আমাদের সামনে তুলে ধরছে। কারণ, ইএসডিও জনগণের সাথে গড়ে তুলেছে এক দৃঢ় বন্ধন। এই মৈত্রীর কারণেই বিস্তর সাফল্য নিয়ে আজ এটি রজত জয়ন্তী পালন করছে। এমনকি, এটি শুধু নিবিড় সম্পর্কের সুবাদে টার্গেট জনগোষ্ঠীর ওপর নিজস্ব ভাবধারা চাপিয়ে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়নি, বরং জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির মধ্যে থাকা পরিবর্তনের ধারণাগুলোকে সাংগঠনিক কর্মপরিকল্পনায় আত্মস্থ করে নিয়েছে। ইএসডিও এই যে দীর্ঘ ২৫ বছরের পথ পাড়ি দিল এবং প্রান্তিক জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা পেলো - এই সফলতার মূলে থাকা রহস্যটি কি? এ বিষয়ে খুব সংক্ষেপে আমরা কিছু বিশ্লেষণমূলক সিদ্ধান্তে আসতে পারি। উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনগণের পূর্ণ সম্পৃক্তি ও অংশগ্রহণ এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাগুলো স্থানীয় বাস্তবতার নানান শর্তের নিরিখে বিশ্লেষণ করা এবং সেইমত সমাধানের ধারণাগুলো চর্চা করার কারণেই ইএসডিও উত্তরবঙ্গের এক মহীরুহ উন্নয়ন সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

এই সংস্থার স্থপতি অর্থাৎ নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান সত্যি একজন সামাজিক প্রকৌশলী হয়ে উঠেছেন। সমাজকে রূপান্তরের স্বপ্ন নিয়ে ২৫ বছর আগে তিনি যে স্বপ্নযাত্রা শুরু করেছিলেন আজ কি আশ্চর্য তা বহুদিক দিয়ে সত্যি হয়ে উঠেছে! এই সমাজে কত লোকের কত ভাবনাইতো আছে কিন্তু মনের ভেতরে থাকা ব্যকুল বিমূর্ত ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পেরেছে কয়জন? চিন্তা ও কর্মের এই যে মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন তিনি, এর থেকে আমাদের তরুণ প্রজন্ম স্বপ্ন ও প্রেরণা সঞ্চয় করতে পারে। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং ইএসডিও'র সর্বস্তরের কর্মী ও সংশ্লিষ্ট জনগণকে অন্তর থেকে অভিবাদন জানাই।

Looking Back

Mahbubul Islam Khan
National Programme Adviser
Programme Support Unit-Planning Commission (PSU-PC),
Agriculture Sector Programme Support (ASPS)-II,
Dhaka

More than 22 years ago, in 1991, I first visited ESDO office and its program activities in Thakurgoan. At that time, I used to work with Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF), an apex financial institution, mainly engaged in wholesaling loan funds to NG0s, for on-lending to the targeted poor. The purpose of my visit was to appraise ESDO's loan proposal submitted to PKSF. At the time of my first visit, I found ESDO at a nascent stage. A group of educated youths, educationists and social workers was behind the formation of ESDO. I learnt that their active involvement in helping the flood victims of 1988, gave them a realization that more organized and sustained efforts were needed to help poor people lift out of poverty. Out of this realization, ESDO came into being as a private voluntary organization in 1988. In terms of operating microfinance program ESDO had a very limited experience at the time of my first visit. However, I was quite impressed by the positive attitudes and strong commitments of the young initiators and felt the need for capitalizing on their energy and enthusiasm. During discussions and field visit, it became evident to me that the initiators were sincere in making a difference in the lives of the poor and marginalized by creating new economic and social opportunities for them. Based on my recommendations, PKSF management enlisted ESDO as a partner organization in 1991 and first sanctioned a loan fund of only Tk. 50,000. This was ESDO's first external fund received

from a creditor/donor. After receiving first loan from PKSF, ESDO did not look back. ESDO expanded its microfinance and launched new developmental programs. Over time funding from PKSF increased many folds. Financial and technical support from PKSF contributed in opening up a new window of opportunities for ESDO in accessing donor's funds. A number of donors currently partner with PKSF. Sincerity and commitments of ESDO initiators and staff paid off. Over the past few years it has grown from a localized microfinance NGO to a national NGO with a wide range of developmental program activities. ESDO currently operates in 26 districts covering 110 Upazilas. Programmatically, it is also active in 57 municipalities and 21 urban slums. More than 1,224,000 households currently benefit from ESDO's program activities. It employs about 5,000 full-time staff. Its annual budget for the financial year 2012-2013 exceeds 300 crore. It's satisfying to learn that ESDO has been positively impacting on the lives and livelihoods of the poor and vulnerable communities at a broad scale.

সেদিনের সেই ছোট্ট এনজিওটি আজ জাতীয় পর্যায়ে কাজ করছে - একাধিক জাতীয় পুরস্কারও লাভ করেছে

শফিকুল ইসলাম
কর্মসূচি পরিচালক
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র সাথে আমার পরিচয় এর জন্মলগ্ন থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের অসাধারণ মেধাবী ছাত্র শহীদ উজ জামান। কৃতিত্বের সাথে সম্মান ও মাষ্টার্স উভয় পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী প্রাপ্ত হয়। সে একদিন আমার অফিসে হাজির। সে সময় আমি সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ নামের সংস্থায় কাজ করি। সে শুনেছে আমিও একদা সমাজকল্যাণে পড়ালেখা করেছি, সেই সুবাদে আবদার, "শফিকভাই একটা এনজিও'র রেজিস্ট্রেশন নিয়েছি, পরামর্শ চাই কিভাবে এগুবো।" উত্তরে আমি পরামর্শ দিয়েছিলাম, তার মতো মেধাবী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলে আরো অনেক বড় অবদান রাখতে পারবে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ কল্যাণ বিভাগ উন্নয়নে কাজ করতে পারবে। কিন্তু জামান এর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল তার লেখাপড়ার জ্ঞানকে বাস্তবে মানুষের মঙ্গলে কাজে লাগাবে। শেষ পর্যন্ত তার দৃঢ় মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছি ও আমার সামান্য অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ দিয়ে ইএসডিও ভিত্তি স্থাপনে সাহায্য করেছি। মনে আছে একটি ছোট প্রকল্প সহায়তাও দিতে পেরেছিলাম।

এভাবেই প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইএসডিও এবং এর নির্বাহী পরিচালক আমার স্নেহধন্য জামানের সাথে আমার সম্পর্কের সূত্রপাত। এরপর ইএসডিও'র এগিয়ে চলার ইতিহাস। ঠাকুরগাঁও-এর সেদিনের সেই ছোট্ট এনজিওটি আজ জাতীয় পর্যায়ে কাজ করছে - একাধিক জাতীয় পুরস্কারও লাভ করেছে, জামান নিজেও পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছে; আর এসব কাজে তাকে সব সময় অনুপ্রেরণা দিয়েছে তার যোগ্য সহধর্মিণী সেলিমা আখতার, ইএসডিওর নিবেদিত প্রাণ কর্মীবৃন্দ ও এলাকার জনগণ।

ইএসডিও'র রজত জয়ন্তীর এই শুভক্ষণে আমি উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি এবং ইএসডিও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আলোর যাত্রী

এ.টি. সিদ্দিকী
সাবেক টেকনিক্যাল এক্সপার্ট
পলিসি লিডারশীপ এ্যান্ড অ্যাডভোকেসি
ফর জেন্ডার ইক্যুয়ালিটি প্রকল্প, ঢাকা

যুগ যুগ ধরে সমাজে কিছু মানুষের আত্মনিবেদিত কর্মকান্ড বদলে দিয়েছে বেঁচে থাকার দিন পঞ্জিকার ধারাপাত। বদলেছে সমাজ কাঠামোর ঘূর্ণায়মান চাকা। অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য কর্মস্পৃহার অধিকারী এমন একজনের সাথে আমার পরিচয় ঘটেছিল পেশাগত কর্মসূত্রে। তিনি কতটুকু সুবিখ্যাত আমি জানি না, কিন্তু উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পারব তিনি একজন সফল সমাজ সংগঠক। তার চেতনার সুদীপ্ত আলোতে সৃষ্টি হয়েছে ইএসডিও বা ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন। ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান নামের এ মানুষটির মাঝে উদ্যম, উৎসাহ এবং সাধারণ ও তৃণমূল মানুষগুলিকে ভালবাসতে পারার এক বিরল চিত্র আমি অবলোকন করেছি। আই.এল.ও/আইপেকের 'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও নিরসন প্রকল্পে' চাকুরী করার সুবাদে আমরা তখন বিড়ি কারখানায় নিয়োজিত শিশু শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করার জন্য কিছু বেসরকারি সংগঠনের সন্ধান করছিলাম। দেশের উত্তরাঞ্চলে বিড়ি কারখানায় যে সব শিশু শ্রমিক কর্মরত ছিল তাদের কল্যাণের জন্য এসব সংগঠনগুলি কাজ করবে। যথার্থ কারণে অগ্রাধিকার ছিল সে সব সংগঠনের উপর, যারা স্থানীয়ভাবে বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে কাজ করার স্বাক্ষর রাখতে পেরেছে। যে এলাকায় কাজটি বাস্তবায়নাধীন ছিল সেই এলাকাতেই নির্দিষ্ট সংখ্যক, প্রায় আড়াই হাজার, শিশু শ্রমিককে ঝুঁকিপূর্ণ এ শ্রম থেকে উদ্ধার করে বিদ্যালয়ে প্রেরণ, বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পূণর্বাসন এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের যোগ্যতা তৈরিতে দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন ইত্যাদি প্রকল্পভিত্তিক কর্মের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল ইএসডিও।

দক্ষ নেতৃত্বে কর্মচঞ্চল একদল কর্মীর মাধ্যমে ইএসডিও যে সফলতা দেখিয়েছিল তা উজ্জ্বলতায় সমুজ্জ্বল। অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই সংগঠনটি স্থানীয় অধিবাসীদের যে বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছিল তা অন্য সংগঠনগুলির অনুকরণীয় এক উদাহরণ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। কারখানা মালিকদের সাথে সমন্বয় করে শিশু শ্রমিকদের পরিবার ও

পিতামাতাদের সাথে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমের কুফল বুঝিয়ে তাদের সন্তানদের এ অনাকাঙ্খিত শ্রম থেকে উদ্ধার করে বিদ্যালয়ে ভর্তি করানোর জন্য উপযোগী করে তুলতে সংগঠনটির অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে।

আত্মতৃপ্তির এক প্রসন্ন আহ্লাদে আমি আবারও বলছি শহীদ উজ জামান নামের মানুষটি এবং তাঁর পরিচালিত সংগঠন ইএসডিও'র সাথে পরিচিত হয়ে আমার চেতনার জগত সমৃদ্ধ হয়েছে। আমি অনুভব করেছি আপ্লুত আবেগের শিহরণ।

'মানুষ মানুষের জন্য'- যুগে যুগে এ নীতিবাক্যে স্নাত হয়েছে গোটা মানব সমাজ। কিন্তু সভ্যতার আলোকে আমরা কতজন উপলব্ধি করেছি চিরসত্য শাশ্বত এ বাণীকে। শহীদ উজ জামান নামের এই অভিব্যক্তিকে এ বাণীকে আলোর ঝর্ণাধারা কিছুটা হলেও স্পর্শ করতে পেরেছে বলে আমার বিশ্বাস। তার কাজের ধারা হলো ছিন্নমূল, বেঁচে থাকার কষাঘাতে নির্যাতিত মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখানো, এ স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করা। প্রার্থনা করি সকল বাঁধার সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে মহৎপ্রাণ এ ব্যক্তিটি এগিয়ে যাক সামনের পানে; জয়ী হোক তার চেতনার স্বর্ণালী চাওয়াগুলি। সুন্দর হোক কর্মপ্রণালী। পথহারা শিশুদের পথ দেখানোর দায়িত্ব যাদের হাতে তারা যেন সঠিক পথের সন্ধানে আগামীর আলোকবর্তিকা হয়ে বেঁচে থাকে। দীর্ঘজীবি হোক ইএসডিও-এর সকল প্রচেষ্টা - সমাজে বয়ে যাক বেঁচে থাকার সুগন্ধময় সুবাতাস।

'উন্মাদ' আশ্রম

জয়ন্ত কুমার বসু

জামানের সাথে আমার পরিচয় বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শুরুতেই, একই ছাত্র রাজনীতি করার সুবাদে। আমরা ছাত্র মৈত্রী করতাম। যে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম তখন ঢাকাতে ছাত্রমৈত্রীর হাতে গোনা কর্মী; বিভিন্ন জেলা থেকে প্রতি বৎসর বেশ কিছু ছাত্রমৈত্রীর কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও সীট রাজনীতির কারণে যে ছাত্র সংগঠন সীট দিতে পারতো তাদের রাজনীতিই তারা করতো। আমাদের ভর্তির বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার আগে ছাত্রমৈত্রীর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে সব জেলায় যোগাযোগ করা হয় যেন ভর্তিচ্ছু কর্মীরা ঢাকায় ছাত্রমৈত্রী কার্যালয়ে বা মধুর কেন্টিনে যোগাযোগ করে। এই উদ্যোগের ফলে ভর্তি হওয়ার পরে আমাদের ব্যাচে এক ঝাঁক নতুন কর্মী ছাত্রমৈত্রী পায়। এই প্রক্রিয়ার কোন এক সময়ে অন্যান্য অনেকের মতো জামানের সাথেও আমার পরিচয়।

পরিচয় থেকে বন্ধুত্বে রূপ নিতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি। কারণ তখন এরশাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে। প্রতিদিন সকাল-বিকাল একসাথে মিছিল করি না এবং সন্ধ্যায় নীলক্ষেতে ছাত্রমৈত্রী অফিসে যাই না - এরকম ঘটনা মনে পড়ে না। ইতোমধ্যে ছাত্রমৈত্রীর বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সম্মেলন হলো এবং নতুন কমিটিও গঠিত হলো। আমরা দু'জনেই ঐ কমিটির সম্পাদকমন্ডলীতে স্থান পেলাম। এতে করে ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়ে গেল। ব্যক্তিগত আরেকটি সমস্যা পারস্পারিক যোগাযোগ আরো বাড়িয়ে তুললো। আমি জগন্নাথ হলের অর্ন্তভুক্ত ছাত্র। ১৯৮৫ সালে ঐ হলের একটি ভবন ধ্বসে পড়ার পর থেকে হলে সীটের সমস্যা ছিলো ব্যাপক। নতুন কোন ভবন তখনো জগন্নাথ হলে তৈরী হয়নি। তৃতীয় বর্ষের বড় ভাইয়েরাও তখনো সীট পায়নি। যে কারণে আমি এক রকম উদ্বাস্তু। অনেক রাত গেছে একটু থাকার জন্য এক হল থেকে আরেক হলে ঘুরেছি।

এমন সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন দু'টি হল উদ্বোধন করে, যার অন্যতম হচ্ছে বঙ্গবন্ধু হল। বঙ্গবন্ধু হলে জামানসহ বন্ধুদের অনেকেই সীট পেলো। ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে সীট পাওয়া আর সোনার হরিণ পাওয়া একই বিষয়। ওরা সোনার হরিণ পেলো আর আমি পূর্ণ উদ্বাস্তু থেকে প্রায় উদ্বাস্তুতে উন্নীত হলাম। এই সময়ে আমাদের প্রাত্যহিক রুটিন ছিলো নিয়মিত ক্লাস, রাজনীতি এবং রাতে আড্ডা। আড্ডার বিষয় কি নয়? তখনো আজিজ সুপার মার্কেট চালু হয়নি এবং বঙ্গবন্ধু হল থেকে আজিজ সুপার মার্কেটের সামনের রাস্তায় যাওয়ার একটি রাস্তা ছিলো। নির্মীয়মান আজিজ সুপার মার্কেটের সামনে কিছু চায়ের দোকান সারারাত খোলা থাকতো। আমরা কেউ কেউ গভীর রাতে সেখানে চা পান করতে যেতাম। স্পষ্ট মনে আছে, বঙ্গবন্ধু হলের ছাদের আড্ডা থেকে জামানের প্রাণ খোলা

অট্টহাসি বহুদূর থেকে শোনা যেত। উল্লেখ্য যে, আমাদের সাথে ছাড়াও সমাজ কলাণ ইনষ্টিটিউট কেন্দ্রীক জামান আর একটি গ্রুপের নেতৃত্ব দিতো।

এরপর এলো ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস বন্ধ হলো, এরশাদ বিরোধী আন্দোলন আপাততঃ মুলতবি রেখে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বন্যার্তদের সহায়তায়, ডাকসু ক্যাফেটরিয়াতে খাবার স্যালাইন তৈরী, মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে অবস্থা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বাসা থেকে রিলিফের জন্য জামা-কাপড়সহ অনুদান গ্রহণ এসব চলতে লাগলো বিরামহীনভাবে। এরই মাঝে একদিন জামান ব্যস্ত হয়ে 'প্রায় সাগর' পাড়ি দিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ে চলে গেল, কারণ ওর অতি প্রিয় জন্মস্থানও বন্যাক্রান্ত।

বন্যার পর সব কিছু ঠিক হতে শুরু করলো, ক্লাস আরম্ভ হলো, আরম্ভ হলো রাজনীতি এবং আড্ডাও, কিন্তু জামান আর আগের মতো পুরো সময় আমাদের সাথে কাটায় না। কারণ অনুসন্ধান করে জানা গেল বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সে একটি এনজিও-র রেজিষ্ট্রেশনই নিয়ে ফেলেছে। আমরা সবাই অবাক! অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র সে, বন্ধুদের মধ্যে যারা প্রথম শ্রেণী সুনিশ্চিত পাবে তাদেরই একজন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া তার মোটামুটি নিশ্চিত; নিদেন পক্ষে বিসিএস-এর চাকুরী। আর সে কিনা অনার্স পাশের আগেই এই সব করে সময়ের অপচয় করছে!!! এতো নিজের পায়ে কুড়াল মারা নয়, একেবারে গুলি করা। বিষয়টি পর্যালোচনা করার জন্য আবার আড্ডার কুশীলবগণ এক হলাম।

বিস্তর আলোচনা করেও তার এনজিও-র রেজিষ্ট্রেশন গ্রহণের কারণ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসা গেল না। তবে কি সে পাগল হয়ে গেল? তাই বা কি করে হয়। পাগল বলতে আমরা বুঝি

- জন্মগতভাবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, কিন্তু তা সে নয়;
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরে অনেকে বিরহের কারণে কিছু উল্টাপাল্টা কাজ-কর্ম করে; আমরা পাগল বলি, সে রকম খবরও কেউ জামানের বিষয়ে দিতে পারলো না;
- কিছু আধ্যাত্মিক জগতের লোক বলে দাবীদার, যারা বিভিন্ন মাজারে থাকেন এবং লাল কিংবা কালো কাপড় চোপড় পরিধান ক'রে 'ইত্যাদি ইত্যাদি' সেবন করেন; তারা নিজেদেরকে পাগল বলে অভিহিত করেন, আমাদের জামান কোনভাবেই সেই শ্রেণীর নয়। কেউ তাকে কোন দিন বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন হাইকোর্টের মাজারে, এমনকি মিছিল করতে গিয়ে পুলিশের তাড়া খেয়েও, ঢুকতে দেখেনি।

তাহলে সে পাগল নয়। কারণ পাগলেরও ন্যুনতম বিষয়বুদ্ধি থাকে, যে কারণে কোন পাগল নাকি যতই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাক গাড়ী চাপা পড়ে না - একজন যোগ করলো। ওর সে টুকু বুদ্ধিও নেই, তবে ও কি? স্বাব্যস্ত হলো, ও উন্মাদ। কারণ ন্যুনতম জ্ঞান থাকলে কেউ, যার ভবিষ্যত অত্যন্ত উজ্জ্বল - এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এর কিছুদিন পর

রাতে ‘চিকা’ মারা শেষে তার কক্ষের দরজার উপরে আমরা লিখে রেখেছিলাম ‘উন্মাদ আশ্রম।’

সেই জামানের এনজিও ‘ইএসডিও’, যার মাধ্যমে সে ইতোমধ্যে কয়েক লক্ষ পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে, কাজ করছে প্রায় পাঁচ হাজার উন্নয়ন কর্মী, অর্থাৎ বেকারত্ব নিরসনে সব দিক দিয়েই তার এবং তার প্রতিষ্ঠিত ইএসডিও'র ভূমিকা অনবদ্য। সাথে তার সহধর্মিণীর সহযোগিতার কথা না বললে রীতিমতো অপরাধ হবে, ঠাকুরগাঁও এলাকায় মানসম্মত শিক্ষা বিস্তারে এই ভদ্রমহিলা রেখেছেন স্মরণীয় অবদান।

নিজেও লেখাপড়া শেষ করার পর থেকে উন্নয়নমূলক কাজে জড়িত হবার সুবাদে আমার সুযোগ হয়েছে বাংলাদেশের সকল জেলায় পদার্পনের, কাজ দেখার সুযোগ হয়েছে ইএসডিও সহ শতাধিক এনজিও'র। কিন্তু জামানের এবং তার সহধর্মিনী ইএসডিও'র পরিচালক (প্রশাসন)'র প্রতি তাদের সংস্থা'র সকল কর্মীর যে শ্রদ্ধা এবং নিজ জেলা ঠাকুরগাঁওয়ের সর্বস্তরে তাদের যে গ্রহণযোগ্যতা তা আমি ইএসডিও ছাড়া আর একটি মাত্র সংস্থা'র ক্ষেত্রে দেখেছি। এই শ্রদ্ধাবোধ তৈরী হয়েছে কর্মীদের প্রতি তাদের অত্যন্ত সহৃদয় ও মানবিক আচরণের মাধ্যমে, তারা প্রকৃত পক্ষে ইএসডিও-কে একটি পরিবার হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। এর একটি উদাহরণ দেই, গুরুতর অপরাধের কারণে যে কর্মীর চাকুরী চলে গেছে জামান ঈদের সময় ঐ কর্মীর ঈদ করতে টাকা পাঠিয়েছে কারণ তখনো চাকুরীচ্যুত কর্মীটি আরেকটি চাকুরী জোগাড় করতে পারেনি।

এখন আমারো মাঝে মাঝে মনে হয় ওর মতো ’উন্মাদ’ হতে, দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করতে; কিন্তু পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পাই - তার মতো ‘উন্মাদ’ হতে যে যোগ্যতা লাগে তা খুব কম লোকেরই থাকে, অন্ততঃ আমার নেই। দেশে এ রকম ৬৪ জন ’উন্মাদ’ থাকলে হয়তো ইতোমধ্যে আমরা মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হতে পারতাম।

সামাজিক নেতৃবৃন্দের অনুভূতি

শহীদ উজ জামানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এবং স্পৃহা সম্পন্ন নেতৃত্বে আজ ইএসডিও শুধু ঠাকুরগাঁয়ে নয়, বাংলাদেশে নয়, আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে

মোঃ ফজলুল করিম
সাবেক গভর্ণর
ঠাকুরগাঁও ।

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র ২৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হতে যাচ্ছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই জন্য যে এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আমার সর্ম্পক প্রায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে।

বাংলাদেশের উত্তর জনপদে বিশেষতঃ সর্ব উত্তরের অবহেলিত জনপদ ঠাকুরগাঁও জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইএসডিও'র অবদান অবিস্মরণীয়। মানসম্মত শিক্ষার প্রসারে ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলছে। তাছাড়া জীব বৈচিত্র সংরক্ষণে "লোকায়ন - জীবন বৈচিত্র যাদুঘর" "ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতাল" গতানুগতিক কার্যক্রমের চাইতে একেবারেই আলাদা। এ জেলার প্রথম মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ "অপরাজেয় ৭১" ইএসডিও'র অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে।

শহীদ উজ জামানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, মেধা, অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে এবং স্পৃহা সম্পন্ন নেতৃত্বে আজ ইএসডিও শুধু ঠাকুরগাঁয়ে নয়, বাংলাদেশে নয়, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। ইএসডিও আমাদের জন্য অনেক সম্মান ও গৌরবের একটি প্রতিষ্ঠান। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ইএসডিও ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় অকুতোভয় সৈনিকের ভূমিকা পালন করবে। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইএসডিও'র ব্যাপ্তি আরও সম্প্রসারিত হোক এটিই আমার প্রত্যাশা।

২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দাতাগোষ্ঠি, ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদ, নির্বাহী পরিষদ, সকল উন্নয়ন কর্মী, উপকারভোগী এবং সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

ইএসডিও এনজিও'র চেয়ে একটু বেশি

মু সাদেক কুরাইশী
প্রশাসক, জেলা পরিষদ, ঠাকুরগাঁও
ও
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ঠাকুরগাঁও জেলা

প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে ইএসডিও কিছু সংকল্প ও স্বপ্নের কথা স্পষ্ট করে বলে আসছে। ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মকান্ডে সেসব সংকল্প ও স্বপ্নের প্রতিশ্রুতির ছাপ এলাকার মানুষ লক্ষ্য করেছেন। আর সেসব সংকল্প ও স্বপ্নের বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইএসডিও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিও'র চেয়ে একটু বেশি হয়ে উঠেছে।

১৯৯৭ সালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ঠাকুরগাঁওয়ের এনজিও ইএসডিও'কে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী সংস্থার পদকে ভূষিত করে। এই স্বীকৃতি ঠাকুরগাঁওয়ে সেদিন তেমন কোনো সাড়া না ফেললেও আমার মনে সেদিন ছাপ ফেলেছিল ঠিকই। আমি সেদিনই আশা করেছিলাম ইএসডিও এলাকায় শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে এগিয়ে আসুক। অবশ্য বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ২০০১ সালেই সংস্থটি এলাকার গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিষ্ঠা করে ইকো পাঠশালা। শুধু জেলা শহরে নয় মফস্বলেও প্রতিষ্ঠিত করা হয় তিনটি শাখা। একবিংশ শতাব্দির চ্যালেঞ্জ মেকাবেলায় এলাকার শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে ইকো পাঠশালা নিয়োগ দেয় দক্ষ ও সৃজনশীল একদল শিক্ষক। শিক্ষার ব্যতিক্রমী পদ্ধতি অল্প সময়ের মধ্যে ইকো পাঠশালাকে জনপ্রিয় করে তুলে। প্রতিষ্ঠানটিকে এখন আমরা দেশের যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ইকো পাঠশালায় যোগ হয় মাধ্যমিক শাখা। এরপর আরেকটু ছাড়িয়ে ২০১১ সালে শুরু কলেজ শাখার কার্যক্রম। আমি বিশ্বাস করি, গুণগতমান সম্পন্ন শিক্ষার অঙ্গীকারে ইএসডিও এখানেই থেমে থাকবে না। একদিন অবহেলিত এই জনপদে ইএসডিও'র একটি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ কিংবা অন্য কিছুর বাস্তবায়ন দেখতে পাবো। ইএসডিও'র পরশে একদিন প্রকৃত শিক্ষায় আলোকিত হয়ে উঠবে জেলার প্রতিটি প্রান্তর।

গুণিজনের আস্থা

ঠাকুরগাঁওয়ে গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক গুণিজন। তাঁদের অবদানে ওইসব এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে ব্যাপক। এঁদের নাম হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। কিন্তু প্রচারবিমুখ এসব গুণিজনদের খুঁজে বের করে ইএসডিও তাদের অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে

আসছে ঠিকই। স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের সাহসী যোদ্ধাদের, শিক্ষার কারিগরদের, হিতৈষী চিকিৎসকদের, ক্রীড়া সংগঠক, নারী সংগঠক ও সমাজ উন্নয়নের নিঃস্বার্থ কান্ডারীদের। ইএসডিও'র স্বীকৃতি পেয়ে এসব প্রচারবিমুখ মানুষগুলো পেয়েছেন অনুপ্রেরণা। এই অনুপেরণা থেকেই তাঁরা এ সমাজকে আরো কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার করছেন।

কর্মক্ষেত্রে প্রবেশদ্বার

প্রতিবছর লাখ লাখ শিক্ষার্থী তাদের পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশের অপেক্ষায় থাকেন। সবাই হয়তো যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পান না। তাদের সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে আসছে ইএসডিও। বর্তমানে এলাকার প্রায় পাঁচ হাজার যুবক ইএসডিও'র মাধ্যমে পেয়েছে কর্মসংস্থানের সুযোগ, যা এলাকার অর্থনৈতির চাকা সচল রেখেছে।

পাল্টে গেছে স্বাস্থ্যসেবার বেহাল চিত্র

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের সঙ্গে আলাপে জেনেছি তিনি জেলার স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে একটি অত্যাধুনিক শিশু হাসপাতাল ও প্রান্তজনের জন্য পূর্ণাঙ্গ হাসপাতালের স্বপ্ন লালন করেন। সেই স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য ইএসডিও প্রতিষ্ঠা করেছে কমিউনিটি হাপাতাল। যেখানে জেলার স্বল্প আয়ের মানুষ ন্যায্য মূল্যে গুণগতমানের স্বাস্থ্য সেবা পেয়ে থাকেন। শিশুদের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু হাসপাতালের কার্যক্রম শুরু করেছে সংস্থাটি। অচিরেই ইএসডিও'র কমিউনিটি হাসপাতালের মাধ্যমে এদেশের অবহেলিত অঞ্চলে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাবে বলে আমি আশাবাদী।

শুধু ঢাকাকেন্দ্রিক নয়

দেশের সব এনজিওই ঢাকা মুখী। একটু প্রসার হলেই, তারা তাদের প্রধান কার্যালয় নিয়ে যান ঢাকায়। কিন্তু ইএসডিও তাদের মূল কার্যালয়কে এখনও ঠাকুরগাঁওয়েই রেখে দিয়েছে। ইএসডিও'র কর্মীরা মনে করেন ঢাকায় মূল কার্যালয় নিয়ে এ অঞ্চলের সঙ্গে যে বন্ধন তা ছিন্ন করতে চান না।

ব্যক্তি মানুষ হোক অথবা সংস্থাই হোক, সময়ের ব্যবধানে যখন প্রত্যাশিত সাফল্যের দেখা পায়, তখন প্রায়ঃশ তারা ভুলে যায় তাদের সূচনাকালীন দিনের কথা। ফলে এমন একটা আত্মতৃপ্তিগত সন্তোষে তারা ভোগেন, যেটা তাদের অগ্রসরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কিন্তু ইএসডিও, এই সাফল্যকে 'তাৎক্ষনিক সাফল্য' বলে বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস থেকেই ইএসডিও এই সমাজের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে উঠেছে। আর এই দায় মেটাতেই ইএসডিও'র কার্যক্রম শুধু এনজিও'র কার্যক্রমে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এনজিও'র চেয়ে তাদের কার্যক্রম ভিন্ন হয়ে দেখা দিয়েছে।

আমার দৃষ্টিতে জামানের নেতৃত্বে ইএসডিও'র বেড়ে ওঠা

সুলতানুল ফেরদৌস নম্র চৌধুরী
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ঠাকুরগাঁও সদর
ঠাকুরগাঁও।

১৯৮৮ সালে সারাদেশ প্রলয়ংকারী বন্যায় কবলিত হয়ে পড়লে উত্তর জনপদের অবহেলিত ও অনগ্রসর ঠাকুরগাঁও জেলাও ব্যাপকভাবে বন্যা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ঠাকুরগাঁও-এর বন্যা কবলিত নারী পুরুষ শিশু সবাই আশ্রয় নেয় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বিশেষতঃ ঠাকুরগাঁও জেলার মানুষের বন্যা মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। তাই বন্যা আক্রান্ত মানুষ তো বটেই, এমনকি ঠাকুরগাঁও জেলার বিজ্ঞ জনেরাও হতচকিত হয়ে পড়েন এ অবস্থা দেখে। সেই সময়ের কিছুদিন আগে অত্যন্ত মেধাবী, উদ্যোগী, সাংগঠনিক মনস্ক ও পরোপকারী আমার প্রতিবেশী ছোট ভাই মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ছাত্র অবস্থাতাতেই এলাকার কিছু তরুণ শিক্ষিত যুবককে একত্রিত করে গড়ে তুলেছিল হ য ব র ল ইন্সটিটিউট। জামানের নেতৃত্বে এই ইন্সটিটিউট বন্যা কবলিত মানুষকে সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ ও ঔষধপত্র সংগ্রহের মাধ্যমে দূর্গত, অসহায় মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে। বন্যা পরবর্তীতে উদ্যমী ও প্রগতিশীল রাজনীতির চিন্তা চেতনা থেকে উজ্জীবিত হয়ে সেই প্রেরণা থেকেই মুহম্মদ শহীদ উজ জামান প্রতিষ্ঠা করে "মওলানা ভাসানী স্মৃতি পাঠাগার", যা বৃহত্তর দিনাজপুর জেলায় মওলানা ভাসানীর নামে একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এরপর মুহম্মদ শহীদ উজ জামান সমাজের অবহেলিত দুঃস্থ মানুষের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ৩ এপ্রিল, ১৯৮৮ সালে হ য ব র ল ইন্সটিটিউটকে পরিবর্তীত রূপে প্রতিষ্ঠা করে "ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)"।

সেই শুরু থেকেই ইএসডিও শিক্ষা ও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে স্বল্প পরিসরে কার্যক্রম শুরু করলেও পরবর্তীতে নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য, কৃষি উন্নয়ন, অধিকার ও সুশাসন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কিশোর-কিশোরীদের উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্যাপক পরিসরে সমন্বিত কার্যক্রম শুরু করে যা আজ অবধি চলমান রয়েছে এবং অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে বাস্তবায়ন করে আসছে যার ফলে ইএসডিও শুধু ঠাকুরগাঁও জেলাতে সীমাবদ্ধ না থেকে উত্তরবঙ্গসহ দেশের ২৩ টি জেলায় তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এর মাধ্যমে সৃষ্টি

হয়েছে ব্যাপক কর্মসংস্থানের এবং জামানের নেতৃত্বে ইএসডিও অর্জন করেছে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি।

চিরায়ত বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার বাইরেও ইএসডিও যেন একটু বেশী। ইএসডিও'র বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ ও কর্মকান্ড ইএসডিও কে দিয়েছে একটি ভিন্নমাত্রা। গুণগত শিক্ষার মান প্রসারে ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ, ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতাল, স্বাধীনতা যুদ্ধে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর অবিস্মরণীয় অবদানের স্বীকৃতি স্বরুপ ঠাকুগাঁও-এর ইএসডিও ক্যাম্পাসে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর একমাত্র ভাস্কর্য "মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হলো বলিদান লেখা আছে অশ্রুজলে" স্থাপন, লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য জাদুঘর, স্বাধীনতা যুদ্ধের স্মৃতিফলক "অপারেজয়'৭১" নির্মাণ, ঠাকুরগাঁও জেলার ক্রীড়া উন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগসহ ইএসডিও গোল্ডকাপ ব্যাটমিন্টন প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য গুণীজনদের ইএসডিও সন্মাননা প্রদান- এ সকল সামাজিক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ইএসডিও যেন আজ নিজের সাফল্যে মহীয়ান । তাই ঠাকুরগাঁওবাসী হিসেবে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি।

কালের পরিক্রমায় সেদিনের সেই কৃতি ছাত্র মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও তার সুযোগ্য সহধর্মিণী সেলিমা আখতারের নিরলস প্রচেষ্টায় আর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ইএসডিও কে দাঁড় করিয়েছে আজকের এই অবয়বে এবং ইএসডিও'র উন্নয়নের পাশাপাশি নিজেকেও নিয়োজিত করেছে পড়ালেখা, গবেষণা ও সাহিত্য চর্চায় এবং অর্জন করেছেন প্রাচ্যর অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্ব্বোচ সন্মাননা ডক্টরেট ডিগ্রী এবং মুহম্মদ শহীদ উজ জামান থেকে হয়েছে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান । আমরা এও জানি যে, তার সুযোগ্য সহধর্মিণীও অতি নিকট ভবিষ্যতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করতে যাচ্ছেন ডক্টরেট ডিগ্রী। এই সৃষ্টিশীল মানুষদ্বয়ের মাধ্যমে ইএসডিও প্রতিষ্ঠা করবে ইকো বিশ্ববিদ্যালয় ও ইকো মেডিকেল কলেজ যা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

ইএসডিও আজ এ অঞ্চলের উন্নয়নের ধ্রুবতারা হয়ে ভাগ্য বিড়ম্বিত দরিদ্র মানুষের ভাগ্যাকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে

এস.এম.এ. মঈন
মেয়র
ঠাকুরগাঁও পৌরসভা
ঠাকুরগাঁও।

ইএসডিও এই এলাকায় ক্ষুদ্র ঋণ, খাদ্য নিরাপত্তা, অধিকার এবং সুশাসন, সামাজিক সহায়তা সেবা, নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি ও দলিত শ্রেণীর উন্নয়ন ইত্যাদি প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে তা খুবই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে পৌর এলাকায় বেকারত্বের কষাঘাতে যুবসম্প্রদায় যখন বিপথগামী ঠিক তখনি ইএসডিও কিছু প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মহীন যুবকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পৌর এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে।

ইএসডিও আজ এ অঞ্চলের উন্নয়নের ধ্রুবতারা হয়ে ভাগ্য বিড়ম্বিত দরিদ্র মানুষের ভাগ্যাকাশে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের এই সংগ্রামে দারিদ্রমুক্তির এই লড়াইয়ে ইএসডিও ডঃ মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের নেতৃত্বে সৃজনশীল, ইতিবাচক অবদান অতীতে যেমন রেখেছে ভবিষ্যতেও রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ইএসডিও একটি অনন্য সাধারন এনজিও। এনজিও ব্যবসা নয়, মানুষের উন্নয়নে যথার্থ ও মননশীল উদ্যোগ। এমন উদ্যোগ যত ব্যাপক ও বিস্তৃত হবে, বাংলাদেশের সম্ভাবনা তত উজ্জ্বল হবে।

ইএসডিও তার চলমান সংগ্রামে সফল হয়ে একদিন সারা বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে নেতৃত্ব প্রদান করবে

আলহাজ্ব মোঃ ইকরামুল হক
সাবেক এমসিএ
ঠাকুরগাঁও-০৩

দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, আদিবাসি ও দলিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, চরের মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, মঙ্গা নিরসন ও ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মীদের দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী কাজকে এই অঞ্চলের মানুষ আজীবন মনে রাখবে। আমি বিশ্বাস করি ইএসডিও তার চলমান সংগ্রামে সফল হয়ে একদিন সারা বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে নেতৃত্ব প্রদান করবে।

দারিদ্র বিমোচন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, শিশু অধিকার, পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই অঞ্চলে ইএসডিও যুগান্তকারী কাজ করছে

মোঃ ইমদাদুল হক
সাবেক সংসদ সদস্য
ঠাকুরগাঁও-০৩

উত্তর জনপদের দারিদ্র বিমোচনে অঙ্গীকারাবদ্ধ ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তার পথ চলায় ২৫ বছর অতিক্রম করল। ইএসডিও'র সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কর্মীদের নিরলস পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ফলে প্রতিষ্ঠানটি আজকের পর্যায়ে আসতে সক্ষম হয়েছে বলে আমি মনে করি। দারিদ্র বিমোচন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, শিশু অধিকার, পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এই অঞ্চলে ইএসডিও যুগান্তকারী কাজ করছে। ইকো পাঠশালা তার পথ পরিক্রমায় ইকো কলেজে রূপান্তরিত হয়েছে। আগামীতে ইকো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়ে এলাকার শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে এই আশাবাদ আমার।

ইএসডিও অত্র অঞ্চলের বহু শিক্ষিত বেকার ছেলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তাদেরকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আলোর পথে ধাবিত করেছে

ডাঃ শেখ ফরিদ
সভাপতি
নাগরিক কমিটি, ঠাকুরগাঁও

ইএসডিও'র ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি কিছু কথা বলতে চাই - প্রত্যেকটি কর্মেরই দু'টি দিক থাকে; একটি ভাল আর একটি খারাপ। ইএসডিও'র বেলায় খারাপ দিকটি নেই বললেই চলে কারণ ইএসডিও বাংলাদেশে যেমন উন্নয়ন করছে তেমনি কয়েক হাজার লোকের পারিবারিক উপার্জনের উপায়ও করছে। আমার দৃষ্টিতে অত্র অঞ্চলের বহু শিক্ষিত বেকার ছেলে পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছিল তাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ইএসডিও আলোর পথে ধাবিত করেছে এবং করে চলেছে। এই জন্যই আমি ইএসডিও'র কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশের বহু এনজিও আছে যারা নিজেদের উন্নয়ন করছে কিন্তু সাধারন মানুষের জন্য কোন চিন্তা করে না, যেমন শিক্ষার দিক দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি সেই ক্ষেত্রে ইএসডিও পাঠশালা থেকে শুরু করে কলেজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং শিক্ষার মান এত উন্নত করেছে যে, ঠাকুরগাঁয়ে সরকারী স্কুল কলেজ থাকার পরেও সরকারী বড় বড় কর্মকর্তারা তাদের ছেলে মেয়েদের মানসম্মত শিক্ষার জন্য ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজে ভর্তি করেছে। ইএসডিও উচ্চ শিক্ষা প্রসারে ঠাকুরগাঁও-এ একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে।

সংস্থাটি বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েদের তাদের অতীত জানার জন্য লোকায়ন যাদুঘর সৃষ্টি করেছে। আপনারা জেনে আরও আর্শ্চয্য হবেন যে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলায় শুকানপুখুরী ইউনিয়নে জাবিভাঙ্গা গ্রামে তিন থেকে পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল যা দেশের কেন ঠাকুরগাঁয়ের কোন মানুষ জানতো না। ইএসডিও আমাকে দিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করে সেইসব শহীদ পরিবারের আত্মীয়স্বজনদের ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে উপস্থিত করে বিষয়টি সবার নজরে এনেছে। ইএসডিও জাপানের আর্থিক সহায়তায় ঠাকুরগাঁও-এ একটি আধুনিক শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছে। এই সব কারণে আমি ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আশা করি ভবিষ্যতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও খোলার পদক্ষেপ ইএসডিও গ্রহণ করবে। আমি এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি কামনা করছি। সেই সঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও তার সহধর্মিণী ইকো কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতারের দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

উত্তরাঞ্চলের তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের দীর্ঘ পথ চলায় ইএসডিও'র অবদান অবিস্মরণীয়

মোঃ তৈমুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল
(বিএনপি)
ঠাকুরগাঁও জেলা শাখা।

বাংলাদেশের উত্তর জনপদ ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৯৮৮ সালের ৩ এপ্রিল ইএসডিও'র জন্ম হলেও উত্তরাঞ্চলের তথা দেশের সার্বিক উন্নয়নের দীর্ঘ পথ চলায় ইএসডিও'র অবদান অবিস্মরণীয়। বর্তমানে ইএসডিও দেশের ২৩টি জেলার ১০৩টি উপজেলায় প্রায় পাঁচ হাজার উন্নয়ন কর্মীর মাধ্যমে মান সম্মত শিক্ষার প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, অধিকার ও সুশাসন সহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের পাশাপাশি দক্ষিণাঞ্চলের তুলনায় উত্তরাঞ্চলের অনগ্রসর জনগোষ্ঠিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় ইএসডিও'র অবদান নিঃসন্দেহে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সামাজিক বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে ইএসডিও'র ভূমিকা ঈর্ষনীয়।

ইকো পাঠশালা থেকে এখন ইকো কলেজ এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় রূপে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে

এডভোকেট মোঃ আব্দুল করিম
সভাপতি, জাতীয় পার্টি
ঠাকুরগাঁও জেলা শাখা।

ইএসডিও-এর নির্বাহী প্রধানের আমন্ত্রণে আমি যতবার এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে এসেছি, ততবারই মুগ্ধ হয়েছি। কারণ প্রতিটি অনুষ্ঠানেই কিছু না কিছু নতুনত্ব অনুভব করেছি। একজন মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দিনে দিনে যখন বড় হয় তখন তার শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে ইএসডিও'র বিভিন্ন শাখা যেমন ঃ শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে বছর বছর উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যে ইএসডিও আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে হাটি হাটি পা পা করে তার কর্মকান্ড অতি স্বল্প পরিসরে সূচনা করেছিল সেই ইএসডিও আজ পঁচিশ বছর পর বিশাল আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ইকো পাঠশালা থেকে এখন ইকো কলেজ এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয় রূপে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইএসডিও'র নিজস্ব শিল্পী গোষ্ঠী ও ক্রীড়াবীদদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দের মন আকৃষ্ট করে। এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা দেশের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ইএসডিও'র সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করছেন বিধায় তাদের আজকের এই সাফল্য।

সর্বোপরি ঠাকুরগাঁওয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র ড. মুহাম্মদ শহীদ উজ জামান এবং তার সুযোগ্য পত্নী অত্যন্ত চৌকস জনাব সেলিমা আখতার-এর চিন্তা চেতনা পরিকল্পনা এবং তাদের দু'জনের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফসল আজকের এই ইএসডিও।

আমি ঠাকুরগাঁওয়ের একজন সাধারন নাগরিক হিসেবে ইএসডিও'র আরো উন্নততর সফলতা কামনা করি এবং যারা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য নিষ্ঠার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের কর্মক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পাক এই কামনা করি।

ইএসডিও প্রগতিশীল, সেক্যুলার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ও উজ্জীবিত একটি প্রতিষ্ঠান

আখতার হোসেন রাজা
সেক্রেটারী
বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি
ঠাকুরগাঁও জেলা শাখা
ও
সভাপতি
ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাব

ইএসডিও এখন আর ক্ষুদ্র সংস্থা নেই, ঠাকুরগাঁও তথা এই এলাকার হতদরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠিগত এবং দলিত শ্রেণীর মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ, পরিবেশ বান্ধব পদ্ধতিতে কৃষি ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে কম খরচে বেশী ফসল উৎপাদন, নারীর অধিকার সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশের মাধ্যমে গণমানুষের সংগঠনে পরিণত হয়েছে।

ইএসডিও সত্যিকার অর্থে প্রশংসার দাবীদার এই জন্য যে, তার কোন রাজনৈতিক এজেন্ডা নেই, একটিই এজেন্ডা আর তা হচ্ছে গণমানুষের উন্নয়ন। ইএসডিও একটি প্রগতিশীল সেক্যুলার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী ও উজ্জীবিত একটি প্রতিষ্ঠান।

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক জামান, যার ডাক নাম ময়না, তাকে আমি ছোট বেলা থেকেই চিনি। বাল্যকাল থেকে তার মধ্যে যেসব গুণাবলী আমি প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাতে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম, তার সুরে একদিন আমরা সবাই মোহিত হবো। এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হলাম, যখন সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সন্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলো। এই সময়ে একদিন ব্যক্তিগত আলাপের সময় জামান আমাকে জানিয়েছিল, সে ঠাকুরগাঁওয়েই ফিরবে এবং এই এলাকার জন্য কাজ করবে। আমি একদিন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিষদের তৎকালীণ সদস্য মরহুম মোঃ ইকবালের সাথে আলোচনা করি এবং আমরা উভয়ে নিঃসন্দেহ হই, এই এলাকার মানুষের প্রতি তার দরদের বিষয়ে। ১৯৯২ সালে তাকে তৎকালীণ জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সহায়তায় ঠাকুরগাঁও প্রেসক্লাব এবং জেলা শিক্ষা কল্যাণ ট্রাষ্ট্রের সহায়তায় সম্বর্ধনা দেই এবং স্বর্ণপদকে ভূষিত করি, কারণ সেদিনই আমার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে যে, ইএসডিও এই এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকায়নের ক্ষেত্রে ¸i“ZcY ভূমিকা পালন করবে। পঁচিশ বৎসরে আজকের ইএসডিও'র যে সাফল্য তাতে আমি মনে করি ইএসডিও'র স্বপ্নের সাথে আমার স্বপ্নেরও বাস্তবায়ন ঘটেছে, যে কারণে আমিও গর্বিত।

অসাম্প্রদায়িক, মুক্তবুদ্ধি এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এই এলাকার গণমানুষের উন্নয়নে ইএসডিও তার ভূমিকা অব্যাহত রাখবে এবং এই প্রক্রিয়ায় সংস্থার সাফল্য ও পরিসর আরো বৃদ্ধি পাবে এই প্রত্যাশা করে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) সহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আবারো AvŠwiK ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় হোক শ্রমজীবি জনতার।

ইএসডিও-এর উদ্যোগে ঠাকুরগাঁও-এ একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে - জাতীয় সামাজতান্ত্রিক দল - জাসদ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়

মোঃ রাজিউর রহমান
সভাপতি
জাতীয় সামাজতান্ত্রিক দল, জাসদ
ঠাকুরগাঁও জেলা

উত্তরাঞ্চলের বৃহৎ বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) ১৯৮৮ সাল থেকে অতিদরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে, যার ফলে এ অঞ্চলের বেকার যুবক যুবতীর কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে ইএসডিও গুণগত শিক্ষিত জনগোষ্ঠি তৈরীর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। আমরা জেনেছি যে, ইএসডিও-এর উদ্যোগে ঠাকুরগাঁও-এ একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা হতে যাচ্ছে। জাতীয় সামাজতান্ত্রিক দল - জাসদ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানায়।

ইএসডিও-এর রজত জয়ন্তীর এই ক্ষণে সংস্থাটির সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও সকল উন্নয়ন কর্মীগণকে জাতীয় সামাজতান্ত্রিক দল - জাসদ এর পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর নেতৃত্বে উত্তরাঞ্চলের মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জ্ঞান নির্ভর সমাজ বির্নিমাণের এই প্রয়াস আরও বেগবান হউক এই প্রত্যাশায়।

চিরাচরিত ক্ষুদ্র ঋণের প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইএসডিও তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলেছে

মোঃ ইয়াসিন আলী
জেলা সম্পাদক
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি
ঠাকুরগাঁও ।

বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে টাংগন নদীর কোল ঘেষে গড়ে ওঠা ছোট শহর ঠাকুরগাঁও। ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই জনপদ যখন হারাতে বসেছে তার অনেক ঐতিহ্য, ঠিক তখনি এখানকার আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা এক মেধাবী তরুণ তার লালিত স্বপ্নের বাস্তবায়নে আজ থেকে ২৫ বছর আগে যে বীজ বপন করেছিল, আজ তা বৃক্ষে পরিণত হয়ে ফুলে-ফলে ভরে উঠে ইএসডিও নামের সৌরভ শুধুমাত্র ঠাকুরগাঁয়ে নয়, দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও তার সুরভী ছড়াচ্ছে।

চিরাচরিত ক্ষুদ্র ঋণের প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইএসডিও তার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে চলেছে। শিক্ষা বিকাশের পাশাপাশি এলাকার শিক্ষিত বেকারদের কাজের ক্ষেত্র তৈরী এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে এগিয়ে নিতে ইএসডিও'র তুলনা নেই। পিছিয়ে থাকা দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষতঃ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্ধকার জীবনে ''প্রদীপ শিখা'' প্রকল্প কিছুটা হলেও আলোর দীপ্তি ছড়াচ্ছে। ইকো পাঠশালা, ইকো কলেজ প্রতিষ্ঠা করেই ইএসডিও ক্ষান্ত থাকবে না বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা জানি অনন্য ও অসাধারণ এ কৃতিত্বের কান্ডারী হলেন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং এও জানি যে তাঁর আশু স্বপ্নের পরিকল্পনা রয়েছে ঠাকুরগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ আরও কত কি প্রতিষ্ঠার। তাই তাঁর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে এদেশের লোকজ ঐতিহ্যকে নতুন করে জনসম্মুখে তুলে ধরতে যেমন গ্রহণ করা হয়েছে নানা কর্ম উদ্যোগ তেমনি এলাকার পাশাপাশি দেশ-বিদেশের গুণী মানুষদের সম্মান জানিয়ে ইএসডিও তার অজান্তে শুধু নিজের নয়, সে সাথে এলাকার অনন্য সম্মান বয়ে আনছে।

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক-এর নেতৃত্বে ইএসডিও অর্জন করেছে দেশ ও বিদেশ ব্যাপী ব্যাপক সুনাম যার জন্য ঠাকুরগাঁও বাসি হিসেবে আমি গর্ববোধ করি

আয়শা সিদ্দিকা তুলি
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক,
জেলা আওয়ামী লীগ, ঠাকুরগাঁও
ও বিশিষ্ট সমাজ কর্মী ।

দেশের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে নৈসর্গিক শোভামন্ডিত ঠাকুরগাঁও জেলায় ইএসডিও'র জন্ম। শুরুতে ইএসডিও ক্ষুদ্র পরিসরে কার্যক্রম শুরু করলেও দীর্ঘ পথ চলায় সংস্থাটি তার বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের মাধ্যমে এখন দেশের শীর্ষ স্থানীয় একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ।

ইএসডিও'র কার্যক্রম বর্তমানে ব্যাপক বিস্তৃত; নারীর ক্ষমতায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি, শিক্ষার প্রসার, পুষ্টি ও স্যানিটেশন, স্বাস্থ্যসেবা, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্রঋণ, অধিকার ও সুশাসন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগ বাস্তবায়নে রয়েছে সংস্থাটির অসামান্য অবদান ।

নির্বাহী পরিচালক-এর নেতৃত্বে ইএসডিও অর্জন করেছে দেশ ও বিদেশ ব্যাপী ব্যাপক সুনাম যার জন্য ঠাকুরগাঁও বাসি হিসেবে আমি গর্ববোধ করি ।

ঠাকুরগাঁও-এর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইএসডিও-এর অবদান অসামান্য

ফোরাতুন নাহার প্যারিস
জেলা আহ্বায়িকা,
ঠাকুরগাঁও জাতীয়তাবাদী মহিলা দল
এবং কেন্দ্রীয় সদস্য
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।

১৯৮৮ সালে একটি ছোট্ট পরিসরে আমাদের এই ঠাকুরগাঁও জেলায় জন্ম নিয়েছিল ইএসডিও। বহু চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান এর কর্মপরিধি এবং কর্ম এলাকা দুটোই ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে ২৩টি জেলার ১০৩ টি উপজেলাতে।

ইএসডিও ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, সুশাসন, অধিকার, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে যে সবার্ত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়। বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও-এর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইএসডিও'র অবদান অসামান্য।

অর্থনৈতিক মুক্তি ও সামাজিক উন্নয়নে দারিদ্র দূরীকরণের এই লড়াইয়ে ইএসডিও ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের নেতৃত্বে ইতিবাচক অবদান অতীতে যেমন রেখেছে তেমনি ভবিষ্যতেও রাখতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ইএসডিও ঃ এক অভিযাত্রার নাম

প্রফেসর মনতোষ কুমার দে
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ
ঠাকুরগাঁও

প্রাকৃতিক দুর্যোগমুক্ত শঙ্কাহীন এক শান্ত জনপদ ঠাকুরগাঁও। নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে বসবাসের এক শান্তিময় আবাসভূমি। প্রকৃতির হিংস্র ছোবল যাকে আঘাত করেনি কখনো। বন্যা, ঘূর্নিঝড়, ভূমিকম্প জলোচ্ছ্বাসে যে এলাকার মানুষের জীবন কখনো কেঁপে উঠেনি। মুখোমুখি হয়নি তেমন কোনো বিপর্যয়ের সেই ঠাকুরগাঁওয়ে আকস্মিক নেমে এলো বন্যা। সেটা ছিল ১৯৮৮ সাল। স্মরণকালের এই বিধ্বংসী বন্যা প্লাবিত করলো ফসলের ক্ষেত, ডুবিয়ে দিল রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি সবকিছুই। শহর ঠাকুরগাঁওয়েরও অনেক মানুষ হয়ে পড়ল গৃহহীন, অন্নহীন, বিপন্ন। আদিনাম নিশ্চিন্তপুর অবশেষে অর্থহীন হয়ে পড়ল বন্যার তান্ডবে। পাল্টে গেল শান্তি ও স্বস্তিতে বসবাসের দুশ্চিন্তামুক্ত নির্বিরোধ অবস্থাটি। এদিকে বন্যা কবলিত হওয়ার পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে এই জনপদের মানুষ এতে দারুণ দিশেহারা হয়ে পড়ল। হয়ে পড়ল হতচকিত, বিমূঢ়। নিজেদের উদ্ধার প্রচেষ্টা তো দূরের কথা, দুর্যোগের আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে হারিয়ে ফেরল মনোবলও। এছাড়া এই এলাকায় বন্যার আশঙ্কা ছিলনা বলেই একে মোকাবিলা করার কিংবা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কোনো পূর্ব প্রস্তুতিও ছিলনা তেমন। একদিকে বন্যার তান্ডব, অন্যদিকে উদ্ধার প্রচেষ্টা ও ত্রাণ তৎপরতার অভাব সবমিলিয়ে এলাকাজুড়ে সৃষ্টি হলো ভয়াবহ এক মানবিক বিপর্যয়। আর এই বিপর্যয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মহৎ অঙ্গীকারে উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে এলো কিছু তরুণ। পরদুঃখকাতর, ত্যাগী, মানব কল্যাণে নিবেদিত একদল সাহসী যুবক। কিছুই ছিলনা তাদের কাছে। না অর্থ, না সামগ্রী, না অভিজ্ঞতা। শুধু বুকভরা ভালোবাসা ছিল, ছিল প্রশস্ত হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রাণাবেগ । আর তাই মানবিক বোধের প্রবল তাড়নায় তাড়িত হয়ে তারা হাত বাড়িয়ে ছিল দুর্গত মানুষের দিকে। অদম্য ইচ্ছা শক্তির ডানায় ভর করে ঝাপিয়ে পড়ল উদ্ধার তৎপরতাসহ ত্রাণ বিতরনের কাজে। সে যে কী মহৎ উদ্যোগ, কী নিঃস্বার্থ কাজের আশ্চর্য দৃষ্টান্ত তা ভাবতেই বিস্মিত হতে হয়। মানুষ জন্মগত ভাবেই তার অন্তরে লালন করে মহতের চেতনা। কোনো কোনো উপলক্ষে তার উদ্ভাসন ছড়িয়ে পড়ে। সেদিন ওই গুটিকয় তরুণ প্রাণের মধ্যে প্রাণশক্তির যে অব্যাহত প্রকাশ ও সহমর্মিতার যে হৃদয়ছোঁয়া আবেগের উন্মোচন হয়েছিল তা দুর্যোগের অন্ধকারেও বিচ্ছুরিত করেছিল অজস্র আলোর কণা। এযেন মনুষ্যত্বের

আলোকিত উত্থান। মহৎ কর্মের উদার অভ্যুদয়। আর সেজন্যই সেদিন সেই তরুণরাই অসহায় বিপন্ন মানুষগুলোর কাছে হয়ে উঠেছিল ভরসা অকৃত্রিম। ক্ষুদ্র অথচ ভীষণ অন্তর্তাগিদে সংবেদনশীল এক উদ্ধার পর্বের সূচনা করেছিল তারা।

ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের বিভিন্ন কক্ষে গাদাগাদি করে আশ্রয় নেয়া বন্যাদুর্গত অসহায় সব মানুষ- নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই নির্বাক তাকিয়ে ছিল তাদেরই দিকে। তাকিয়ে ছিল ওই বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পাওয়ার আশায়। চোখে-মুখে ছিল আতঙ্কের ছাপ। অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগে দারুণ বিচলিত ছিল বন্যা পীড়িত ওইসব মানুষেরা। কিন্তু স্বেচ্ছাকর্মী ওই তরুণেরা সেদিন তাদের সামর্থ্যের সব উজাড় করে ছাপিয়ে পড়েছিল এক মানবিক কর্মযজ্ঞে অন্ধকার সুরঙ্গে জাগিয়ে তুলেছিল আলোর দিশা। তারুণ্যের মমতা মাখানো অভয়ের কাছেই বিচলিত বিপর্যস্ত মানুষেরা হয়ে উঠেছিল নির্ভয়। খুঁজে পেয়েছিল নির্ভরতার অবলম্বন। সেই সঙ্গে ওই তরুণরা পেয়েছিল মানুষের জন্য কিছু করার আত্মবিশ্বাস। এই আত্মবিশ্বাস ও কল্যাণ চেতনা থেকে সেদিন এক মহতের দ্বারোন্মোচন হয়েছিল। শুরু হয়েছিল বৃহতের কর্মধারায় শামিল হওয়ার এক দুর্বার অভিযাত্রা। উচ্চারিত হয়েছিল তরুণ প্রাণের উৎসর্গীত অঙ্গীকার। প্রবল আত্মবিশ্বাসী, দারুণ উদ্যমী, অসাধারণ মেধাবী ও আশ্চর্য মানবিক চেতনায় উজ্জীবিত এক উজ্জ্বল তরুণ মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের প্রাণপ্লাবী নেতৃত্বে সেই কর্মধারা ক্রমেই অভিযাত্রায় রূপ নেয়। রাত্রি অতিক্রম করে প্রভাতের সিংহদ্বারের অভিমুখে যে যাত্রা তাই অভিযাত্রা। এক বৃহত্তর কর্মধারায় অব্যাহত যে চলা, যা সমষ্টির কল্যাণে বিরামহীন তৎপরতায় দারুণ চঞ্চল তাই অভিযাত্রা। যাত্রার সমাপ্তি আছে, কিন্তু অভিযাত্রার শেষ নেই। অভিযাত্রা এক চলমান ধারার মতোই। মানুষের সম্মিলিত শক্তির ধাবমানতাই অভিযাত্রা। ইএসডিও যেন সেই অন্তহীন ধাবমানতার এক সংগঠিত শক্তি। অনেক ত্যাগ, অনেক শ্রম, অনেক দুঃখ আর অনেক আত্ম সংবরনের সুমহান ব্রত নিয়ে গড়া এক অভিযাত্রার নাম ইএসডিও। সামনে পথ আরো বিস্তৃত, প্রসারিত। সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে হবে অনেকদূর। তাই রবীন্দ্রনাথের গানের পঙক্তি উচ্চারণ করে বলতে হবে–

“মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়”

ইএসডিও অপরাজেয়'৭১ স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করে মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘদিনের মনের বাসনা পূর্ণ করেছে

শ্রী জিতেন্দ্র নাথ রায়
ইউনিট কমান্ডার
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ
ঠাকুরগাঁও জেলা ইউনিট কমান্ড

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) সংস্থাটি বাংলাদেশের ২৩টি জেলায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছে। আমার ঠাকুরগাঁও জেলার মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায়, দলিত ও আদিবাসীদের সামাজিক উন্নয়নে, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ক্ষেত্রে, নারীর অধিকার রক্ষায় ও সুসমাধানে বলিষ্ট ভূমিকা পালন করায় ইএসডিও ভূয়শী প্রশংসার দাবিদার। ঠাকুরগাঁও জেলার মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে লালন করার লক্ষ্যে অপরাজয়'৭১ স্মৃতি সৌধ নির্মাণে সহায়তা করে মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘদিনের মনের বাসনা পূর্ণ করেছে, তাই মুক্তিযোদ্ধা জেলা কমান্ডের পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদ মোহাম্মদ আলীর মাজার সংস্কার করার জন্যও আমি সংস্থাটিকে এবং আমাদের এই প্রিয় সংগঠনটির নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে সাধুবাদ জানাই।

নিকট ভবিষ্যতে এই প্রতিষ্ঠানটি দেশের গন্ডি পেরিয়ে বর্হিবিশ্বে খ্যতি অর্জন করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

ইএসডিও'র ২৫ বছর পূর্তি, ভাবতেই আমার ভালো লাগছে!

লুৎফর রহমান মিঠু
সাধারণ সম্পাদক
ঠাকুরগাঁও প্রেস ক্লাব, ঠাকুরগাঁও।

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অবহেলিত জনপদ ঠাকুরগাঁও। এই ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৯৮৮ সালে কিছু তরুণ যুবকদের নিয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে আত্নপ্রকাশ করে ইএসডিও। ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তাঁর অত্যন্ত দক্ষতা এবং বিচক্ষণতায় তিল তিল করে তিনি এই সংস্থাটিকে আজ ২৫ বছরে দাঁড় করিয়েছেন। আমার বড় হওয়ার সাথে সাথে ইএসডিও'র বড় হওয়া আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন। যিনি মানুষ হিসাবে স্বচ্ছ এবং সুন্দর মানসিকতার।

ঠাকুরগাঁও-এর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইএসডিও'র যে অবদান তা ইতিহাসে সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। ক্রীড়া, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইএসডিও'র পৃষ্ঠপোষকতা আমি দেখতে পেয়েছি। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্তম্ভ 'অপরাজেয় ৭১' নির্মাণে এককভাবে অর্থায়ন করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা জিইয়ে রাখার চেষ্টা, ঠাকুরগাঁও তথা দেশে বিশেষ অবদানের জন্য ঠাকুরগাঁও জেলার কৃতি সন্তানদের সম্মাননা প্রদান করে সম্মানিত করা ও জাতীয় মানের ইএসডিও গোল্ডকাপ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট আয়োজন করে এ অঞ্চলের সব বয়সী মানুষের মনে স্থান করেছেন ইএসডিও ও ড. শহীদ উজ জামান।

এ অঞ্চলের খেটে খাওয়া মানুষের জীবন ও জীবিকার সাথে যে সমস্ত উপকরণগুলি ওতপ্রতভাবে জড়িত, যে উপকরণগুলি হারিয়ে যেতে বসেছে, যে উপকরণগুলি নতুন প্রজন্ম চেনে না অথবা কিছু দিন পর চিনবে না সেই হারিয়ে যাওয়া উপকরণগুলি সংরক্ষনের উদ্দেশ্যে ইএসডিও 'লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য যাদুঘর' স্থাপন করেছে। আবহমান বাংলার লোকজ সংস্কৃতি লালনের প্রয়াসে লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য যাদুঘর চত্বরে আমরা দেখেছি বর্ষা বরণ উৎসব, পিঠা উৎসব। যা আমাদের শেকড়ের কাছাকাছি নিয়ে যায়।

অবহেলিত উত্তর জনপদের ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড় জেলায় প্রথম দৈনিক খবরের কাগজ 'দৈনিক লোকায়ন' ইএসডিও'র উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে তৃণমূল মানুষের না জানা কথা গুলো প্রতিদিন খবর হয়ে উঠে আসে। ইতিমধ্যেই সেই পত্রিকাটি সরকারী মিডিয়া (ডিএফপি'র) তালিকাভুক্ত হয়েছে।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে রাজধানী কিংবা দেশের বাইরে অভিজাত জীবন যাপন করতে পারলেও তা না করে ঠাকুরগাঁও এর মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইএসডিও প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছেন, কর্মসংস্থান করেছেন অনেক শিক্ষিত বেকার যুবকের।

ঠাকুরগাঁও এর অহংকার ড. জামান ও ইএসডিও কে নিয়ে আমি গর্ব করি। প্রত্যাশা করি এই ইএসডিও এগিয়ে যাক আরো অনেক দুর... ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান দীর্ঘজীবি হোন।

আমার দৃষ্টিতে ইএসডিও'র বেড়ে উঠা

এ্যাড. ইন্দ্র নাথ রায়
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, নৃতাত্বিক ঐক্য পরিষদ
ঠাকুরগাঁও জেলা ও
প্রেসিডিয়াম সদস্য
বাংলাদেশ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, নৃতাত্বিক ঐক্য পরিষদ
ঢাকা

ঠাকুরগাঁও জেলায় ইএসডিও'র জন্ম/প্রতিষ্ঠা হলেও কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে এর ব্যপ্তি ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র দেশে, যার মূলে রয়েছে ইএসডিও'র সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। ক্ষুধা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে চলছে ইএসডিও'র নিরন্তর সংগ্রাম। গুণগত শিক্ষার প্রসার, খাদ্য নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সুশাসন ও নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন সহ সংস্থাটি বাস্তবায়ন করছে বিভিন্ন কর্মসূচী যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক কার্যসংস্থান। ইএসডিও সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির একটি অনন্য ও অসাধারণ প্রতিষ্ঠান। গতানুগতিক কর্মসূচীর বাইরেও রয়েছে ইএসডিও'র নানামুখী উদ্যোগ যা ইএসডিওতে যোগ করেছে ভিন্ন মাত্রা। যার ফলে ইএসডিও অর্জন করেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। ইএসডিও'র এই অর্জনে ঠাকুরগাঁওবাসী হিসাবে আমি গর্বিত। আমি এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করি ইএসডিও'র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ এর মাধ্যমে জাতি আগামী দিনে পাবে অসংখ্য মেধাবী ও কৃতি সন্তান, যারা আগামী দিনে রাষ্ট্র পরিচালয়নায় রাখবে ব্যাপক অবদান। আমি এই আশাও ব্যাক্ত করি যে, ইএসডিও'র সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক এবং ইকো কলেজ ও ইকো পাঠশালার সুযোগ্য অধ্যক্ষ সেলিমা আখতার - উভয়ের প্রচেষ্টায় ঠাকুরগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ।

আমার চোখে ইএসডিও

আলহাজ্ব মাওঃ মুহাঃ খলিলুর রহমান
খতীব, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ
ঠাকুরগাঁও।

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ পাকের জন্য যিনি মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ করে সৃষ্টি করেছেন। অসংখ্য দরূদ ও ছালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত শান্তির বার্তাবাহক রাহমাতুল লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর। মানুষের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর নিকট উত্তম যিনি অন্যের উপকার করেন। বাংলার উত্তর জনপদের হিমালয়ের পাদদেশে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁর মেধা, বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইএসডিও একটি প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি বহুমুখী মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত। দেশ ও জাতীর তথা সমাজের প্রতিটি স্তরে ইএসডিও'র অবদান পরিলক্ষিত হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত এ প্রতিষ্ঠানটি। মানুষের জীবনে দুটি দিক রয়েছে, একটি ইহকালীন জীবন অপরটি পরকালীন জীবন। ইহকালীন জীবনে মানুষ কিভাবে সুখী সমৃদ্ধশালী হতে পারে; সুশিক্ষা, নৈতিকতাবোধ কিভাবে জাগ্রত হয়, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা কিভাবে সমাজ উন্নত হয় তার যাবতীয় কার্যক্রম এ প্রতিষ্ঠানটির রয়েছে। সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত করাই এ প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য। নিম্নে এ প্রতিষ্ঠানটির অবদান আমার চোখে যা এসেছে তা সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো-

ইএসডিও'র নামের স্বার্থকতাঃ ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) সমাজের প্রতিটি অঙ্গনে যেখানে ইএসডিও কাজ করে যাচ্ছে তা প্রশংসার যোগ্য। মানুষের জীবনে মৌলিক চাহিদা, তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা এ সব পূরণে এ প্রতিষ্ঠানটি কাজ করে যাচ্ছে। একজন হতদরিদ্র মানুষ কিভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে তার যাবতীয় ব্যবস্থা করে যাচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানটি। মানুষ যেন জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুন্দর, সুস্থ্য ও স্বচ্ছল ভাবে জীবনযাপন করতে পারে তার যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানটি। সুতরাং ইএসডিও শুধু একটি নামই নয় বরং এ নামের বাস্তবতা তথা স্বার্থকতা দৃশ্যমান।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানঃ ইসলামের প্রথম বাণী ''ইকরা'' তথা ''পড়''। পড়ার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা যায়। জ্ঞানের দ্বারা সত্য-মিথ্যা ভাল-মন্দ, বৈধ-অবৈধ পার্থক্য সৃষ্টি করা যায়। মহান আল্লাহকে জানতে হলে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী। সুশিক্ষিত জ্ঞানী একজন মানুষ

সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য বড় নেয়ামত। যে জাতি যত বেশী শিক্ষিত সে জাতি ততো বেশী উন্নত। আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে উন্নত শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। হাদীসে মানুষকে সোনা-রূপার খনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যে মানুষ সুশিক্ষিত হয় সেই মানুষটি মহামানব তথা সম্মানিত মানুষ হিসাবে পরিগণিত হয়। সেদিকে লক্ষ্য করে ইকো পাঠশালা এবং ইকো কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গরীব মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানসহ লেখা-পড়ার যাবতীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে অবদানঃ একজন সুস্থ্য মা সুস্থ্য সন্তান জন্মদান করে। অপরদিকে একজন সুস্থ্য সন্তান পরিবারে শান্তি নিয়ে আসে। মেধাবী তথা প্রতিভা বিকাশে সুস্থ্য মানুষের প্রয়োজন। মা ও শিশু কিভাবে সুস্থ্য সবল থাকতে পারে তার জন্য বিভিন্ন প্রকল্প চালু রেখেছে ইএসডিও। ইএসডিও নিজস্ব অর্থায়নে হাসপাতাল তৈরী করেছে। উত্তর বঙ্গের মানুষের সুচিকিৎসার জন্য সবসময় ডাক্তার ও নার্সদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার মাধ্যমে সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহসহ জনগণকে সুস্থ্য রাখার জন্য যাবতীয় সরকারী কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকে এ প্রতিষ্ঠানটি। চিকিৎসা সেবা সর্বস্তরের মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়া এবং সচেতন করে গড়ে তোলাই ইএসডিও'র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।

আমার দৃষ্টিতে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানঃ ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি প্রতিভা, একটি স্ফুলিঙ্গ, একটি সুবাসিত ফুটন্ত গোলাপ। ফুলকে যেমনি সবাই ভালবাসে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকেও সকলেই ফুলের মত ভালবাসে। তাঁর পরোপকার, অমায়িক ব্যবহার, সাধারন জীবন-যাপন, বিচক্ষণতা, ভদ্রতা-নম্রতা, দূরদর্শীতা, প্রখর স্মরণ শক্তি, দয়া, ভালবাসা ও উদারতা সকল শ্রেণির মানুষকে করেছে মুগ্ধ। বিপদে মানুষের প্রতি তাঁর দানের হাত সর্বদা প্রসারিত। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের সব সময় তিনি সাহায্য করে থাকেন। অন্নহীনকে অন্নদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, ছিন্নমুলকে বাসস্থান, অসুস্থ্য ব্যক্তিদের চিকিৎসা ইত্যাদি তথা মানবতার মুক্তির ও শান্তির জন্যই নিবেদিত প্রাণ এই মানুষটি। তাঁর কর্মকান্ড, আচার ব্যবহার, সমাজ উন্নয়নের ব্যাপারে যে অবদান তা ইতিহাসের পাতায় মানুষের অন্তরের মনিকোঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে। দেশে-বিদেশে সুনাম সুখ্যতি ছড়িয়ে পড়েছে এ মানুষটির। তাঁর বাচন ভঙ্গি, ব্যবহার, জ্ঞানের পান্ডিত্য আমাকে করেছে মুগ্ধ। তাঁর প্রতিভা আজ ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর বাংলায় তথা সারা বাংলাদেশে।

ধর্মের প্রতি অনুরাগঃ ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের আলেম-ওলামা, জ্ঞানী ব্যক্তি, আল্লাহর মেহমান হাজী সাহেবদের প্রতি রয়েছে অকৃত্রিম ভালবাসা। প্রতি বৎসর রমজান মাসে সমস্ত জেলার হাজীদের মসজিদের ইমাম সাহেবদের দাওয়াত দিয়ে ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে থাকেন। অনুষ্ঠান শেষে উত্তর বাংলার যত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ মাদ্রাসা রয়েছে সেগুলো উন্নয়নের জন্য অনুদান প্রদান করে থাকেন নিজ হাতে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রওজা যেয়ারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন নবী ওলী আওলীয়ার মাজার যেয়ারত করেন তিনি।

বায়তুল্লাহ শরীফ জিয়ারতঃ ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান হজ্বের ছদরে যাওয়ার আগে আমাকে বলেছিলেন যে, "আমি স্বপ্নে বায়তুল্লাহ শরীফ জিয়ারত করছি।" এতে আমি খুবই আনন্দ পেলাম যে, ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের ইসলামের প্রতি তথা আল্লাহর প্রতি গভীর ভালবাসা রয়েছে। আমি দোয়া করলাম স্বপরিবারে আল্লাহ যেন তাঁকে হজ্ব করার তৌফিক দান করেন। সত্যিই ঐ বছরে তিনি হজ্বে গেলেন। ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ে দোয়ার অনুষ্ঠানে আমি দোয়া পরিচালনা করেছিলাম। মুনাজাতে কান্নার রোল পড়ে গিয়েছিল। সত্যিই ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর তাঁর প্রতিষ্ঠানের উন্নতি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহর রহমতে মানুষের দোয়ার বদৌলতে তাঁর জীবন স্বার্থক সুন্দর হউক সর্বদা এ দোয়াই করি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট।

আল্লাহর রহমতের আকাংখীঃ সর্বদা ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান আল্লাহর রহমতের প্রতি আকাংখী থাকেন। যে কোন নতুন প্রতিষ্ঠান চালু করার আগে মিলাদ মাহফিল ও দোয়ার মাধ্যমে আরম্ভ করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আলেম ওলামা ও ইমাম সাহেবদের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। মসজিদ-মাদরাসা ও কোরআন হাদীসের প্রতি তাঁর অনুরাগ অকল্পনীয়। আলাদা ভাবে সুন্দর পরিবেশে তাঁর কমপ্লেক্সে নামাজের জায়গার ব্যবস্থা করেছেন। দৈনিক লোকায়ন পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা বের করে রমজান মাসে রোজার ফজিলত ও তাৎপর্য নিয়ে লেখা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এ ছাড়াও আরবী বার মাসের বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় দিবসের তাৎপর্য সম্বলিত লেখা ছাপানো হয়ে থাকে। আমি দোয়া করি ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করে সারা পৃথিবীর মানবতার কল্যাণে যেন আল্লাহ তাঁকে তাঁর ইএসডিও-এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার তৌফিক দান করেন। আমীন-ছুব্বা আমীন ॥

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সৃষ্টিশীল ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর নেতৃত্বে নিকট ভবিষ্যতে ঠাকুরগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি মেডিকেল কলেজ

ডা. আবু মোঃ খয়রুল কবির
সভাপতি, বিএমএ
ঠাকুরগাঁও।

দেশের গতানুগতিক বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার বাইরে একটি অনন্য ও অসাধারন সংস্থার নাম ইএসডিও। ঠাকুরগাঁও জেলা ১৯৮৮ সালে ভয়াবহ বন্যায় কবলিত হয়ে পড়লে সেই সময়ে মেধাবী ছাত্র মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের নেতৃত্বে একদল তরুণ বন্যা কবলিত মানুষের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে এবং দিনরাত পরিশ্রম করে বিভিন্ন ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ করে বন্যা কবলিত মানুষের মধ্যে। সেই প্রেরণা থেকেই দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের সার্বিক উন্নয়নের ব্রত নিয়ে মুহম্মদ শহীদ উজ জামান প্রতিষ্ঠা করে ইএসডিও। তার পর থেকে শুরু হয় হাটি হাটি করে পা ফেলে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলা। ইএসডিও আজ পরিণত হয়েছে একটি উন্নয়নের মহিরূহ সংস্থায়।

এই সংস্থাটি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করছে অসংখ্য কর্মসূচি। যার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়েছে সেই অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানচিত্র। যার মূলে রয়েছে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও তার সহধর্মিণী সেলিমা আখতার এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও নিরলস প্রচেষ্টা। বিভিন্ন কর্মসূচীর পাশাপাশি রয়েছে স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ইএসডিও'র ব্যাপক কর্মসূচি, যেমনঃ ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতাল, প্যাথলজিক্যাল ল্যাব ইত্যাদি। ইএসডিও'র মাধ্যমেই ঠাকুরগাঁও জেলায় সর্বপ্রথম বেসরকারী উদ্যোগে চালু হয়েছে ২৪ ঘন্টা এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস। রয়েছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টিহীন মা ও শিশুর জন্য পুষ্টি কার্যক্রম, রয়েছে অসংখ্য পুষ্টি শিক্ষা কেন্দ্র ও সহস্রাধিক পুষ্টি শিক্ষাকর্মী। এই সকল কর্মসূচি শুধু ঠাকুরগাঁও জেলায় নয়, ঠাকুরগাঁও-এর বাইরেও গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ জেলায় দুঃস্থ ও পুষ্টিহীনদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে রেখে চলেছে অসামান্য অবদান। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি সৃষ্টিশীল ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান - এর নেতৃত্বে নিকট ভবিষ্যতে ঠাকুরগাঁওয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে একটি মেডিকেল কলেজ। যার মাধ্যমে এ অঞ্চলের স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত হবে একটি অভূতপূর্ব বিপ্লব। আমি এই আশাও ব্যক্ত করি যে, ইএসডিও ও ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতি লাভ করবে।

ঠাকুরগাঁও এর ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইএসডিও-এর সরাসরি অংশগ্রহণ ঠাকুরগাঁও-এর ক্রীড়ামহলকে আশান্বিত করেছে

মোঃ মাসুদুর রহমান বাবু
সাধারণ সম্পাদক
জেলা ক্রীড়া সংস্থা, ঠাকুরগাঁও

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়া একটি শিশুর পরিপূর্ণ হয়ে বেড়ে ওঠা এবং তার সাথে একটি সংস্থাকে বিগত ২৫ বছর ধরে মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর নিরলস ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফসল ইএসডিও, যার কর্ণধার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান কে জানাই রজত জয়ন্তীর আন্তরিক অভিনন্দন।

সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে প্রায় অর্ধেক জেলায় দারিদ্র বিমোচনে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ইএসডিও-এর ভূমিকা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, যা শুধু ইএসডিও পরিবার কে নয় ঠাকুরগাঁও-এর মানুষকে গর্বিত বোধ করায়।

শুধু তাই নয় সম্প্রতি ঠাকুরগাঁও এর ক্রীড়াঙ্গনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ইএসডিও-এর সরাসরি অংশগ্রহণ ঠাকুরগাঁও-এর ক্রীড়ামহলকে আশান্বিত করেছে, যার জন্য জেলা ক্রীড়া সংস্থা ঠাকুরগাঁও-এর পক্ষ থেকে ২৫ বছর পূর্তিতে ইএসডিওকে জানাই অভিনন্দন।

ইএসডিও-এর বর্তমান কর্মকান্ড শুধু বাংলাদেশেই নয়, দেশের বাইরেও সাফল্যের সাথে ছড়িয়ে পড়ুক আর ঠাকুরগাঁও-এর মানুষ গর্বে গর্বিত হোক, গর্বিত হোক ইএসডিও পরিবার।

নৃবন্ধু ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও তার প্রদীপ প্রকল্পের সঙ্গে জড়ানোর গল্প

এ্যাডভোকেট ইমরান চৌধুরী
উপদেষ্টা, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, ঠাকুরগাঁও

পেশা ও জীবনের লক্ষ্যের মিল সব মানুষের হয় না। ছোট বেলায় পরীক্ষার জন্য আমার জীবনের লক্ষ্য রচনায় কতবার যে চিকিৎসক হতে চেয়েছি তার হিসাব এখন দিতে পারব না। জীবন নিয়ে এক এক জনের স্বপ্ন একেক রকম। আমার জীবনের আরাধ্য স্বপ্ন ছিল নির্যাতিত মানুষের জন্য রাজনীতি করার। হয়তবা রাজনৈতিক পরিবারে জন্ম হবার কারণে এ রকম স্বপ্ন দেখতাম। আমার যে এলাকায় জন্ম তার আশপাশের মধ্যেই এই জনপদের কিংবদন্তি হাজী মোহাম্মদ দানেশের তেভাগা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বাল্যকালে কমরেড মোহাম্মদ ফরহাদের কমিউনিষ্ট পার্টির ভাত চাই, কাপড় চাই, বাঁচার মত বাঁচতে চাই শ্লোগানে যখন রাজপথ প্রকম্পিত হত তখন থেকেই শিহরিত হতাম। ৯ম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন সময়ে আমার শ্রদ্ধেয় চাচা বর্তমান ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা চেয়ারম্যান সুলতানুল ফেরদৌস নম্র চৌধুরী ও তার একান্ত অনুগত মমিনুর রহমান বিশাল ভাইয়ের হাত ধরে ছাত্র মৈত্রীর রাজনীতি করতে শুরু করি। সে সময় থেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠির জন্য কাজ করার আকাঙ্খা তীব্রতর হতে থাকে।

এর পর পশ্চিম বাংলার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে অনার্স পড়াকালীন সেখানকার বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে নিজের পরিচয় ঘটে। পেশাগত জীবনে আইন পেশা শুরু করার পর আমার রাজনৈতিক জীবনের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ও একসময়ের সহযোদ্ধা মমিনুর রহমান বিশাল ও শাহ মোহাম্মদ আমিনুল হক ভাইয়ের অনুরোধে ইএসডিও প্রদীপ প্রকল্পের সংগে সম্পৃক্ত হই। ব্যক্তিগত জীবনে আমি জাতীয় আদিবাসী পরিষদের উপদেষ্টা হওয়ার কারণে তারা আমাকে প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে বলেন। আমি দ্বিধা দ্বন্দ্বে পড়ে যাই। এদেশের বামপন্থী রাজনীতিবিদদের এনজিওদের সম্পর্কে একটি খারাপ ধারনা বিদ্যমান যে এনজিওরা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষের শক্তি। কিন্তু নাছোড়বান্দা বিশাল ভাই ও আমিনুল ভাই সব সময় আমার পিছে ধাওয়া করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হই। শুরু হয় আমার অন্য রকম এক পেশাগত জীবন। রাত দিনের পার্থক্য এই প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মীদের কাছে নেই। রাত একটায় আমিনুল ভাই ও বিশাল ভাই মোবাইল করে পীরগঞ্জে ডেকে পাঠান। কারণ জমি সংক্রান্ত বিরোধ। এভাবেই এক এক করে গড়ে উঠে ২৯.১১ একর ভূমি উদ্ধারের এক বিশাল ইতিহাস। যে ইতিহাসের যোদ্ধারা

প্রচলিত কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য না হয়েও এক বিশাল রাজনৈতিক কর্মযজ্ঞ করে চলেছেন অবিরত। আর আমাদের এই যুদ্ধের টিম লিডার ইএসডিও'র সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক এই সময়ের অত্যন্ত সাহসী সন্তান ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁও জেলার প্রত্যন্ত আদিবাসী পল্লীগুলোতে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কখন যে পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে তা বুঝতে পারি নি।

২০০৮-২০১২ এই পাঁচ বছর আমার পেশাগত জীবনের টার্নিং পয়েন্ট বলে আমি মনে করি। পিছিয়ে পড়া সুবিধাবঞ্চিত আদিবাসী জনগোষ্ঠির কল্যাণে অনেক উন্নয়ন সহযোগী অনেক কিছু করার কথা বললেও আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায় আমি হেক্স সুইজারল্যান্ডের অর্থায়নে ইএসডিও প্রদীপ প্রকল্পের মত অন্যদের কাজ গুলি দেখতে পাই না। সমতল অঞ্চলের আদিবাসীদের মূল সমস্যা ভূমিকে সামনে নিয়ে ইএসডিও প্রদীপ প্রকল্প যেভাবে কাজ করছে তা প্রশংসা না করলে অন্যায় করা হবে। প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মীদের আন্তরিকতা ও দায়িত্ব বোধ দেখে আমি অভিভূত হয়েছি। এখানে ৮টা ৫টার প্রচলিত চাকরী কেউ করে না। উন্নয়ন কর্মীরা যখনই সমস্যা তখনই তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণের যে চেষ্টা করে চলেছে তার মূল্যায়ন না করলে ইতিহাস আমাকে ক্ষমা করবে না। ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক নৃবন্ধু ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান আমাকে তার টিমে অর্ন্তভুক্ত না করলে এনজিওদের কাজ সম্পর্কে একটি বিরূপ ধারনা নিয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হত। আমি শুধু সকলের উদ্দেশে এটুকু বলতে চাই এই প্রকল্পটি ঠাকুরগাঁও জেলার ঠাকুরগাঁও সদর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলায় কাজ করে বলেই এই অঞ্চলের আদিবাসীদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মী বিশাল ভাইয়ের সুরে আমিও সুর মিলিয়ে বলতে গর্ববোধ করি যে, বিগত তিন বছরে কর্ম এলাকার আদিবাসীদের উপর নির্যাতন করে কেউ পার পেয়ে গেছে তা প্রমাণ করতে পারলে প্রদীপ প্রকল্পে উন্নয়ন কর্মীরা হাতে চুড়ি পরে ঘুরে বেড়াবে। পরিশেষে আমার এই সংক্ষিপ্ত লিখনে ভুলক্রটি ক্ষমা চেয়ে বলতে চাই - হেক্স অর্থায়নে ইএসডিও প্রদীপ প্রকল্প এগিয়ে যাক। প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মীদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত হোক এই প্রত্যাশায়।

ই এসডিও'র কর্মসূচী সহযোগীদের অনুভূতি

বাংলাদেশের উত্তরের অবহেলিত জনপদ ঠাকুরগাঁও জেলার সামগ্রিক উন্নয়নে ইএসডিও'র অবদান অবিস্মরণীয়

মোঃ জাফরুল্লাহ
চেয়ারম্যান
৬নং আউলিয়াপুর ইউনিয়ন
ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর জনপদের জেলা ঠাকুরগাঁও-এ ইএসডিও ৩ এপ্রিল, ১৯৯৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে এর কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে। অন্যান্য উন্নয়ন সংস্থার মতো প্রচলিত উন্নয়ন কার্যক্রমের বাইরে ইএসডিও'র নানাবিধ সামাজিক কর্মকান্ড, যেমনঃ লোকায়ন জীবণ বৈচিত্র্য জাদুঘর, লোকায়ন ভেষজ বাগান, 'অপারজেয় ৭১' নির্মাণ ও ঠাকুরগাঁও-এর প্রথম শহীদ মোহাম্মদ আলীর মাজার সংস্কার এলাকাবাসীর নজর কেড়েছে। ক্রীড়াঙ্গণেও ইএসডিও'র অনন্য অবদান লক্ষ্যনীয়। প্রতি বছর আঞ্চলিক পর্যায়ে ইএসডিও গোল্ডকাপ ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্ট আয়োজন করে থাকে এবং একই সাথে বিভিন্ন ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে সম্মাননা প্রদান করে থাকে।

কাজের পরিধি এখানেই শেষ নয়, ২০১২ সালের মে মাসে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)-এর অর্থায়নে ইএসডিও আমার ইউনিয়নে 'সমৃদ্ধি' নামে একটি সমন্বিত উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করেছে। বাস্তবায়নের শুরুতেই প্রকল্পটির মাধ্যমে আমার ইউনিয়নের সর্বস্তরের জনগণ স্বাস্থ্য সেবা, শিক্ষা সহায়তা, বাসক চাষ, জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব 'বন্ধু চুলা', সোলার হ্যারিকেন ইত্যাদি সেবা পেতে শুরু করেছে; যা এলাকায় দারিদ্র দূরীকরণে এবং দরিদ্র পরিবারসমূহের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে এই ইউনিয়নের প্রত্যেকটি পরিবার কোন না কোন ভাবে সুবিধা লাভ করে তাদের স্ব স্ব আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আরও উন্নতি করতে পারবে।

এ ছাড়াও উক্ত কর্মসূচীর আওতায় ইতিমধ্যে ইএসডিও প্রাইভেট সেক্টরের দু'টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান জি-৪ ও একমি ল্যাবরেটরিজ-কে আমার ইউনিয়নে এনে স্বল্প শিক্ষিত থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষিত পর্যন্ত বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে একটি চাকুরী মেলার আয়োজন করেছিল। কোম্পানীদ্বয় ২১৫ জন বেকার যুবক যুবতীদের পর্যায়ক্রমে কর্মসংস্থানের জন্য নির্বাচিত করে, ইতিমধ্যে তারা ৫১ জনকে নিয়োগও দিয়েছে। আগামী দিনেও বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

বানচাও তাহেন মায় ইএসডিও, বানচাও তাহেন মায় শহীদ উজ জামান

বিশু রাম মুর্মূ
সাধারন সম্পাদক
আদিবাসী ও দলিত উন্নয়ন ফোরাম
ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা, ঠাকুরগাঁও।

১৯৮৮ সালে ঠাকুরগাঁও জেলার কলেজপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি এনজিও যার নাম ইএসডিও। ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তাঁর অত্যন্ত পরিশ্রমে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠেছে।

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক আদিবাসী ও দলিত বান্ধব। ঠাকুরগাঁও জেলায় অবস্থিত পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি আদিবাসী ও দলিতদের দুঃখ দুর্দশার কথা উপলব্ধি করে তাদের জীবন মান উন্নয়নের তাগিদে তিনি একটি প্রকল্প চালু করেন যা শুধু আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের জীবন মান উন্নয়ন করবে। আদিবাসী ও দলিতরা মানুষ হিসাবে তাদের যোগ্য সম্মান পাবে।

আদিবাসী ও দলিতদের সংগঠিত করে শক্তিশালী করার জন্য আমরা একটি আদিবাসী ও দলিত উন্নয়ন ফোরাম গঠন করেছি। আমরা এখন নিজেদের সুসংগঠিত করে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি। আর এই ফোরামটি গঠন করতে সহযোগিতা করেছে প্রদীপ প্রকল্প তথা ইএসডিও।

ইএসডিও একদিন অবশ্যই এই সমতল অঞ্চলের আদিবাসী ও দলিতদের পূর্ণ মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে এটা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। আমারা যখন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর সাথে কথা বলি বা তাঁর বক্তৃতা শুনি তখন আমাদের নিজেদের আর অসহায় মনে হয় না, আমরা সাহস পাই, আমরা ভরসা পাই, আমরা সুন্দর আগামীর স্বপ্ন দেখি।

যে দলিতরা এতদিন নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন ছিল না এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এগিয়ে আসত না, সেই দলিতরা ইএসডিও'র সহযোগিতায় তাদের নিজেদের অধিকার সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেছে।

আদিবাসী ও দলিত গ্রাম গুলোতে শিশুদের মাঝে শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিক্ষা কার্যক্রমসহ স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, ভূমি ও আইনগত সহায়তা নিয়ে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠির পাশে দাঁড়িয়েছে ইএসডিও।

ঠাকুরগাঁও জেলার আদিবাসী সহ সারা বাংলাদেশের আদিবাসীরা ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে নারী পুরুষ সম্মিলিতভাবে নিজেদের জীবন বাজী রেখে দেশকে স্বাধীন করার জন্য পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তারই চিহ্ন স্বরূপ ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয় চত্বরে আদিবাসী নারী পুরুষের যুদ্ধ প্রস্তুতির আদলে উঁচু ভাস্কর্য ''মুক্তির মন্দির সোপান তলে'' স্থাপন করেছে। যা শুধু ভাস্কর্যই নয়, আদিবাসীদের অহংকারের চিহ্নও বটে।

১৮৫৫ সালের সাওতাল বিদ্রোহের দেড় শতাব্দী পর ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা সাওতাল বিদ্রোহের চেতনার ধারা বহন করে বলে আমরা মনে করি। আমরা চাই ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের উন্নয়নের হাত আরো প্রসারিত হোক - মানুষ গুলো মানুষের কাছে মানুষের মত মানুষ হোক।

সমতল অঞ্চলের অন্যান্য এলাকার আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের যে চিত্র পত্র পত্রিকায় দেখতে পাওয়া যায় এখানে মাইক্রোস্কপ দিয়েও এখন তা পাওয়া যায় না

মাইকেল হাঁসদা
সভাপতি
পীরগঞ্জ উপজেলা নৃত্বাত্তিক ও দলিত জনগোষ্ঠি উন্নয়ন ফোরাম

বাংলাদেশের সমতল অঞ্চলের ভূমিজ সন্তান তথা নৃ-জনগোষ্ঠির একজন মানুষ হিসাবে এনজিওদের সঙ্গে স্বাধীনতার পর থেকেই কোন না কোন ভাবে কাজ করছি। কাজ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে এনজিও ও মিশন গুলোর উদ্দেশ্য জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য হলেও প্রকল্প বাস্তবায়ন ও কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে অংশগ্রহণকারীদের ভূমিকা থাকে না। ফলে কাজের কাজ কিছুই হয় না। ২০০৮ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ইএসডিও'র প্রদীপ প্রকল্পের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে আমার উপরোক্ত ভুল ধারণাসমূহ ভেঙ্গে গিয়েছে। প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মীগণ এবং ইএসডিও'র সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক নৃ-বন্ধু ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান আমার এই ভুল ভেঙ্গে দিয়েছেন। প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন থেকে শুরু করে তা বাস্তবায়নের সকল পর্যায়ে লক্ষিত জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণের ফলে হেক্স সুইজারল্যান্ডের অর্থায়নে এই প্রকল্পটি এখন সমগ্র বাংলাদেশের একটি মডেল হিসেবে কাজ করছে। প্রকল্পের আইন গত সহায়তা ও লক্ষিত জনগোষ্ঠির নেতৃত্ব বিকাশের কার্যক্রম-এর সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি।

আমার ব্যক্তিগত অর্জন বা ব্যক্তিগত প্রচারের জন্য এই লেখা লিখছি না। লিখছি বিবেকের তাগিদ থেকে। প্রকল্পের সিবিও তথা পীরগঞ্জ উপজেলা নৃ-ত্বাত্তিক ও দলিত জনগোষ্ঠির উন্নয়ন ফোরাম এখন একটি ইতিহাস। কথা বলতে না পারা ও হীনমন্যতায় ভোগা এই সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠির লোকজন এখন ভূমিদস্যু ও ভূমি জালিয়াতদের চোখে একটি জলন্ত বারুদ। দু'একটি উদাহরন না দিলে এ লেখার উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। জাবর হাটের মাছ বাজারে আদিবাসীর নিকট কম দামে মাছ কেনার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ থেকে শুরু করে ভূমিদস্যুদের জালিয়াতির বিরুদ্ধে সংগঠনটি একটি মূর্তিমান আতঙ্ক। এখন আর অতীতের মত পীরগঞ্জের আদিবাসী নেতাদের সহজেই কেনা যায় না বলেই প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মীরা কুচক্রি মহলের চক্ষুশূলে পরিণত হয়েছেন। নিম্নে হেক্স সুইজারল্যান্ডের অর্থায়নে ইএসডিও প্রদীপ প্রকল্পের আইনী সহায়তায় ও ফোরামের প্রতিরোধের ফলে ভূমি উদ্ধারের খন্ডচিত্র উপস্থাপন করছিঃ

ক্রম নং	গ্রাম/ইউনিয়নের নাম	জমির পরিমাণ (একরে)	সুফলভোগীর সংখ্যা
০১	জনগাও /ভোমরাদহ	২.৭২	৪ জন
০২	দস্তমপুর/সেনগাও	৬.২৬	৫জন
০৩	বিলিয়ামপাড়া, জাবরে পাড়া/জাবরহাট	৭.০৭	৬জন
০৪	আজলাবাদ, মাধবপুর, জগন্নাথপুর/বৈরচুনা	১২.৮২	৭জন
০৫	চকবাসুদেবপুর/দৌলতপুর	০০.২৪	১জন
মোট		**২৯.১১**	**২৩ জন**

উল্লেখ্য যে, উক্ত জমির বাজার মূল্য ১,৪৫,৫৫,০০০/- টাকা

উপরোক্ত তথ্যসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ না করলে ফোরাম, হেক্স ও ইএসডিও'র প্রতি অবিচার করা হতো বলে আমি মনে করি। প্রকল্পের নিবেদিত প্রাণ উন্নয়ন কর্মীদের সঙ্গে ফোরাম নেতাদের নিবিড় সম্পর্ক ও আন্তরিকতার কারণেই এ কাজগুলো করা সম্ভব হয়েছে। বিগত পাঁচ বছর পীরগঞ্জ উপজেলায় আদিবাসীদের উপর কোন রকম নির্যাতন হয়েছে অথচ প্রতিবাদ হয়নি এ রকম ঘটনা এখানে ঘটেনি। অর্থাৎ সমতল অঞ্চলের অন্যান্য এলাকার আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের যে চিত্র পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাওয়া যায় এখানে মাইক্রোস্কপ দিয়েও এখন তা পাওয়া যায় না। আদিবাসীদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ভূমি ও খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রকল্পের উন্নয়ন কর্মী ও ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর নিকট উপজেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠি চিরকৃতজ্ঞ। আমি ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক নৃ-বন্ধু ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে সংস্থার ২৫ বছর পূর্তি তথা সুবর্ণ জয়ন্তীতে ইএসডিও'র প্রদীপ প্রকল্প ও পীরগঞ্জ উপজেলা নৃত্বাত্তিক ও দলিত জনগোষ্ঠি উন্নয়ন ফোরামের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক অভিনন্দন জানাই। সাথে সাথে বৃহত্তর দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ, কাহারোল, বীরগঞ্জ, বিরল, রানীশংকৈল, হরিপুর ও বালিয়াডাঙ্গী সহ সমতল অঞ্চলের নৃজনগোষ্ঠির ভূমি অধিকার রক্ষা সহ মানবাধিকার রক্ষায় নতুন প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে এই জনগোষ্ঠির আমূল উন্নয়ন করে ইএসডিও'র আগামী ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপনের প্রত্যাশায় রইলাম। হয়ত উক্ত অনুষ্ঠানে আমি বেঁচে না থাকার কারণে অনুপস্থিত থাকব কিন্তু আমার পরবর্তী প্রজন্ম এই ভেবে গর্ববোধ করবে আমার পূর্ব পুরুষ আমার অধিকার রক্ষার সংগ্রাম শুরু করেছিল।

Avgvi K_v

সুশী সরকার

আমি সুশি সরকার, স্বামী অবিনাশ সরকার, গ্রামঃ কলেজপাড়া, পোষ্ট ও জেলাঃ ঠাকুরগাঁও। আমি ও আমার স্বামী কলেজপাড়ায় টাঙ্গন নদীর তীরে বসবাস করি। স্বামীর আয়ের তেমন কোন পথ ছিল না। সে কোন চাকুরী করতো না আবার পুঁজির অভাবে ভালোভাবে ব্যবসাও করতে পারত না। এমনিভাবে দুঃখ কষ্টে আমাদেও দিন অতিবাহিত হতো। এক পর্যায়ে কোন উপায় না দেখে আমি ও আমার স্বামী মিলে ঠিক করলাম কারো কাছ থেকে ধার করে আয়ের কোন ব্যবস্থা করা যায় কি না। কিন্তু দেখলাম একমাত্র চড়া সুদে ধার নেয়া যেতে পারে, ভাবলাম এটাও নেয়া ঠিক হবে না।

অবশেষে ঠিক করলাম সোনা বাবুর্চির বাড়িতে ইএসডিও'র একটি সমিতি বসে। আমি ২৫/০২/৯৪ তারিখে ঐ সমিতি যার নাম কলেজ পাড়া ইকো সূর্য্যতোরণ সমিতিতে ভর্তি হয়ে ২/-টাকা করে সঞ্চয় করতে থাকি। প্রত্যেক সপ্তাহে সমিতিতে যাই বিভিন্ন ধরনের আলাপ আলোচনা শুনি, যেমনঃ পরিষ্কার পরিছন্নতা, গাছ লাগানো, ভিটামিন এ, শাক সবজির উপকারিতা, ছোট বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার, সঞ্চয়ের উপকারিতা ইত্যাদি। এক পর্যায়ে আমি সমিতির মাধ্যমে ইএসডিও'র নিকট ঋণের প্রস্তাব দিই। প্রথম বারে ২০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করে ১টি গরু ক্রয় করি। প্রথম থেকেই আমার স্বপ্ন ছিল আমি বড় ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করব।

এভাবে পর্যায়ক্রমে ৩০০০/-, ৫০০০/-, ৭০০০/-, ১০০০০/- থেকে মোট ১৬ দফায় ঋণ গ্রহণ করি এবং সর্বশেষ ১৭ দফায় ৩০০০০০/- টাকা 'মুদির দোকান প্রকল্পে' ঋণ নিয়েছি। আমার স্বামীর ব্যবসার বর্তমান পুঁজি ৮০০,০০০/- টাকা। বর্তমানে আমাদের সংসারে সুখের দিন অতিবাহিত হচ্ছে। মুদির দোকানের আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করি এবং সংসার পরিচালনা করি। আমার দুই ছেলে ও দুই মেয়েকে সু-শিক্ষায় শিক্ষিত করেছি। বড় ছেলে রংপুর কারমাইকেল কলেজ হতে অনার্স মাষ্টার্স পাশ করে এবং ছোট ছেলে এইচএসসি পাশ করে ব্যবসার সঙ্গে সম্পৃপ্ত হন। দুই মেয়েকে শিক্ষিত পরিবারে বিয়ে দিয়েছি। সংসারের যাবতীয় অভাব অনটন কাটিয়ে বর্তমানে আমরা সুখের সংসার অতিবাহিত করছি।

আজ আমার স্বপ্নের বাস্তবায়ন হয়েছে। কেবল মাত্র ক্ষুদ্রঋণ নয়, পরিবারের কেউ অসুস্থ্য হলে ইএসডিও'র কমিউনিটি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা পেয়েছি, আজ আমার চোখের সামনে ইএসডিও কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য্য "অপারাজেয় '৭১"। এরকম সংস্থার সদস্য হতে পেরে আমি সত্যিই গর্বিত। আমার এ অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড.মুহাম্মদ শহীদ উজ জামান স্যারকে আমি সহস্র প্রণাম জানাই।

মোর সংসারত এলা সুখের বন্যা বহেছে

শেফালী সরকার

মুই শেফালী সরকার একজন গরীব পরিবারের বউ। মোর স্বামী বেকার। স্বামীর নিজের কোন ব্যবসা ও প্রতিষ্ঠান নাই। শ্বশুর এর সাথে সাইকেল মেকারীর কাজত সহযোগিতা করে। মোর সংসারত খুব দুঃখ কষ্ট হইছিল। মুই যখন নয়া বউ স্বামী কিছু করেনা সেলা কি করা যাবে চিন্তা করিছিনু। হঠাৎ মাথাত একখান বুদ্ধি আসিল সমিতিত ভর্তি হোম। সমিতিত ভর্তির হবার তানে দুই তিনটা গ্রুপত গেইছুনু কিন্তু মুই গরীব দেখিয়া কাহয় ভর্তি নিল নাই। সমিতির সাহেব টা কহেচে, তোর স্বামী বেকার, কিস্তি চালেবা পারিম নাই, তোক ঋণ দেওয়া যাবে নাই। মনটা সেলা মোর আরো খারাপ হইল।

একদিন দেখিছুনু হামার পাড়াত একটা সমিতি শুরু হইছে, সেলা মুই মোর স্বামীর সঙ্গে আলাপ করিয়া ইএসডিও কলেজপাড়া শাখার একতা ইকো মহিলা সমিতিত ১৯/০২/১৯৯৫ তারিখে ভর্ত্তি হয়া ৩/- টাকা করে সপ্তাহে সঞ্চয় চালাবা শুরু করনু। দুই তিন মাস পরে পহিলাবার ১০০০/-টাকা ঋণ গ্রহণ করনু। ঔইলা টাকা দিয়া মোর স্বামীক কিছু সাইকেলের পারস কিনে দিনু। সেলা মোর স্বামী দিনে ২০-৩০/- টাকা করে কামাই করে। এরকম হইতে হইতে মোর স্বামী মটর সাইকেলেরেও কাজ শিখে।

১০০০/- টাকা শোধ করে পরের বার ৩০০০/- টাকা নিয়া কিছু মোটর সাইকেলের পারস কিনে দিনু। এরকম কইত্বে কইত্বে মুই ১৪ বারে মোট ২ লাখ ১৫ হাজার টাকা ঋণ ভাঙ্গিনু। শেষত ২৪০০০/- টাকা নিয়া একটা দোকান ঘর বন্ধক নিনু। মোর সংসারত এলা একটা বেটা ও একটি বেটি। বেটিটা ক্লাস নাইনত পড়ছে আর বেটাটা ইকো পাঠশালাত প্লে ক্লাসত পড়ছে। এলা মোর স্বামী দিনে সাত-আটশ টাকা করে কামাই করে। মোর সংসারত আর কোন দুঃখ কষ্ট নাই। মোক আর মোর স্বামীক মাইনসিলা সবাই দাম দেছে। মোর কথা হইল মোর ছোয়ালাক মানুষের মত মানুষ করিম। হামরা যে রকম দুঃখ কষ্ট করিছি মোর ছাওয়ালা যেন ওরকম কষ্ট না পায়। ইএসডিও'র জামান স্যার মোক মেলা সহযোগিতা করিছে এ তানে মুই এলা দুই বেলা ভালো খাবার খাছ। কারণ, মোর দুঃখের সময় ইএসডিও'ই কাছত ছিল। মুই জামান স্যারক ধন্যবাদ দিয়া ছোট করিবা চাহনা। মোর সংসারত এলা সুখের বন্যা বহেছে। মুই কহেচু মোর মত ইএসডিও'ত ঋণ নিয়া সবায় উন্নতি করেন।

বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখায় ইএসডিওঃ হাজরা বেওয়া

"ও ইএসডিও'র বাবারা তোমরা কই যাওগো! আমার বাড়ী আবানা!!

আমি হাজরা বেওয়া, আমার বাফের বারি হরিচন্ডি গ্রামত। আমার বাপের নাম সিকান্দার আলী, ১১ বছরে আমারা বাপ-মাও আমাকে ঐ গ্যারামেরই আব্দুল হক নামের এক কামলার সাথে বিয়ে দেয়। সংসার কি আমি বুঝি নাই, দাদিরা কইত আমার বিয়া হইছে, আমারে এহন সুয়ামির বারিতে থাকতে হইব। বিয়ের কয়েক মাস পর সুয়ামী আমারে মানসের বাড়িতে কাম করণের জন্য শহরে নিয়ে যায়, ঐখানে এক বারিতে আমি কামকুন্নির কাজ করি। মেলা কষ্ট করচি বাবারা, সকালবেলা সেই দুডা পানতা ভাত দিত আর আইতের বেলায় চাড্ডি হুদা ভাত দিত। ঐ বারিতে থাহার সময় আমার দুইডা মাইয়া হয়। বড় পুনায়ের বয়স যহন ৫ বছর তহন আমার সুয়ামি মইরা গেছে। সুয়ামি মইরে যাওয়ার পর আমি পাগলি হয়ে যেই, কোন কাম করবের পেইনে। তহন ঐ বারিয়ালা আমাক বারি থেকে ব্যার করি দেয়। তারপরে আমি আমার পুনাই দুইডা নিয়ে চর বেদরেবাজে আমার এক চিনাজানা চাচার বারিতে এল্যাডা জায়গা নিয়ে সুনের এডা ঘর তুলি, ঐ ঘরে বেরা ভাংগা, এল্যাডা তুফান বাতস অইলেই ভিতরে পানি পরে। এই গ্যারামে আমি ভিক্ষা করে পুনাই দুডারে পালি, তার কয়েক বছর পর এক বছরের মধ্যে পুনাই দুইডা মারা যায়। সুয়ামি, পুনাই হারায়ে আমি পাগলির মত হয়ে যায়। চহে চারমুরা খালি আন্দার দেহি। গ্যারামের মানুষ আমারে পাগলি কয়ে ডাহে, আমি বলে পাগলি। আমার দুঃক কেউ বুজে নাই হুনে না। তহন থাইকা আমি ক্যান্দি ক্যান্দি বেরায়, মানসে যা দেয় তাই খাইয়া থাকতে থাহি। তারপর ইএসডিও'র বাবারা আমারে এডা নাম দেয়, আমার বারিডা ছিল খুব নিচা জাগাত, এল্লা ঝড় বা বান হলেই ঘরে পানি উডত, ইএসডিও সিএলপি'র বাবারা

আমার বারিতে মাডি ক্যাডি ভিডা উচা কইরা দিছে। এহন আর আমার ঘরত পানি উডে না।

ইএসডিও সিএলপি'র ১৬০০০/= টেহায় আমি নিজে ঝালোরচর বাজারে গিয়া আমার পছন্দ মতে একটা বহন গরু কিনি আনি। গরুডা পাবার পর আমি ওরে পুনেয়ের মতন যত্ন করি। একদিন সিএলপি ডাক্তাররা আমার গরুডারে সুই দিয়ে বীজ ভরে দিয়ে যায় (এআই) আর কয়ে যায় আমি যেন গরুডারে ভালো করে ঘাস পানি খাবার দেই। কয় দিন পর পর ইএসডিও বাবারা আমার গরুডারে দেইখা যায় আর কয় আমার গরুডা নাকি বালা আছে, তহন আমার খুব বালা ঠেহে। তার কিছুদিন পর আমার গরুডা এডা দামরা বাছুর বিয়ায়, তার এল্লা পরেই আরেডা ঠেং দেহা যায় তহন আমি চিল্লান দিয়ে কই ঐ যে, আরেডা বাছুরের ঠেং দেহা যায়, মনে হয় আরেডা বাছুর হইব, তুমরা এল্লা ধর, ধর, তার খানিক পরে আরেডা বহন বাছুর হয়। তহন যে আমার কি বালা লাগছিল তোমাক তা কয়ে বুজাবার পারুম না। এলাকার সগলেই আমার গরুর বাছুর দইডারে দেখতে আহে, আমি তহন ইএসডিও'র বাবাগরে ডাইকে আইনে আমার বাছুর দুইডা দেহায় তহন তারা বাছুর দুইডা দেইখা খুব বাহ বাহ দেয়। ইএসডিও'র জামান স্যারে একদিন আমার বাড়িত আইসা আমার গরুডারে দেইখা গেছে, আমার সাথে কতাও কইচে, আমি ঐ স্যারেরে দোয়া করি। এহন আমার বাছুর দুইডা সহ গরুডা খুব ভালো আছে। তারা আমার মানসের বাড়িত থেকে পানি আনা দেইখে আমারে একডা কল দেওয়ার কথা বলে, কিন্তু একটা কল পাইতে হইলে ৫-৬ জন সদস্য লাগে, আমার বাড়ির আশে পাশে কোন সদস্য নাই, তাউ ইএসডিও'র বাবারা আমারে একডা কল দিছে। কল দিলে ১০০০/= টেহা দেওয়া লাগে, আমার কাছে তারা কোন টেহাও নেয় নায়। আল্লাহ তাগরে ভালা করুক।

ইএসডিও বাবারা আমাগো পত্তি সপ্তাহে মেলা টেডিং করায়, টেডিংওর মধ্যে আমরা শিকসি খাবার আগে ভালা করে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হইব, পায়খানা হইতে আসার পরও সাবান দিয়ে হাত ভালা করে ধুইতে হইব। এহন আমরা সবাই এই কথাগুলি মাইনা চলি। আমগর এহানে ১৪ দিন পর পর ডাক্তানি আফা আসে (প্যারামেডিক), আমাগো সুখ দুক্ষের কথা শুনে, ওসুক বিসুকের কথা শুনে, ওসুক হলে পরিক্ষা কইরা আমাগো ওসুদ দেয়। এহন আমরা কইতে পারি কোথায় কোথায় ডাক্তারি সেবা পাওয়া যায়। আমাগো গ্যারামের দখিন পাশে ডাক্তার খানা আছে, ঐখানে সরকার ওসুক হলে ওসুদ দেয়। আমাগো গ্যারামে

আরো কয়জন স্বাস্থ্য আপরা আছে (সিএসকে, পুষ্টিকর্মী) তারা কয়দিন পরপর আমাগো বারিতে আইসা আমাগো শিকায়ে যায় কি করলে আমাগো ওসুক বিসুক হইবেনা, পুনাইগুলাও বালা থাকব তাও বইলা যায়। হঠাত যদি ওসুক হয় তাহলে আমরাও ঐ আফাগরে বাড়িতে গিয়াও ওসুদ নিয়ে আসি।

আমার বাড়িতে এহন একডা ভালা পায়খানাও ইএসডিও সিএলপি ভায়েরা দিয়া দিছে, আগে আমরা মাডে ঘাডে যাইতাম, টেডিং এ শিকছি বাইরে পায়খানা করলে নাকি নানা রোগ বালাই ছরায়, একথা শিকনের পর থাইকা আমরা আর বাইরে পায়খানা করিনা, পুলাপানগরেও বাইরে পায়খানা করতে দেইনা। সবাইকে কই যে, পায়খানা থাইকা আসার পর যেন বেশী বেশী পানি ডালে, দুইহাত ভালা কইরা সাবান দিয়া ধয়। এইজন্য আমি নিয়মিত ভাবে ঐ সকল মিডিংগুলাতে যাই আর মিডিং-এ যা সিকি তা বাড়িতে এসে মাইনা চলি। এহন আমার আর আগের মত ওসুক বিসুক হয় না, আমি এহন মেলা সুখে আছি। ইএসডিও'র মাধ্যমে আমি মেলা কিছু শিকসি, জানছি, মেলা জিনিসও পাইছি। আল্লাহ ইএসডিও-কে মেলা বালা করুক, সুকে রাহুক, আমি সকসময় ইএসডিও'র জন্য দোয়া করি। আমিতো মইরাই গেছিলাম, ইএসডিও সিএলপি আমার মত মেলা গরিবলোক গুলারে সাহায্য করতাছে, সকলের দোয়াই সকসময় ইএসডিও'র সাথে থাকবে। আমরা সকলেই এহন সুন্দর ভাবে বাইচা আছি । সরাদেশে ইএসডিও'র কাজ আরও বেশী বেশী ছইরে যাক আমি এইডেই দোয়া করি।

সুখের সন্ধানে ওরা তিন জন

মোছাঃ আয়শা আক্তার খাতুন
কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেশন অফিসার
ইএসডিও, সেতু প্রকল্প
লালমনিরহাট

বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের একটি অনুন্নত, ঘনবসতিপূর্ণ হতদরিদ্র প্রবণ ইউনিয়ন পলাশী, লালমনিরহাট জেলার আ্যাদিতমারী উপজেলায় অবস্থিত। অত্র ইউনিয়নে ০২নং ওয়ার্ডের অবহেলিত একটি পাড়ার নাম মদনপুর মসজিদ পাড়া। এই পাড়াটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে এক কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। হতদরিদ্র এই পাড়ায় বসবাস করে সহিদার, পিতাঃ মোঃ আজগর আলী; রোস্তম, পিতাঃ মৃত করিম বক্স; হাছেন, পিতাঃ মৃত আফছার। সহিদারের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন, রোস্তমের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন এবং হাছেনের পরিবারের সদস্য সংখ্যাও ৪ জন। অতি সাধারণ হতদরিদ্র এই তিনটি পরিবার বেঁচে থাকার তাগিদে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে যাচ্ছিল। নিজস্ব সম্পদ বলতে তাদের কিছুই ছিল না, এমনকি বসতভিটাও নয়। অতি কষ্টে তিনটি পরিবারই দিনমজুরীর কাজ করে কোন রকমে সংসার চালাতো। অধিকাংশ সময়ে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ঠিকভাবে খেতে পেত না। অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করায় পরিবারের সকল সদস্যই পুষ্টিহীনতায় ভুগতো। কারো কাছে কখনও ধার, দেনা বা কর্জ পায় না, ধার দিলে তা শোধ করতে পারবে সমাজের মানুষেরা বিশ্বাস করতো না। দরিদ্রতার কষ্ট নিয়তির নির্মম পরিহাস বলে মেনে নেয়।

২০০৯ সালে ইএসডিও সেতু প্রকল্প উক্ত পাড়ায় কাজ শুরু করে। এই তিনটি (সহিদার, রোস্তম, হাছেন) হতদরিদ্র পরিবার হিসাবে প্রকল্পের সদস্য নির্বাচিত হয়। তারা তিনটি পরিবার দিনে দিনে প্রকল্পের বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং স্ব উদ্যোগে পাড়ার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এইসব কাজ করে তাদের নিজেদের মনের জোর বেড়ে যায় এবং বিশ্বাস জন্মায় যে নিজের ভাগ্যের উন্নয়ন নিজেই করা সম্ভব। সংসারে একজন কাজ করলে অভাব অনটন লেগেই থাকে এবং যে কোন সময় সংসারের উপর ঝুঁকি আসতে পারে তাই তারা মনে মনে ভাবে এবং তাদের স্ত্রীদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তারা এখন থেকে স্বামী- স্ত্রী উভয়ই একসাথে মিলে কাজ করে নিজেদের নিত্যদিনের অভাব দূর করবে।

এমতাবস্থায় সেতু প্রকল্প থেকে দক্ষতা যাচাই পূর্বক এই তিনটি পরিবারকে যৌথভাবে হর্টিকালচার নার্সারী ব্যবসা করার জন্য ফেব্রুয়ারী ২০১১ মাসে ২০,৯৯০/- টাকা সার্পোট দেওয়া হয়। প্রথমে তারা ৫ বছরের জন্য কিস্তিতে পরিশোধ করার চুক্তিতে ২০,০০০/- টাকা দিয়ে দেড় বিঘা জমি লীজ নেয়। তারপর পরিবার তিনটির স্বামী-স্ত্রী উভয়ই মিলে নার্সারীতে কাজ শুরু করে। যখন নার্সারীর কাজ না থাকে তখন মাঝে মাঝে মানুষের বাড়ীতে দিনমজুরীর কাজ করে। সে সময় তাদের স্ত্রীরা নার্সারী দেখাশোনা করে।

এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই নার্সারী ও দিনমুজুরী থেকে আয় আসতে থাকে। এক বৎসরে নার্সারী থেকে খরচ বাদে লাভ আসে ৬০,০০০/- টাকা। আস্তে আস্তে সংসারে অভাব অনটন অনেকটা মিটতে থাকে, লাভের টাকা থেকে পরবর্তী বৎসরে ২০,০০০/- টাকা দিয়ে আরও এক বিঘা জমি তিন বছরের জন্য লীজ নিয়ে নার্সারী বড় করে। সংসারে আয় বাড়ার সাথে সাথে তাদের বাচ্চাদেরকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়, বাচ্চারা নিয়মিত লেখাপড়া করে। তাছাড়াও তারা নিজেদের সামান্য বসতভিটায় বিভিন্ন ধরনের সবজী চাষ করে। উৎপাদিত সবজী নিজেদের চাহিদা পূরণ করে কখনো কখনো সামান্য পরিমানে বাজারে বিক্রিও করে। তাছাড়াও আম, কাঁঠাল, পেঁপে ও নিমের গাছ রোপন করেছে, এসব ফল তারা নিয়মিত খায় ও বনজ সম্পদ ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।

আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছে। এখন সামাজিক সমস্যায় বিচার সালিশে তাদেরকে ডাকা হয়। তাদের মনে এখন কষ্ট নেই। তারা বলে, আগে যারা আমাদেরকে অতি গরীব বলে বিশ্বাস করতো না, ধার কর্জ দিতো চাইতো না, তারাই এখন আমার কাছে ধার নিতে আসে, আমাদেরকে সম্মান ও মূল্যায়ন করে। তারা আরো বলে যে, ইউনিয়ন পরিষদের বারান্দায় যেতে, মেম্বার-চেয়ারম্যানদের সাথে কথা বলতে ভয় পেতাম, আমরা এখন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যাই। গ্রামের লোকজন তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য ডাকে। স্বামী- স্ত্রী উভয়ই মিলে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করলে সংসারে উন্নতি ও সুখ অবশ্যই আসে। আমরা স্বামী- স্ত্রী উভয়ই সেতু প্রকল্পের প্রতি কৃতজ্ঞ, কেননা সেতু প্রকল্প আমাদেরকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে আপার কাছ থেকে যা কিছু শিখেছি তা আমরা সবাই মিলে মেনে চলি

মোছাঃ জাহেদা বেগম

আমি মোছাঃ জাহেদা বেগম, স্বামীঃ মোঃ জিয়ারুল ইসলাম, গ্রাম-বেড়াডাঙ্গা, ইউনিয়ন-১ নং কিশোরগাড়ী, উপজেলা-পলাশবাড়ী, জেলা-গাইবান্ধা। আমার স্বামী একজন দিনমজুর। কৃষানী দিলে খাওয়া হয়, না দিলে খাওয়া হয় না, আমার বাড়ীতে তিন ছেলে মেয়ে, আমি অসুস্থ্য থাকতাম, বাড়ীর অন্যলোকজনদেরও প্রায় সবসময় অসুখ লেগে থাকতো। আমার ছোট মেয়ে তানিয়া, জন্মের পর থেকেই অসুস্থ্য ছিল, কফ-কাশি ফুরাইত না, বয়স বাড়ার পরেও স্বাভাবিক হাসাহাসি, দৌড়াদৌড়ি করত না, গায়ে জোর আর খাবার রুচি কম ছিল, পাতলা পায়খানা সব সময় লেগেই থাকত। এতে আমার মন খুব খারাপ থাকত, কিছুই ভালো লাগতো না, আমি সহ পরিবারের সবাই প্রায় সময় অসুস্থ্য থাকি, এতে কার ভালো লাগে?

এমন সময় ছয়মাস আগে আমার ছোট বাচ্চার বয়স যখন দুই বছরের একটু বেশী তখন ইএসডিও-এর পুষ্টি আপা (তহমিনা আপা) আমার বাড়ীতে আসেন। আশপাশের মহিলাদের নিয়ে আমার বাড়ীতে একটা উঠান বৈঠক করেন। আপা সেই বৈঠকে খাদ্য, পুষ্টি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, ঠিকভাবে হাতধোয়া, বিশেষ করে খাবার আগে ও পায়খানা থেকে এসে ঠিকভাবে হাত ধোয়ার কথা বারবার বলেন। তা ছাড়া শিশুর যত্ন নেওয়া, শিশুকে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার মধ্যে রাখার উপকারিতা বিষয়েও বলেন। বৈঠক শেষে সেখানে আসা বাচ্চা ও গর্ভবতী মহিলাদের সবাইকে আপা একটা রঙ্গিন ফিতা দিয়ে হাতের মাঝখানে মাপেন। মাপের পর আপা বলেন যে, আমার বাচ্চা অপুষ্টিতে আছে, আপা সেখানেই আমাকে একটা স্লিপ দেন এবং পরের সোমবার বাচ্চাসহ আমাকে পুষ্টিকেন্দ্রে যেতে বলেন।

আমি আপার কথামত পরের সোমবার আমার বাচ্চাকে নিয়ে পুষ্টিকেন্দ্রে যাই। গিয়ে দেখি আমার মত অনেক বাচচার মা, গর্ভবতী মা পুষ্টিকেন্দ্রে এসেছে। পুষ্টি আপা প্রথমে আমাদের সবাইকে নিয়ে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে শিক্ষা দেন। সেখানে আপা অপুষ্টি সম্পর্কে অনেক কথা বলেন এবং এই অপুষ্টি থেকে বের হয়ে আসার উপায়গুলিও আমাদেরকে জানান।

এভাবে প্রতি চৌদ্দ দিন পর পর আপা একেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এর মধ্যে পুষ্টিকর খাবার খাওয়া, প্রতিদিন তিনপ্রকার খাবার খাওয়া, বাড়িতে সবাই খাবার সমান ভাগ করে খাওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, খাবার আগে ও পরে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত পরিষ্কার করা, পায়খানা থেকে এসে সাবান দিয়ে ভালো করে হাত পরিষ্কার করা, বাচ্চার বিশেষ যত্ন নেওয়া, বাচ্চার খাবার আগে ভালো ভাবে হাত পরিষ্কার করা, বাচ্চা পায়খানা করলে সাথে সাথে বাচ্চাকে পরিষ্কার করা, বাচ্চার পায়খানা মাটিতে পুতে রাখা বা পায়খানায় ফেলে দেওয়া ইত্যাদি। তিনি পুষ্টিকর খাদ্য রান্না ও খাওয়ার নিয়মও বলে দেন।

প্রতিদিনের আলোচনা শেষে আপা আমার বাচ্চার জন্য দ'ুটি কার্ড পূরণ করেন, কার্ড পূরণ করার সময় আমার বাচ্চার আবার হাতের মাপ নেন, ওজন ও উচ্চতা মাপেন এবং আমাকে তা বলে দেন। এর পরে একটি বৈয়ামে পুষ্টি খাদ্য ও একটি কার্ড আমাকে দিয়ে নিয়ম মত বাচ্চাকে প্রতিদিন খাওয়াতে বলেন এবং চৌদ্দদিন পর আবার পুষ্টিকেন্দ্রে আসতে বলেন। বাড়ীতে এসে আমি আপার কথামত চলি, এবং বাচ্চাকে পুষ্টি খাদ্য নিয়ম মাফিক খাওয়াই, এতে করে কিছুদিনের মধ্যে আমার পরিবারে বাচ্চাসহ অন্য সদস্যদের স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যায়। দুই মাসের মধ্যে বাচ্চা আমার অনেক বেশী হাঁসি খুশি হয়ে উঠে। আমার বাচ্চা এখন দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়, তিন মাসের মধ্যে বাচ্চা পুরোপুরি সুস্থ্য হয়ে যায়। এখন আমার বাচ্চা খুবই ভালো আছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে আপার কাছ থেকে যা কিছু শিখেছি তা আমরা সবাই মিলে মেনে চলি। আমরা পরিবারের সবাই এখন সুস্থ্য আছি। আমার মেয়ের মুখে হাসি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমি ইএসডিও ও ডাব্লিউএফপির কাছে ঋণী। আমার মনে হয় ইএসডিও ডাব্লিউএফপি যে ভাবে এখানে কাজ করে এভাবে কাজ করতে থাকলে আমাদের আর কোন ছেলে মেয়ের পুষ্টির অভাব হবে না বা পুষ্টির অভাবে মারা যাবে না।

আমরা এখন জানি দূর্যোগের সময় নিজেদের কিভাবে রক্ষা করতে হবে

সুমনা রানী সরকার

আমি শ্রীমতি সুমনা রানী সরকার। আমার বাবার নাম মৃত শান্তি চন্দ্র সরকার, মা শ্রীমতি নয়নী বালা, আমরা ০৫ বোন ও ০১ ভাই। ছোট কালেই আমার বাবা মারা যায়। মা বহু কষ্টে আমাদের মানুষ করে। আমাদের অনেক বোন থাকায় মাত্র ১৬ বছর বয়সেই আমার বিয়ে দেয়া হয়। ২০০৩ সালে নিলফামারী জেলার জলঢাকা ইউনিয়নের শোলমারি ইউনিয়নের কৃষ্ণ চন্দ্র মহন্তের সাথে আমার বিয়ে হয়, এক বছর পর আমার ছেলে যখন পেটে তখন সে আমাকে রেখে ঢাকা চলে যায়। সেই যে গেল আর ফিরে আসেনি। সেই থেকে আমি মায়ের সাথে আছি। কিছুদিন পর আমার একটি ছেলে হয় নাম রাখি উদয় চন্দ্র সরকার। আমাদের অভাবের সংসার একটু ভালো রাখার আশায় মা আমার বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সুখ আমার কপালে নাই, তো কিভাবে পাবো? পেটের ক্ষুধায় যে কাজ পাই তাই করি, কোন কোন দিন ভাত খাওয়ার জন্য কাঁদতাম, তারপর মানুষের বাড়ী থেকে একটু চেয়ে আনি খাইতাম, একটু সহযোগীতা করবে এমন কেউ ছিল না। খুব কষ্টে দিন গেছে আমার। ধান মাড়াই, মানুষের বাড়ীতে কাজ করা, মাটি কাটা এমন কোন কাজ নেই যে করিনি। এভাবে কোন রকমে দিন চলতে থাকে।

এরপর হঠ্যাৎ একদিন, মনে হয় ২০১০ সালের শেষের দিকে ইএসডিও থেকে মাইকিং করে সবাইকে জানাল পরদিন পশ্চিম রামচন্দ্রপুর স্কুলে ইআর প্রকল্পের মিটিং হবে। একটা কাজের আশায় পরের দিন ঐখানে গেলাম, যায়া দেখি বড় বড় কাগজ কলম নিয়া ইএসডিও-এর স্যারেরা আসছে। আমাদের বলল, ইআর প্রকল্পের মাটি কাটার কাজের লোক নেওয়া হবে। এরপর ধনী, গরীব, মধ্যবিত্ত ও হতদরিদ্র চারভাগে সবার নাম লিখলো, তারপর শুধু হতদরিদ্রদের রেখে বাকীসব নাম বাদ দিয়ে বলল, “আপনারা এখন যান, আপনাদের আবার ডাকা হবে।” এর কয়েকদিন পর ইএসডিও-এর একজন আমার বাড়ীতে আসল, আমার বাড়ীঘর, ছেলে, তারপর আমি স্বামী পরিত্যাক্তা এইসব দেখে লিখে নিয়ে গেল। আরও কয়েকদিন পর আবার একজন এসে জানাল যে, আমাকে কাজে নেয়া

হবে, ছবি নিয়ে আমাকে আবার স্কুলে যেতে বলল। আমি সহ যারা কাজ পেয়েছিলাম তারা ছবি দিলাম, এর কয়েকদিন পর একটা কার্ড হাতে দিয়ে পরদিন কাজে যেতে বলল।

প্রথমদিন কাজে হাজিরা দিয়ে দল তৈরী করলাম। এরপর বাঁধের মাটি কাটার কাজ শুরু হল। মেলা মানুষ কাজ করে, আমিও কাজ করতে থাকি। প্রতিদিনের কাজের জন্য আড়াই কেজি চাল ও সাড়ে সাঁইত্রিশ টাকা বরাদ্দ ছিল। এভাবে ছয়মাস কাজ করার পর আমাদের ট্রেনিং শুরু হল। মাসে চারদিন ট্রেনিং করতাম, ট্রেনিং-এ আমরা দূর্যোগ থেকে নিজেদের বাঁচানো, নারীর অধিকার, পুষ্টি ও ছাগল পালন বিষয়ে শিখতে পারলাম। ট্রেনিং-এর সময় মাসে দুইশত পঁচিশ টাকা আর পনের কেজি চাল পাইতাম। মজুরী হিসাবে পাওয়া টাকা থেকে কিছু টাকা সংস্থা সঞ্চয় হিসাবে সদস্যদেও নামে জমা রাখতো। আমিও মাটি কাটার কাজের শেষে কিছু টাকা জমা রাখছিলাম, ট্রেনিং-এর পর সেই টাকা দিয়া একটা ছাগল কিনলাম, সেই একটা ছাগল থেকে এখন আমার চারটা বড় ছাগল আর দু'টা ছোট ছাগল আছে। আরও তিনটা ছাগল তিন হাজার টাকায় বিক্রি করে তার সাথে কিছু টাকা যোগ করে একটা ছোট গরু কিনেছিলাম। এইভাবে ছাগল, গরু আর বাসায় কাঁথা সেলাই করে চলার মতো একটা বুদ্ধি করলাম। এরমধ্যে ছেলেটাকে পশ্চিম রামচন্দ্রপুর পশ্চিমপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিলাম। এখন আমি নিজেই চলতে পারি, আর কারোও কাছে হাত পাততে হয় না।

তারপরের বছর মাটির কাজের সময় আবার মজুরী বেড়ে যায়, আমরা তখন প্রতিদিন আটান্ন টাকা, দুইকেজি চাল, দুইশ গ্রাম ডাল ও একশ গ্রাম তেল পাইছি। এরপর আবার ট্রেনিং করে সাড়ে বাইশ কেজি চাল আর সাড়ে বাহান্ন টাকা পাইছি। এইভাবে মোট দুই বছর কাজ করেছি, দুই বছর পর আমি সঞ্চয় ফেরত পাইছি ১৯২০/- টাকা। সেই সঞ্চয় আমি জমা রাখছি আমার ঘর ভালো না, আমি ঘর ঠিক করে সেই ঘরে আমার গরু ছাগল রাখব। আর এখন আমি বাসায় বসে মানুষের কাঁথা সেলাই করে মাসে পাঁচশ থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করি, আমার গরু ছাগল দেখাশুনা করি, এভাবেই আমার দিন চলে। এখন আমার আর কোন কষ্ট নাই, আমি আমার মা ও ছেলেকে নিয়ে তিনবেলা খাইতে পারি।

ইআর প্রকল্পের মাধ্যমে কাজের পাশাপাশি চারটা বিষয়ে ট্রেনিং পাইছি, এগুলো পেয়ে আমার অনেক লাভ হইছে, ট্রেনিং না পাইলে আমি জানতাম না কিভাবে ছাগল পালতে হবে, কিভাবে আয় বৃদ্ধি করতে হবে, তারপরে নিজেও যে কিছু কাজ করা যায়, নারীরাও যে অনেক কাজ করতে পারে এগুলো বিষয় আমি ঐখানে জানতে পারছি। ছেলেকে কি কি খাওয়াইলে তার পুষ্টি হবে বা নিজেরাও কি কি খাইলে শরীর ভাল থাকবে তা জানতে পারলাম। আমরা এখন জানি দূর্যোগের সময় নিজেদের কিভাবে রক্ষা করতে হবে, ঘরে শুকনা খাবার, দিয়াশলাই ইত্যাদি মাটিতে পুতে রাখতে হবে, ঘরের ভিটা উঁচু করতে হবে যেন বন্যায় ঘরে পানি না উঠে, যেন গরু ছাগল মারা না যায়।

আমি মনে করি ইআর প্রকল্পের মাধ্যমে আমি সচেতন হইছি, আমি এগুলি জানতে পারছি, তারপরে শুধু আমি না এবার আরও কাজ হচ্ছে আমার মত আরও মেয়েরা কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে, এভাবে আমার মত যদি সবাই সুযোগ পায় তাহলে সবাই সচেতন হবে, প্রত্যেকের পরিবারের উন্নতি হবে। আমি চাই এই প্রজেক্ট আরও এইখানে থাক, যাতে করে আমার মত অসহায় মেয়েরা কাজ করার সুযোগ পেয়ে নিজেদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, আমার মত মহিলারা এইখানে যা শিখায় তারা যদি বুঝতে পারে আর কাজের সময় টাকা থেকে যদি কিছু সঞ্চয় রাখতে পারে তাহলে তাদের আর কষ্ট থাকবে না।

আমরা মাটি কেটে যে বাঁধ তৈরী করেছিলাম এই বাঁধ আমাদের অনেক উপকারে আসছে। আগে বন্যায় আমাদের সব ফসল নষ্ট হয়ে যাইত, আর আমাদের এই বাঁধের ফলে এক পাশের ফসল নষ্ট হলেও আরেক পাশের ফসল বেঁচে যায়। বাঁধের ঐ পাশে আমার ছেলের স্কুল, বাঁধের উপর দিয়ে আমার ছেলে স্কুলে যায়, শুধু আমার ছেলে না আরও অনেকের ছেলেমেয়ে বাঁধের উপর দিয়ে স্কুলে যায়। আগে স্কুলে যাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট হইত, বন্যা আসলে স্কুলে যাইতে পারত না, বাঁধের আশে পাশে বাড়ীর লোকজন তাদের বিপদ হলে বাঁধের উপর দিয়ে তাড়াতাড়ি করে হাসপাতালে যাইতে পারছে।

ইএসডিও-এর ভাইয়েরা আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছে, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইএসডিও যদি আমাকে এই কাজটা না দিত তাহলে তো মনে করেন যে, আমাকে আগে যেই রকম ছিলাম সেইরকম চলতে হইতো।

ইএসডিও'র এই সায্যের কথা সারা জেবন মনে রাখপো

সাহিদা শেখ

আমার নাম সাইদা, আমার বাড়ী ফকিরহাটের ব্রাহ্মণরনদে গ্রামে। আমার স্বামীর নাম বিপ্লব শেখ। আমাদের দুই ছোয়াল দুই মাইয়ে। আমার মেলা কষ্টে দিন কাইটা যায়। আমি মানষির বাড়ি ঝি-র কাজ করি। স্বামী ভ্যান চালায়ে কোনদিন ২০০/১০০ টাকা আয় করে, আবার অসুক হলে আয় হয় না। তহন না খাইয়ে দিন কাটে। সে মেলা অসুস্থ্য, তার গ্যাসটিক, আলসার, তার পেটে বেতা, বমি করে, রক্ত পড়ে। আমার ছোয়াল হলো হাগদেলে (পায়খানা করার সময়) পেটের নারী বারায়ে যায়। রক্তে থৈ থৈ হয়ে যায়, ঐ জন্য আমার মেলা কষ্ট। চিয়ারম্যান মিম্বারের ধারে সায্যের জন্য গেইলাম, তাদের কলাম আমর কোন জমি নাই, ঘরের জাগা নাই, পরের ঘরে থাকি তারো বেড়া নাই, বিষ্টি আলে ঘরে পেরি হয়, আমাগো খুব সমেস্যা তাও কেউ কিছু দেয় নাই।

এর মধ্যে গত বছর কয়জন লোক আইলো, তারা ক'লো আমরা 'ডাটা'থেকে আইছি, আপনি সায্য পাবেন। আপনার নাম কি, আপনার স্বামীর নাম কি, আপনার কয় ছেলে মেয়ে। স্বামী কি করে, কি খান, আপনার স্বামীর আয় কত আরও মিলা কতা। আমি তাদের ধারে সব কলাম, ঘরে সেদিন সে বাজার আনিলো তারা সব দেখলো, ওজন নিল, তারা তহন মেলা কতা কলো। আমি কলাম এত কতা বলে আমার কি অবে। তারা কলো সায্য পাবেন। আমি কলাম মিম্বারের ধারে কত গিলাম কত কলাম কোনদিন কিছু পালাম না। তারা চলে গেল। ৩/৪ মাস আর কেউ আইলো না। মনে মনে ভাবলাম সব ভূয়ো, আমার যা কাপালে আছে তাই অবে। এরপর একদিন মটরসাইল নিয়ে একজন আইলো, কল আপনি কি সাইদা, আপনার স্বামীর নাম কি বিপ্লব শেখ? আমি সব কলাম। কলাম কি অবে ই সব। সে কলো আপনার নাম আছে আপনি মাসে পনেরশ করে টাকা পাবেন। আমি তারে কলাম এসব ভূয়ো। এর আগে কত লোক আলো তারাও কলো পাবেন। মেলা আশা করি কিছু পালাম না, সব ভূয়ো। সে কলো আমি ইএসডিও'র লোক। তারপর কি সব অপিসের (ডব্লিউএফপি ও আইএফপিআরআই) কতা কলো, ঐ আগে যারা নাম লেহে নিছলো। তারপর কলো উপর থেকে আপনার নাম আইচে আপনি সায্য পাবেন। সে

আমার এবং আমার ইসের (স্বামী) ছবি তোলে। এর ১৫/২০ দিন পর সে আবার আলো আমার নামে একটা কাট দিলো এবং আমারে বারাশিয়া ইসকুলে ১৫ তারিকে যাতি কলো। আবার হরতাল পড়লে দিল না। পরে আবার ২১ তারিকে আসতে কলো। আবার ২১ তারিকে ইসকুলে আসলাম। এসে দেহি মেলা মানুষ। সেদিন টাহা দিল আমার মনটা ভরে গেল। সেই টাহা দিয়ে তার (স্বামী) ও আমার বাচ্চার ওষুধ খাওয়াই আর চিকিসসা করি ।

চিকিসসা করতে করতে মেলা ঋণ ছেলো। আচতে আচতে এক বছরে কিছু ঋণ শোধ করচি, বাচ্চাগে ইসকুলে দিতি পারছি, ঘরের বেড়া দিছি। এর মধ্যি আবার ছারেরা খবর দিল মোবাইল দেবে তার টেনিং করতি হবে, সে আবার টেনিং করলাম, একটা মোবাইল পালাম, একটা ছিম পালাম, এখন মোবাইলে টাকা পাই, আগে যা কোন দিন ভাবতি পাইনি। ভাবতি ছিলাম এতো শেষ আর ১/২ মাস পাব তার পর আমাগে কি হবে। গত মাসে ছারেরা আবার কলো আরো এক বছর পাব, কি খুশি যে হলাম আললার কাছে দোয়া করলাম যারা আমাগে টাকা দেয় তারা যেন মেলা দিন বাচে । ইটা আমার বাচি থাকার সম্বল হলো। আমারে বাচি থাকার জননে ইএসডিও এই কার্ড দিয়া আমার যে উপকার করছে তা বলার নয়, আমাগের এলাকায় অনেক এনজির নাম শুনছি, কিন্তু কেউ এত বছরে আমার ইটটু উপকার করলো না। ইএসডিও'র এই সায্যের কথা সারা জেবন মনে রাখপো। এই টাহা ইএসডিওরে যারা দেছে, হেরাও বাইচা থাকুক অনেকদিন।

ইএসডিও না থাকলে হয়তো আমার স্বামীকে সারাজীবন ঘরজামাই থাকতে হতো

রেপতি সরকার

আমি ও আমার স্বামী কলেজপাড়ায় বসবাস করি। গত ১৯৮৭ সালে আমাদের বিয়ে হয় তখন আমার স্বামীর দুই বেলা খাওয়ানোর মতো অবস্থা ছিল না। তখন সে ঘরজামাই হিসাবে আমার বাপের বাড়ীতে থাকতো। খুব অভাব অনটনের মধ্যে আমাদের সংসার চলতো। এর মধ্যে আমাদের ঘরে আসে প্রথম কন্যা সন্তান। সন্তান আসার পর আরো বেশি করে দিশেহারা হয়ে পড়ি। এর মাঝে পরিচয় হয় স্বপন দাদার সাথে, উনি ইএসডিও থেকে ঋণ দিয়ে কোন একটা ব্যবসা ধরায় দেওয়ার কথা বলেন। তখন ইএসডিও'র সমিতি বসতো মমতা দিদির বাসায়। স্বপন দাদা আমাকে কলেজপাড়া একতা মহিলা সমিতিতে ভর্তি করায় এবং প্রতি সপ্তাহে ২/- টাকা সঞ্চয় জমা দিতে বলেন।

এভাবে সঞ্চয় জমা করতে করতে প্রথম দফায় ১৯৯১ সালে ২০০০/- টাকা ঋণ গ্রহন করি। উক্ত ঋণের টাকা দিয়ে আমার স্বামীকে সাইকেল মেরামত করার জন্য কিছু যন্ত্রপাতি কিনে দিই। উক্ত ব্যবসার আয় দিয়ে আমরা দুই বেলা ডাল ভাত খেতে পারি। প্রথম দফার টাকা পরিশোধ শেষে ২য় দফায় ৫০০০/-টাকা ঋণ ও সঞ্চিত টাকা থেকে বসতভিটা ৪ শতক জমি ক্রয় করি। এই ভাবে একে একে সর্বশেষ ১৭তম দফায় ১২,০০০/- টাকা ঋণ গ্রহণ করি। আমার চার মেয়ে এবং এক ছেলে। বড় দুই মেয়েকে বিয়ে দিয়েছি এবং এক মেয়ে এইচএসসি পাশ করেছে। এখন ইএসডিও তে ভিলেজ কোর্ট-এ পীরগাছায় কর্মরত আছে। ছোট মেয়ে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষা দিবে। ছোট ছেলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। বর্তমান আমার চার রুম বিশিষ্ট পাকা ঘর রয়েছে। বর্তমান আমরা দুই বেলা খেয়ে দেয়ে ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা করাই। আমার ইচ্ছা ছেলে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষের মতো মানুষ করবো যাতে এলাকায় উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। আমার সুখের পিছনে ইএসডিও-র সবচেয়ে অবদান বেশী। ইএসডিও 'র উপকারের কথা কোন দিন ভুলতে পারবোনা। ইএসডিও না থাকলে হয়তো আমার স্বামীকে সারাজীবন ঘরজামাই থাকতে হতো। এইজন্য ইএসডিও কে গভীর ভাবে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই ইএসডিও'র মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং তার মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। ইএসডিও আরো বেশী করে উন্নত ও বড় হয় এই প্রত্যাশা করি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে।

ইএসডিও'র প্রাইম-এর সহযোগিতায় অবস্থার উন্নতি হওয়ায় সমাজে আমার মর্যাদা অনেক বেড়েছে

মোছাঃ জরিনা বেগম

আমি মোছাঃ জরিনা বেগম, ইএসডিওতে ইউপিপি প্রকল্পে সদস্য হিসাবে ভর্তি হই ১২.০৭.২০০৭ তারিখে। এক সময় আমার খেয়ে না খেয়ে কোন রকমে দিন কাটত। কখনও অনাহারে কখনও চিকিৎসার অভাবে অত্যন্ত দুর্বিসহ ছিল আমাদের জীবন। দিন মজুর স্বামী অন্যের জমিতে কাজ করে যা আয় করতো তা দিয়ে তিন জনের সংসারের ব্যয় চালানো ছিল অত্যন্ত কষ্টকর। অন্যদিকে মঙ্গার সময়ে অধিকাংশ সে কাজ পেত না। ফলে অনেক দিনেই কাটাতো খেয়ে না খেয়ে। প্রত্যেক মঙ্গা কবলিত সময়ে আমাদের ধার কর্জ করে চলতে হতো। কখনও আগাম শ্রম বিক্রি কখনও উচ্চ সুদে মহাজনী ঋণ নিতে হতো। এভাবে অতি কষ্ট ও সমাজে অবহেলিতভাবে চলতো আমাদের জীবন। দারিদ্র স্বামী ও সন্তান নিয়ে যখন দুর্বিসহ দিন কাটছিল ঠিক সেই সময়ে ইএসডিও'র মঙ্গা নিরসন প্রকল্পের মাধ্যমে মাটি কাটার কাজের সন্ধান পাই। এ কাজের মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে আমার কিছুটা অভাব দূর হয়। আমার মনে আশার আলো জন্ম লাভ করে কিন্তু মাটি কাটার কাজও শেষ হয়। আমি তখন ইএসডিও'র সহযোগিতায় কিভাবে স্বাবলম্বী হওয়া যায় সে চিন্তা করতে থাকি।

আমি জানতে পাড়ি ইএসডিও প্রাইম দুড়াকুটি শাখার অধীনে সেলাই প্রশিক্ষণ হবে, তখন আমি সেই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি এবং ৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন ক্রয় করি। এরপর বাড়ীতে সেলাই এর কাজ করে আমার আয় বাড়ে এবং পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা কিছুটা ফিরে আসে। এভাবে দুড়াকুটি শাখার পিএ টেক-এর মাধ্যমে লেয়ার পালনে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাইম প্রকল্পের লেয়ার পালন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করি। এরপর ১০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ৪৪টি লেয়ার মুরগীর বাচ্চা পালন শুরু করি। এভাবে সেলাই এর কাজ ও মুরগীর ডিম বিক্রি করে বাড়তি আয় শুরু হয় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২য় দফায় ১০ হাজার টাকা পরিশোধ করে আবারও ১৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে মুরগী

পালনের ঘর বড় খামার করি । ৪র্থ দফায় ২৫ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ২০০টি মুরগী পালন শুরু করি। ফলে আমার আয় আরও দিন দিন বৃদ্ধি পায়।

এখন আর আমার অভাব নেই। এখন খড়ের ঘর ভেঙ্গে টিনের ঘরে বসবাস করছি। নিজেই ৫ শতাংশ জমি কিনে নিজের জমিতেই মুরগীর খামার স্থাপন করেছি। পরবর্তীতে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করেছি। বর্তমানে ৪৫ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে ৪০০টি মুরগী পালন করছি। বর্তমানে আমার খামারের প্রতিদিন ৩৮০ থেকে ৩৯০টি ডিম উৎপাদিত হয় এবং প্রতিদিন ব্যায় বাদ দিয়ে ১৭০০/- টাকা আয় হয়। ফলে সংসারের এখন আর অভাব নেই। ছোট মেয়েটি এখন লালমনিরহাট জেলা শহরে লেখাপড়া করে। স্বামী এখন আর অন্যের জমিতে কাজ করে না। নিজের খামার দেখাশুনা করে। আমার এরূপ উন্নতি দেখে অনেকে লেয়ার পালন শুরু করেছে। আমি এখন সুখী। ইএসডিও'র প্রাইম-এর সহযোগিতায় অবস্থার উন্নতি হওয়ায় সমাজে আমার মর্যাদা অনেক বেড়েছে। আমি এখন স্বাবলম্বী। এ স্বাবলম্বী হওয়ার পিছনে ইএসডিও'র অবদান সবচেয়ে বেশী, যা কখনো ভুলবার নয়। আমি ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ও তাদের সকলের পরিবাবের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। ইএসডিও যেন আরো ব্যপক প্রসার লাভ করে এই কামনা করছি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে।

cwó wk¶v cvBwQ ewjqv GLb Avgvi †Q‡j-‡g‡qi fvj Kwi hZ †bevi cwi

শাহিনুর বেগম

কষ্টের কথা কি আর বলব! বয়ান করলে চোখে পানি আসে। বাড়ির ভিটা ছাড়া হাল-চাষ দিবার মত জমি নাই, জায়গা নাই। মানুষের বাড়িতে কাজ করা ছাড়া উপায় কি? আমার স্বামী নিত্যি সকাল মানুষের বাড়ি কাজে যায়। একদিন কাজ না করলে না খেয়ে থাকতে হয়। তখন কাম সস্তা, দিন ১২০ টাকা থেকে ১৩০ টাকা; জিনিসের দাম মঙ্গা। এই অল্প টাকা দিয়া দিয়া চাল কিনলে তরকারির টাকা হয় না। এক পোয়া কেরসিন তেল কেনার টাকা জোটেনা। কত রাত আলো ছাড়া ঘুমাইছি। সংসারে স্বামী-স্ত্রী, আর দুই সন্তান। ছেলেটা বড় বয়স ১০ বছর, মেয়ের বয়স তখন ৬ মাস। মেয়ের খোরাক না লাগলেও ছেলেটারতো লাগে? যদি দুই সের চাল কিনে তার এক সের সকালে রান্না করলে দুপুরে নাই। বাকি এক সের রাতে। কাজ-কামের শরীর, খাওয়া একটু বেশি না হলে হয়? আধাপেটি থাকি ঘুমাতে হয়। ক্ষিদা মেটেনা। মাঝ রাত্রে ঘুম ভাঙ্গি যায়। যদি চাউল কিনি তো তরকারির টাকা থাকে না। এক সের আলু আনলে তা দিয়ে তিন দিন চালাতে হয়। টাকার অভাবে হাট থেকে তরকারি আনে না। সাদা ভাত পেটেও যায় না। বাধ্য হইয়া বাড়ির আশে-পাশে কঁচু-ঘেঁচু যা পাই তাই রান্না করি খাই। এমনও দিন গেছে ভর্তা করলে মরিচ নাই। তরকারি রান্না করলে তেল নাই। বিনা তেল; বিনা লবণ-মরিচে কত যে তরকারি রান্না করছি! ভাল-মন্দ শখ করিও খাওয়া হয় না। মানুষ বাজার থেকে মাছ মাংস কিনে আনে। দেখি মনটা কেমন করে! বুকে কষ্ট চিপে ধরে থাকি। ছেলেটা এটা-ওটা খাবার চায়; কিনে দিতে পারিনা। মা-বাবা হয়ে এর পর আর কষ্ট থাকে না, বুকের ভেতর হু হু করে কাঁন্দন ওঠে। ঈদ-পরব বলতে আমাদের কপালে নাই! দিন-রাত চোখের পানি ফেলি আর আল্লার কাছে ফরিয়াদ করি যে, হে আল্লা আমাকে তুমি এ কোন কষ্ট দিচ্ছ! আমারে তুমি রহম কর!

কার কাছে হাত পাতব; সবারেই অভাব। ভাল কাপড়-চোপড় পরনে চড়ত না। ছিঁড়া-ফাটা কাপড় পরেই দিন কাটাতে হয়। অসুখ-বিসুখ হলে ঔষধ কিনার টাকা হয় না। আমাদের স্বামী-স্ত্রীর না হলে জ্বর-জ্বারি বিনা ঔষুধে পার হয়, কিন্তু মাসুম বাচ্চা দু'টার চিকিৎসাও করাবার সাধ্য হয় না। জ্বর, ডায়রিয়া লেগেই থাকত। বাধ্য হয়ে বাবার বাড়ি যেয়ে

চিকিৎসা করাই। মাঝে মাঝে চিকিৎসা করার জন্য বাপের বাড়িতে গিয়া কয়েকদিন ধরে থাকছিও। বাপের একটা মেয়ে বলে গরীব বাবা-মা যা সাধ্যে জোটে তাই দেয়। মাঝে-মধ্যে চাউল-ডাউল পাঠায়, না হলে নিয়ে আসে। মাছ-গোস রান্না করলে দিয়ে যায়।

অভাবের তাড়নায় ছেলেটা যখন ছোট, ওকে মানুষের কাছে রেখে মানুষের জমিতে কাজ করতে যেতাম। মেয়েটা পেটে আসলে আর যাই না। সকালে যাইতাম, ফিরতাম সন্ধ্যায়। ফিরে এসে সোনার মুখের দিকে চেয়ে দেখলে নিজেকে অমানুষের মত লাগে। কি করমু! সৃষ্টিকর্তা আমাদের সুখ দেয় নাই। সোনাটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কত কান্না করেছি। ওর যত্নও ভালোমতন নিতে পারি নাই। সারাদিন ধুলা-মাটি মাখা-মাখি। নিজেও ক্লান্ত, কোনমতে ধুয়ে-মুছে উঠতাম।

ছেলে বড় হচ্ছে। তার ভবিষ্যৎ আছে। লেখা-পড়া করাতে হবে। আমারা মূর্খ হইছি তো হইছি; সন্তানদের মূর্খ হতে দেবনা। আমি যখন হাই স্কুল যাওয়া শুরু করছি তাতেই লেখা-পড়া বাদ হয়া যায়। আগের যুগের বাপ-মা; বলে যে, মেয়ে মানুষের অত পড়া কিসের। যতটুকু অক্ষর জ্ঞান ছিল ততটুকুই ছেলেকে বাড়িতে শেখাইছি। এখন তো আর পারি না, প্রাইভেট দিতে হয়। তারপরও প্রাইভেট দিয়েছি। নিজে কষ্ট করি চলি তবুও ছেলেকে প্রাইভেটে দিয়েছি।

এভাবে আর কতদিন। আমারা স্বামী-স্ত্রী একটা উপায় খুঁজি। কিন্তু কোন উপায় পাই না। মানুষে কয় যে, খালি হাতে তালি বাজে না। সত্যি খালি হাতে তালি বাজে না। কেউ যদি সাহায্য-সহযোগিতা না করে তাহলে কি খালি হাতে কোন কিছু করা সম্ভব!

আগের রাতে মেয়েটার খুব জ্বর ছিল। আব্বা ঔষধ কিনতে যেতে বলেছিল। বাড়িতে আমার স্বামীও ছিলনা। এর মধ্যে কয়েকজন লোক এসে আমার নাম, আমার স্বামীর নাম, সন্তান কয়জন, আয়ের উৎস কি ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে লিখে নিয়ে যায়। আবার প্রায় তিন চার মাস পরে ঢাকা থেকে দুইজন আপা এবং দুই জন স্যার আমাদের বাড়িতে আসেন। আমাদের জমি জমা কতটুকু আছে-নাই জিজ্ঞাসা করে, ঘরে কি কি আছে সেগুলাও দেখে। আমার পরিবারে দিনে কয় সের চাল লাগে, সকালে কি রান্না করেছি, কেমন লবণ খাই। তারা আমার এবং আমার মেয়ের ওজনও মেপেছিল। যাবার সময় একখান কাগজ হাতে দিয়া যায় এবং বলেন যদি আপনাকে হাতে কিছু টাকা দেয়া হয় তাহলে আপনি টাকা দিয়া কি করবেন। আমি বলেছিলাম যে, টাকা দিয়া সহযোগিতা করলে তো ভালোয় হয়। কিছু টাকা দিয়ে পেটের খাবার কিনব আর কিছু টাকা জমাবো। আপাদের কথা আমার কোনমতে বিশ্বাস হয় নাই। কিন্তু ঐ কথা শেষ। আর কোন হুদিস নাই। আমাদের কি কেউ আর টাকা দেয়? যাদের টাকা পয়সা আছে তারাই টাকা পয়সা পায়। হামার টাকাও নাই ঘুষও দিবার পারম না, আমাদের কেউ উপকারও করবেনা।

কিন্তু কয়েকদিন পর যখন কয়েকজন লোক আবার এসে ইএসডিও'র কর্মী বলে পরিচয় দেয় এবং বলে যে, আমার এবং আমার স্বামীর ছবি তুলতে হবে, তারা আমার নামে আমাকে একটি কার্ড দেবে। কার্ডটা হলে প্রতি মাসে আমি টাকা পাব। তাতেও আমার তেমন বিশ্বাস হয় নাই কিন্তু যেদিন কার্ডটা আমার হাতে দিয়া বলল যে আমি প্রতিমাসে ১৫০০ টাকা পাবো এবং পুষ্টি ট্রেনিং হবে - আমার বিশ্বাসটা আরও একটু জন্মিল। একেবারে যেদিন বলল যে, আপনি ওমুক তারিখে টাকা নেবার জন্য আসবেন সেদিন আমি টাকা হাতে পাইয়া নিশ্চিত হই এবং আল্লাকে লাখ লাখ শুকুর জানাই। মনে হইছিলো যে, আল্লা মনে হয় এইবার মুখ তুলি চাইছে। তখন থাকি প্রতি ট্রেনিং-এ উপস্থিত থাকি। প্রতি মাসে টাকা পাই। একটা মোবাইলও দিছে। পুষ্টির টাকা পাওয়া হতে অভাব কমতে থাকল। আমার স্বামীর কাজের টাকা দিয়া চাল-ডাল হয় আর পুষ্টির টাকা দিয়া অন্য দরকার মেটে। সব টাকা না খরচ করিয়া কিছু টাকা জমা রাখি।

কিছু টাকার সাথে বাপের বাড়ি থাকি টাকা ধার নিয়া আমার স্বামী একখান ভ্যান গাড়ি কেনে। মানুষের বাড়িতে কাজ করতে না যায়া তখন ভ্যান চালায়। ভ্যান চালাতে ধরি অভাব আরো কম হয়। টাকাও জমে। আস্তে আস্তে জমা টাকা দিয়া বুদ্ধি করি আমার স্বামী বাঁশ কেনা-বেচা শুরু করে। তাতে ভাল লাভ হওয়া দেখি, সে এখন বাঁশের ব্যবসা করে। লাভের টাকা দিয়া সংসারের খরচ মেটায়ে আরো জমা থাকে। আস্তে আস্তে দুই-চারটা হাঁস-মুরগি কিনে পালন করতেছি। একটা ছাগলও কিনছি। বাড়িরটা ঘিড়া ছিলনা, সেটাও ঘিরছি। মুরগী-হাঁস যে ডিম দেয় তাতে আর ডিম কিনতে হয় না। সন্তান দু'টার যত্ন নেই, এটা-ওটা করি দিন যায়। এখন তেনো বেলা ভাতে খাই, আগে তো দুই বেলা খাবার জুটত না। এখন আমাদের সে অভাব ঘুচছে। যাকে দেখি তারে হাতোত মোবাইল। মোবাইল কেনার টাকাতো জোটেবারে পারিতামনা। মোবাইল কিনার কথা কখনই ভাবি নাই। সেই মোবাইলও পাইনো। যখন মোবাইল আছিল না এর-ওর মোবাইলে কথা কইতাম। মানুষ তা কত সয়। এখন আর মানুষের কাছে যাবার লাগে না।

যখন মানুষের বাড়িত কামলা দিবার গেইছোনো তখন ছাওয়াগুলার যতন-মতন নিবার পারি নাই। কেমন করি কি খাইল-নাখাইল হুদিস নেই নাই। বাড়ি-ঘর সামটে রাখি নাই। কাপড়-চোপড় ধুলা-মাটি যেমন-তেমন করি ছিনো। সাবোনের অভাবোত কাপড় ধোওয়াও হয় নাই। পায়খানা আছিল না, বাইরোত গেইছোনো, ছাই সাবোন কিছুই ব্যবহার করি নাই। কোন খাবারোত কিবান গুণ আছে তাকো হামরা জানছোনো না। তরকারি কাটিয়া ধুইছোনো। মানুষের মাছ-গোস খাওয়া দেখিয়া মন খারপ হইছোলো। মনোত কষ্ট নিয়া থাকছোনো। কোন কিছুই তখন ভালো মতন হয় নাই। এগিলা যদি আপা না শিখাইতো তা হইলে কি আর জানবার পারতাম। আপারা হামাগের শিখাইলো ছাওয়াল-পাওয়ালের যতন নিবার দরকার ক্যান, ক্যামন করি নেমো, তখন থাকি ছাওয়াগের যতন নিছি। আপা যেগুলা খাবার খাওয়াবার কইছে সেগুলান খাবার খাওয়াওছি। কোনগুলান খাবার খাইলে কি হয়

তাক শিকিছি। পরিস্কার থাকলে কি হয় তাক জানছি। আগত জাইনছোনো মাছ-গোছ খাইলে ভাল খাবার কিন্তুক এখন জানছি মাছ-গোসের যা গুণ অইন্য কমদামি খাবারওতো সেইগুলান গুণ আছে। মাছ-গোস না খাবার পারলেও হামরা কমদামি খাবার খাছি। আগত অপরিস্কার থাইছোনো বলিয়া ছাওয়াগের যেগুলান অসুখ হইছোলে সেগুলান অসুখ এখন আর হয়ে না। আগততো বড় ছাওয়ালটার ওসুক লাগি থাইকতো। এখন মাসেও একবার ঔষধ কিনবার হয় না। এক বছর ধরি ছেলেটার আর মেয়েটার কোন ওসুখ নাই বলতে চলে। পুষ্টি শিক্ষা পাইছি বলিয়া এখন আমার ছেলে-মেয়ের ভাল করি যত্ন নেবার পারি। যত্ন পাইলে কি আর অত সহজে রোগ ধরে। আমার স্বামী কয় আগোত তো আনাচ কাটিয়া ধুইছুলু, এখন ক্যানেবা আগত ধুইছিস। পুষ্টি ট্রেনিং খুবই দরকারী, এটা সবার জন্যে। এই জন্য আমি একদিনও কোন ট্রেনিং বাদ দেই না। প্রত্যেক ট্রেনিং-এর দিন যাই। যতদিন চলবে ততদিন যাব। আপা সেদিন কইল আমরা আরও একবছর পুষ্টি টাকা আর ট্রেনিং পাব। শুনিয়া মনের ভিতরটা ভরি গেল। যদিল আরো একবছর বাড়ে তাইলে বাকি যতগুলান সমস্যা তাক সমাধান করিবার পারমো। পুষ্টি ট্রেনিংটা আরো ভালোভাবে শিখিবার পারমো। পুষ্টি ট্রেনিং খালি কি আমাগের জন্যে, এটা শিখলে আমিও যেমন ভুল করবনা; অন্যের ভুল করা দেখলে তাগেরও শিখি দেব।

Awg I Avgvi ¯^cœ

Aviwk Awgb
`kg †kÖYx
B‡Kv-cvVkvjv|

VvKiMvI Z_v evsjv‡`‡ki KZx mšÍvb, mgvR cwieZ©‡bi i¨cKvi, Av_©-mvgwRK Dbqb, bvixi ¶gZvqb, `wi`ª we‡gvPb, ¯^v¯'¨ I wk¶vi Dbq‡bi AM`"Z W. gnv¤§` knx` DR Rvgvb Zvi mwPšÍZ cwiKíbv †gvZv‡eK VvKiMvI-G Av‡jwKZ gvbl Movi j‡¶¨ 2001 mv‡ji 27 Rvbqvwi‡Z VvKiMvI kn‡ii †Mvwe›`bMi gnjøvq GKwU wk¶v cwZôvb cwZôv K‡ib| wZwb cwZôvbwU môfv‡e cwiPvjbvi Rb¨ mwweK `wqZ c`vb K‡ib Zvi mnawgYx wg‡mm †mwjgv AvLZvi‡K| GB we`¨vj‡qi bvgKiY Kiv nq B‡Kv-cvVkvjv| gvÎ 4 Rb wk¶K-wkw¶Kv Ges 23 Rb wk¶v_x wb‡q ‡h we`¨vj‡qi c_Pjv ïiæ ‡mLv‡b GLb wk¶K-wkw¶Kvi msL¨v 35 Rb Ges wk¶v_xi msL¨v 870 Rb| GLb GB we`¨vj‡qi 3wU kvLv i‡q‡Q|

GLvbKvi wk¶K-wkw¶Kviv D"P wkw¶Z Ges Zviv A‡bK hZ mnKv‡i Avgv‡`i wk¶v w`‡q _v‡Kb|

GLv‡b wKÛvi Mv‡Ub A¨v‡mwm‡qk‡bi ewlK eyË cix¶v AbywôZ nq| GB cix¶vq wk¶v_xiv Clbxq djvdj ARb Ki‡Q| Zv Qvov GLvb †_‡K cv_wgK wk¶v mgvcbx cix¶v, †R.Gm.wm., Gm.Gm.wm. cixÿvq cv‡ki nvi kZfvM|

¯^‡j hvZvqv‡Zi Rb¨ we‡kl mweav i‡q‡Q, 3wU evm I 4 wU wi·vf¨v‡b QvÎ QvÎxiv wbivc‡` hvZvqvZ Ki‡Z cv‡i| †Ljvajvi Rb¨ gvV mn i‡q‡Q wewfb ai‡Yi †Ljvajvi mvgMx| we`¨vj‡q GKwU knx` wgbvi i‡q‡Q|

GKRb Av‡jwKZ gvbl nIqvi Rb¨ ïagvÎ cw_MZ we`¨v h‡_ó bq, Ab¨vb¨ gvbexq ¸‡Yi I weKv‡ki c‡qvRb nq| GLv‡b Gm‡ei Rb¨I chvß m‡hvM-mweav i‡q‡Q| mwnZ¨ I mvs¯^wZK wewfb cwZ‡hvwMZv wbqwgZ n‡q _v‡K, †hgbt msMxZ, bZ¨, AvewË, Awfbq, Dcw¯'Z e³Zv, nvg`-bvZ, †KivZ, †Ljvajv BZ¨vw`|

B‡Kv-cvVkvjv VvKiMvI-Gi GKwU ghv`vm¤úb we`¨vjq| †Rjv ckvmb KZK Av‡qvwRZ ¯^vaxbZv I weRq w`em Dcj‡¶ wWm‡cø‡Z eivei B‡Kv-cvVkvjv c_g ¯'vb AwaKvi K‡i Avm‡Q|

GLv‡b wbqwgZ Awffve‡K`‡`i wb‡q gZwewbgq mfv nq| ewlK µxov cwZ‡hvwMZv, eb‡fvRb, wgjv`-gvnwdj mn bvbv ai‡bi w`em Avbôvwb‡Kfv‡e cvjZ nq|

B‡Kv-cvVkvjvi AvR‡Ki GB mvd‡j¨i Rb¨ wbwb me‡P‡q †ewk Ae`vb †i‡L‡Qb Ges ivL‡Qb wZwb n‡jb wg‡mm †mwjgv AvLZvi| Zvi Z¨vM, wbôv I c‡Póvi d‡jB AvR‡K B‡Kv-cvVkvjvi GB DbwZ|

B‡Kv-cvVkvjv Avgvi fv‡jvjv‡M †Kbt

Avwg GB we`¨vj‡qi mPbv jM n‡ZB QvÎx wn‡m‡e AwQ, eZgv‡b `kg †kYxi QvÎx| g‡b Av‡Q, GB‡Zv †mw`b nwU nwU cv cv K‡i ¯‹‡j †hZvg; †`L‡Z †`L‡Z GLb `kg †kYx‡Z cowQ| Avgvi gZ ¯‹j I nwU nwU cv cv K‡i Gevi Zvi GK hM cZx Drme cvjb Kij| g‡bB n‡”Q bv †h GK hM n‡q †M‡Q| GB eQiUvB Avgvi ¯‹j Rxe‡bi †kl eQi| G cwZôv‡bi Aa¨¶, wk¶K-wkw¶Kvi Avgv‡`i A‡bK †mn, Av`i-hZ K‡ib| me wgwj‡q ewo Avi ¯‹j Avjv`v Ki‡Z cwibv|

GLv‡b †kYx‡Z cvV`v‡bi mv‡_ mv‡_ mnwk¶v Kvhµg fv‡jvfv‡e cwiPwjZ nq| ewlK mwnZ¨ I mvs¯wZK cwZ‡hwMZvq AvewË, GKK Awfbq, Dcw¯Z e³Zvq Avwg eivei c_g ¯vb AwaKvi K‡i AvmwQ| Avgvi Gme ¸‡Yi weKv‡ki m‡hvM `v‡bi Rb¨ Avwg B‡Kv-cvVkvjvi cwZ KZÁ| ¯‹j K¨v¤úv‡mi cvKwZK I AKwÎg †mŠ›`‡h¨i w`K w`‡q B‡Kv-cvVkvjv VvKiMvI-Gi g‡a¨ †kô|

we`¨vj‡q †KD Am¯ n‡j Zv‡K GLv‡b Zvr¶wbK wPwKrmv c`vb Kiv nq| c‡Z¨‡Ki Rb¥`‡b we`¨vjq n‡Z Avgv‡`i‡K d‡jj ï‡f”Qv †`Iqv nq, GUv Avgvi Le fv‡jv jv‡M|

me wKQ wgwj‡q B‡Kv-cvVkvjv‡K Avwg Le fv‡jvewm| B‡Kv-cvVkvjv Avgvi Me, Avgvi AnsKvi | GB we`¨vj‡qi QvÎx wn‡m‡e wb‡R‡K ab¨ g‡b Kwi| GK K_vq ej‡Z cwi, B‡Kv- cvVkvjv Avgvi Av‡iK cwievi|

m¤úwZ B‡Kv-cvVkvjvi mv‡_ BGmwWI GKB K¨v¤úv‡m B‡Kv-K‡jR cwZôvZ K‡i‡Q| wcq we`¨vjqwU Qvo‡Z n‡e e‡j g‡b †h `tL wQj Zv Avi †bB, KviY Avwg GKB K¨v¤úv‡m K‡j‡R co‡Z cvi‡ev|

আমার স্বপ্নের ইকো কলেজ

তানিয়া
শ্রেণীঃ দ্বাদশ
বিভাগঃ ব্যবসায় শিক্ষা

ভূমিকা ঃ

আলোকিত মানুষ গড়ার প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের স্বপ্নের ইকো কলেজ। আধুনিক চিন্তা-চেতনা ধারণ করেই চলছে ইকো কলেজ। ছাত্র-ছাত্রীদেরকে নুতন ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলাই কলেজের মূল উদ্দেশ্য। শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা ইকো এখানকার প্রথম অঙ্গীকার। ইকো কথাটি অনেক ছোট কিন্তু এর পরিধি ব্যাপক।

অবস্থানঃ

ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্র গোবিন্দনগরে নয়নাভিরাম সবুজ মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও আধুনিক ভৌত অবকাঠামো সমন্বয়ে ইকো কলেজের অবস্থান।

প্রতিষ্ঠাতাঃ

ঠাকুরগাঁও জনপদের আলোকিত মানুষ ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান মূলতঃ ঠাকুরগাঁওয়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করার জন্য ইকো কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। উল্লেখ্য যে, ড. জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ কল্যাণ বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম অধিকার করেছিলেন। তিনি এমফিল এবং পিএইচডি ডিগ্রিও অর্জন করেছেন।

স্থাপনের সময়ঃ

২০০১ সালে ইকো পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, বলা যায় ইকো পাঠশালার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় তখনই ইকো কলেজের যাত্রা শুরু। তবে এইচএসসি পর্যায়ে পাঠদান শুরু হয়েছে ২০১১ সাল থেকে।

স্বপ্ন পূরনে কলেজের ভূমিকাঃ

প্রতিটি মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মাঝে সে বাঁচতে শিখে, স্বপ্ন পূরনের ক্ষেত্রে ইকো কলেজের ভূমিকা অপরিসীম। ছাত্র-ছাত্রীদের তথা মানুষের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করাই ইকো কলেজের মূল উদ্দেশ্য। মূলতঃ ইকো কলেজ মানুষের স্বপ্নের দ্বার খুলে দিয়েছে।

কলেজের পরিবেশঃ

ইকো কলেজের পরিবেশ আনেক শান্ত ও মনোরম । ধুমপান মুক্ত একটি সুন্দর পরিবেশে পরিচালিত হচ্ছে ইকো কলেজ। ইকো কলেজের পরিবেশ দেখে যে কেউ মুগ্ধ হয়। এখানে সর্বদা শৃঙ্খলা বজায় থাকে। রাজনীতি মুক্ত পরিবেশ ইকো কলেজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইকো কলেজের ক্যাম্পাসঃ

"বৃক্ষরা রং বদলায়
অতি ছোট যে চারা গাছ
মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়"

বস্তুতঃ সবুজ বৃক্ষে ঘেরা ইকো কলেজের ক্যাম্পাস। ক্যাম্পাসে প্রায় ২৫০ প্রজাতির সবুজ বৃক্ষ, ফুল, ফল ও ঔষধি গাছ রয়েছে। কলেজের ক্যাম্পাস দেখে যে কেউ মুগ্ধ হবেন।

ছাত্র জীবনে কলেজের ভূমিকাঃ

আগেই বলা হয়েছে আলোকিত মানুষ তৈরি করাই ইকো কলেজের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণে ইকো কলেজ সুনির্দিষ্টভাবে গুণগত মানসম্মত শিক্ষা, সৃষ্টিশীলতা, বুদ্ধিমত্তার বিকাশ এবং আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ করার মাধ্যমে নিরলসভাবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। একজন ছাত্রের সার্বিক বিকাশে ইকো কলেজের ভূমিকা ব্যাপক।

কলেজের শিক্ষক মন্ডলীর বৈশিষ্ট্যঃ

দক্ষ ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক মন্ডলীর দ্বারা ইকো কলেজ পাঠদান করে থাকে। শিক্ষকদের ব্যবহার অতি মধুর। শিক্ষকেরা সাধারনতঃ ছাত্র ছাত্রীদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে থাকেন। প্রতিটি শিক্ষকই প্রতিভাবান তাঁদের প্রতিভা আমাদের অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলীর পাঠদান কৌশলও অনেক কঠিন বিষয়কে সহজ করে তোলে।

ইকো কলেজের উদ্দেশ্যঃ

ইকো কলেজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঠাকুরগাঁওয়ের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা এবং ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

কলেজের নিয়ম কানুনঃ

ইকো কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। তারমধ্যে কয়েকটি হচ্ছে - (ক) কলেজ চলাকালীন সময়ে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যায় না, (খ) কলেজে প্রবেশের পর কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়া কেউ বের হতে পারে না, (গ) নিয়মিত ক্লাস টেষ্ট গ্রহণ করা হয় এবং এই পরীক্ষায় সকলের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক, (ঘ) কর্তৃপক্ষ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় করে থাকে। তবে, জরুরী প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষ এর বাইরেও অনেক সময়ই অভিভাবকদের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের উন্নতির বিষয়ে আলোচনা করে থাকেন।

সংস্কৃতি চেতনা বিকাশে কলেজঃ

বর্তমানে তথাকথিত আধুনিকতার ছোঁয়ায় আমরা যখন অনেকেই আমাদের সংস্কৃতিকে ভুলে যাচ্ছি তখন প্রকৃত আধুনিকতার ছোঁয়া নিয়ে ইকো কলেজ আমাদের সংস্কৃতিকে মনে করিয়ে দেয়। সংস্কৃতি চেতনা বিকাশে ইকো কলেজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ইকো কলেজে সাধারনতঃ বাঙ্গালি জাতির সকল সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

বিনোদনের ক্ষেত্রে কলেজঃ

ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক বিকাশে বিনোদন যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। ইকো কলেজ শিক্ষার পাশাপাশি দুই ভাবে আমাদের বিনোদন দিয়ে থাকে। প্রথমতঃ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আর দ্বিতীয়তঃ খেলাধূলা। ইকো কলেজের বিশাল প্রাঙ্গনে ক্রিকেট, ভলিবল, ফুটবল ইত্যাদি খেলাধূলার সুবিধা বিদ্যামান।

ইকো কলেজের মূল্যায়নঃ

দিন দিন ইকো কলেজের মূল্যায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠার পরপরই কলেজটি সমস্ত ঠাকুরগাঁও-এ আলোড়ণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এখানকার শিক্ষাদানের পদ্ধতি, বিশেষায়িত নিয়মকানুন এগুলো যতই প্রচারিত হচ্ছে জনগণের মাঝে কলেজের মূল্যায়নও ততো বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উত্তর বঙ্গের গৌরব হিসাবে ইকো কলেজঃ

ইকো কলেজ বাংলাদেশের সর্ব উত্তরের জনপদ ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অব্যাহত গুণগত শিক্ষার চাহিদাকে পূরনের জন্য এবং গ্রহণযোগ্য আর্ন্তজাতিক মানের শিক্ষা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেবল ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় নয়, অদূর ভবিষ্যতে উত্তরবঙ্গের গৌরব হিসাবে ইকো কলেজ পরিচিত হবে বলেই আমরা নিশ্চিত।

আমার জীবনে ইকো কলেজের অবদানঃ

আমার জীবনে ইকো কলেজের অবদান অপরিসীম। এই কলেজের মাধ্যমে আমার মাঝে শৃঙ্খলাবোধের বিকাশ ঘটেছে, যা আমার ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর করে গড়ে উঠতে সহায়তা করবে। ইকো কলেজ আমার মধ্যে আত্নবিশ্বাস ও নৈতিক মনোবল বাড়িয়েছে, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটিয়েছে এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে।

উপসংহারঃ

এই কলেজের ছাত্রী হিসেবে সত্যি আমি গর্বিত। ইকো কলেজ সূচনালগ্ন থেকে অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয়া সেলিমা আখতারের নেতৃত্বে সুচারুরূপে পরিচালিত হচ্ছে এবং উঁচুমানের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসরন করছে। ঠাকুরগাঁওয়ের সম্পদ হিসাবে ইকো কলেজ পরিচিতি লাভ করবে। ইকো কলেজ তার প্রতিটি ছাত্রকে আত্ননির্ভর হতে শেখাবে বলে আমি মনে করি।

স্মৃতিচারনঃ ইএসডিও’র সাথে যারা বিভিন্ন সময়ে যুক্ত ছিলেন

Dreams Come True

Parimal Sarker
Senior Assistant Secretary
Ministry of Powser and Energy
Government of Bangldesh

Let me share some of my sweetest memories lying with ESDO, a vibrant, dedicated and committed development organization. It has always been a great pleasure and also an honour for me to have been an integral part of ESDO. Under the able leadership of Mr. Shahid-uz-zaman, Executive Director of ESDO we formed this organization and from its inception ESDO has been entrusted with the task of bringing the poor out of poverty. It is because of a sense of commitment and deep love for the community I always find myself as an ardent disciple of ESDO and whenever I get an opportunity I try my level best to contribute to promoting the values of this organization.

There is no denying the fact that with all its capacity, energy and resources ESDO has been striving to respond to the most pressing needs of the poor especially women and children. This created a tremendous urge among us and our efforts played an instrumental role in creating ESDO a sweet home for the poor fighting for a better tomorrow.

ESDO has always been an organization which promotes values of democracy and commits to preserve cultural heritage and uphold the spirit of freedom/independence of Bangladesh. In this respect we gained support from local administration, local elites, civil society members and other stakeholders of the society. I humbly recognize their active cooperation with due honour.

We worked hard to improve the financial position of ESDO. Our effort for fund raising became successful when we got foreign fund from South Asia Partnership-Canada BD and as a result, ESDO got registered under NGO Bureau Affairs. A good number of visitors/donors started visiting ESDO and appreciated the performance of the organization. They were highly impressed

with the dedication and strong commitment of a group of young development workers.

Gradually this organization has emerged amazingly as an important and credible development organization through provision of micro-finance, improved education and health and nutrition and other services. The great achievement that ESDO can claim is that it has been able to create remarkable change in society and this change shows the path of a secured life for the poor especially women. The power of creativity, dedication and commitment of development workers as well as the beneficiaries has contributed to earning a great name and fame for this organization.

Mirja Alamgir sir contributed significantly to promoting and patronizing the activities of ESDO. At the initial stage, kamruzzaman bhai, Jamini, Nirmal, Sontosh and many of our friends played proactive role in promoting organizational objectives. I do hereby acknowledge their cooperation with due respect.

Dreams never sound impossible to ESDO. It knows how to take challenges and how to adopt appropriate strategies to achieve its targets. The commitment to do something for the betterment of the poor inspired me to have been associated with ESDO and this has created an opportunity for me to serve the rural poor especially women. I have learnt many things about people and how they struggle to improve their livelihood.

I would like to convey my thanks and heartiest gratitude to all beneficiaries, development workers and well-wishers of ESDO. On this august moment I would rather say that ‘Let us believe in the dreams of millions of poor and dedicate ourselves to transform their dreams into reality’.

Let me wish a grand success to the celebration of 25^{th} founding anniversary of ESDO and request all concerned to cooperate ESDO to grow as a global development organization for creating a better tomorrow for millions of poor at home and abroad.

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ

শশি আহমেদ
সহকারী অধ্যাপক
এনিমেল হাজবেন্ড্রী এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী
E-mail: saps_ru@yahoo.com

২০০৫ সালের শুরুর দিকে আমি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ময়মনসিংহ হতে মাস্টার্স শেষ করেছি। একজন সদ্য বেকার যুবকের যা হয় আমার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিল না, বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছিল। এক রকম কৌতুহল বশতঃ ইএসডিও'তে কর্মরত আমার এক রিলেটিভ এর অনুরোধে পি.এল.ডি পি-২ প্রোগ্রামে প্রোগ্রাম অফিসার (টেকনিক্যাল) পদে ইএসডিও'তে যোগদান করি। কয়েকটি বিদেশী দাতা ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে পিকেএসএফ'র তদারকিতে প্রোগ্রামটি বাস্তবায়িত হচ্ছিল। অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের পশুসম্পদের উন্নয়ন ঘটানোই ছিল মূল উদ্দেশ্যে। ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী ও রানীসংকৈল উপজেলা ছিল আমার কর্ম এলাকা। প্রায় ৭-৮ টি ব্রাঞ্চে আমাকে কাজ করতে হতো, এই সুবাদে এই দুই উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে হতো প্রতিদিনই। পরবর্তীতে ঠাকুরগাঁও সদর, পঞ্চগড় ও তেঁতুলিয়াতেও মাঝে মাঝে যেতে হয়েছে। প্রাথমিকভাবে দায়িত্ব ও কাজের ধরণ সম্পর্কে অবগত ছিলাম না, যোগদানের প্রথম দিনই চলমান একটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম-এ ছাগল পালনের উপর প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বলা হয়, এটা আমার জন্য কিছুটা বিড়ম্বনার ছিল কারণ এ ধরণের কাজের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা আমার ছিলনা। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই দায়িত্ব পালনে আনন্দ পাচ্ছিলাম। আমার কাছে মনে হচ্ছিল অনগ্রসর গ্রামীণ জনগণ যাদের টাকায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করেছি তাদের ঋণ পরিশোধ করার এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর নাও পেতে পারি। প্রায় প্রতিদিন ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন করা একরকম নেশায় পরিণত হয়েছিল। চার মাস পরেই ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ে একটি নিয়োগে বোর্ডের সদস্য করা হয়েছিল, যা আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মাসিক সমন্বয় মিটিং গুলোতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতাম শুধুমাত্র নির্বাহী পরিচালক মহোদয় (জামান ভাই) এর সভা পরিচালনার পদ্ধতি ভাল লাগত বলে। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আইজিএ ভিত্তিক ট্রেনিং গুলোতে বিভিন্ন এলাকার মহিলা সদস্যদের কে প্রশিক্ষণ দেওয়াটাও অত্যন্ত উপভোগ্য ছিল। সমিতির কার্যক্রম পরিদর্শনের সময় আমাকে বড় ডাক্তার (অবশ্যই গরুর ডাক্তার)

বলে ডাকা হত, অথচ আমি ভেটেরিনারিয়ান না। একাডেমিকভাবে আমি এনিমেল হাজবেন্ড্রী গ্রাজুয়েট, পশু চিকিৎসায় আমার বিন্দু মাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে বছরে ৩০-৪০ ভাগ দেশী মুরগী মারা যায় রানীক্ষেত রোগে যাদের বয়স দুই মাসের নীচে। অথচ একটি মুরগীকে ভ্যাকসিন করতে মাত্র দশ পয়সা খরচ হয়। সামান্য সরকারি বেসরকারী সুযোগ সুবিধা ও জনসচেতনতা এই পরিস্থিতির উন্নতি করতে সক্ষম বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। স্মল হোল্ডার লাইভষ্টক রেয়ারিং এবং ফেমিলি পোল্ট্রী সারা পৃথিবী ব্যাপী বর্তমানে একটি আলোচিত বিষয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য যা অত্যন্ত কার্যকর। ইএস ডিও'তে আমি এক বছরেরও কম সময় কর্মরত ছিলাম। সময় হিসেবে এটি খুব কম হলেও আমার ভবিষৎ গবেষণার বিষয় ঠিক করেছে এই চাকুরীটি। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে বেইজ লাইন স্টাডির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এখানে চাকুরী না করলে হয়ত এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমার অজানা থেকে যেত। ব্যক্তিগতভাবে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ইএসডিও'র কাছে, এই প্রতিষ্ঠানটি আমাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও পশুসম্পদ উন্নয়নে তাদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে। বর্তমানে আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছি আর গবেষণার জন্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকেই বেছে নিয়েছি। সেন্টার ফর সাসটেইনেবল লাইভষ্টক ডেভেলপমেন্ট, বাংলাদেশ নামক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে গবেষণা ও সম্প্রসারণ মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এওয়ানেস এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং-এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর পশু সম্পদ উন্নয়নের আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যার অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা যুগিয়েছে ইএসডিও'র স্বল্পকালীন চাকুরী।

ধূলিমাখা কিছু স্মৃতি

হরিগোপাল বর্মন
কর্মকর্তা
মালয়েশিয়ান হাইকমিশন, ঢাকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২য় বর্ষে পড়াকালেই আমি একটি পার্টটাইম কাজ যোগাড় করে নিয়েছিলাম, যা অব্যাহত ছিল জুন ১৯৯৬ পর্যন্ত। এই সময়ে পরিমল সরকার ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র ঢাকাস্থ কার্যক্রম দেখাশোনা করতেন। আমার অবসরে আমি পরিমল দাদাকে সময় দিতাম, ফলে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালকের সাথে কমবেশি আমাদেও সবার পরিচয় ছিল। পরিমল দাদা যখন প্লান ইন্টারন্যাশনাল-এ যোগদান করলেন তখন ইএসডিও'র ঢাকাস্থ অফিসের টুকটাক কাজ করে দেওয়ার দায়িত্ব নিলাম। সবেমাত্র মার্ষ্টাসের ক্লাশ শুরু আর ইএসডিও'র টুকটাক কাজ। প্রতিদিন ক্লাশের ফাঁকে চিন্তা করতাম কোথায় কোথায় যাব। প্রায় প্রতিদিনই ক্লাশ শেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন থেকে রওনা হতাম এনজিও পাড়া বলে খ্যাত মোহাম্মদপুর, আদাবর, লালমাটিয়ার দিকে। সারাদিন টুকটাক কাজ আর নীলক্ষেতের কম্পিউটার কম্পোজ আর ফটোকপি করে রুমে ফেরা হতো।

তখনও আমার ছাত্র জীবন শেষ হয়নি, এ রকম অবস্থায় সংস্থার বিভিন্ন দাতা, যথাঃ পিকেএসএফ, সাউথ এশিয়ান পার্টনারশীপ-স্যাপ ইত্যাদি, এনজিও ব্যুরোসহ বিভিন্ন সরকারী অফিসসহ অন্যান্য বেসরকারী সংস্থার সাথে ইএসডিও পক্ষে যোগাযোগ রক্ষা করা, বিভিন্ন চিঠিপত্র পৌঁছে দেয়া, মাঝে মাঝে সেমিনারে যোগদান করা - আমার জন্য ছিল চ্যালেঞ্জিং কাজ। কিন্তু এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ছাত্র জীবন থেকেই এই কাজগুলি সফলভাবে করতে পারার কারণে আমি অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলাম, যা আমার পরবর্তী জীবনে অনেক কাজে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও আসবে বলে আমি মনে করি।

ইএসডিওতে কাজের আমার এই অভিজ্ঞতাই পরবর্তীতে আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার। ইএসডিও'র স্মৃতি আমি কখনো ভুলতে পারবো না - সেটাইতো আমার প্রথম চাকুরীর অভিজ্ঞতা।

এই তো সে দিনের কথা!

রুম্মানা
প্রকল্প কর্মকর্তা
স্বাস্থ্যাভ্যাস আচরণগত পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্প
প্র্যাকটিকাল এ্যাকশন বাংলাদেশ
রাজশাহী

জানি না কিভাবে শুরু করবো, অভিব্যক্তি প্রকাশক চিহ্নের ব্যবহার ভালো পারি না, তাই এটুকু বুঝতে পারছি যেভাবে ভাবছি সেভাবে লিখে বোঝাতে পারবো না। কাঙ্খিত কাজের ক্ষেত্র (ট্রেনিং সেক্টর) নিয়ে ইএসডিওতে আমার কাজ শুরু। তার পর কেটে গেছে তিন বছরেরও বেশি সময়। মনে পড়ে অনেক দিনের অনেক কথা; কোনটা রেখে কোনটা বলি! প্রতিটি প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী, বিভিন্ন প্রকল্পের আরম্ভ এবং সমাপণী, এমনকি ইকো পাঠশালা'র ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলো এখনও আমার কাছে মনে হয় এইতো সে দিনের কথা! কাজ শেখার আধার এই ইএসডিও; দাতা সংস্থা'র প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলা, অন্যান্য ভিজিটর, অডিট এবং মনিটরিং টিম ফেস করা, কর্মীদের নিজের মনে করা, শুধু আন্তঃপ্রকল্প নয়, আন্তঃপ্রকল্প প্রতিযোগিতামূলক কর্মস্পৃহা তৈরি, কর্মী মূল্যায়ন, পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য কে কোন প্রকল্পে কাজ করি সেটা ভুলে যেয়ে একসাথে/ টিমে কাজ করার কৌশল, আমি ইএসডিও থেকেই শেখেছি। একজন নারী হিসেবে স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করার পরিবেশ পেয়েছি, পেয়েছি প্রত্যেক লেভেলের সহকর্মীদের সহায়তা। আমার সরাসরি সুপারভাইজার ছাড়াও পেয়েছি অন্যান্য উর্দ্ধতনদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও স্নেহ, তাই আলাদা করে কারো নাম উল্লেখ না করে প্রত্যেকের প্রতি জানাচ্ছি আমার কৃতজ্ঞতা।

প্রায়ই মনে হয়- ২০০৬'র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে জামালপুর থেকে ঠাকুরগাঁয়ে যাওয়ার পথে ছোট্ট দুর্ঘটনার মুখোমুখি হই, রাত ৩ টায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এসে ঘুমিয়ে পড়ি, ঘুম ভাঙ্গে ম্যাডামের (পরিচালক প্রশাসন) ডাকে। একই সাথে বিস্ময় এবং বিব্রত বোধ করি, অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল সব কিছু, যা মনে হলে আজও শ্রদ্ধায় বুক ভরে ওঠে। তারপর তৎকালীন পিকেএসএফ'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব ফখরুদ্দিন আহমদ সহ ইএসডিও'র উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে তেঁতুলিয়ায় সারাদিন কাটানোর অভিজ্ঞতাও ভুলবার নয়। আরও একজন সম্পর্কে আলাদা করে না বললেই নয়, তিনি হলেন নির্বাহী পরিচালক। জামালপুর কর্মস্থল হওয়ায় মোবাইলে যোগাযোগ করতে হতো। আমার যতটুকু মনে পড়ে ৩ মিনিটের বেশি সময় কোনোদিন কথা বলতে হয়নি, অথচ প্রকল্পের আপডেট শুনতেন এবং দিকনির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত জানাতেন। তাই মোবাইল যোগাযোগ দক্ষতায় উনি আমার কাছে একজন 'আদর্শ'। কোনো ঈদ অথবা স্মরণীয় দিনে কখনই পারিনি আগে উইশ করতে। তাইতো রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে - পুরান সেই দিনের কথা ভুলবি কে রে হায়...

নির্ধারিত অফিস সময় শেষে প্রায়ই অতিরিক্ত সময় কাজ করতে হয়েছে, কিন্তু আমরা যারা কাজ করতাম তাদের কারো কাছেই তা বিরক্তকর মনে হয়নি, কারণ পরিবেশটাই ছিলো এরকম যে, আমাদের প্রয়োজনে আমরা কাজ করছি। কারো পারিবারিক সমস্যা তার একার সমস্যা থাকতো না সবাই মিলে সহযোগিতার হাত বাড়াতাম। সবকিছু মিলিয়ে পরিশ্রমের মধ্য দিয়ে কাজ শেখার দিনগুলোকে আমি অনেক এনজয় করেছি। এখনও ইএসডিওকে আমি নিজের মনে করি/ ইএসডিও'র একজন হিসেবে নিজেকে দাবী করি, আর তাই প্রত্যাশা ইএসডিও শুধু দেশের ভিতরে নয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সমান দক্ষতার সাথে কাজ করবে।

ইএসডিও'র কর্ম জীবনঃ এক অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা

মোঃ আব্দুল্লাহ
ডেপুটি ম্যানেজার,
মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন
সেভ দ্যা চিলড্রেন
বাংলাদেশ

প্রবাদ রয়েছে, বেদনা দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু সুখের স্থায়িত্ব ক্ষণিকের। এই প্রবাদটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আমার কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় ইএসডিও পরিবারের সাথে সুখের ভেলায় কাটিয়েছি। আজকের এই স্মৃতিচারণ আমাকে এক অদ্ভুত সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন করেছে। মূলতঃ অত্যধিক সুখের স্মৃতি সাবলীল ভঙ্গিতে উপস্থাপন করা খুবই কষ্টসাধ্য। তারপরও মনের ভাবগুলো প্রকাশ করার সুযোগ পেয়ে আন্দোলিত হচ্ছি।

মনে পড়ে ঠাকুরগাঁও-এ মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন বিভাগে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়, ইউসুফ ভাই এবং সন্তোষ দা ভাইবা বোর্ডে প্রশ্ন করেছিলেন। তাদের সাথে আন্তরিক প্রশ্নোত্তর পর্বে বুঝে গিয়েছিলাম যে, প্রতিষ্ঠানটির কর্ম পরিবেশ হবে অত্যন্ত সুন্দর। স্থানীয় অসরকারি প্রতিষ্ঠানের এত সুন্দর, সাজানো - গোছানো অবকাঠামো থাকতে পারে, তা ছিল আমার কল্পনাতীত। যাই হোক, পরীক্ষার পর ঢাকায় এসে ঢাকা অফিসে যোগদান করি। সেখানে অটল দা-র (মিঃ অটল কুমার মজুমদার) মত একজন অসম্ভব পরিশ্রমী এবং মাঠ পর্যায়ে ঋদ্ধ অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ ব্যক্তির সান্নিধ্যে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, যা ছিল আমার জীবনের অসামান্য অভিজ্ঞতা। মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাযথ সমাধানে সিদ্ধহস্ত দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি আমি এখন পর্যন্ত দেখিনি। বিভিন্ন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যাকে পায়ে ঠেলে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ও প্রয়োজনে নিজেকে উজাড় করার মানসিকতা আমাকে বিস্মিত করেছে। প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার এই যে আত্ন নিবেদন তা আমাকে আরও কর্মশীল হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

মনে পড়ে, প্রকল্প প্রস্তাবনা উন্নয়ন টিমের নিতান্ত সামান্য একজন সহযোগী হিসাবে কাজ করার সুবাদে একটি প্রকল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নানা তথ্য জানার জন্য অটল দাকে খুবই বিরক্ত করেছি। প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেয়ার পূর্বের ৪/৫ দিন যে অসম্ভব কর্মব্যস্ততা ও অফিসে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা তা আমাকে সহনশীল হতে সাহায্য করেছে। মূলতঃ সেই সময় যা জেনেছি তা আজ আমার চলার পথের পাথেয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে মনে পড়ছে এ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট-এর প্রস্তাবনা জমা দেয়ার পূর্ব রাতের কথা; সারা রাত কাজ করে ভোর রাতের দিকে প্রিন্টারের তারের সাথে পা জড়িয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সামনে সংঘটিত এ ঘটনায় বিব্রত বোধ করেছিলাম।

ইএসডিও'তে কাজ করার সময় দেলোয়ার ভাই, শেলি আপা, সাদেকুল ভাইদের সাথে অনেক ভাল সময় কাটিয়েছি। দেলোয়ার ভাইয়ের সুন্দর বাচন ভঙ্গি, পরিমার্জিত ও রুচিশীল আচরণ আমাকে মুগ্ধ করেছে। যে কোন কাজে ছোট ভায়ের মত স্নেহ দিয়ে যে পরামর্শগুলো আমাকে তিনি দিয়েছেন, তা আমার জীবনের গতিকে বেগবান করেছে। শুধুমাত্র দাপ্তরিক আলোচনায় নয় বরং ব্যক্তিগত নানা বিষয়ে তার সাথে অনেক আস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি।

নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের কথা না বললেই নয়, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের দেশে তার মত বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী লোক বিরল। বিশেষভাবে তার মাঝে স্বচ্ছ প্রত্যয়গত জ্ঞান, অসম্ভব পরিশ্রম করার মানসিকতা ও ক্ষমতা, কর্মদক্ষতা, লক্ষ্যের প্রতি অবিচল ও স্থিরতা, কর্মীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সহায়তা, নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষের প্রতি দয়াদ্র ভালবাসা সহ নানা গুণাবলী বিরাজমান। একজন ভাল ছাত্র হিসাবে তার যে সুনাম আমি শুনেছিলাম কর্মক্ষেত্রে এসে তার সুচিন্তিত মতামত অবোলকন করে তার প্রতি প্রবল শ্রদ্ধা বোধ অনুভব করেছি। অসহায় মানুষের জন্য কর্মসূচী প্রণয়নে তাকে সারা রাত জেগে কাজ করতে দেখেছি, যা ছিল অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতা। অনেক সময় মনে মনে কামনা করেছি যে, তার এই গুণাবলী যদি আমার থাকত; তবে কতই না ভাল হত। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগের শিক্ষার্থী হিসাবে যে অসামান্য স্নেহ, ভালবাসা ও পরামর্শ পেয়েছি, তা সারাজীবন আমার চলার পথের দিক নির্দেশক হিসাবে কাজ করবে।

পরিশেষে, ইএসডিও আমাদের সমাজের বঞ্চিত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে তার কার্যক্রমের ধারা অব্যাহত রাখবে এবং আরও গতিশীল করবে এই বিশ্বাস রেখে পরম দয়ালুর কাছে প্রতিষ্ঠানটির এবং এর পরিবারভূক্ত সকলের সাফল্যমন্ডিত ভবিষ্যতের কামনা করছি।

স্মৃতিময় দিনগুলিঃ ইএসডিওতে সাত বছর

মোঃ ইউসুফ আলী
প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর,
প্রটেক্টিং হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট,
প্লান বাংলাদেশ, দিনাজপুর প্রোগ্রাম ইউনিট

চর কিংবা সমতল
পাথর শিল্প কিংবা তামাক শিল্প,
সবখানে তুমি
আদিবাসী কিংবা দলিত
শিশু কিংবা নারী
সবার সাথে তুমি
সেবা কিংবা অধিকার
জীবিকা কিংবা শিক্ষা প্রসার
সবক্ষেত্রে তুমি
কৃষির আধুনিকায়ন কিংবা হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন
মেধার লালন কিংবা ঐতিহ্যের সংরক্ষন
অবলীলায় তুমি, তুমিই ইএসডিও!!!

১৯৮৮ সালে যে বীজটি বপন করা হয়েছিল ঠাকুরগাঁও-এর মাটিতে আজ তা ফুলে ফুলে সুশোভিত, নজর কাড়ে সবার এক পলকেই। এর মধ্যে পেরিয়ে গেছে ২৪টি বছর। ২০০২ থেকে ২০১১ মাঝের কয়েক দিন বাদ দিয়ে ০৭ বছরের সরাসরি সম্পর্ক ইএসডিও'র সাথে। সুযোগ হয়েছে খুব কাছে থেকে দেখার এই সংস্থাটির প্রসার আর বিস্তারের। কোথায় কাজ করেনি সংস্থাটি এই কয়েক বছরে? গ্রাম, শহরতলি, চর, বন্যায়
আক্রান্ত দূর্গত এলাকা, 'সিডর'-এ আক্রান্ত বঙ্গোপসাগরের উপকূলে বা হিমালয়ের পাদদেশ পঞ্চগড়ে - ছুটে চলেছে বিরামহীন, এরই মধ্যে দেখেছি নির্ঘুম উন্নয়ন কর্মীদের হাসিমাখা মুখ যেন বলছে আমরা মানুষের জন্য কাজ করছি। এক দিন রাত এগারটায় অফিস থেকে বের হচ্ছি আমি, শাহিন আর মানিক; তিন তলা থেকে নামার সময় শাহিন গলা ছেড়ে গান ধরলো 'আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম' আমি হাসলাম আর বললাম, এই হলো ইএসডিও; রাত এগারোটার সময় বাড়ীর দিকে রওয়ানা দেয়া কর্মীরা গান ধরতে পারে হাসিমুখে, এদের ক্লান্তি আসেনা, আসে না কর্ম সমাপ্তির ক্লান্তি।
বাংলাদেশের অধিকাংশ উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে কোন একটি বিশেষ সমস্যা নিয়ে অথবা কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য। কিন্তু এ যেন একটি ভিন্ন সংস্থা, যেন কোন বিশেষত্ব নাই, আবার সব কিছুতেই বিশেষত্ব। গ্রামীণ দরিদ্র, শহুরে দরিদ্র বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য মাইক্রোফাইন্যান্স, প্রান্তিক চাষীদের জন্য কৃষি, গ্রাম্য দরিদ্র শিশুদের জন্য উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, আর শহরের শিশুদের জন্য গুনগত শিক্ষা, দরিদ্র নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য পরামর্শ সহ আনুষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা, দলিত-

আদিবাসি আর সুবিধা বঞ্চিত মানুষের আধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার সৃষ্টির জন্য ভিলেজ কোর্ট সক্রিয়করণ, অপুষ্টিতে ভোগা নারীদের জন্য পুষ্টি আটা তৈরীর শিল সহ মেহনতি মানুষের গৌরবগাথা স্মৃতি ধরে রাখার জন্য লোকায়ন; বলে শেষ করা যায় না উন্নয়ন কর্মকান্ডের কথা। কিন্তু তাতে কি? চলতেই থাকে নানামুখী কর্মকান্ড হাতে নেবার প্রয়াস আর প্রচেষ্টা, যেন মায়েদের কাছ থেকে তাদের সন্তানদের দুধেভাতে রাখার সব দায়িক্ত নিয়েছে ইএসডিও।

নানা উৎসবে উদ্বেলিত থাকে ইএসডিও পরিবার, বছর পেরোলেই নানা আয়োজনে উৎসবের ধুম পড়ে যায়। নভেম্বরেই শুরু হয় বার্ষিক বনভোজনের গল্প, কোথায় হবে, কিভাবে হবে এসব নিয়ে যেন ভাবনার আর অন্ত নেই; যদিও হাউজি খেলা আর সবার অংশগ্রহণের সুবিধার কথা বিবেচনা করে নিয়ে যাওয়া হয় 'লোকায়ন' নয়তো 'সিঙ্গারা ফরেস্ট'-এ। কিন্তু তাতে কি? কারও আপত্তি নেই। হাউজি, লটারী, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবাইকে উচ্ছ্বসিত করে রাখে সারাদিন; তারপরেও স্বপনদার কাছে সবার আবদার রাতে এক রাউন্ড হাউজির পর মুরগীর গিলা কলিজার খিচুড়ি, নয়তো যেন বনভোজন অপূর্ণই থেকে যায়। এতো গেল একটি উৎসবের কথা এভাবে আসতে থাকে ইকো পাঠশালা সপ্তাহ, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, বর্ষাম মঙ্গল, পিঠা উৎসব, ঈদ পুর্নমিলনী। প্রতিটি উৎসব কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন, যোগায় নতুন কর্ম উদ্যম।

কর্মীর বিয়ে, কর্মীর সন্তানের আকিকা-জন্মদিন-বিবাহ সহ এমন কোন আনন্দের দিন নেই যেখানে ইএসডিও পরিবার অংশগ্রহণ করে না। এমন কি কোন কর্মীর বিশেষ ইচ্ছা বা আবদার দেখা হয় অত্যন্ত মনোযোগের সাথে। এইতো মারুফ ভাই পালসার মোটরসাইকেল নিবে বলে আবদার করলো, আর সংস্থার সামর্থ্য হলো সিটি-বাজাজ দেবার কিন্তু কি আর করা, তার ইচ্ছার কথা বিবেচনা করে তাকে পালসার দেয়া হলো যদিও হাজার ত্রিশেক টাকা মারুফ ভাইকে দিতে হয়েছিল অগ্রীম হিসাবে। এতো গেল আনন্দের কথা, বিপদের দিনেও ইএসডিও থাকে সবার পাশে। নির্দ্ধিধায় প্রয়াত ইয়াকুব আলীর পরিবারকে সহায়তা বলুন বা অটলদার বাইপাস সার্জারীর কথাই বলুন, কোন কিছুতেই পিছুপা হয়নি কখনো।

কর্মীদের কাজের গুণগত মান উন্নয়নের জন্য সংস্থা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষিত করে আনার নজীর বিদ্যমান। আমি নিজেও কর্মজীবনে একবার নেপাল ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলাম। এছাড়া কর্মীদের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা বিবেচনায় রেখে প্রতিবছরই বাজারমূল্যের উর্দ্ধগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বেতন বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে, যাতে সংস্থার কাজের মান সমুন্নত থাকে। এক কথায় একটি কর্মী বান্ধব প্রতিষ্ঠান।

যার সুযোগ্য নেতৃত্বে, আজ এই সংস্থাটি সবার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে তিনি হলেন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, আর যিনি তাকে প্রেরণা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি হলেন তারই সুযোগ্য পত্নী জনাব সেলিমা আখতার; তিনি অবশ্য পরিচালক (প্রশাসন)-এর দায়িত্বও পালন করছেন। তাদের নিরলস পরিশ্রম, প্রচেষ্টা আর একাগ্রতাই মূলতঃ ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা আর এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র চালিকা শক্তি - এ আমার বিশ্বাস। ইএসডিওতে আমার কর্মকালীন সময়ে শিখেছি অনেক কিন্তু দিতে পেরেছি নিতান্তই কম। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই সংস্থার মাননীয় নির্বাহী পরিচালক, পরিচালক (প্রশাসন) সহ সকল উন্নয়ন কর্মীদের যাদের কাছে আমি কাজ শিখেছি। ২৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে কামনা করছি সংস্থার উত্তোরোত্তর উন্নতি, বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ুক এর নাম, যশ-খ্যাতি, দুর হোক মেহনতি মানুষের হাহাকার।

ইএসডিও থেকে প্রাপ্ত দীক্ষাই আমার জীবন চলার পথের একমাত্র পাথেয় বলে আমি বিশ্বাস করি

মামুনুর রশিদ খান তুষার
ডিস্ট্রিক্ট ইনফরমেশন অফিসার
হেলেন কেলার ইন্টারন্যাশনাল, বাংলাদেশ।

২০১০ সাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের ছাত্র হিসাবে ফিল্ড ওয়ার্ক পড়ল ঠাকুরগাঁও ইএসডিও-তে। আমি রীতিমত ভয় পেয়ে গেলাম এত দুরে আবার অপরিচিত একটা জায়গায়। পরের দিন স্যারের সাথে বসার পর স্যার অভয় দিয়ে বললেন, ভয়ের কোন কারন নেই, ইএসডিও-এর প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ আমাদের এই ইনস্টিটিউট তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী এবং সমাজকল্যাণ সহ গোটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণকালের সেরা শিক্ষার্থীদের অন্যতম একজন। এত প্রতিভাবান একজন মানুষ যিনি আবার আমাদের সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের মেধাবী ছাত্র ছিলেন ভেবে মনটা আনন্দে ভরে গেল। আস্তে আস্তে ইএসডিও কে নিজের ভাবা শুরু হল আর আকাংখা সৃষ্টি হল কখন যাব ইএসওিতে। কয়েকদিন পরই আমাদের যাওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হল। আমরা ০৭ জনের একটি দল শ্যামলী থেকে বাসে উঠলাম, বাস রাওনা হল ঠাকুরগাঁওয়ের উদ্দেশ্যে। ভোর ছ'টায় এসে পৌছলাম অনেক আকাংখিত ঠাকুরগাঁও শহরে, উদ্দেশ্য ইএসডিওতে যেতে হবে। রিকসাওলার কাছে ইএসডিওর কথা বলতেই একবারেই অনেক আন্তরিকতার সাথে আমাদের বলল, আমার রিকসায় ওঠেন আপনাদের ইএসডিও'তে রেখে আসি। রিকসাওলার অনুভূতি দেখেই বুঝলাম ইএসডিও এখানখার মাটি ও মানুষের সাথে কত খানি অঙ্গা-অঙ্গিভাবে মিশে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা এসে পৌছলাম গোবিন্দ নগরের ইএসডিও -এর সেই পবিত্র ভূমিতে, যে ভূমিই এই এলাকা শুধু নয় বাংলাদেশের ২৭ টিরও বেশি জেলায় নিঃস্ব, অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনের মৌলিক পরিবর্তনে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। পরবর্তীতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয় ইকো ট্রেনিং এ্যান্ড রিসোর্স সেন্টারে। যেখানে থেকে আমরা সকাল ০৮.০০টায় ইএসডিও'র হল রুমে এসে বসলাম। মনের ভিতরে তখন এক চঞ্চলতা শুরু হয়ে গেল কখন আমরা দেখব আমাদের অতি কাছের সেই প্রিয় মানুষটিকে, যার কথা আমরা স্যারদের মুখে অনেক শুনেছি এবং যিনি তিল তিল করে ধ্যানে জ্ঞানে চিন্তায় সমস্ত অনুভূতির তীক্ষ্ণ তুলির আঁচরে এই প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তুলেছেন। এরই মধ্যে স্যার চলে

আসলেন, সঙ্গে ম্যাডামও আছেন। উনাদের দুজনকে দেখে মনে হল এখানে সৃষ্টিকর্তা এক অদ্ভুত সমন্বয় ঘটিয়েছেন। যা হোক, অনেক কিছুর পর শুরু হল আমাদের ইএসডিও-কে জানা। আমরা গেলাম লোকায়নে, জীবণ বৈচিত্র্য যাদুঘর দেখতে, যেখানে মানুষের বিভিন্ন সময়ের ব্যবহৃত দ্রব্য সংরক্ষিত রয়েছে, যা মানুষের জীবন পরিবর্তনের সাক্ষী বহন করছে। আমার রিসার্স শুরু হল 'প্রদীপ' প্রকল্পে যেখানে সমাজের অবহেলিত দলিত সমাজের মানুষকে সমাজের মূল স্রোতে প্রবেশ করানোর জন্য এক বিরামহীন প্রচেষ্টা চলছে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহ নানাবিধ কার্যক্রমের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে এই প্রকল্প। গ্রামের অসহায় দরিদ্র নারীদের দক্ষ হাতের সুতায় কিভাবে নানা রকম জিনিস তৈরী করে তা দিয়ে তারা স্বাবলম্বী হয়ে অভাব কে বিতাড়িত করেছে চিরতরে যা ইএসডিও'তে না গেলে বাস্তবে হয়ত দেখার সুযোগ হতনা।

এরই ফাঁকে ম্যাডাম আমাদের প্রতি সপ্তাহে পাঠাতেন উত্তরের জেলাগুলোর বিভিন্ন দর্শণীয় স্থান দেখতে যা এখনো চোখের কোনে ভেসে উঠে বারবার।

এমনই এক কল্পনায় ঢাকা পরিবেশের মধ্যে কখন যে আমার ৬০ কর্মদিবস শেষ হয়ে গেছে তা বুঝতেও পারিনি। এবার যেতে হবে ইএসডিও ছেড়ে। কিন্তু মন যে আর মানে না কারণ আমি যে ততদিন ইএসডিও পরিবারের সদস্য হয়ে গেছি। ইএসডিও-এর কার্যক্রম দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম আর অনুপ্রাণিত হলাম এই ভেবে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অতি মেধাবী শিক্ষার্থী যার সাফল্যের ঝাঁপিতে আছে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ, সময়ের রেকর্ড ভাঙ্গা মার্ক সহ অনেক ঈর্ষনীয় সাফল্য, তিনি যদি সকল অকাঙ্খাকে বিসর্জন দিয়ে অনেক লোভনীয় প্রস্তাবকে দুরে ঠেলে দিয়ে মানুষের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন এবং গড়ে তুলতে পারেন এমন একটি সংস্থা তাহলে আমি যদি সেই যাত্রায় একটু শরিক হতে পারি তাহলে এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। ঘটে গেল প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি। আমি যোগ দিলাম ইএসডিও-তে ২০১০ সালের ২রা সেপ্টেম্বর আমার সারা জীবন মনে রাখার মত একটি দিন। স্যার আমাকে উনার সহযোদ্ধার কাতারে নাম লিখিয়ে ইএসডিও পরিবারের এক নতুন সদস্য করে নিলেন।

আমার কর্মজীবনের সূচনা ঘটেছিল ইএসডিও-তে এবং ইএসডিও থেকে প্রাপ্ত দীক্ষায় আমার জীবন চলার পথের একমাত্র পাথেয় বলে আমি বিশ্বাস করি। সময়ের বাস্তবতায় হয়ত আজ আমি ইএসডিও-তে নেই কিন্তু আমার মনের গভীরে এখনো ইএসডিও পরিবারের সদস্য হিসাবেই আছি।

আগামী দিনে আমার প্রাণের প্রতিষ্ঠান ইএসডিও তার কর্মতৎপরতা দিয়ে আরো এগিয়ে যাক এবং দেশের গন্ডি পার হয়ে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে তার কার্যক্রম অব্যাহত রাখুক সেই প্রত্যাশায় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এই দিনে সকলকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

প্রজন্মের দৃষ্টি ঃ লোকায়ন

রুকুনুল ইসলাম ডলার
এরিয়া কো-অর্ডিনেটর
নীলফামারী প্রোগ্রাম ইউনিট
প্লান বাংলাদেশ

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের প্রান্তিক জনপদ ঠাকুরগাঁয়ে প্রতিষ্ঠিত লোকসংস্কৃতির জীবন ভিত্তিক চলমান এক সংগ্রহশালা লোকায়ন। প্রাচীনতার সে কোন সুদূর অতীতে ঠাকুরগাঁয়ে প্রথম মানব বসতি গড়ে উঠেছিলো তা স্পষ্ট করে বলা না গেলেও এখানকার লোকসংস্কৃতির সাহিত্যধর্মী উপাদান - ধাঁধাঁ, ছড়া, প্রবাদ, লোকসংগীত, লোককাহিনী, বস্তুধর্মী উপাদান, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, মাছ ধরা ও শিকারের উপকরণসমূহ সহ লোকশিল্পের বিচিত্র অনুসঙ্গ, ব্রত-আচার কেন্দ্রীক সংস্কৃতি, সংস্কার ও বিশ্বাস চেতনা এখানকার মানব বসতির প্রাচীনতা ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে জানতে সাহায্য করে। ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের এই সমৃদ্ধ-প্রাচীন সংস্কৃতি, এখানকার জীবন-ধারা তথা লোকসমাজকে কবিতা পাঠের মতো সহজ করে জানার অন্যতম দর্পন হলো লোকায়ন। ঠাকুরগাঁয়ের এনজিও ইএসডিও পরিচালিত একটি জীবন ভিত্তিক সংগ্রহশালা এই লোকায়ন।

সংগ্রহশালা শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ মিউজিয়াম এটি গ্রীকশব্দ 'মোভোইওভ' থেকে এসেছে অক্সফোর্ড ডিকশনারীতে একে বলা হয়েছে *বিল্ডিং ইউজড ফর এ্যাক্সিবিশন এ্যান্ড ষ্টোরেজ অব অবজেক্টস ইলাষ্ট্রাটিং এ্যান্টিকস, ন্যাচারাল হিস্ট্রি, আর্টস এটসেট্রা*। পৃথিবীতে সংগ্রহশালা গড়ে তোলার সূত্রপাত হয়েছিলো প্রাচীন গ্রীসে। দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলেকজান্ডার যখন বিভিন্ন রাজ্য একের পর এক দখল করছিলো আর ধ্বংশ করছিলো তখন কিছু পুরাকীর্তি তার গুরু এরিষ্টটল এর কাছে পাঠানো হয়। এরিষ্টটল এগুলো জমা করেছিলেন এবং আলেকজান্ডারের মৃত্যুর ৩৫ বছর পর টলেমি আলেকজান্দ্রিয়া শহরে আলেকজান্দ্রিয়া কেন্দ্র গঠন করেন যা বিশ্বের প্রথম সংগ্রহশালা। ভারতবর্ষে সংগ্রহশালার সূত্রপাত ঘটে ১৭৯৫ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসক ও ব্রিটিশ সিভিলিয়ানদের হাত ধরে এশিয়াটিক সংগ্রহশালা নামে কলকাতায়। আর অবিভক্ত ভারতের ঢাকায় ১৯১৩ সালের ৭ আগষ্ট লর্ড কারমাইকেল আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা যাদুঘর উদ্বোধন করেন, যা বাংলা অঞ্চলের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালা।

ঠাকুরগাঁয়ের সংগ্রহশালা লোকায়ন এই বঞ্চিত লোকগোষ্ঠীর চলমান ইতিহাসকে কালোত্তীর্ণ করে প্রজন্মের দৃষ্টিতে পিতা-পিতামহের জীবনধারাকে উপস্থাপনের এক অনুপম প্রয়াস। লোকসংস্কৃতির জীবনভিত্তিক এরকম সংগ্রহশালা বাংলাদেশে প্রথম না হলেও শুধুমাত্র

বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলের অবহেলিত একটি এলাকার লোকসংস্কৃতির বিচিত্র বস্তুগত উপাদানকে একত্রিত করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংগ্রহশালা হিসাবে গড়ে তোলার এই প্রয়াস নিঃসন্দেহে উত্তরসূরীদের দৃষ্টিতে অসামান্য হিসাবে গণ্য।

'লোকায়ন' লোকসংস্কৃতির জীবন ভিত্তিক এই সংগ্রহশালা সৃষ্টির পেছনে কোন বাণিজ্যিক চিন্তা ছিল না। একজন ব্যক্তি মানুষ কৌতুহলে উৎসাহী হয়ে কিংবা নিছক শখের বসে এই সংগ্রহশালা গড়ে তোলেননি। লোকায়ন সংগ্রহশালা সৃষ্টির স্বপ্নের শুরুতেই স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে থাকতে পেরেছিলাম আমি। তখনই জেনেছিলাম ঐতিহ্য আর সংস্কৃতির সুতোয় একজন মানুষ কি করে লোকায়ন কে কালোত্তীর্ণ করার নিরলস সাধনা গেঁথে চলেছেন। পরবর্তী প্রজন্মের দৃষ্টি দিয়ে পূর্বসূরীদের ইতিহাস বুনন চেতনায় মননে ধারণ করে যে সমাজ সচেতন সংস্কৃতি মনস্ক মানুষটি লোকায়ন সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি ড. মুহম্মদ শহীদ উজ-জামান, নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও। এতদ্অঞ্চলের মানুষের জীবন ধারা ও সংস্কৃতির বহুপ্রাচীন উপাদানগুলোকে তিনি একত্রিত করেছেন লোকায়ন দিয়ে। একেবারে শুরুতে ২০০৭/০৮ সালের দিকে যখন তিনি এরকম একটি সংগ্রহশালা গড়ে তোলার কথা বলেন, তখন অনেকেই এর ভবিষ্যত নিয়ে ছিল হতাশ। অনেকের অভিব্যক্তি ছিলো কি হবে পুরোনো আর গ্রামীণ জিনিসপত্র দিয়ে অথচ আজ লোকায়ন একটি প্রতিষ্ঠান। যার মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের মানুষ সহজেই তাঁদের শেকড়কে খুঁজে পাবে। আকাশ সংস্কৃতির হাতুড়ির আঘাতে যেখানে প্রতিনিয়ত আমাদের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য হুমকির সম্মুখীন সেখানে লোকায়নের মতো প্রতিষ্ঠান হলো আমাদের ঠিকানা। আমদের পূর্ব-পুরুষদের পরিশ্রমের চিহ্ন, আবেগ, ভালোবাসা, দর্শন, বস্তুগত উপাদান, আমাদের সংস্কৃতি আর ঐতিহ্যগুলোকে বাঁচিয়ে রাখবে এই লোকায়ন, ফিরিয়ে নিয়ে যাবে মাটির কাছে, নাড়ীর টানে। লোকায়ন কেবল একটি সংগ্রহশালা নয় একটি প্রান্তিক লোকগোষ্ঠীর জীবন ছবি, ঐতিহ্য, চেতনা একথা আজ ধ্রুব।

লোকায়ন স্বপ্নটিকে এভাবেই ধীরে ধীরে বড় করেছে ইএসডিও। প্রান্তীয় উত্তর অঞ্চলের লোকসংস্কৃতির ইতিহাস লিখতে গেলে লোকায়নকে বিবেচনায় নিতেই হবে। অদূর ভবিষ্যতের সমাজ, নৃতত্ত্ব, ফোকলোর, সংগীত গবেষকদের লোকায়নের সংগ্রহ দেখতে আসতে হবেই। স্বপ্ন দেখি সেদিনের যেদিন লোকায়ন নিয়েই গবেষণা হবে। তবে এ স্বপ্নকে সার্থক করতে কেবল উপকরণ নয় সাহিত্যধর্মী উপাদান বিশেষত লোকসাহিত্য, লোকাচার, সংস্কার কেন্দ্রীক উপাদান, খেলাধুলা কেন্দ্রীক উপাদানগুলোর সম্মিলন ঘটাতে হবে লোকায়ন-এ। দিন দিন এর কলেবর আরও বৃদ্ধি হোক। সমৃদ্ধ হোক ঠাকুরগাঁয়ের একমাত্র সাংস্কৃতিক সংগ্রহশালা।

জয়তু- লোকায়ন।

স্মৃতিচারন: ই এসডিও পরিবারের সদস্যবৃন্দ

লক্ষ মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে ইএসডিও ভূমিকা রাখছে অনবদ্য

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
(ইএসডিও-এর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে একজন সহকর্মী)

ইকো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) তার প্রতিষ্ঠার ২৫ বৎসর পূরণ করতে যাচ্ছে। এই ২৫ বৎসর খুব কম সময় নয়। একটি শতাব্দীর চার ভাগের এক ভাগ। ঠাকুরগাঁওয়ে হঠাৎ বন্যার কারণে আক্রান্ত দুঃস্থ মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছিলো কয়েকজন তরুণ। যাদের হৃদয়ে ছিলো মানুষের জন্য ভালবাসা; নেতৃত্বে ছিলো শহীদ উজ জামান - মেধা, সৃজনশীলতা, কর্মনিষ্ঠার সম্ভাবনাময় এক টগবগে তরুণ। সমাজের বঞ্চনা, শোষণের, অন্যায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে যার স্বপ্ন ছিলো সমাজটাকে বদলে দেয়ার। সংগঠিত করেছিলো একটি তরুণদের দলকে। ইএসডিও। সেই শুরু। ইএসডিও এখন বেড়ে উঠেছে বিশাল এক মেহগনি গাছের মত। আকাশ ছোঁয়া যার লক্ষ্য। ঠাকুরগাঁও-এর কলেজপাড়া থেকে ছড়িয়ে পড়েছে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে উত্তর তেঁতুলিয়া থেকে শুরু করে দক্ষিণে সাগর পাড়ের পটুয়াখালি, পূর্বে কুমিল্লা থেকে পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জের মহানন্দা। ক্ষুদ্রঋণ দিয়ে শুরু এখন স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল। লক্ষ মানুষের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনে ইএসডিও ভূমিকা রাখছে অনবদ্য। আর এর স্বপ্নদ্রষ্টা, রূপকার বিরল সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী শহীদ উজ জামান পরিণত হয়েছে যুবক থেকে পূর্ণ অভিজ্ঞ সৃজনশীল এক সামাজিক নেতায় যিনি সত্যিই বদলে দিয়েছেন তার সমাজকে। এর মধ্যেই পিএইচডি করেছেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলেছেন, ইএসডিওকে সামনে নিয়েছেন। আজ ইএসডিও প্রকৃত পক্ষেই আমাদের গর্ব করার মত একটি প্রতিষ্ঠান।

ইএসডিও-এর এই ২৫ বৎসর পূর্তিতে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছে। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হতে চাচ্ছে মন। ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠাতা ড. শহীদ উজ জামানের প্রতি জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। ইএসডিও-এর সংগে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা জামানের সাথে কাঁধে কাধ মিলিয়ে নিরলস কাজ করে চলেছেন তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। শুভেচ্ছা জানাই ইএসডিও-এর হাজার হাজার কর্মী ভাই-বোনদের, ইএসডিও-এর সাথে সম্পৃক্ত, উপকৃত লক্ষ বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষকে।

জয় হোক সংগ্রামী মানুষের।

জয় হোক ইএসডিও-এর নিরন্তর সংগ্রামের।

আল্লাহ হাফেজ

ইএসডিও আশা-ভরসা-প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার প্লাটফর্ম

মো. সফিকুল ইসলাম
চেয়ারম্যান,
নির্বাহী পরিষদ, ইএসডিও

১৯৮৮ সালের ৩ এপ্রিল। একটি ধারণা থেকে একত্রিত হলো কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া যুবক। তাদের মধ্যে তখন চরম উত্তেজনা। শুধুই কি উত্তেজনা? তাদের মধ্যে ছিল নতুন এক স্বপ্নও। ছিল অনগ্রসর এলাকার প্রান্তজনদের এগিয়ে নেওয়ার স্বপ্ন। আর ওই স্বপ্ন বাস্তবায়নে নানামাত্রিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। যাকে আমরা 'জামান' নামেই সম্বোধন করতে অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি।

রেকর্ড নম্বর নিয়ে পাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র লেখাপড়ার পালা শেষে হয়তো হতে চাইবেন শীর্ষস্থানীয় কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, নতুবা পেতে চাইবেন বিসিএস ক্যাডারের কোনো লোভনীয় চাকুরি। কিন্তু জামান সেদিকে না গিয়ে মাষ্টার্স পরীক্ষা শেষ করেই ঠাকুরগাঁওয়ে চলে আসে এবং ইএসডিও'র হাল ধরে। তার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বাঁধা না হয়ে বরং সহায়ক হয়েছে দাঁড়িয়েছিল তার পরিবার, বিশেষ করে তার মা বাবা। আমি যতদুর জানি আর দশ জন অভিভাবকের মতো তার বাবা মা কোন দিন কোন সিদ্ধান্ত তার উপর চাপিয়ে দেননি, জামান সবসময় নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই গ্রহণ করেছে। সে যখন ইএসডিও'র দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন ইএসডিও'র কোন ভবিষ্যত আছে এ কথা ভাবতেও কষ্ট হতো। কিন্তু সেদিন আমরা বুঝতে পেরেছিলাম ঠিকই এই নড়বড়ে ইএসডিও-ই ঠাকুরগাঁওয়ে নেতৃত্ব দিবে পরিবর্তনের, সূচনা করবে উন্নয়নের নতুন এক অধ্যায়। তাই কিছুতেই হারাতে চাইনি এই সম্ভবনাময় তরুণটিকে। সে সময় তার পাশে থেকে যুগিয়েছি সাহস। যে যত ভালো স্বপ্ন দেখতে জানে, সে তত সফল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবেই - একথাটি তার ক্ষেত্রে শতভাগ সত্য। জামানকে ইএসডিও'র হাল ধরতে সাহস যুগিয়ে এক্ষেত্রে যিনি সবচেয়ে বড় ত্যাগ স্বীকার করেছেন, তিনি আর কেউ নন তাঁরই সহধর্মিণী সেলিমা আখতার। ইএসডিও'র সর্বস্তরের কর্মীর পক্ষে তাঁকে কৃতজ্ঞতা ।

তারপরের ঘটনা বাস্তবতাকেও হার মানিয়েছে। একের পর এক প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে ইএসডিও অর্জন করেছে সুনাম। বিস্তৃত হয়েছে এক জেলা থেকে অন্য জেলায়। সফল হয়েছেন মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তাঁর নেতৃত্বে ইএসডিও শুধু বিস্তৃত হয়নি, পেয়েছে

খ্যাতি। এরই মধ্যে সে ডক্টরেট (পিএইচডি) ডিগ্রী অর্জন করে বনে গিয়েছে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তাঁর পরশ পাথরের ছোঁয়ায় ইএসডিও হয়ে উঠেছে আশা-ভরসা-প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার প্লাটফর্ম।

ইএসডিও'র অতিক্রান্ত ২৫ বছর বা রজত জয়ন্তি মহাকালের বিচারে খুবই অল্প সময়। এই সময়সীমার মধ্যে যে আপাত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে, ইএসডিও তাকে কেবল ধরে রাখতে চায় না, চায় নিরন্তর সাফল্য অর্জন করে যেতে।

এখন থেকে আরো ২৫ বছর পর ইএসডিও কী হতে চায়, এখনই তার স্বপ্ন ও পরিকল্পনার ছক আঁকতে শুরু করেছেন ড.জামান। এই ছবিটি আমি দিব্য দেখতে পাই, ২৫ বছরের ব্যবধানে ইএসডিও একটা বিশাল মহীরুহ হয়ে উঠেছে, যার শিকড় মাটির বহু গভীরে প্রোথিত। কোনো ঝড়ঝঞ্ঝাই তার মূলোৎপাটন করতে পারবে না।

একটি সংস্থা তখনই সফল, যখন সেটা তার স্বপ্ন পূরণে সফল হয়। এক্ষেত্রে সফল হলেও আমরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট নই। আমাদের যেতে হবে আরও অনেক দূর। অর্জন করতে হবে, 'পারস্পরিক ভেদাভেদমুক্ত একটি সমতাভিত্তিক সমাজ'। যে সংস্থার কান্ডারী একজন ড.মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, যে নতুন নতুন স্বপ্ন দেখতে শেখায়। তাঁর হাত ধরেই আমরা স্বপ্ন দেখতেই পারি পারস্পরিক ভেদাভেদমুক্ত সমতাভিত্তিক একটি বাংলাদেশের। সেদিন হয়তো আর বেশি দূরে নয়।

রজত জয়ন্তির এই শুভক্ষণে, দাতাসংস্থা, কর্মীবৃন্দ, প্রকল্পের অংশগ্রহণকারী ও শুভানুধ্যায়ী - আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের নিঃস্বার্থ সংহতি ইএসডিওকে আরও বেশি মাত্রায় প্রাণিত করেছে নিষ্ঠাবান, দায়িত্ববান ও স্বচ্ছ হতে। আশা করি, অতিতের মতো ভবিষ্যতেও ইএসডিও'র সঙ্গে থাকবেন।

আমার চোখে ইএসডিও

সেরেজা বানু
সদস্য (অর্থ)
নির্বাহী পরিষদ, ইএসডিও

আমি ২০০৬ সালে ইএসডিও নির্বাহী পরিষদের সদস্য (অর্থ) হিসাবে মনোনীত হই। ইএসডিও'র সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালকের দক্ষ ব্যবস্থাপনায় ইএসডিও আজ সুপ্রসারিত। ইএসডিও-এ অঞ্চলের যুবকদের বেকারত্বের হাত থেকে রক্ষা করেছে, যার ফলে হাজার হাজার যুবক-যুবতীর কর্মসংস্থান হয়েছে। শুধু তাই নয় এ অঞ্চলের লেখা পড়ার মান উন্নয়নের জন্য মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে ইকো কলেজ ও পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংস্থার নিজের অর্থায়নে এবং নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন)'র আন্তরিক প্রচেষ্টায়। ইএসডিও'র মাইক্রো ক্রেডিট প্রকল্পের মাধ্যমেও ব্যপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, আয় বেড়েছে সাধারণ মানুষের এবং এর জন্য ঠাকুরগাঁও-এর অর্থনীতির মানচিত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, যার প্রমাণ ইএসডিও যেখানে সেখানেই জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। আমি লক্ষ্য করেছি ইএসডিও নারীকর্মীদের সুযোগ সুবিধার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমি বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইএসডিও'তে সম্পৃক্ত আছি বলে গর্ববোধ করি। তা ছাড়া এ অঞ্চলের চিকিৎসার তেমন কোন উন্নত ব্যবস্থা ছিল না। মাননীয় নির্বাহী পরিচালকের উদারতার জন্য কমিউনিটি হাসপাতাল ও শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

উপসংহারে এই কথা অনস্বীকার্য যে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের উন্নত শিক্ষা ও মেধায় আজ ইএসডিও ঠাকুরগাঁও তথা উত্তরবঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করেছে; অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছে।

ইএসডিও'র সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে অন্যান্যদের মতো আমারও সুযোগ হয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের ভয়ংকর লীলাভূমি সুন্দরবন, যেখানে বাঘে-হরিণে এক ঘাটে পানি খায় আর গোল গাছের পাতায় পাতায় জড়িয়ে থাকে বিষধর সাপ এবং দার্জিলিং ভ্রমণের মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বোচ্চ বিন্দু হিমালয়ের চূড়া দর্শনের - এ জন্য আমি ইএসডিও'র প্রতি কৃতজ্ঞ, কারণ শুধুমাত্র টাকা থাকলেই যে সুন্দরবনে যাওয়া যায় না, তা আমি সেখানে না গেলে বুঝতে পারতাম না।

আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ইএসডিওকে আরো অনেক দুরে নিয়ে যাবে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

ইএসডিও চায়, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুক্ত একটি সুন্দর ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে সর্বাত্মক অবদান রাখতে

অধ্যক্ষ মুহম্মদ খলিলুর রহমান
সদস্য, নির্বাহী পরিষদ
ইএসডিও, ঠাকুরগাঁও

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির উত্তরের সীমান্তবর্তী ঠাকুরগাঁও জেলায় আজ থেকে ২৫ বছর পূর্বে সমাজ সচেতন কয়েকজন শিক্ষিত তরুণের উদ্যোগে ইএসডিও প্রতিষ্ঠিত হয়। এর নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সময়ের মেধাবী ছাত্র মুহম্মদ শহীদ উজ জামান দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জনসেবার পথে যাত্রা শুরু করেন এবং তিনি ২৫ বছর ধরে দক্ষতার সঙ্গে ইএসডিও পরিচালনা করে ২৩টি জেলায় কর্ম পরিধি বিস্তৃত করতে সক্ষম হয়েছেন। প্রায় পাঁচ হাজার উন্নয়ন কর্মী ইএসডিওতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। এই সংস্থাটি আমার কাছে অতি পরিচিত। ইএসডিও পরিচালিত আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের উন্নয়ন কর্মীবৃন্দ নিরলস পরিশ্রম করে যে সফলতা আনায়ন করেছেন সেটা প্রশংসার দাবীদার। ইএসডিও চায়, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ মুক্ত একটি সুন্দর ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনে সর্বাত্মক অবদান রাখতে।

ইএসডিও'র নাম থেকেই জানা যায়, এটা হচ্ছে একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা। এই সংস্থাটি নামের সার্থকতা প্রমাণের জন্য দেশের ২৩টি জেলায় ১০৩টি উপজেলায় খাদ্য নিরাপত্তা, কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও স্যানিটেশন, নারীর ক্ষমতায়ন, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অধিকার এবং সুশাসন, ক্ষুদ্রঋণ, ঝুঁকি পূর্ণকাজে শিশুশ্রম রোধ কর্মসূচি সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করে চলেছে। সব মানুষ সমান, এই সত্যের ভিত্তিতে দেশের দলিত সম্প্রসদায়কে ইএসডিও উন্নয়ন কর্মসূচির অর্ন্তভূক্ত করেছে।

শিক্ষা মানুষের অধিকার এবং শিক্ষা গ্রহণ করা মানুষের কর্তব্যও। মানুষ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন জীব। বিচার বুদ্ধির বিকাশের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য্য। তাই ইএসডিও শিক্ষা খাতে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। বিশেষ করে মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রসারের জন্য ইকো পাঠশালা, ইকো হাইস্কুল, ইকো কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ইকো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে।

খেলাধুলা শরীর গঠনের জন্য সহায়ক, ইএসডিও ব্যাডমিন্টন খেলার আয়োজন করে থাকে। সর্বোপরি ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসনের আহবানে এ জেলায় প্রথম মহান মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ "অপরাজেয়-৭১" ইএসডিও'র অর্থায়নে নির্মিত হয়েছে।

ইএসডিও তার ২৫ বছরে জনসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার মাধ্যমে এককালের অবহেলিত ঠাকুরগাঁওকে সমস্ত দেশের মধ্যে সুপরিচিত করেছে।

ইএসডিও'র ২৫ বছর পূর্তিতে সিলভার জুবিলী উৎসবে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং তাঁর পত্নী পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতারসহ সকল স্তরের উন্নয়ন কর্মীবৃন্দকে জানাই অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

একটি আন্দোলনের নাম ইএসডিও-এর জামান

মোঃ আখতারুজ্জামান সাবু
প্রধান শিক্ষক
ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়
ঠাকুরগাঁও

১৯৮৮ সাল। কয়েকজন প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ আড্ডার মধ্য দিয়ে তৈরী করল একটি সংগঠন। সে সময়ে সবাই ছাত্র। তরুণ বয়সে পরোপকার এবং অন্যায়ের প্রতিবাদের প্রতি সোচ্চার হওয়ার মানসিকতা থাকে সাধারনতঃ সে রকম মানসিকতার মধ্য দিয়েই যাত্রা শুরু। যাত্রাটি হয়তো হয়েছে পুরোপুরি আবেগের মধ্য দিয়ে কিন্তু বিকশিত হয়েছে বাস্তবতার পথ ধরে। একটি সংগঠন তৈরী হতে অনেক চড়াই উৎড়াই পেরোতে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন আমরা শুরুটা করি সাড়ম্বরে কিন্তু শেষ করিনা। আমাদের জাতিগত এ সমস্যাটি দীর্ঘদিনের। কিন্তু ইএসডিও-এর কর্মীবাহিনী সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই উক্তিটিকে মনে রেখে এগিয়ে চলেছে। ২৫ বছর হতে চলল ইএসডিও প্রতিষ্ঠার। যে ব্যক্তিটির মেধা, মনন, নেতৃত্বের গুণে ইএসডিও আজ এ পর্যায়ে এসেছে, বলতে দ্বিধা নেই সে হচ্ছে আমার অনুজ মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

আমি দেখেছি, ছোট বেলা অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠ নেওয়ার সময়ই সে ছিল অসম্ভব জেদী প্রকৃতির। তার মধ্যে ছিল বাড়াবাড়ি রকমের আত্মবিশ্বাস। তাকে সব সময় দেখতাম পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী থাকতে, কয়েকজন বন্ধু মিলে সংগঠন গড়ে তুলতে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থাকতে বাগান বাড়ি ক্লাব, তুষার ক্লাব গড়ে তুলেছিল, আর হাইস্কুলে এসে গড়ে তুলেছিল টাংগন সাহিত্য ও ক্রীড়া সংসদ, টাংগন বিজ্ঞান ক্লাব, ভাসানী স্মৃতি পাঠাগার, হযবরল ইনষ্টিটিউট প্রভৃতি। তার মধ্যে সাংগঠনিক ক্ষমতা ছোট বেলা থেকেই ছিল লক্ষ্যণীয়।

অনুজ জামান যাকে পারিবারিকভাবে আমরা ডাকতাম ময়না বলে, সেই ময়না ছোট বেলা থেকে বিভিন্ন সাহিত্য প্রতিযোগিতায় অংশ নিত এবং পুরস্কারটি ছিল ধরাবাঁধা কিন্তু তাকে কখনও খেলার মাঠে দেখা যেত না। সে ঠাকুরগাঁও শহরের সরকারি গণগ্রন্থাগার ও সাধারন পাঠাগারে নিয়মিত বই পড়ত। পড়ার অভ্যাস তার ছোট বেলা থেকেই। সেই জামান এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে ইএসডিও।

আজ ইএসডিও'র ২৫ বছর, রজত জয়ন্তী। সত্যি এ এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যার শুরু হয়েছিল ২৫ বছর আগে তার উন্নতি ঘটেছে শনৈঃ শনৈঃ। আজ ইএসডিও একটি বিশাল পরিবার, যার সদস্য সংখ্যা অর্থাৎ উন্নয়ন কর্মীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। ভাবতেও ভাল

লাগে পাঁচ হাজার মানুষ অর্থাৎ পাঁচ হাজার পরিবারের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করতে পেরেছে ইএসডিও।

তবে এই ২৫ বছর শুধু কি আনন্দের? না বেদনাও আছে। মাঝে মাঝে কিন্তু অশুভ শক্তি ইএসডিও'র গতিকে বাধাগ্রস্থ করতে চেয়েছে। সে সময়গুলো ছিল দুঃসময়ের। কিন্তু একজন সৃজনশীল মানুষকে চাইলেই কি বাধাগ্রস্থ করা সম্ভব? তাইতো জামান চলেছে এগিয়ে দুর্নিবারভাবে। ইএসডিও'র যাত্রাকালীন সময়ে যারা এর সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের পরিশ্রম ও ত্যাগকেও অস্বীকার করা যাবে না। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার নাম ইএসডিও।

আজ ঠাকুরগাঁও শহরে ইএসডিও অবশ্যই গর্বের নাম। সাহিত্য, ক্রীড়া, সমাজসেবা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে অকৃপণ হাতে কাজ করে যাচ্ছে ইএসডিও। ইএসডিও'র বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাই, প্রোগ্রামগুলোর গুণগত মান দেখে পুলকিত হই। ড. জামান স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে পারে। অনেক সময় তার পরিকল্পনার কথা শুনে আমি বিস্ময়াবিভূত হই, এও কি সম্ভব? কিন্তু সে তার স্বপ্নকে সম্ভব করেই তোলে।

ইএসডিও শতবর্ষ পালন করুক। জয় হোক ইএসডিও'র। জয় হোক মানবতার।

১৯৮৮ সালের ইএসডিও'র যাত্রা কলেজপাড়ার ছোট্ট কুড়ে ঘরে

মোঃ কামরুজ্জামান
সদস্য, সাধারণ পরিষদ, ইএসডিও

১৯৮৮ সালে ইএসডিও'র যাত্রা কলেজপাড়ার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে শুরু হলেও এর কার্যক্রম তখন কখনো কখনো পরিচালিত হতো ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট-এর সামনের মাঠে (বর্তমানে যেখানে শেখ ফজিলাতুন নেছা ছাত্রী হল হয়েছে), তবে অধিকাংশ সময় নির্বাহী পরিচলক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর আবাসিক কক্ষ বঙ্গবন্ধু হলের ৫১৯, ৪২০ নাম্বার কক্ষ এবং হলের গেষ্ট রুমে।

১৯৯১ সালে বিভিন্ন দাতা সংস্থার কার্যালয়ে যোগাযোগের সূত্র ধরে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন-এর তৎকালীন ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে সহযোগী সংগঠন হিসাবে অর্ন্তভুক্ত হওয়ার আবেদন পত্র সংগ্রহ করা হয়।

আবেদন পত্রটি যথাযথ ভাবে পূরণ করে জমা করতে সময় লেগে যায় প্রায় ছয় মাস। ছয় মাস সময় লাগলেও নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান (সে সময়ের সমাজ কল্যাণ ও গবেষণা ইনষ্টিটউট এর মেধাবী ছাত্র) কোনভাবেই ক্রটি পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণভাবে আবেদন পত্রটি জমা না করার তাগিদ দিতেন, যা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে সে সময়ে বিরক্তিকর মনে হলেও নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সিদ্ধান্তটিই যে সঠিক ছিল তা আজ প্রমাণিত।

আবেদন পত্র জমা দানের পরে তৎকালীন চেয়ারম্যান মির্জা ফ. ই আলমগীর স্যারের সাথে নির্বাহী পরিচালক-এর প্রতিনিধি হিসাবে পিকেএসএফ-এ ধানমন্ডির কার্যালয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

তৎকালীন পিকেএসএফ-এর এমডি জনাব বদিউর রহমান মহোদয়ের সাথে আলমগীর স্যারের ব্যাক্তিগত ঘনিষ্ঠতার ফলে তৎক্ষনিকভাবে জানতে পারি তার পরের সপ্তাহে পিকেএসএফ'র কর্মকর্তা জনাব মাহাবুবুল ইসলাম খান ইএসডিও'র তৎকালীন ঠাকুরগাঁওস্থ অফিস এবং কার্যক্রম পরিদর্শন করবেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন নির্বাহী পরিচালক জনাব শহীদ উজ জামান-এর অনার্স ফাইনাল পরীক্ষাজনিত কারণে তাঁর ঠাকুরগাঁও যাওয়া সম্ভব ছিল না কিন্তু আমাকে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়ে ছিলেন তাঁর ষ্টাইফেন এর গচ্ছিত টাকা দিয়ে। জনাব মাহাবুবুল ইসলাম খানের ভিজিট শেষে অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে ইএসডিও পিকেএসএফ'র সহযোগী সংস্থা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ৫০.০০০/- টাকার একটি চেক প্রাপ্ত হয়। এই ভাবে মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামের শুরু, যা আজ শতকোটি টাকা ছাড়িয়েছে। সেদিন যেমন ৫০,০০০/- টাকার চেক পাওয়ার পরে শতকোটি টাকার অধিক ঋণ ফান্ড পাওয়ার বিষয়টি স্বপ্নেও ভাবিনি; ঠিক তেমনি ইএসডিও'র ২৫ বছর পূর্তির এই দিনে তার প্রথম ৫০,০০০/- টাকার চেক পাওয়ার বিষয়টি একটি বহুতল ভবন নির্মাণের প্রয়োজনে এক কোদাল মাটির মতোই মনে হয়।

ইএসডিও'র জন্য আমরা অনেক গর্বিত, সম্মানিত

মোঃ রেজাউল করিম
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী,
ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদ সদস্য

ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'র ২৫ বছর পুর্তি উৎসবে সকলকে ফুলেল শুভেচ্ছা। মনটা আজ আনন্দে উদ্বেলিত, ভীষন উতালা। জামান ফোন করে জানালো উৎসবের কথা। স্প্রিং হয়েছে, আমেরিকায় ভীষণ শীত, তবুও।

স্মৃতিচারণমূলক লিখা পাঠানোর বদলে মনে হচ্ছে, সুদূর আমেরিকা থেকে ছুটে আসি এই উৎসবে যোগ দিতে ঠাকুরগাঁয়ে।

অনেক কথাই স্মৃতিতে ভাসছে আজ। ইএসডিও মানে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান - জামান মানেই ইএসডিও। তিলে তিলে গড়ে তুলেছে জামান প্রতিষ্ঠানটিকে। ঠাকুরগাঁও জেলাও কিন্তু আজ গর্বিত, আনন্দিত এবং উৎসবমুখর। বিশেষ এই দিনটিতে, মুহূর্ত গুলিতে।

প্রফেসর আহমেদ কামাল ইএসডিও'র কোন এক প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে বলেছিলেন "শহীদ উজ জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরীতে যোগ দিলে নিজের জীবনটুকুই মাত্র ভালোভাবে কাটাতে পারবে, কিন্তু ১২০০ মানুষের কর্মসংস্থান?"

খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেছি, ইএসডিও'র এই গৌরবোজ্জ্বল অবস্থানে উন্নয়নের পিছনে সবচেয়ে অবদান রেখেছে সেলিমা আখতার। জামানের সহধর্মিণী। সে ঠাকুরগাঁয়ে আসার পর থেকে জামানকে পিছুপা হতে কিংবা ইএসডিওকে নিয়ে নেগেটিভ চিন্তা করতে আর দেখিনি কখনও। তোমরা দীর্ঘজীবি হও শেলী-জামান।

আমার বাবা মরহুম তমিজউদ্দিন আহমেদ আমাকে কবিতার ছলে শোনাতেন, বাবা

ধৈর্য্যের সমান ধন নেই

দয়ার সমান গুণ নেই।

ঠাকুরগাঁও-এর মানুষের প্রতি ইএসডিও'র অবদান আর জামানের সহনশীলতা ও দয়ার কথা আমাকে বারে বারে মনে করিয়ে দিচ্ছে বাবার ঐ কথাগুলো।

আমাদের সকলের জামান আজ তুমি ড. জামান। তোমার ঘামে সিক্ত, রক্তে গড়া, দিবা রাত্রির ঘুম বিসর্জন দিয়ে তিলে তিলে গড়া ইএসডিও আজ পূর্ণ যৌবন প্রাপ্ত। ইএসডিও'র জন্য আমরা অনেক গর্বিত, সম্মানিত তোমার কৃত কর্মে। ইএসডিও'র একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে আমার আজ আনন্দের সীমা নেই। স্বপ্ন দেখি ব্র্যাক কিংবা গ্রামীণ ব্যাংকের মত আমেরিকাতেও একদিন ইএসডিও কাজ শুরু করবে। আমরাও কম কিসে?

গ্রামীণ ব্যাংকের ড. মুহম্মদ ইউনুস, কিংবা ব্র্যাক-এর যেমন ড. ফজলে হাসান আবেদ আছেন তেমনি আমাদেরও আছে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

ইএসডিও দীর্ঘজীবি হোক। ড. জামান এবং সেলিমা জামান আরও অনেক পথ পাড়ি দেয়া বাকি। সুসাহসে এগিয়ে যাও। ইএসডিও'র সব কর্মকর্তা, কর্মী বাহিনী ও সুবিধাভোগীকে আমার শুভেচ্ছা।

আধুনিক ঠাকুরগাঁও জেলা গঠনের স্বপ্ন

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
নির্বাহী পরিচালক, ইএসডিও

ইএসডিও'র যাত্রা শুরু ঠাকুরগাঁও জেলার কলেজপাড়ার শহরতলী থেকে। দীর্ঘ ২৫ বছরের সময়ের ব্যাপ্তিতে ইএসডিও সম্প্রসারিত হয়েছে পুরো দেশের এক-তৃতীয়াংশের অধিক মানচিত্র জুড়ে। যোগান ও সরবরাহের সুষম সমন্বয় এবং তৃণমূল ভিত্তিক অংশীদারিত্বের কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে কাজের পরিধি এবং কাজের ধরণেও এসেছে বৈচিত্র্য। খাদ্য নিরাপত্তা থেকে ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি থেকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাতের সাথে অভিযোজন এখন সব কর্মসূচীতেই ইএসডিও'র সরব উপস্থিতি। যে ধারাবাহিতকতায় ইএসডিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে অপরদিকে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণদানকারী সংস্থা হিসেবেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সিটি ব্যাংক এনএ থেকে পুরস্কৃত হয়েছে। আবার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম দূরীকরণে ইএসডিও'র 'ক্লীন' ও এইচসিএলআরএম'র মডেল আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই যে বিগত আড়াই দশকে ইএসডিও'র অর্জন, এই কৃতিত্বের বড় অংশের দাবীদার ঠাকুরগাঁও-এর মানুষ।

ইএসডিও স্থানীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় না আর্ন্তজাতিক?

শুরুটা সব প্রতিষ্ঠানেরই স্থানীয় হিসেবেই হয়ে থাকে। ইএসডিও'র ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

১৯৮৮-১৯৯০	একেবারেই নিজস্ব অর্থায়নে এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার পৌরসভাসহ পাঁচটি ইউনিয়নে কার্যক্রম।
১৯৯১-১৯৯৪	চারটি দাতা সংস্থাঃ পিকেএসএফ, স্যাপ-বাংলাদেশ, বিএনএফই, সিএসসি'র সাথে কার্যক্রম শুরু এবং সেটিও ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলাতেই।
১৯৯৫-২০১১	পর্যায়ক্রমে বিস্তৃত হয়েছে বাংলাদেশের দূর্যোগ ঝুঁকিপ্রবণ চর, উপকূলীয় জনপদ, ঢাকা শহরসহ নগর দরিদ্র অঞ্চলে ২৭ টি জেলার ১২৩টি উপজেলায়।
২০১২	ইএসডিও নেপালের যাত্রা শুরু।

ইএসডিও এখন স্থানীয় থেকে আঞ্চলিক, আঞ্চলিক থেকে জাতীয়, এবং জাতীয় থেকে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে পদচারণা।

তারপরও স্থানীয়

ইএসডিও'র কর্ম এলাকা বেড়েছে, চৌদ্দ জন কর্মী থেকে চার হাজার সহস্রাধিক কর্মীতে সরব হয়েছে ইএসডিও তারপরও আমরা স্থানীয়। বাংলাদেশে অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের সূচনা ঢাকায় অথবা ঢাকার বাইরে হলেও পরবর্তীতে প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়েছে, হয়তোবা প্রয়োজনের নিরিখে। আমাদের অবশ্য সে প্রয়োজন হয়নি। ঢাকা শহরের প্রায় এক লক্ষ স্কুল পড়ুয়া শিশুকে প্রতিদিন বিস্কুটের প্যাকেট পৌঁছে দিচ্ছে ইএসডিও। ইএসডিও'র কর্মীরা কাজ করছে পটুয়াখালী অথবা কোটালীপাড়ায়, জামালপুরের নিভৃত চরে কিন্তু তারপরও আমরা স্থানীয় সংস্থা হিসেবেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। ঠাকুরগাঁও-এর যে কলেজপাড়ায় ইএসডিও'র যাত্রা শুরু হয়েছিল আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, সেই ঠাকুরগাঁও-এই থেকে গেছে ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়। আমরা বিশ্বাস করি 'Think Globally, Act Locally.'

ঠাকুরগাঁও থেকে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল, আবার সেখান থেকেই নবতর যাত্রা

আমরা যাত্রা শুরু করেছিলাম বাংলাদেশের সর্বউত্তরের একটি ছোট্ট জনপদ থেকে। আজ পঁচিশ বছর পেরিয়ে পুনরায় নবতর যাত্রা শুরু করতে চাই এই জেলা থেকেই। বাংলাদেশে সরকারী উদ্যোগে এবং সরকারী নেতৃত্বে, এনজিওদের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং প্রাইভেট সেক্টরের অবদানে অনেক ভাল কাজ হয়েছে। দেশ ও জাতি এই ভাল কাজগুলোর সুফল পাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায়, স্বাস্থ্য বিশেষ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও প্রজনন স্বাস্থ্যে, কর্মসংস্থানে, কৃষিক্ষেত্রে, নারী উন্নয়নে, খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির কর্মচাঞ্চল্য উজ্জ্বল আগামীদিনের বাংলাদেশের সম্ভাবনাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতায় ইএসডিও বাংলাদেশের একটি জেলা, যে জেলা থেকে ইএসডিও'র সূচনা, বিকাশ এবং সম্প্রসারণ, সেই জেলাটিকেই মডেল হিসাবে বিবেচনায় এনে সমতা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও ন্যায় ভিত্তিক আধুনিক ঠাকুরগাঁও গঠনের স্বপ্ন দেখছে।

নেতৃত্ব সরকারেরঃ মালিকানা জনগণেরঃ ইএসডিও পরিবর্তন প্রতিনিধি

আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মানুষের যতটুকু অর্জন এবং সাফল্য তার মূল অবদানই সরকারের, জনগণের ব্যাপক শ্রম ও সাধনার মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছে। সন্দেহ নেই সেক্ষেত্রে এনজিওদের একটি বড় ভূমিকা আছে।

ইএসডিও'র সৌভাগ্য সূচনালগ্ন থেকেই সরকারের, এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, জনপ্রতিনিধি এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দের যে অকুণ্ঠ সহায়তা ও সমর্থন ইএসডিও পেয়ে এসেছে এবং ধারাবাহিক ভাবে পেয়ে যাচ্ছে তার ফলশ্রুতিতে এবং এ অঞ্চলের মানুষের কর্মমূখর প্রতিটি দিনকে উৎসব মূখর প্রতিটি দিবসে পরিণত করার যে দুরন্ত প্রয়াস - সেক্ষেত্রে ইএসডিও অনুঘটকের কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা আগামী এক দশকে এ অঞ্চলের সামাজিক, অর্থনৈতিক মানচিত্রে একটি নতুন ঠাকুরগাঁও-এর স্বপ্ন দেখি। খুব যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে ইএসডিও বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশ জেলায় কাজ করলে কেবলমাত্র একটি জেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক মানচিত্রে কাজ করছে কেন? আমরা সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক মানচিত্র পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু সেই স্বপ্নটি সামগ্রিক, সম্মিলিত এবং রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর আওতায় বাস্তবায়নের সৈনিক হিসেবে কাজ করতে চাই। পুরো দেশের ব্যপক অগ্রগতিতে সহায়কের ভূমিকা ইএসডিও'র থাকবে কিন্তু আমরা মনে করি আমাদের সীমিত শক্তি ও সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে ইএসডিও'র জন্মভূমি ঠাকুরগাঁও জেলাতেই যদি আগামী এক দশকে ব্যপক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব হয়, সেটি উত্তর বাংলাদেশের ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে পিছিয়ে পড়া এই জনপদের মানুষের মুক্তিকে একদিকে যেমন ত্বরান্বিত করবে, অপরদিকে পুরোদেশের জন্য একটি অনুসরণীয় উদাহরণ হিসেবে থেকে যাবে।

আগামী এক দশকে আমরা সমতা, জ্ঞান, প্রযুক্তি ও ন্যায়ভিত্তিক আধুনিক ঠাকুরগাঁও জেলা গঠনের জন্য নিম্মোক্ত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন এই স্বপ্ন ইএসডিও বিগত পঁচিশ বছর ধরে দেখছে এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নের বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ ইতিমধ্যে শুরু করেছে।

ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা

আমরা খুব অল্পদিনের মধ্যেই এই জেলার সকল খানা ভিত্তিক প্রাথমিক তথ্য নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবো। যার মাধ্যমে সকল খানার সদস্যদের (নারী-পুরুষ, শিশু) একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে, তাদের বিদ্যমান সম্পদ ও সীমাবদ্ধতা, দক্ষতা, সংকট, সম্ভাব্য উত্তরণের পথ এ বিষয়গুলো যেমন থাকবে একইভাবে বিভিন্ন সেবা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান অবস্থা, সেবার ধরণ এই বিষয়গুলোও অর্ন্তভূক্ত হবে। মূলতঃ এই ডাটা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আগামী এক দশকে ঠাকুরগাঁও-এর উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে ইএসডিও।

সমষ্টিভিত্তিক অংশগ্রহণমুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ

ডাটা ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল সাথে নিয়ে প্রতিটি ইউনিয়ন, উপজেলা পর্যায়ে এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে (কেন্দ্র বলতে ঠাকুরগাঁও জেলা পর্যায়কে বোঝানো

হয়েছে) জনসমষ্টির বিভিন্ন প্রতিনিধিত্বমূলক শ্রেণী পেশার মানুষকে সাথে নিয়ে এবং সরকার, সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ, স্থানীয় সরকারের সাথে সমন্বয় রেখে ইউনিয়নভিত্তিক, উপজেলাভিত্তিক এবং কেন্দ্র ভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক কর্ম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হবে।

কৃষি খাতঃ ঠাকুরগাঁও-এর অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি

কৃষিভিত্তিক এই জেলার সামগ্রিক অর্থনীতির প্রায় পুরোটাই কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিখাতে সরকারী ও প্রাইভেট সেক্টরের উদ্যোগের সাথে সমন্বয় রেখে ইএসডিও ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়ে আধুনিক ঠাকুরগাঁও গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, ইতিমধ্যে ইএসডিও সরকারের এসআরডিআই-এর সহায়তায় জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার দুইটি ইউনিয়নের মাটি পরীক্ষা, সুষমসার প্রয়োগ ও বছরব্যাপী ফসল পঞ্জিকা প্রণয়ন করে এই দু'টো ইউনিয়নে কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

আমরা সুনির্দিষ্টভাবে এ অঞ্চলের কৃষকদেরকে বড় কৃষক, মাঝারী কৃষক, ছোট কৃষক ও প্রান্তিক কৃষক এই চার ভাগে ডাটা ব্যাংকের তথ্যের ভিত্তিতে ভাগকরে নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করবো। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত ভূস্বামী এবং সরকারী পরিত্যক্ত খাসজমি দু'টোই অনেকক্ষেত্রেই নেতিবাচক ভূমিকা রাখে, কেননা এ দু'টো ক্ষেত্রেই ভূমি কৃষির জন্য সর্বত্র ব্যবহার হয় না। সেক্ষেত্রে একটি বড় কাজ হবে অনুপস্থিত ভূস্বামীদের সাথে ও খাসজমির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারের সাথে সুর্নিদিষ্টভাবে ভূমির মালিকানার ধরণ এবং নিম্মোক্ত কর্মকান্ড সমূহ বাস্তবায়ন করাঃ

ক. বীজ উৎপাদন, বীজ উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাইভেট সেক্টরের সংযোগ স্থাপন।

খ. মাটি পরীক্ষা করে রাসায়নিক সারের ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণ এবং একই সাথে জৈব সারের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে পুরো জেলা জুড়ে কম্পোষ্টের ব্যবহার সুনিশ্চিতকরণ।

গ. উদ্ভাবনী এবং জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বাজারে চাহিদা রয়েছে এমন কৃষি পণ্যের উৎপাদন বিষয়ক গবেষণা সম্পাদন ও সম্প্রসারণ।

ঘ. স্থানীয় জলাধারসমূহের জলের প্রাপ্যতাকে বিবেচনায় রেখে 'ব্রীড' নির্ধারণ করে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ।

ঙ. বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঔষধি বৃক্ষ উৎপাদন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই লক্ষ্যে ইএসডিও ইতিমধ্যে একটি হার্বাল নার্সারী স্থাপন করেছে এবং ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে পরিত্যক্ত জমি বিশেষতঃ ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন গ্রামীণ সড়ক সমূহের দু'পাশে বাসকের চাষ করে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস'র সাথে বিপণনের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

চ. পশু পালন খাতের উন্নয়ন

ইএসডিও ১৯৯৮ সাল থেকে এই জেলার পশু পালন খাতের উন্নয়নে কারিগরী সহায়তা এবং পুঁজি সহায়তা প্রদান করে আসছে, সেক্ষেত্রে এই কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করণের জন্য উদ্ভাবনী মূলক কার্যক্রম (যেমনঃ অতি-দরিদ্র পরিবার সমূহের জন্য বিদ্যমান পশু পালনের বাইরে কবুতর, খরগোস, কোয়েল ইত্যাদি) গ্রহণ করা যেতে পারে।

ছ. গবেষণা-সম্প্রসারণ সংযোগ

প্রতিটি ইউনিয়নে বছরব্যাপী এবং জমির মালিক ভিত্তিক শষ্য ও সব্জী উৎপাদন পঞ্জিকা যেমন থাকবে একই ভাবে নিয়মিত গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত ফলাফল কৃষক পর্যায়ে উপস্থাপন করা হবে। কৃষি প্রযুক্তির স্থানান্তরের সাফল্যের উপর কৃষির অগ্রগতির অনেক বিষয়ই নির্ভর করে। সরকারের সাথে নিবিড় সংযোগ রেখে এ কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে ইএসডিও।

জ. কৃষি উপকরণ নিশ্চিতকরণে সহায়তাকরণ

কৃষি ক্ষেত্রে সময়মতো এবং গুণগত কৃষি উপকরণ প্রাপ্যতা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে ভেজাল সার, বীজ ও কীটনাশক কৃষকদের মারাত্মক বিপর্যয়ের কারণ হয়ে থাকে। ইএসডিও ইতিমধ্যে কৃষক পর্যায়ে ভেজাল সার চিহ্নিতকরণের কৌশল হাতে কলমে শিখিয়েছে। আগামী দিনগুলোতে গুণগত ও সময়মতো কৃষি উপকরণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

ঝ. কৃষি অধিকার সুনিশ্চিতকরণ

বাংলাদেশে প্রায়ই আমরা অধিকার বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে থাকি। দেশের আশি ভাগ মানুষ যে কৃষক সেই কৃষি অধিকার নিয়ে আমাদের কণ্ঠ তেমন উচ্চকিত নয়। ইএসডিও তেভাগার স্মৃতিধন্য এই জেলা থেকে কৃষি অধিকার নিয়ে ব্যপক কর্মকান্ড বিস্তৃত করবে। যার মধ্যে, খাসজমি যথাযথ বন্টন, সঠিক কৃষকদের মাঝে কৃষি ভর্তুকি পৌঁছানো, কৃষি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক দূর্যোগকে নিবেচনায় নেয়া এবং দূর্যোগকালীন সহায়তা প্রদান (বিশেষতঃ এই অঞ্চলের শৈত্য প্রবাহ ও খরাকে কৃষি পূর্নবাসনের আওতাভুক্ত করণ), কৃষি উপকরণ নিয়ে যে কোন ধরনের অনিয়মের বিরুদ্ধে কৃষকদেরকে সংগঠিত করণ, কৃষি পণ্যের ন্যায় সংগত মূল্য নির্ধারণের জন্য অ্যাডভোকেসি, বর্গাচাষীদের আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠা, অনুপস্থিত ভূমি মালিকদের কৃষি উৎপাদনে দায়বদ্ধকরণ, সরকারী ভূমি সংস্কার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এ্যাডভোকেসী ইত্যাদি।

ঞ. কৃষি ট্যুরিজম কার্যক্রম

ঠাকুরগাঁও জেলা আম ও লিচুর জন্য দেশ খ্যাত। এই জেলায় আম লিচুর বাগান ছাড়াও বৈচিত্র্যময় কৃষি পণ্যের সমাহার লক্ষ্যণীয়। সেক্ষেত্রে, সুপরিকল্পিত ভাবে আকর্ষণীয় কৃষিভিত্তিক খামার প্রতিষ্ঠা করে কৃষি ট্যুরিজম চালু করার পরিকল্পনা ইএসডিও'র রয়েছে। যে প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যেই ইএসডিও প্রতিষ্ঠা করেছে লোকায়নঃ জীবন বৈচিত্র্য যাদুঘর।

ট. কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন

উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বিপণন সর্ব উত্তরের এই জেলায় বড় সংকট। সেক্ষেত্রে যৌথ মালিকানা ভিত্তিতে কৃষি পণ্য সংরক্ষণ ও বিপণনের উদ্যোগ নেয়া হবে। তাছাড়াও, কৃষি ভিত্তিক শিল্প কারখানা গড়ে তোলার জন্য একদিকে সরকারের সাথে এ্যাডভোকেসী অন্যদিকে প্রাইভেট সেক্টরকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ইএসডিও স্ব উদ্যোগে এ ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। এখানে উল্লেখ্য, ইএসডিও এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ইএসডিও ভেল্যুচেইন ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেছে।

শিক্ষা কার্যক্রম

ইএসডিও'র সূচনাই হয়েছিল শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে, ইএসডিও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মান সম্মত শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কেবলমাত্র এই জনপদের তাৎপর্যপূর্ণ উন্নয়নকে তরান্বিত করা সম্ভব হবে। এই উপলব্ধি থেকে ২০০১ সালে ইএসডিও প্রতিষ্ঠা করেছিল ইকো পাঠশালা। ইতিমধ্যে ইকো পাঠশালা ইকো কলেজ এই জনপদের সর্বজন স্বীকৃত গুণগত শিক্ষার উল্লেখযোগ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমকে ইএসডিও নিম্নোক্তভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবেঃ

প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তাকরণ

ইএসডিও প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন কার্যক্রম বিশেষত স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সামর্থ্যায়ন, বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষা কার্যক্রম আধুনিকায়ন এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহায়তাদানে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। এখানে উল্লেখ্য এ ধরণের কার্যক্রম ইএসডিও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ইতিমধ্যে সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করছে।

ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজের কার্যক্রম সম্প্রসারণ

ইতিমধ্যেই ঠাকুরগাঁও জেলার প্রাণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজের সুরম্য বহুতল বিশিষ্ট ভবন যেখানে আধুনিক মান সম্মত শিক্ষার সকল সুবিধাদি রয়েছে, আগামীতে ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত হবে।

ইকো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

ইএসডিও’র স্বপ্ন এ অঞ্চলের মানুষের স্বপ্ন, ঠাকুরগাঁয়ে ইকো বিশ্ববিদ্যালয় খুব দ্রুতই বাস্তবায়িত হবে বলে আমরা আশা করছি।

ক. বিশেষায়িত শিক্ষা কার্যক্রম

১. **ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলঃ** বৈশ্বিক নাগরিক হিসেবে পিছিয়ে পড়া এই জনপদের শিশুদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ইএসডিও ২০১৪ সাল থেকে ইকো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে।

২. **আইসিটি সেন্টারঃ** এই অঞ্চলের তরুণদের প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সকল সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন আইসিটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে।

৩. **মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের সহায়তা কার্যক্রমঃ** জেলার আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল অথচ মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী যারা আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তাদের জন্য ইএসডিও’র শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম চালু রয়েছে। তবে, এটিকে আরও সম্প্রসারিত করা হবে।

৪. **ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ** ইএসডিও ভবিষ্যতে এই জেলায় একটি আর্ন্তজাতিক মানের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। যার মাধ্যমে এ অঞ্চলের শিশু-কিশোরদের দক্ষতা অর্জিত হবে এবং তারা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম

ইএসডিও ইতিমধ্যে ঠাকুরগাঁও শহরে প্রতিষ্ঠা করেছে ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতাল। কার্যক্রম শুরু হয়েছে আধুনিক মানসম্মত শিশু হাসপাতাল। সরকারের সহায়তায় ও দাতাদের অর্থায়নে জেলার সবগুলো কমিউনিটি ক্লিনিক কার্যকর হয়েছে। পুরো সদর উপজেলায় বিশুদ্ধ পানীয়জল ও স্যানিটেশন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পেছনে ইএসডিও’র ভূমিকা রয়েছে। পুরো জেলায় পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে পুষ্টি সচেতনতা কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ইএসডিও। আগামী দিনগুলোতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ইএসডিও’র উল্লেখযোগ্য পরিকল্পনাগুলো হচ্ছেঃ

ক. ইকো মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা

এ অঞ্চলের মানুষের প্রত্যাশা পূরণে ইএসডিও ইকো মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

খ. ইকো নার্সিং কলেজ

বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং দেশীয় চাহিদার নিরিখে ইকো নার্সিং কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা ইএসডিও'র রয়েছে।

গ. ইএসডিও'র প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠা

ঘ. প্রতিটি ইউনিয়নে বছরে অন্ততঃপক্ষে দুইবার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে হেলথ ক্যাম্প পরিচালনা।

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির জন্য বিশেষ কার্যক্রম

পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির বিশেষতঃ ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির ও দলিত সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নে ইএসডিও দীর্ঘদিন ধরে এই জেলায় কাজ করে আসছে এবং এক্ষেত্রে যথেষ্ট ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আগামী দিনগুলোতে এক্ষেত্রে ইএসডিও'র সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হচ্ছেঃ

ক. ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠি ও দলিত সম্প্রদারের সকল পরিবারকে কার্যক্রমভূক্তকরণ

খ. ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির জন্য সাংস্কৃতিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা

গ. প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

ঘ. অতি দরিদ্র প্রবীণ জনগোষ্ঠির জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ

চেতনা বিকাশ কার্যক্রম

দেশ প্রেম, নৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণে ইএসডিও ইতিমধ্যে বেশকিছু কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। ঠাকুরগাঁও জেলার একমাত্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সৌধ অপারাজেয়'৭১ নির্মাণ, মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ মোহাম্মদ আলীর কবরের সৌন্দর্য্য বর্ধন, পীরগঞ্জ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনার নির্মাণে সহায়তাদান, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ডাঃ শেখ ফরিদের গ্রন্থ 'মেহেরপুরের পরে তেঁতুলিয়া' প্রকাশ ইত্যাদি। আগামী দিনগুলোতে ইএসডিও এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা হচ্ছেঃ

ক. 'এসো প্রতিদিন একটি ভাল কাজ করি' ক্যাম্পেইনঃ জেলার প্রতিটি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের 'এসো প্রতিদিন একটি ভাল কাজ করি' ক্যাম্পেইনে সম্পৃক্তকরণ।

খ. সামাজিক মনিটরিং কার্যক্রমঃ জেলার সামাজিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে ইউনিয়ন, উপজেলা ও কেন্দ্র ভিত্তিক নাগরিক কমিটি গঠন করে সরকারী, স্থানীয় সরকার, এনজিও কার্যক্রম ও প্রাইভেট সেক্টরের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করে এ সকল কার্যক্রমকে শক্তিশালীকরণ

গ. **সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রমঃ** ইএসডিও সামাজিক সচেতনতা কার্যক্রমকে ব্যাপকভাবে শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে যৌতুক, বাল্যবিবাহ, পাচার ও সীমান্ত অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ কর্মকান্ডকে সামাজিক আন্দোলনে রূপান্তরিত করতে চায়

জলাবায়ু পরিবর্তনজনিত ও অভিঘাত কার্যক্রম

হিমালয় পাদদেশীয় এই অঞ্চলে শৈত্য প্রবাহ এবং খরা দুটোই উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক দূর্যোগ। এছাড়া অধিকাংশ বাড়ীঘর কাঁচা হওয়ার কারণে অগ্নিকান্ড আরেকটি সামাজিক দূর্যোগ। এই সকল দূর্যোগ মোকাবেলা এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত থেকে মুক্তির জন্য পরিবেশ বান্ধব নয়, এমন উদ্যোগ থেকে জনসাধারণকে নিবৃত্তকরণ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম, পুরো জেলায় ব্যাপকভাবে বনায়ন, যত্রতত্র ময়লা আবর্জনা নিক্ষেপ থেকে বিরতকরণ, কালো ধোঁয়া এবং উচ্চ শব্দ পরিহার করণে উদ্বুদ্ধকরণসহ এই জেলাটিকে দেশের শীর্ষস্থানীয় পরিবেশ বান্ধব জেলায় পরিণত করার স্বপ্ন বাস্তবায়নে ইএসডিও দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ।

মজুরীভিত্তিক ও স্বকর্মসংস্থান কার্যক্রম

ক. **ক্ষুদ্রঋণঃ** স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পুঁজি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইএসডিও ১৯৯১ সাল থেকে এই জেলায় ব্যাপকভাবে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। উল্লেখ্য যে, ইএসডিওই ঠাকুরগাঁও জেলায় স্বকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। আগামী দিনগুলোতে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি ক্ষুদ্রউদ্যোগ ও মাঝারী উদ্যোগ কার্যক্রমকে বড় আকারে সহায়তা করা হবে।

খ. **চাকুরী মেলাঃ** দেশের বৃহত্তর নিয়োগকারী প্রাইভেট সেক্টরকে ঠাকুরগাঁও এনে স্বল্প শিক্ষিত থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষিত পর্যন্ত বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে ইএসডিও ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার আউলিয়াপুর ইউনিয়নে একটি চাকুরী মেলার আয়োজন করেছিল। যার মাধ্যমে জি-৪ ও একমি ল্যাবরেটরিজ ২১৫ জন বেকার যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য নির্বাচিত করেছে। আগামী দিনে ইএসডিও প্রতিটি উপজেলায় বছরে কমপক্ষে একবার করে খ্যাতনামা প্রাইভেট সেক্টরকে এনে চাকুরী মেলা চলমান রাখবে।

গ. **আউট সোর্সিংঃ** ইএসডিও'র স্বপ্ন রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষিত যুবক যুবতীদের আউট সোর্সিং কর্মসংস্থান সুনিশ্চিতকরণ। যার ফলে, ঠাকুরগাঁও-এ অবস্থান করেই আউটসোসিং-এর মাধ্যমে তারা ভাল আয় করতে সক্ষম হবে।

ঘ. **দেশীয় ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপযোগী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ** প্রায়শঃই দেখা যায় দক্ষতা না থাকার কারণে সাধারণ মানের চাকুরীর জন্য এই অঞ্চলের স্বল্পশিক্ষিত অথবা স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন যুবক-যুবতীরা ভাল মজুরী থেকে দেশে এবং দেশের বাইরে বঞ্চিত হয়ে থাকে, এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেশীয় ও আর্ন্তজাতিক শ্রম বাজারে শ্রমের ধরণ ও চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় বেকার যুবক যুবতীদের নূন্যতম দক্ষতা উন্নয়ন নিশ্চিত করণে প্রতিষ্ঠা করা হবে ইএসডিও মজুরী ভিত্তিক কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

ঙ. **বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিঃ** বাংলাদেশের যে কয়টি জেলার অধিবাসীদের বিদেশে অভিবাসন একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য তার মধ্যে ঠাকুরগাঁও অন্যতম। ইএসডিও বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে এই অঞ্চলের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার লক্ষ্যে কার্যকর লিংকেজ, প্রশিক্ষণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত উদ্যোগ ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখবে। এখানে উল্লেখ্য, ইএসডিও ইতিমধ্যে লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও নীলফামারী জেলার কয়েকজন বেকার যুবককে পিকেএসএফ'র সহায়তায় বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে।

চ. **নৈপূণ্য বিকাশ কার্যক্রমঃ** ইএসডিও ঠাকুরগাঁও জেলার আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছে অরনি হ্যান্ডিক্রাফটস। নৈপূণ্য বিকাশ কার্যক্রমকে আরও সময়োপযোগী ও বাস্তব উপযোগী করে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল নারীদের কর্মসংস্থানের স্বকর্মসংস্থান ও মজুরীভিত্তিক কর্মসংস্থানের উদ্যোগ নেয়া হবে।

মনিটরিং কার্যক্রম

প্রতিটি কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রতিটি ধাপে ইএসডিও স্থানীয় জনসমষ্টিকে সাথে নিয়ে ইপ্সিত ফলাফলের মাত্রা ও সীমাবদ্ধতাকে চিহ্নিত করে পরবর্তী ধাপ সুনিশ্চিত করবে।

আমাদের স্বপ্ন, সম্মিলিতভাবে ঠাকুরগাঁও জেলাবাসীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের এই প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিবেদিত প্রাণ এই অঞ্চলের রাজনীতিবিদবৃন্দ, সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিবৃন্দ, ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদ ও নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং ইএসডিও'র সকল উন্নয়নকর্মীবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই। জয় হোক তৃণমূল মানুষের।

আলো আমার আলো
আলোয় ভূবন ভরাঃ
ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ প্রতিষ্ঠার গল্প

সেলিমা আখতার
পরিচালক (প্রশাসন), ইএসডিও
ও
অধ্যক্ষ, ইকো পাঠশালা ও কলেজ

ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ ঠাকুরগাঁও জেলা শহরে সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ বছর ইএসডিও'র যেমন সিলভার জুবিলি, ইকো পাঠশালারও তেমনি একযুগ।

শুরুর আগের কথা

ঠাকুরগাঁও-এ এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করবো নাকি ঢাকায় থাকবো এ বিষয়টি নিয়ে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ততা ছিল। কেননা ইএসডিও'র সামগ্রিক মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পর্কে সরেজমিনে আমার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বিয়ের পরপরই নির্বাহী পরিচালকের সাথে ইএসডিও পরিচালিত আদর্শ গ্রাম কার্যক্রম দেখতে যাই দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার বাশুদেবপুর গ্রামে। আমি এসেছি শুনেই একজন বৃদ্ধ মহিলা আমাকে জড়িয়ে ধরে, সাথে করে নিয়ে যায় তার ঘরটিতে। আনন্দের আতিশয্যে কেঁদে ফেলে বলতে থাকে 'আমার কোন ঘর ছিল না, বাড়ী ছিল না, মাথা গোঁজার ঠাই ছিল না। আপনাদের জন্য আজ ঘর পেয়েছি, বাড়ী পেয়েছি, মাথা গোঁজার ঠাই পেয়েছি। আল্লাহ আপনাদের অনেক ভাল করবে।' আমি এই বৃদ্ধার আনন্দাশ্রুতে সেদিন নিজেও কেঁদেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম মানুষের জন্য কাজ করলে এভাবেই করতে হয় এবং সেই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ইএসডিও'র সাথে আছি এবং চিরদিন থাকবো।

২০০০ সালে ইএসডিও সাক্ষরতা উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচীর নতুন মডেল প্রণয়নের দায়িত্ব হাতে নেয়। সমাজকর্মের অধীত জ্ঞান কাজে লাগিয়ে এই মডেল প্রণয়নে নির্বাহী পরিচালকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। হরিপুর উপজেলার তারবাগান গ্রামের নিরক্ষর ও নব্যসাক্ষর দরিদ্র পরিবারগুলো কিভাবে যে একেবারেই আপন হয়ে গিয়েছিল তা ভেবে এখনও আবেগাপ্লুত হই। কতবার যে তারবাগান গ্রামে গিয়েছি, বিভিন্ন পদ্ধতির ট্রায়েল দিয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। অবশেষে যেদিন আমাদের এই মডেলটি ঢাকায় হোটেল

পূর্বানীতে উপস্থাপিত হচ্ছিল এবং তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বাবু সতীশ চন্দ্র রায় ও তৎকালীন সচিব ড. সা'দত হোসাইন এই মডেলটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন, তখন মনে হয়েছিল সত্যিই মানুষের জন্য, দেশের জন্য কিছু করতে পেরেছি।

২০০০ সালেই ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক উচ্চতর প্রশিক্ষণে ছয় মাসের জন্য ডেনমার্কে যান, ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালকের দায়িত্ব দিয়ে যান আমাকে। আমি এই স্বল্পকালীন সময়কালে ইএসডিওতে দু'টো নতুন প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রণয়ন থেকে দাতা সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে কার্যক্রম শুরু করেছিলাম। দু'টো প্রকল্প সবজি ও গো-ইন্টারফিস কেয়ার বাংলাদেশ-ডিএফআইডি'র অর্থায়নে শুরু হয়। সে সময়কালে দিনের পর দিন ঢাকা, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুরে ছোটাছুটি করতে হয়েছে, এমন হয়েছে আগেরদিন গভীর রাতে বগুড়া থেকে এসেই পরেরদিন ভোরে আবার ঢাকা যেতে হয়েছে। কিন্তু কখনও এতটুকু ক্লান্তিবোধ করিনি। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীও পরিবীক্ষণ করেছি নিয়মিত। সে সময়ে দাতাসংস্থা সমূহের অকুণ্ঠ সমর্থন ও কাজের প্রতি স্বীকৃতিদান এবং ইএসডিও'র সহকর্মীদের সর্বাত্মক সহায়তার কথা কখনও ভুলবার নয়।

যেভাবে ইকো পাঠশালার সূচনা

আমার বাবা ছিলেন আমাদের এলাকার নামকরা শিক্ষাবিদ, জামালপুর আশেক মাহমুদ কলেজের দীর্ঘকালীন অধ্যক্ষ সুজায়াত আলী মিয়া। আমার শৈশব, কৈশোর ও তারুণ্যের দীর্ঘ সময় কেটেছে আশেক মাহমুদ কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবনে। আমি খুব কাছ থেকে আমার বাবাকে দেখেছি কি গভীর মমত্ববোধের সাথে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলেছেন। সেই থেকেই নিজের ভেতরেও স্বপ্ন ছিল একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার।

ইএসডিও'র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে পরিচালিত কার্যক্রমের অনেক সুনাম ছিল। বিশেষতঃ ১৯৯৭ সালে ইএসডিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বেসরকারী সংস্থার সম্মাননা অর্জন করে। আমি সে সময়ে পুরোপুরি ইএসডিও'র সাথে যুক্ত হয়ে গেছি। ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী থেকে কৃষি কর্মসূচী সবকিছুই ততদিনে আমি আত্মস্থ করেছি। আমি চিন্তা করে দেখলাম এই শহরে শিশুদের জন্য তেমন কোন মান সম্মত বিদ্যালয় নেই। আমার বড় বোন নাজমা আপা, যিনি ঢাকা শহরে একটি নামী বেসরকারী স্কুলের উপাধ্যক্ষ তার সাথেও কথা বললাম। তারপর প্রস্তাব করলাম নির্বাহী পরিচালকের কাছে। নির্বাহী পরিচালক অত্যন্ত সানন্দে রাজী হলেন। শুরু হলো ইকো পাঠশালা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ। জহুরাতুন নেসা জুসনি নির্বাহী পরিচালকের ছোট বোন। যিনি ইএসডিও'র সূচনালগ্ন থেকেই আছেন। গৌতম দা, ইএসডিও'র শিক্ষা কর্মসূচী দেখতেন এবং প্রয়াত আলো ইসলামকে সাথে নিয়ে ২০০১ সালের ২৩ জানুয়ারী আমরা ইকো পাঠশালার শিশু শ্রেণী দিয়ে যাত্রা শুরু করি। সে সময়ে বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন এ্যাসোসিয়েশনের

সভাপতি ছিলেন প্রয়াত শাহাজাদা মোহাম্মদ আলী। তাঁর সাথে নাজমা আপার ভাল পরিচয় ছিল। নাজমা আপা পাঠশালার প্রাইমার, সিলেবাস, পাঠপরিকল্পনা ইত্যাদি তৈরীতে প্রভূত সহায়তা করেছেন। শাহাজাদা মোহাম্মদ আলী সাহেবও অনেক উৎসাহ যুগিয়েছেন। জুসনি সার্বক্ষণিকভাবে উপাধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেছেন এবং অদ্যাবধি করে যাচ্ছেন এবং শুরুর দিকের শিক্ষিকা মায়া প্রচুর শ্রম দিয়েছেন।

ইকো পাঠশালার সম্প্রসারণ

ঠাকুরগাঁও-এর আপামর জনসাধারণের উৎসাহ ছিল প্রচুর। তাদের উৎসাহে পরের বছর থেকেই পীরগঞ্জ, শিবগঞ্জ ও রুহিয়াতে ইকো পাঠশালার তিনটি শাখা স্থাপন করা হয়।

ইকো পাঠশালা বিকাশ

ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ের কো-অর্ডিনেশন কক্ষটিই মূলতঃ ইকো পাঠশালার ভবন হিসাবে প্রাথমিক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীতে ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির সাথে সাথে পাঠশালা এক পর্যায়ে পুরো ইএসডিও ভবনটি নিয়ে ফেলে। অবশ্য ততো দিনে ইএসডিও নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ইকো পাঠশালার নতুন ভবনে স্থানান্তর

প্রতি বছর ক্লাসের সংখ্যা এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে নতুন ভবনের প্রয়োজনীয়তা তীব্র হচ্ছিল। ইএসডিও এ বিষয়ে অকৃপণ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ঠাকুরগাঁও শহরের প্রাণ কেন্দ্র গোবিন্দনগরে আধুনিক সকল সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত পাঁচতলা ৬২০০০ হাজার স্কয়ারফুটের বহুতল ভবনে প্রতিষ্ঠার এক যুগ পর ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজের কার্যক্রম শুরু হয়েছে ২০১৩ সাল থেকে। ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ মিলিয়ে দেড় সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে অধ্যায়নরত আছে।

ইকো কলেজের আনুষ্ঠানিক যাত্রাঃ ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা

ইকো পাঠশালার গুণগত শিক্ষার উৎকর্ষতা ইতিমধ্যেই এই এলাকার জনগণ কর্তৃক ব্যপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে। গণমানুষের প্রত্যাশা ছিল শহরের মধ্যে কোন বেসরকারী কলেজ নেই, ইকো পাঠশালা যদি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত উন্নীত হয়, সেক্ষেত্রে মান সম্মত শিক্ষার সুযোগ তৈরী হবে। গণআকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপদান করে ২০১১ সাল থেকে ইকো কলেজের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ইকো কলেজে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৮টি বিষয়ে পাঠদান করা হয়।

ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজের সাফল্য

অভিভাবকদের এবং সুশীলসমাজের দৃষ্টিতে ইকো পাঠশালার শিশুদের আলাদাভাবে চেনা যায়, তাদের সুন্দর হাতের লেখার জন্য, সাবলিলভাবে নিজেকে উপস্থাপনের জন্য। শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিরলস প্রচেষ্টায় শুধু কেন্দ্রীয় ইকো পাঠশালাই নয়, বরং শীবগঞ্জ, পীরগঞ্জের মতো শাখাগুলোও পরীক্ষার ফলাফলে ঈর্ষনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। কো-কারিকুলাম কার্যক্রমে জেলার শীর্ষতম পর্যায়ে ইকো পাঠশালা ও কলেজের অবস্থান। দীর্ঘ নয় বছর ধরে ইকো পাঠশালা জেলা পর্যায়ের স্বাধীনতা দিবসের সম্মিলিত অনুষ্ঠানে প্রথম স্থান ধরে রেখেছে। প্রতিষ্ঠার পর পরই দু'বার অংশ নিয়ে দু'বারই ইকো কলেজও প্রথম স্থান অর্জন করেছে। সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে, বিজ্ঞান মেলায়, ক্রীড়া ক্ষেত্রে সর্বত্রই ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ ঠাকুরগাঁও জেলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শীর্ষতম। এই কৃতিত্ব আমার টীমের - যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় ধারাবাহিকভাবে এই সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে।

কিছু স্মরণীয় স্মৃতি

তত্ত্ববধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমেদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, প্রথিত যশা অর্থনীতিবিদ ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, দেশবরেণ্য শিক্ষাবীদ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ড. আহমেদ কামাল, ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সব্যসাচী কবি সৈয়দ শামসুল হক, আনোয়ারা সৈয়দ হক, কবি আসাদ চৌধুরী প্রমূখ দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গ ইকো পাঠশালা পরিদর্শন করেছেন - প্রশংসা করেছেন। এছাড়া, World Food Programme (WFP)'র ইন্টারন্যাশনাল ডেলিগেশন টীমের সম্মানে ইকো পাঠশালার শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় রংপুরে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি ইন্টারন্যাশনাল ডেলিগেশন টীম কর্তৃক উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল। বিশেষতঃ **Christa Rader ,** Representative, World Food Programme (WFP), Bangladesh যেভাবে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছিলেন, নিঃসন্দেহে এটি আমাদের উজ্জ্বল স্মৃতি।

আমরা কি চাই

শিশুরা আলোকিত মানুষ হবে। শুধু তোতাপাখির মত পুঁথিগত বিদ্যা নিয়ে নয় বরং মানবিক গুণাবলীতে বিকশিত হবে। ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে এবং অবশ্যই শিক্ষার চর্চা অব্যাহত রাখবে। শিক্ষার আরেক নাম আলো - সে আলোয় তারা আলোকিত হবে। তাদের দক্ষতা ও যোগ্যতা হবে আর্ন্তজাতিক মানের। একদিন তাদের সাফল্যে সব অন্ধকার ঘুচে যাবে - তাদের অর্জনে আমরা মুগ্ধ শ্রোতা হবো-এটিই আমাদের চাওয়া।

আগামী দিনের পরিকল্পনা

গুণগত শিক্ষার মানকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে উন্নীত করণ। যেন বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর 'রোল মডেল' হিসেবে ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত হয়। নিকট ভবিষ্যতে ইকো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রচলিত বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর মত নয়, কবিগুরুর শান্তি নিকেতনের মত। জ্ঞান ও প্রযুক্তির চর্চায় মুখরিত হবে এই জনপদ।

যাদের কাছে কৃতজ্ঞ

ইএসডিও'র কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর প্রয়োজন নেই। ইকো পাঠশালা, ইকো কলেজ এবং ইএসডিও বিনিসুতোর মালায় গাঁথা। কৃতজ্ঞতা জানাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী বাবু রমেশ চন্দ্র সেন এমপিকে। তিনি ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজের জন্য পাঠদানের সরকারী অনুমতি সুনিশ্চিত করেছেন। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্যারকে। যিনি সব সময় ইকো পাঠশালা ও কলেজের খোঁজ খবর রাখেন। ঠাকুরগাঁও-এর সরকারী কর্মকর্তা, সকল রাজনীতিবিদ, সামাজিক নেতৃবৃন্দ, গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দকে, যাদের অকুণ্ঠ সমর্থন ইকো পাঠশালাকে শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়েছে। সর্বোপরী ইকো পাঠশালা, ইকো কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী, অভিভাবকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীদের। যাদের সমন্বয়ে আমাদের পথচলা।

ইএসডিও পরিবারে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে গর্ব অনুভব করি ও ধন্য

আবু আজম নুর
এ্যাডভাইজার, ইএসডিও

বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ণ সংস্থার ক্ষেত্রে ইকো-সোশ্যাল ডেভলাপমেন্ট অর্গনাইজেশন (ইএসডিও) একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। বাংলাদেশের বিশেষতঃ উত্তর জনপদের সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, বেকার সমস্যায় জর্জরিত, আর্থ-সামাজিকভাবে অবহেলিত ও অবক্ষয়যুক্ত, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় বিমূখ জনগণের জন্য ইএসডিও কাজ করে আসছে।

হাতেগোনা ক'জন তরুণ লোকবল নিয়ে শুধুমাত্র মানব সেবায় উজ্জীবিত হয়ে ইএসডিও যাত্রা শুরু করে, যা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসাবে জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে স্বীকৃত।

সঠিক নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা উন্নয়নের পূর্বশর্ত। যার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতায় ইএসডিও জাতীয় ও আর্ন্তজাতিকভাবে খ্যাত তিনি হলেন ইএসডিওর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তার যুগোপযোগি দিক নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত, আচরণ ও কর্মস্পৃহা উন্নয়ন কর্মীগণের মাঝে প্রেরণা যোগায়, ফলশ্রুতিতে ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়। অনেক প্রতিকূল অবস্থার মোকাবেলা করে উন্নয়ন কর্মীদের সহযোগিতার মাধ্যমে ইএসডিও একটি মানসম্মত বেসরকারী সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব লাঘব করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অবদান সহ দেশের অর্থনীতিতে ইএসডিও'র অবদান অপরিসীম। ইএসডিও সুবিধাবঞ্চিত জনগণের পাশাপাশি এতদঃঅঞ্চলে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে একাট বিশেষ অবদান রাখছে বলে আমি বিশ্বাস করি। ইএসডিও বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে জাতীয় অর্থনীতিতে ও সামাজিক পরিবর্তনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে।

মানব সেবার লক্ষ্যে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রার্থী মানুষের জন্য ইএসডিও প্রতিষ্ঠা করেছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক চিকিৎসা ব্যবস্থা। দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার জন্য আমি ইএসডিও'র নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ইএসডিও পরিবারে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরে গর্ব অনুভব করি ও ধন্য। ইএসডিও'র ২৫ বছরপূর্তির মাহেন্দ্রক্ষণে পরম করুণাময় আল্লাহু রাব্বুল আলআমীণের দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া আদায় করছি। সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। ইএসডিও'র সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সফলতা কামনা করছি।

স্মৃতিময় দিনগুলো

কে.এন সরকার
সিপিসি, ইএসডিও

মানুষ কর্ম এবং তার কীর্তির মধ্যেই বেঁচে থাকে ও বড় হয়। যদি সত্যিকার অর্থে সে কাজ হয় মানুষের কল্যাণের জন্য। ক'জন মানুষ কল্যাণের জন্য ভাল কাজ করে? উন্নয়ন ভাবনায় প্রথমেই এমন একজন মানুষের কথা দিয়ে স্মৃতিচারণ করতে যাচ্ছি। তিনি হলেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ও প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। ইএসডিও ৩ এপ্রিল, ২০১৩ তারিখে পঁচিশ বছরে পদার্পন করেছে। শুরুর দিকের কিছু কথা দিয়ে আরম্ভ করছি । ১৯৮৫ সালের দিকে আমার বড় ভাই সরকারী চাকুরীজীবি হিসেবে ঠাকুরগাঁও রোড থেকে কলেজ পাড়ায় ভাড়া বাসায় (যেখানে ইএসডিও'র বর্তমানে ইকো-পাঠশালার একটি ইউনিট) চলে আসে। একটি ইউনিটে আমরা এবং আরেক ইউনিটে ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আব্দুল মোমেন থাকতেন। আমি ও স্বপন কুমার সাহা (অনিতা বৌদির ভাগিনা) দাদার ঐ বাসাতেই থাকতাম। বাসার সামনে বিরাট একটি শিমুল গাছ ছিল। কলেজপাড়ার মধ্যে আর কোন বাড়ী ঘর ছিল না বললেই চলে। বাড়ীটি অগ্রণী ব্যাংকের তৎকালীন ম্যানেজার মোঃ আশরাফ সাহেব করেছিলেন। পরে তিনি অবশ্য জিএম পর্যন্ত পদোন্নতি পেয়েছিলেন।

কলেজ পাড়ায় এসে আমার সাথে অনেকের প্রথম পরিচয় হয়। নতুন জায়গা হিসেবে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল - এখানে তেমন কোন দোকানপাট বা বাজার ছিল না। দোকান বলতে সুধীরদার চায়ের ষ্টল আর রাজুর মুদিখানার দোকান। আমি তখন ঠাকুরগাঁও কলেজে প্রথম বর্ষে পড়ি। বাসা থেকে বেরুলেই কলেজ আর কলেজের সাথেই কলেজপাড়া বাজার। খোলামেলা পরিবেশ, নগরের তেমন ছোঁয়া লাগেনি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সুধীরদার চায়ের ষ্টলে আড্ডা বসতো। একজন মানুষকে দেখতাম প্রতিদিন সন্ধ্যে হলেই আড্ডায় বসে যেতেন নানা রকম কাগজ কলম সাথে নিয়ে। উপস্থিত থাকলে এই আড্ডার নেতৃত্ব দিতেন মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। আড্ডা চলতো রাত অবধি এবং এই দলের অন্যান্য সভ্যগণ ছিলেন শীতেন্দ্র নাথ রায় (বর্তমানে অন্য এনজিও'তে কর্মরত), মোঃ কামরুজ্জামান (বর্তমান যুব উন্নযন কর্মকর্তা), যামিনী কুমার রায়, বর্তমান ডিপিসি (প্রধান কার্যালয়, ইএসডিও), নিত্যানন্দ গোস্বামী (বর্তমানে স্কুলের শিক্ষক), মিন্টু জারিয়েল (বর্তমানে এনজিওতে কর্মরত), এটিএম মাসুদুল ইসলাম চঞ্চল (বর্তমানে ইএসডিওতে কর্মরত), জিল্লুর রহমান কল্লোল (বাড়ী টাংগাইল), মোঃ শাহীন (বর্তমানে ঔষধ কোম্পানী কর্মরত), কামরুল ইসলাম (বাড়ী নাটোর), বিকাশ সরকার (তিনি বর্তমানে ইহলোকে নেই), মোঃ

সাইফুল ইসলাম (তিনিও পরলোকে), মোঃ রিপন (বাড়ী টাংগাইল) ও স্বপন কুমান সাহা (বর্তমানে ইএসডিওতে কর্মরত) সহ আরও অনেকে। আলোচনার প্রতিবাদ্য বিষয় থাকতোঃ তৎকালীন চলমান প্রেক্ষাপট, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও সমকালিন বিষয় ইত্যাদি। প্রথম দিকে আমার তেমন আড্ডার অভিজ্ঞতা ছিল না। মাঝে মাঝে তাদের সাথে বসতাম আর শুনতাম। এরই মধ্যে সবার সাথে সখ্যতা ও ঘনিষ্টতা গড়ে উঠলো। আড্ডার কর্মকান্ড ও কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশ নিতে লাগলাম।

বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য প্রথম কাজ সাপ্তাহিক পত্রিকা ''প্রতিক্ষা'' প্রকাশ। আমার মনে আছে, প্রতিক্ষার স্বল্প পরিসরে ও বাস্তবনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনে ঠাকুরগাঁও-এ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। 'প্রতিক্ষা'য় একটি সংবাদ প্রকাশিত হলো -''বিএডিসি তে ব্যপক অনিয়ম'' শিরোনামে। সংবাদ প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে বিএডিসি'তে কর্মরত কর্মকর্তাগণ আমাদের প্রতি দারুণভাবে অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু ঘটনা সত্য হওয়ায় তাদের কিছু করারও ছিলো না। তারা আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, আমাদের বয়স কম, ছাত্র মানুষ সুতরাং লেখাপড়ায় মনোযোগ দেওয়াই কর্তব্য। কিন্তু কোন ফল হলো না। কারণ আমরা যে ক'জন ছিলাম তাদের কেউ পিছু হটার পাত্র নই। সবচেয়ে বড় কথা হলো আমরা বয়সে তরুণ হলেও নীতিবোধ ছিলো কঠোর, প্রত্যেকে সমাজ সচেতন। বলতে দ্বিধা নেই আমাদের ভিতরকার এই নীতিবোধ ও সচেতনতার বিকাশ ঘটিয়েছিলেন দূরদর্শী ও বলিষ্ট নেতৃত্বের অধিকারী জনাব শহীদ উজ জামান। আমাদের মধ্যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হওয়ার মানসিকতার জন্ম তার হাত ধরেই। আমাদের এই যে গঠনমূলক আড্ডা তার প্রাতিষ্ঠাকি নাম দেয়া হলো ''হযবরল''। এখানে হযবরল মানে বিশৃখলা নয়। হযবরল একটি মননশীলতার প্রতীক ও সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার নাম। হযবরল'র অনেক কর্মকান্ডে বাইরে থেকে এলাকার মানুষ চিন্তিত হতো। তারা মনে করতো, ছেলেগুলো মনে হয় বখাটে বনে গেছে। কিন্তু মানুষের এই চিন্তা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। হযবরল'র কর্মকান্ড প্রসার লাভ করলো। চারদিকে নাম ছড়িয়ে পড়লো। অনেক সুধীজন /এলাকার গন্যমান্য লোকজন মন্তব্য করতো - তারা তো ভালই কিছু করছে। ইতিমধ্যে আমাদের আরও দায়িত্ব বেড়ে গেল - এলাকায় ছোট-খাটো বিচার ও বিবাদ মিমাংসা করার, আজকে এই দ্বন্দ্ব নিরসন, কালকে সেই বিচার ও নিস্পত্তি ইত্যাদি। পাশাপাশি সামাজিক কর্মকান্ডের প্রসারও বেড়ে গেল। পুরোনো সে দিনের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ে, কলেজপাড়ায় তখন প্রচুর জুয়া খেলা হতো। অনেক চেনামুখ নিঃস্ব হয়ে যেতো। হযবরল-এর মাধ্যমে সমস্ত জুয়ার আড্ডা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল। সমগ্র এলাকা যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছিল আমাদের এই সকল উদ্যোগে।

শহীদ উজ জামান সত্যিকার অর্থে - একজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ও স্বপ্নদ্রষ্টা সিংহ পুরুষ। কারণ, তখন থেকে সামাজিক কার্যক্রম হিসেবে শুভ সুচনা হয় “এসো কিছু শিখি”-র। যার

মাধ্যমে ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজ শহীদ মিনার চত্তরে প্রতিদিন স্কুলগামী শিশুদের জন্য চালু করা হয় সুন্দর হাতের লেখা চর্চা এবং শুদ্ধভাবে বাংলা লেখার চর্চা' ।

শুধু তাই নয়, কলেজপাড়ায় কোমলমতি শিশুদের মধ্যে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলা ও এসো কিছু শিখি'র ধারাবাহিকতা ও তীব্র প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিতেই তিনি একটি পাঠাগার প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন। যার ফলশ্রুতিতে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন, **'মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী স্মৃতি পাঠাগার'**। পাঠাগারের কোন ঘর-দুয়ার নেই, নিজেদের সংগ্রহে ও অন্যান্যদের দানে কিছু বই সংগ্রহ হয়ে গেল। এর পাশাপাশি জমি গ্রহণ, ঘর নির্মাণ ইত্যাদি কাজ চলতে থাকলো। কাজের ভাগ করে সবাই একটু একটু করে দায়িত্ব নিল। প্রথমে জমি গ্রহণ - কলেজ পাড়ায় ডায়াবেটিক হাসপাতাল সংলগ্ন উত্তর পাশে ২০ শতক জমি সরকারের কাছ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আবেদন করা হলো। এরই মধ্যে সভাপতি মহোদয়ের বলিষ্ঠ পদক্ষেপে প্রচুর বই সংগ্রহ করা হলো। বই পেলাম জাতীয় গ্রন্থ থেকে এবং এর সাথে সাথে পাওয়া গেল তিন মাসব্যাপী কর্মী/লাইবেব্রীয়ান প্রশিক্ষণ।

এরই মধ্যে আমি 'টাংগন বিজ্ঞান সংসদ' এর সদস্য হলাম, টাংগন বিজ্ঞান সংসদ ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত। যারও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। এই সংসদ ১৯৮৬ সালে জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলায় অংশ নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার পেল। ঠিক পরের বছরও ১৯৮৭ সালের নভেম্বর মাসেও অংশ নিয়ে আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় হলাম। নিয়ম অনুযায়ী প্রথম যিনি হবেন, তিনি জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান মেলায় অংশ নেবেন। বিজ্ঞান মেলা এলে কাজের পরিধি বেড়ে যায়। সকল অংশগ্রহণকারীকে সংগঠিত করে অংশ নেয়া এবং উপস্থিত বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করানো - এগুলো ছিল অন্যতম কাজ। আমাদের এই প্রতিষ্ঠান একবার জাতীয় বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ ক'রে প্রজেক্ট উদ্ভাবন করে সুনাম অর্জন করেছিল।

জনাব মুহম্মদ শহীদ উজ জামান তখন ঢাকা কলেজ সমাপ্ত করে সবেমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্র। তিনি ঠাকুরগাঁও এলেই এই কর্মকান্ড গুলো বেশী হতো। ঢাকায় পড়াশুনা করলে কি হবে, তাঁর সদিচ্ছার কোন ঘাটতি ছিল না। প্রয়োজনে ঢাকা থেকেই পরামর্শ ও উপদেশ নেয়া হতো। কলেজ পাড়ায় আমাদের গ্রহণযোগ্যতার জন্য ও সংগঠিত হওয়ার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন, 'যুব উন্নয়ন সংস্থা'। যুব উন্নয়ন সংস্থার লক্ষ্য ছিল - এলাকার মানুষের মধ্যে সুসম্পর্ক তৈরীতে সহায়তা, বিশেষতঃ কলেজপাড়ার যুবকদেরকে জাগ্রত ও সংগঠিত করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক (এলাকার বিরোধ নিষ্পত্তি) কাজ হাতে নেয়া এবং এলাকার শান্তি-শৃংখলা আনয়ন করা, সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থেকে যুবকদের বিরত রাখা, মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখা। বাবু, সিরাজুল, রাখাল, পাপন, সিদ্দিক (বর্তমানে ইহলোকে নেই) তারা আমাদের সদস্য হলেন। রথিনদার বাড়ীতে একটি ঘর ভাড়া নেয়া হলো মাত্র ৪০০/- টাকায়। এখান থেকেই সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হতে থাকলো। রথিনদা অবশ্য অন্যান্য অনেক সহযোগিতা করেছিলেন।

ঐ বাসা থেকে আমরা প্রথম দিকে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, গল্প বলা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মসূচী বাস্তবায়ন করি। একদিন অবশ্য ঐ বাঁশের জীর্ণ কুটিরে দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ স্যারের পদধূলি পড়লো। তিনি তখন ঢাকা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক (বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা)। তাঁকে পেয়ে আমাদের অনুপ্রেরণা আরও বেড়ে গেল। বিশেষ করে আরও একজন ব্যাক্তিত্বের কথা না বললে আমার অতৃপ্তি থাকবে, তিনি হলেন জনাব মোঃ মাহবুবুল ইসলাম (বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-সচিব ও আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বড় ভাই)। তিনি সব সময় আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিতেন। সরকারের কর্মকর্তা হয়েও তিনি সব সময় সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষকে কিভাবে সংগঠিত করা যায় এবং তাদের উন্নয়ন করা যায় সে পরামর্শ দিতেন। সে সময় আমরা আরও অনেক স্বনামধন্য ও বরেণ্য ব্যক্তিদের পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম ।

১৯৮৮ সাল, ভয়াবহ বন্যার বছর। এই সময়ে আমাদের নেতা, আমাদের পরিচালক, নির্দেশক জনাব শহীদ উজ জামান তখন ঠাকুরগাঁও-এ অবস্থান করছিলেন। কলেজ পাড়ার পুরোটা ছিল পানির নীচে, একহাঁটু পানির তলে গোটা পাড়ার অবস্থান। কলেজ পাড়ার পূর্বঅংশের ভাসমান লোকজন গরু, ছাগল নিয়ে একেবারে ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজে আশ্রয় নিল। বিশেষ করে যাদের কাঁচা বাড়িঘর ছিল তারা সপরিবারে চলে এলো। আমরা তখন রাত্রে সকলকে দেখার জন্য বের হলাম। দেখা গেল সারা দিন ধরে লোকজন অভুক্ত। মানবেতর জীবন যাপন। খাবারের কোন ব্যবস্থাই তারা করতে পারেনি। কি ভাবে আশ্রয় নেবে, কিভাবে রাত কাটাবে তার কোন ঠিক নেই। সবাই কান্নাকাটিতে অস্থির কারণ এই ধরনের বন্যা ঠাকুরগাঁওবাসী পূর্বে কখনও দেখেনি। এই অবস্থা দেখে আমাদের মধ্যে চেতনা কাজ করলো যে, এদের জন্যে কিছু করতেই হবে।

আমাদের প্রদর্শক-নির্দেশক, আলোর দিশারী মুহম্মদ শহীদ উজ জামান একটা পথ বের করলেন, তাহলো সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে তাদের জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করা। প্রায় ৩৫০০/- টাকা সংগ্রহ করে রাত্রেই গুড় ও মুড়ি, চিড়া কেনা হলো এবং তাৎক্ষণিকভাবে নামের তালিকা করে শুরু হলো বিতরণ কার্যক্রম। সামান্য হলেও দু'দিনের খাবার ব্যবস্থা করা গেল। এরপর বন্যার পানি কমতে শুরু হওয়ায় চারিদিকে শুরু হলো ডায়রিয়া ও পানীয় জলের সংকট। ডায়রিয়া থেকে পরিত্রানের জন্য আমরা স্ব-উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করে বিশেষ করে ঠাকুরগাঁও হাসপাতাল থেকে বেশ কিছু ওর স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধ করা ট্যাবলেট সংগ্রহ করলাম। পাশাপাশি ভিএইচএসএসও অত্র এলাকার জন্য প্রচুর পরিমান ওআরএস ও পানি বিশুদ্ধ করণ ট্যাবলেট প্রদান করলো । এদিকে পানি নামতে শুরু করায় আবার যে যার বাড়ি ফিরতে শুরু করলো।

তখন শহীদ উজ জামান ঘোষণা করলেন, যে কাজটা আমরা করেছি, সেটা স্থায়ী কোন কাজ বা সমাধান নয়। সত্যিকার অর্থে, মানুষের জন্য কিছু করা দরকার ও বানভাসী

মানুষের পাশে এসে দাঁড়ানো দরকার। বানভাসী মানুষ নিজেদের আবাসস্থলে ফিরে গেলেও তাদের একটা প্রাণের দাবি ছিল তাদের জমিতে ধান লাগাতে হবে, ঋণের ব্যবস্থা করা যায় কিনা? তিনি নিজেদের সর্বশেষ সঞ্চিত ১৪,০০০/- (চৌদ্দ হাজার) টাকা ২৮ জনের মধ্যে প্রত্যেককে ৫০০/- টাকা হারে ঋণ (ধার) এর ব্যবস্থা করে দিলেন। শর্ত ছিল ধান ওঠার পর সব টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে। সত্যি সত্যি পুরো টাকাটাই ধান ওঠার পর তারা ফিরিয়ে দিয়েছিল। নির্দ্ধিধায় বলতে পারি, মানুষের কল্যাণে দীর্ঘস্থায়ী কিছু করতে না পারলে, তিনি যেন কোন মতেই তৃপ্ত হতেন না। মানুষের কল্যাণে দীর্ঘস্থায়ী কিছু করার তাড়না থেকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করলেন, বেসরকারী আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বা এনজিও যার নাম দেয়া হলো **'ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)'**। এনজিও করতে গেলে অনেক কাজ করতে হবে। সরকারী সমাজ সেবা থেকে রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করতে হবে। আনুসাঙ্গিক অনেক কাজ করতে হবে। এসব কাজ আমাদের পরিচালক তখন ভাগ করে দিলেন। ঠিক হলো অফিস হিসেবে আমাদের বাড়ীটা (বর্তমানে ইকো পাঠশালার পার্শ্বে বীরেনদার বাসায়) ব্যবহার করা হবে।

রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনপত্র সমাজ সেবা অফিসার জনাব মোঃ হাফিজ স্যারের পরামর্শে ও সহযোগিতায় জমাদান করা হলো। হাফিজ স্যার-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় ইএসডিও'র রেজিস্ট্রেশন পেলাম। রেজিস্ট্রেশনতো হলো কিন্তু আমরা তখনও এনজিও'র কর্মকান্ড সম্পর্কে কিছুই বুঝি না বা জানি না। তবে আমাদের যে কী আনন্দ তার শেষ নেই।

সকল কাজের ক্ষেত্রে আমাদের পথ প্রদর্শক ও নির্দেশক জনাব জামান ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের সমাজ কল্যাণ ইনিষ্টিটিউটের ছাত্র হওয়ায় সমাজকল্যাণ মূলক কি কি কাজ গ্রহণ করা হবে সেগুলি তিনি চিহ্নিত করলেন, কাজগুলি হবে সম্পূর্ন স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে; কাজগুলো হবে একটি ফ্রি-কোচিং সেন্টার, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা, স্যালাইন বিতরণ, কলেজপাড়ায় দুটি সমিতি পরিচালনা (কলেজ পাড়া সমিতি-১ যার সদস্য সংখ্যা ২৫ জন ও কলেজ পাড়া সমিতি-২ যার সদস্য ৫০ জন) ও এলাকায় যুব উন্নয়ন কার্যক্রম, বিজ্ঞান মেলায় অংশগ্রহণ, পাঠাগার পরিচালনা ইত্যাদি।

সর্ব প্রথমে পূর্ব আক্‌চা গ্রামের ডাক্তার পাড়ায় (বর্তমানে লোকায়ন যাদুঘরের পাশের গ্রামে) এলাকার পঞ্চানন রায়, রনজিৎ বাবু, বিপ্লব বাবু, উদয় বাবু, পংকজ বাবু এদের সম্বন্বিত প্রচেষ্টায় একটি ফ্রি-কোচিং সেন্টার চালু করা হলো। নিয়ম হলো প্রতিদিন সকালে সপ্তাহে তিন দিন স্কুল পড়ুয়া ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য কোচিং দেয়া। আমাদের গুরু যখন ঠাকুরগাঁও-এ আসবেন তখন মাঝে মধ্যে তিনিও দুই একটি করে ক্লাস নেবেন। দুটি সমিতি গঠিত হলো, জোহুরাতুন নেছা (জুসনি)-কে কলেজ পাড়া-১ সমিতি ও অনিতা রানী সরকার (বীরেনদার সহ-ধর্মিনী)-কে কলেজপাড়া-২ সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হলো। দ্বিতীয় প্রকল্প কর্মসূচী হিসেবে কৃষি ঋণ চালু করা হলো। কৃষি ঋণ মানে ধান মৌসুমে ধান লাগানোর

পূর্বে টাকা দেয়া হবে এবং মৌসুম শেষে তা ফেরত নেয়া হবে। এই ব্যাপারে পরামর্শ নেয়া হলো জনাব মোঃ কামরুজ্জামান (বর্তমানে জিসি সদস্য) এর নিকট থেকে। ইতিমধ্যে আমাদের অফিস হিসেবে কলেজপাড়ায় একটি বাড়ী (ইকো পাঠশালা) গোটাটা ভাড়া নেয়া হয়েছে ১৮০০/- টাকায়। ভাড়া নিয়ে একটি কক্ষ অফিস হিসেবে রেখে, বাকী রুম গুলো হোষ্টেল প্রজেক্ট শিরোনামে ভাড়া দেয়া হলো। এর মাঝে নির্বাহী পরিচালক তার পড়াশোনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলের ৪২০ রুমে (যেখানে তিনি থাকতেন) চলে গেলেন। গৃহীত সব পদক্ষেপ ও প্রকল্পসমূহ ভালভাবে চলতে থাকলো কিন্তু স্বল্প পরিসরে; তহবিল ছাড়া কি সংস্থাকে বড় করা যায়? ঠাকুরগাঁও এর মানুষের জন্য আরও কিছু করতে হলে আরও তহবিলের প্রয়োজন।

১৯৯১ সালের গোড়ার দিকে পত্রিকায় নজরে পড়লো ক্ষুদ্রঋণ দেওয়ার জন্য পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ঋণ দেওয়ার জন্য ছোট ছোট এনজিওকে অর্থায়ন করবে। ফাউন্ডেশন বরাবরে আবেদন করলেন আমাদের নির্বাহী পরিচালক। আবেদন করার তিন মাসের মধ্যে সত্যি সত্যি পিকেএসএফ-এর প্রথম কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাহবুবুল ইসলাম খান পরিদর্শনে এলেন। পরিদর্শনের সময় তিনি কলেজপাড়াস্থ সমিতি ও অফিস পরিদর্শন করে আমাদেরকে এইটুকু বলেন গেলেন, ঠাকুরগাঁও এর সমাজ সচেতন, উদ্যোমী, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া কল্যাণকামী তরুণদের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয় ও অতুলনীয়। মানুষের কল্যাণের জন্য তারা যে কিছু করতে চায়, সেটা তিনি বিবেচনায় রেখে ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকার প্রথম ঋণ বরাদ্দ করার প্রস্তাব দিলেন।

পরবর্তীতে পিকেএসএফ'র প্রাক্তন ও প্রথম ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বদিউর রহমান স্যার ঠাকুরগাঁও-এ পরির্দশনে এসে আমাদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে ৫০,০০০/- টাকা ঋণ মঞ্জুর করলেন। এই ঋণ পাওয়ার পর আমরা যতখানি না আনন্দ ও প্রসস্তিবোধ করলাম তার চেয়ে সমস্যায় পতিত হলাম বেশী। কারণ দু'মাসের মধ্যে ৫০,০০০/- টাকার মধ্যে মাত্র ২৬,০০০/- টাকা বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে। বাকী টাকা আর বিতরণ করতে পারা সম্ভব হলো না। কেউ ঋণ নিতে আগ্রহী নয় বা ঋণের ঝামেলার মধ্যে কেউ যেতে চায় না। মোঃ কামরুজ্জামন (যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা ও জিসি সদস্য) হিসাব নিকাশ প্রস্তুতকরণ ও সংরক্ষনে যথেষ্ট সহযোগিতা করলেন। অবশেষে, আমরা জয়ী হলাম এবং এ ভাবেই আমাদের জয়যাত্রা জোরেশোরে শুরু হলো।

এরপর অন্যান্য কর্মসূচীও অর্ন্তভূক্ত হতে শুরু করলো। ইতিমধ্যে আমাদের নিজস্ব তহবিল দ্বারা পরিচালিত ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার ২নং আখানগর ইউপিতে অন্তর্ভূক্ত হলো পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী। ৮৭০ জন সক্ষম দম্পতি নিয়ে কাজ করতে হবে। ইতিমধ্যে ১৯৯১ সালে আরেকটি নতুন কর্মসূচী যুক্ত হলো 'কমিউনিটি স্যানিটেশন সেন্টার (সিএসসি)', কাজ হবে ঠাকুরগাঁও পৌরসভার ০৩ নং ওয়ার্ডে স্যানিটেশন ল্যাট্রিন বিতরন

ও স্বাস্থ্য সচেতনতার উন্নয়ন। সিদ্ধান্ত হলো নেদারল্যান্ড ও বাংলাদেশ সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)-এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় পরিচালিত প্রকল্পটি পরিচালনা করবেন সাতজন কর্মীকে সাথে নিয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান জনাব সোলায়মান আলী সরকার।

এখন আমরা কর্মসূচী সপ্রসারণ এর ক্ষেত্রে কিছুটা অভিজ্ঞ হয়েছি। এই পর্যায়ে তিনটি (ঠাকুরগাঁও রোড, আউলিয়াপুর ও কলেজ পাড়া) শাখা খোলা হলো। কর্মসূচীর সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় ১৯৯২ সালের শেষের দিকের ইএসডিও দাতা সংস্থা ''সাউথ এশিয়া পার্টর্নারশীপ-বাংলাদেশ এর নিকট "আফলিফটমেন্ট অফ রুরাল পুওর থ্রু হিউম্যান রিসোর্স এন্ড ইনফাম জেনারেশন প্রোগ্রাম'' শীর্ষক প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য আবেদন করে। আবেদনের প্রেক্ষিতে জনাব মাহবুবুল ইসলাম ইএসডিও পরিদর্শনে এলেন। তিনি উদ্যোগী তরুণদের কর্মকান্ড দেখে উৎফুল্ল হলেন এবং অনুদান দেয়ার জন্য একধরণের আশ্বাসও দিলেন। ঢাকাস্থ 'সাউথ এশিয়া পাটর্নশীপ-বাংলাদেশ'-এর জনাব শফিকুল ইসলাম জামান স্যারের ডিপার্টমেন্টের বড় ভাই হিসেবে বিদেশী অনুদান পাওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট সহযোগিতা করলেন। আমরা প্রথম বিদেশী অনুদান পেয়ে গেলাম, বিদেশী অনুদান পাওয়ায় এনজিও ব্যুরোর অনুমতি ও রেজিষ্ট্রশনের জন্য আবেদন করা হলো।

আবেদন করার ১৫ দিনের ব্যবধানে হঠাৎ দেখি ঠাকুরগাঁও-এর জনৈক এনএসআই কর্মকর্তা আমাদেরকে খুঁজছেন। আমি তখন ঠাকুরগাঁওয়ে আর মুহাম্মদ শহীদ উজ জামান ঢাকায়। এনজিও ব্যুরোর রেজিষ্ট্রেশন একটু ভিন্ন। এখানে নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সকলের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবন বৃত্তান্ত সংক্রান্ত গোপন প্রতিবেদন তাদেরকে প্রেরণ করতে হয়। সে জন্য নির্ধারিত ছকে তাদের সকলের গোপন প্রতিবেদন প্রেরণ করার নিমিত্তে আমাকে রীতিমতো জেরার মুখে পড়তে হয়েছিল, আমার জীবনে কোন পরীক্ষাও এত কঠিন মনে হয়নি। জামান স্যারের আব্বা মোঃ জয়নাল আবেদীন ও মোঃ মাহাবুবুল ইসলাম (জামান স্যারের ভাই)-এর সহযোগিতায় অল্প দিনের মধ্যে রেজিষ্ট্রশনের যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা হলো। কলেজ পাড়ার সুধীজনরাও বেশ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন। ঠাকুরগাঁও-এর তৎকালীন সমাজ কল্যাণমন্ত্রী রেজওয়ানুল হক ইদু চৌধুরীর পরিবার বিশেষ করে সুভ, নম্র, তার মা আমাদের জন্যে অনেক সহযোগিতা করলেন।

কর্মকান্ড ও কর্মসূচী বেড়ে যাওয়ায় আমাদের প্রথম ব্রশিউর বের করা হলো, 'এ ক্যারাভান ফর পোভারটি এ্যালিভিয়েশন' শিরোনামে। এরপর শুরু হলো ভালভাবে পথচলা। চলার পথের অনেক সাক্ষী আমাদের পরিচালক(প্রশাসন) সেলিমা আখতার। তার অনুপ্রেরণা আমাদের পাথেয়। এক পর্যায়ে ইএসডিও ঠাকুরগাঁও অঞ্চল নয়, তার গন্ডি পেরিয়ে অন্য জেলায় বিস্তৃত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। প্রতি বছর নতুন নতুন প্রকল্পও যোগ হলো। ইএসডিও তার শক্তি ও সামর্থ দিয়ে প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে হাত দিল। সেই যে

পথচলা শুরু ১৯৮৮ থেকে ২০১৩ সাল। আজ ইএসডিও'র ২৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। সিলভার জুবিলী বৎসর। গত ১০ বছর আগে একবার রচনা প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে মন্তব্য লিখেছিলাম ক. প্রকল্প থাকবে-৪০/৫০ টি, খ. ঠাকুরগাঁওয়ে থাকবে দশতলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, গ. ঢাকায় থাকবে ইএসডিও'র ২০ তলা বিশিষ্ট অফিস ভবন, ঘ. আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় শুধু দেশে নয় বিদেশেও সমাদৃত হবেন, ঙ) ইএসডিও দেশ ও বিদেশ থেকে অনেক পুরস্কার লাভ করবে এবং চ) ইএসডিও'র অনেক বড় দক্ষ ও কর্মঠ কর্মী বাহিনী থাকবে।

সত্যি সত্যি সে স্বপ্ন ও দূরদর্শিতা আজ সার্থক হয়েছে। আমাকে যদি আবারও "১০ বছর পরে ইএসডিওকে কেমন দেখতে চাই" রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় তাহলে আমি বলবো, ক. প্রকল্প থাকবে সেক্টর অনুযায়ী ১০টি, যেখানে আইটি সেক্টর হবে ভারতের ব্যাংগালুরুর মতো, খ. আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আর্ন্তজাতিকভাবে সমাদৃত ও নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হবেন, গ. ঢাকায় হবে ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়, ঘ. আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করতে সার্মথ্য হবেন, ঙ) ইএসডিও একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে, চ. আমাদের পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতার মহোদয়ও দেশে ও বিদেশে সমাদৃত হবেন এবং ছ) ইএসডিও'র কার্যক্রম দেশে ছাড়াও বাইরের অনেক দেশেও সম্প্রসারিত হবে।

মনীষী আহমদ ছফা'র মতো উক্তি করতে আজ আর কোন দ্বিধা নেই, "দূরদর্শিতাকে দেখার ক্ষেত্রে অনেকে জ্যাঠামি মনে করেন, কিন্তু আমি মনে করি এটা অনেক দূরে দেখার সৎসাহস"। আজ নির্দ্বিধায় ও সৎসাহসে বলছি ইএসডিওতে কাজ করে আমি গর্বিত।

ইএসডিও'র সেকাল ও একাল

অটল কুমার মজুমদার
পিসি, ইএসডিও

দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত, সমুদ্রের সর্ব্বগ্রাসী গর্জন, বাড়ীওয়ালার রাত তজবি হাতে কাটলেও আমার রাত কাটে স্ত্রী কন্যার চোখের পানিতে, এই বুঝি স্ত্রী কন্যাসহ জীবনটা হারালাম। প্রতি বৎসর ২/৩ বার বঙ্গোপসাগরের এই ভয়ালমতি অবস্থায় চট্রগ্রামে চাকুরী, আর মন চায় না। সেই কারণে আমার পুরাতন এক সহকর্মীর কাছে ইএসডিও তে যোগদানের প্রস্তাব পাওয়া মাত্রই সমুদ্রের ঘূর্নি ঝড়ের ভয়ে রাজা লক্ষণ সেনের যোগ্য উত্তরসূরির মত পলায়ন করে ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসের ৫ তারিখে ইএসডিও তে যোগদান করি। সমুদ্রের গর্জন থেকে রক্ষা পাওয়া গেলেও ঠাকুরগাঁও-এর হাড় কাঁপানো শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? কালিবাড়ীর খাঁটি সরিষার তৈল রাতে ২/৩ বার মর্দন করে এবং দু'টা লেপ গায়ে দিয়েও শীত যায়না। ঠান্ডা পানি খাওয়ার ভয়ে রাতে ভাত না খেয়ে মুড়ি খেয়ে রাত্রী যাপন শুরু করলাম।

যাই হোক, আজকের ইএসডিও দেখলে সেদিনের ইএসডিও'র সঙ্গে মিলানোর গণিতবিদ পাওয়া দুষ্করই হবে। সে সময়ে ইএসডিও ঋণ কর্মসূচীতে মাত্র ৬টি শাখা ছিল, যথারীতি তার ৩টির দায়িত্ব আমি পেলাম। কর্মী সংখ্যা খুবই কম, সমগ্র সংস্থায় মটরসাইকেলের সংখ্যা ৩ খানা, ২ খানা ভাঙ্গা জীপ। শুনেছি কোন স্বহৃদয়বান সংস্থা তাদের প্রকল্প শেষে ভগ্নাবস্থায় দান করে গেছে। আজকের প্রতাপশালী ফাইন্যান্স কো-অর্ডিনেটর তখন একটা ক্ষুদ্রঋণ শাখার হিসাব এবং প্রধান কার্যালয়ের হিসাব দু'টোই দেখতেন। যোগদান করার পর এখানকার চমকপ্রদ কর্মপরিবেশ, আমাকে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে, আদৌ এটা কোন এনজিও না ব্যচেলর ক্লাব বুঝতে অনেকদিন সময় লেগেছে। কারণ তখন বেশিরভাগ কর্মীই ঠাকুরগাঁও থেকে ফিল্ড করত, বিশেষ করে ম্যানেজারগণ। সন্ধ্যায় সবাই প্রতিদিন প্রধান কার্যালয়ে হাজির হয়ে ২/৩ টা লুডুর কোট নিয়ে বসে যেত নির্বাহী পরিচালক মহোদয়সহ লুডু খেলার প্রতিযোগিতা, সাথে আছে মুড়ি চানাচুর মাঝে মাঝেই হাঁসের মাংসের ভূনা খিচুরী। যেহেতু আগের ৪/৫ টা সংস্থার চাকুরী কালে প্রশাসনের এতো কাছে থেকে চাকুরী করার সুযোগ হয়নি, অবস্থা দেখে প্রথমে চিন্তা হতো চাকুরির ভবিষ্যৎ নিয়ে। একদিন এক মজার ব্যাপার হলো নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ইংরেজী একটি ফর্ম আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন একটা প্রজেক্ট প্রপোজাল লিখে ফেলতে; এমনভাবে বললেন, যেন প্রজেক্ট প্রপোজাল লেখা উচ্চ শিক্ষিত মানুষের কাছে অ আ ক খ লেখা যেমন সহজ তেমনি

সহজ একটি বিষয়। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম, কারণ ইতিপূর্বে পিপি লেখা দুরে থাক পিপি চোখেও দেখিনি, এমনকি আমি কম্পিউটারেও অভ্যস্ত নই তাছাড়াও সমগ্র ইএসডিও তে তখন মাত্র একটা কম্পিউটার; খন্ডকালীন একজন অপারেটর সন্ধ্যায় কাজ করতো। যাই হোক অতি কষ্টে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের পরামর্শক্রমে প্রপোজালটা তৈরী করি, ভাগ্যক্রমে ইএসডিও কাজটা পেল। কিছুটা আত্মবিশ্বাস পেলাম, সেই থেকেই নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সঙ্গে থেকে পিপি লেখার যাত্রা শুরু। একের পর এক পিপি লিখে কবে যে মাঠ থেকে ওঠে এলাম তা আমি নিজেও জানি না।

যে ইএসডিওতে তিনটি মাত্র প্রকল্প ছিল, ছয়টি ক্ষুদ্র ঋণের শাখা ছিল সেই ইএসডিওতে এখন ৪০টিরও বেশি প্রকল্প, ১০১ টি ক্ষুদ্রঋণ শাখা সহ মোট ২৮১ টি শাখা বিদ্যামান। যে ইএসডিও তে প্রথমে মাত্র ৫০ জনের মত কর্মী দেখেছি এখন সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার উন্নয়কর্মী কর্মরত আছে। এ সবই সম্ভব হয়েছে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বিস্ময়কর প্রতিভা ও সূদুর প্রসারী চিন্তা ভাবনার ফলে। সেই সাথে পরিচালক (প্রসাশন)'র অনুপ্রেরণা ইএসডিতে নিয়ে এসেছে এক ভিন্ন মাত্রা। এত ব্যস্ততার মাঝেও ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এবং পরিচালক প্রসাশন মহোদয় এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সেই সাথে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন, যা ইএসডিও'র কর্মীদের মাঝে লেখাপড়া করার উৎসাহ যোগায়, ফলে প্রচুর কর্মী উচ্চতর ডিগ্রী অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। যেমন, যে সমস্ত কর্মী কোনদিন উড়োজাহাজে চড়ার কল্পনাও করেনি, তাদেরকে সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে পড়াশুনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন, এদের মাঝে আমিও একজন। কর্মক্ষেত্রে উদ্দীপনা যোগানের জন্য প্রতিবছরই দেশে অথবা বিদেশে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করেছেন, যেমনঃ নেপাল, দার্জিলিং, হায়দারাবাদ, সুন্দরবন, কক্সবাজার, টেকনাফ ইত্যাদি।

ইএসডিও'র সামাজিক এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধীনে বহু কর্মীর বিপদে পারিবারিক এবং ব্যাক্তিগত সমস্যায় ইএসডিও সক্রিয় ভাবে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। আমার কথাই বলা যায়, সামুদ্রিক ঝড়ের ভয়ে নিরাপদে থাকার জন্য ঠাকুরগাঁও-এ নতুন বাসায় অবস্থান নিলাম, কিন্তু পাপ তো বাপকেও ছাড়ে না; একবার অফিসের কাজে পাঁচ দিনের জন্য ঢাকায় এলাম, সেই রাতেই প্রচন্ড ঘূর্ণিঝড়ে আমার বাসার চার চালাই উড়ে যায় এবং সারা রাত আমার স্ত্রী কন্যা বৃষ্টিতে ভিজে। খবর পেয়েই অফিস থেকে তড়িৎ আশ্রয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যা সারাজীবন মনে রাখার মতো। ২০০৮ সালে অফিসের কাজে ঢাকায় এসে আমি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি, এর আগে জানতাম না আমি একজন হৃদরোগী। আমার জ্ঞান ফেরার পর আত্মীয় স্বজনের আগেই আমি আমার সংস্থার সহকর্মীদের পাশে পাই। প্রথম ফোনটিই আমি পাই পরিচালক প্রশাসনের নিকট থেকে, তার পরেই নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের। ওনারা আমাকে বারবার আশ্বস্ত করেন, যত

টাকাই লাগুক বিদেশ থেকে আমার চিকিৎসার সকল ব্যবস্থা করবে ইএসডিও। যদিও চিকিৎসা খরচ সর্ম্পকে আমার ধারণা ছিল না, তবে বাঁচার ব্যপারে মনোবল শতভাগ বেড়ে গেল। বিদেশে চিকিৎসা নেওয়ায় আমার অনিচ্ছা থাকায় দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ সুচিকিৎসা প্রদানের জন্য নির্বাহী পরিচালক মহোদয় কতজনের সঙ্গে যে যোগাযোগ করেছেন সেটার হিসাব আমার মনে নেই, তবে ঢাকা শহরের অত্যাধিক ব্যয়বহুল হাসপাতালে ওপেন হার্ট সার্জারী করায় আজও আমি বহাল তবিয়তে চাকুরী করছি। এই কারণে আমি এবং আমার পরিবার ই্ওসডিও’র কাছে চিরঋণী। আমার মত অনেক কর্মীর পাশেই ইএসডিও তার বিপদে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। মৃত্যুর পর কতজনের পরিবারের আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে সমাজে টিকে থাকার যে ব্যবস্থা করেছে তার হিসাবই বা কজন রেখেছে?

এভাবেই ইএসডিও’র মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন)’র দিক নির্দেশনায় একদিনের ক্ষুদ্র ইএসডিও ২৩ জেলায় ১০৩ টি উপজেলায় লক্ষ লক্ষ দরিদ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কাজ করছে। বিপুল কর্মী বাহিনী, শত শত যানবাহন, সুদৃঢ় অবকাঠামো দেখলে সেকালের ইএসডিও’র সঙ্গে একালের ইএসডিও-কে মিলানোই যায় না। আর এসবই সম্ভব হয়েছে সংস্থার বন্ধুসলভ পরিবেশ ও সঠিক দিক নির্দেশনার জন্য।

আমার দেখা ইএসডিওঃ ১৯৮৮-২০১৩

যামিনী কুমার রায়
ডিপিসি, ইএসডিও

ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার কচুবাড়ী গ্রামের ছেলে আমি, বাল্যকাল আর কৈশোর সময় কেটেছে সেখানেই। বাবার স্বপ্ন ছিলো লেখা পড়া শিখে বড় হবো, প্রতিষ্ঠিত হবো সমাজে, বাবার সেই স্বপ্ন পুরণ করতে সালন্দর উচ্চ বিদ্যালয় হতে এসএসসি পাস করে ভর্তি হলাম ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজে। সেই গ্রাম থেকে প্রতিদিন ক্লাস করতাম, ভাবতাম বাবার স্বপ্ন পুরণ করতে হবে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে এইচএসসি পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই ১৯৮৮ সালের ২৬ মার্চ বাবা স্বর্গারোহন করেন। বাবার শ্রাদ্ধ শেষ করে এপ্রিল মাসে ফাইনাল পরীক্ষা দেওয়ার জন্য গ্রাম থেকে চলে এলাম শহরে। আমার এ রকম দুঃসময়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুলতানুল নাঈম (শুভ); আমাকে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন কলেজ পাড়ার একটি মেসে। যথারীতি পরীক্ষার রুটিন অনুযায়ী পরীক্ষা দেওয়া শুরু করলাম। পরীক্ষা খুব ভালো হচ্ছেনা বুঝতে পেরে আর কোনদিনও গ্রামে ফিরে যাবো না বলে মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম।

এখানে বলে রাখি গ্রামের ছেলে আমি, শহরে নতুন এসেছি, তেমন কোন বন্ধু বান্ধব তৈরী হয়নি, ফলে পরীক্ষা শেষে প্রতিদিন আমাদের মেসের পাশেই সুধির দাদার চায়ের দোকানে আড্ডা দিতাম। আড্ডা দেওয়ার সময় দেখতাম আমার মতোই আরেক তরুণ মাঝে মাঝেই সেখানে আসতেন এবং নেতার মতো মানুষকে বিভিন্ন উপদেশমূলক বক্তব্য দিয়ে মুগ্ধ করে তুলতেন। উপস্থিত সকলে মনোযোগসহ উনার কথা শুনতেন, দুরে বসে আমিও শুনতাম। গ্রামের ছেলে আমি, ভাবতাম এই লোকটির সাথে পরিচিত হতে পারলে ভালো হতো কিন্তু সাহস না পেয়ে কথা বলা হতো না। চায়ের আড্ডায় উপস্থিত অন্যদের সাথে আলোচনা করে জানলাম উনার নাম মুহম্মদ শহীদ উজ জামান, উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন এবং একজন মেধাবী ছাত্রও বটে। উৎসাহী একজন আরও উনার বংশ পরিচয় জানালেন, জানলাম উনার বাবা ডিসি অফিসের নাজির, কলেজ পাড়াতেই বাড়ী। আমার সাথে পরিচয় না থাকলেও বন্ধু শুভ, রানা, রুবাইয়াতের সাথে উনার বিলক্ষণ পরিচয় ছিলো এবং সেই সূত্রে ওদের মাধ্যমে আমিও উনার সাথে একদিন পরিচিত হলাম। তাঁর সাথে ঘনিষ্ট হতে আরো সহজ হলো এ কারণেই যে, কলেজ জীবনে আমি ছাত্র মৈত্রী সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলাম আর উনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একই সংগঠনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রাজনৈতিক শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন।

সেই সময়ে ঠাকুরগাঁওয়ে মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের নিজ উদ্যোগে গড়ে ওঠা কিছু সামজিক প্রতিষ্ঠান ছিলো, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো টাঙ্গন বিজ্ঞান সংসদ ও হ-য-ব-র-ল ইনিষ্টিটিউট। শুনেছিলাম ১৯৮৭ সালে হ-য-ব-র-ল ইনিষ্টিটিউটের প্রথম সম্মেলন করা হয়েছিলো ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের বাদাম বিক্রি করা টোকাই দশ বছরের কিশোর শুকুর আলীকে দিয়ে। সেই ক্লাবের মাধ্যেমেই এলাকার জুয়া খেলা বন্ধ করা, সুন্দর হাতের লেখার প্রতিযোগিতা ও শুদ্ধভাবে বাংলা উচ্চারণের প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তারা মানুয়ের হৃদয়ে স্থান করে নেন।

ইতি মধ্যেই আমার রেজাল্ট বের হলো,পরীক্ষায় পাস করা হলো না, তারপরেও টেনশন নেই। এমন একজন ব্যক্তির সাথে পরিচয় হতে পেরেছি বিধায় গ্রামে না ফিরে যাবার বিষয়টি আর আমাকে বিচলিত করতে পারেনি বরং মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের নির্দেশনা ও পরামর্শ মোতাবেক পুনরায় নতুন উদ্যোমে উজ্জীবিত হয়ে শুরু হলো পরীক্ষার নতুন প্রস্তুতি। বাংলা বিষয়ে তালিম নিতে শুরু করলাম উনার কাছেই। উনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় এবং স্বাবলীল ভঙ্গিতে যেভাবে বুঝিয়ে দিতেন তাতে আর পুনরায় পড়ার প্রয়োজন হতো না, তাঁর লেখা নোটগুলি টেবিলেই পড়ে থাকতো। তাঁর কারণেই আমি ভালোভাবে পরবর্তী বছরেই এইচএসসি পাস করে ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজে বিএসএস-এ ভর্তি হই এবং পড়াশুনার পাশাপাশি সার্বক্ষণিক ইএসডিও'র কাজের সাথে সম্পৃক্ত হই। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যার ফলে এ অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। সেই সময়ে ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজে আশ্রয়গ্রহণকরী বন্যাদুর্গত মানুষের মাঝে হ-য-ব-র-ল ইনিষ্টিটিউট ত্রাণ বিতরন করে। এই ত্রাণ কার্যত্রম সঠিকভাবে পরিচালনা শেষে মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর নেতৃত্বে ১৯৮৮ সালের ৩ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হলো ইএসডিও। শুরুতেই আমরা যারা এই প্রতিষ্ঠানে জড়িত ছিলাম তারা হলেন - সিতেন্দ্রনাথ বর্মন, নিত্যানন্দ গোস্বামী, বৈদ্যনাথ বর্মন, সন্তোষ সরকার, মিন্টু জারিয়েল, স্বপন কুমার সাহা, নিবির সরকার, শুভ, রানা, রুবাইয়াত, আবু সহিদ, নরেশ সরকার, পরেশ চন্দ্র বর্মন, সুশিল চন্দ্র মদক ও পরিমল সরকার।

১৯৮৮-১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইএসডিও'তে দাতা সংস্থার কোন ফান্ড ছিলো না, কাজ করতে গিয়ে টাকা পয়সার প্রয়োজন হলে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় নিজের পকেট থেকে দিতেন। তা ছাড়া তাঁর পরামর্শে তহবিল সংগ্রহের জন্য বৈশাখী মেলায় 'তুই রাজাকার' পোষ্টার, জুতা ইত্যাদিও বিক্রি করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি ইএসডিও প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে প্রাতিষ্ঠানীকরণ করা যায় এ নিয়ে তিনি সব সময় চিন্তা করতেন। বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি হলে ঠাকুরগাঁওয়ে গিয়ে তিনি আমাদেরকে বিভিন্ন রকম পরামর্শ দিতেন এবং অনেক সময় আমরাও তাঁর পরামর্শ গ্রহণের জন্য ঢাকা চলে আসতাম, হলে তাঁর কক্ষেই অবস্থান করতাম। আমরা নিজেরা কখনোই হতাশ হতাম না বরং উনার অনুপ্রেরণায় আরো উৎসাহ নিয়ে কাজ করতাম। এভাবে এক সময় ইএসডিও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র সহযোগী সদস্য হয় এবং তারপর সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ (বাংলাদেশ)'র ফান্ড লাভ করে এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়।

এই দুটি প্রতিষ্ঠানের তহবিল পেয়ে আমরা সবাই উজ্জীবিত হলাম। নতুন চিন্তা, নতুন উদ্যোমে শুরু করলাম আমাদের ভবিষ্যতের যাত্রা। উল্লেখ্য যে, আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম ভলেন্টিয়ার হিসাবে, লক্ষ্য ছিল এলাকার উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানকে দাঁড় করানো, নিজেদের প্রতিষ্ঠালাভের বিষয়টি আমাদের কারও মাথায় কখনই ছিল না। তখনও সংস্থার খরচে মেহমান তথা দাতা সংস্থার প্রতিনিধিদের আপ্যায়ন করার সামর্থ্য ছিল না। বেশ কয়েক বৎসর পর্যন্ত দাতা সংস্থার পক্ষে পরিদর্শনকারীদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের বাড়ী থেকেই হতো। তাঁর মা, যাকে আমি চাচি বলে ডাকি, নিজ হাতে রান্না করতেন এবং আমি তাঁদের বাড়ী থেকে খাবার এনে অতিথিদের খাওয়াতাম। আমরা কখনো তাঁকে বিরক্ত হতে দেখিনি, বরং সবসময় অতিথিদের জন্য খাওয়ার দেয়ার আগে আমাকে খাওয়াতেন কারণ তিনি জানতেন যে, আমার খাওয়ার আর কোন জায়গা নেই।

অন্যদিকে নির্বাহী পরিচালকের পিতা, আমাদের শ্রদ্ধেয় চাচা, সকল প্রকার প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করতেন। মনে আছে, পিকেএসএফ-এর তৎকালীন ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বদিউর রহমান ইএসডিও পরিদর্শনে যাবেন; আমরা তো চিন্তায় অস্থির কোথায় তাঁকে রাখবো! চিন্তা কি? চাচাতো আছেন। তিনিই ব্যবস্থা করবেন। জুসনি - নির্বাহী পরিচালকের ছোট বোন, সেই আমলে, সেই বয়সে আমাদের বৌদির সাথে ঋণ প্রকল্পে'র দল গঠনের দায়িত্ব নিলো; ভাবা যায়! যেখানে এখনো মেয়েরা ঋণ কর্মসূচীতে চাকুরী করতে ভয় পায়? এভাবেই তাঁদের পরিবারের সবাই শুরু থেকেই সংস্থা'র সাথে সর্ম্পকিত। আর এ প্রসঙ্গে বলতে হবে, অবশ্যই শুরু থেকে আজ পর্যন্ত সংস্থা'র সাধারণ এবং নির্বাহী পরিষদের মাননীয় সদস্যবৃন্দ সব সময়ই উপদেশ দিয়ে এসেছেন, অনেক সময় নিজেরাও কাজ করেছেন, আমরা কেমন কাজ করছি তা দেখেছেন। এ বিষয়ে আমি শ্রদ্ধেয় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্যার এবং বাবু রমেশ চন্দ্র সেনে-র নাম উল্লেখ করতে চাই। উনাদের সামান্য সহযোগিতা আমাদের অনেক আয়াসসাধ্য কাজকে অনায়াসে সম্পন্ন করতে সাহায্য করেছে।

নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ১৯৯৩ সালে আমাকে প্রথম অরণী বিক্রস ফিল্ডে ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতে বলেন। দায়িত্ব নিয়ে প্রথম কার্যক্রম শুরু করি। ১৯৯৩-১৯৯৪ সালে উক্ত প্রকল্প বিষয়ে পুর্ব অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে সেই প্রকল্পে তেমন কোন সফলতা অর্জন করতে পারিনি। ১৯৯৫ সালে ইনফেপ'র অর্থায়নে কিশোর কিশোরী শিক্ষা কেন্দ্রের সুপারভাইজার হিসাবে দায়িত্ব পাই।

পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৯৬ সালে ইএসডিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ শুরু করি এবং ১৯৯৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত দুটি শাখা পরিচালনা করি। সেই সময়ে আমরা যারা এক সাথে কাজ করতাম তারা হলেন - মোঃ আইনুল হক, খতিবর রহমান, রোকেয়া বেগম, ফরমান আলী, মিজানুর রহমান, সুবোধ চন্দ্র , ধনেশ্বর, নিবির সরকারসহ আরো অনেকে। এক পর্যায়ে ১৯৯৭-২০০২ সাল পর্যন্ত ইএসডিও ঢাকা অফিসের লিঁয়াজো অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করি। এক্ষেত্রে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের দিক নির্দেশনা মোতাবেক সংস্থার কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও প্রসারিত করার লক্ষে বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা

করাই মূল কাজ ছিল। আমি জানি বা বিশ্বাস করি এমন একজন ব্যক্তির সাথে কাজ করছি যাঁর কোন ক্লান্তি নেই, নেই কোন রকম ভেদাভেদ, আছে শুধু মায়া মমতা আর ভালোবাসা, তাঁর সাথে কাজ করার মজাই আলাদা।

সময় পার হয়ে যায়। শৈশব থেকে কৈশর পার হয়ে কখন যে যৌবনে এসে গেছি বুঝতে পারিনি। একদিন নির্বাহী পরিচালক মহোদয় জানালেন তিনি আমার জন্য পাত্রী নির্বাচিত করেছেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন)'র সাথে পাত্রী দেখে আসতে। তাঁর নির্দেশ অমান্য করার সাহস আমাদের কারও কখনো ছিল না, এখনো নেই। নির্দেশ মোতাবেক পাত্রী দেখলাম। তিনি এ বিষয়ে খুব সচেতন ছিলেন যে, আমার উপরে আমার অপছন্দে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিচ্ছেন কি না অর্থাৎ তিনি বার বার নিশ্চিত হওয়ার চেষ্টা করলেন আমি পাত্রী পছন্দ করেছি কি না। আমার পাত্রী পছন্দ হয়েছে এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার পরে তিনি এবং শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) বিয়ের সমূদয় খরচ বহন করা সহ যাবতীয় ব্যবস্থা করলেন এবং ধর্মীয় কোন আচার অনুষ্ঠান যাতে বাদ না যায় সেদিকে খুবই খেয়াল রেখেছিলেন। 'এ যেন কচুবাড়ীর ছেলে যামিনীর বিয়ে নয়, মনে হয়েছিল ইএসডিও পরিবারের বিয়ে।' সেই দিক দিয়ে তিনি আমার বিয়েতে বলতে গেলে আমার স্বর্গগত পিতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। এই বক্তব্যে যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই তার স্বাক্ষী ইএসডিও'র সকলেই। এই হচ্ছে ইএসডিও এবং এই হচ্ছে তার নির্বাহী পরিচালক।

পরবর্তী পর্যায়ে ২০০২ সালের ডিসেম্বর মাসে পিকেএসএফ'র এফএসপি প্রকল্পের সমন্বয়কারী হিসাবে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এভাবেই শুরু হলো আমার ইএসডিও মাইক্রো-ফিন্যান্স প্রকল্পে পুনঃরায় সক্রিয় অংশগ্রহণ। এক পর্যায়ে মাননীয় পরিচালক মহোদয় সংস্থার সকল কার্যক্রমের গুণগত মান বিশ্লেষণ করে সংস্থার সকল উন্নয়ন কার্যক্রমকে ৮টি সেক্টরে ভাগ করে এক একজনকে এক এক সেক্টরের দায়িত্ব দিলেন। এই পর্যায়ে আমাকে এ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর হিসাবে পদোন্নতি দিয়ে মাইক্রো-ফিন্যান্স সেক্টরের দায়িত্ব অর্পন করলেন। দায়িত্ব গ্রহণকালীন সময়ে ইএসডিও"র ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে ১২টি শাখা, ৫৭ জন ষ্টাফ ও ঋণস্থিতি ছিলো প্রায় ৪ কোটি টাকা। দায়িত্ব গ্রহণের পরে সর্বজনাব এনামুল হক, আইনুল ও তারেককে সাথে নিয়ে শুরু হলো আমার কঠিন এক পথ চলা। ২০০৪ সালে অতিদরিদ্রদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ও ২০০৬ সালে প্রাইম কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ১২টি শাখা হতে ২০০৮ সালে অর্থাৎ চার বছরের মধ্যে সংস্থার মাইক্রোফিনান্স কর্মসূচী ১২০ টি শাখা ১০০০ জন ষ্টাফ ও ঋণস্থিতি ৫২ কোটি টাকায় উত্তীর্ণ হয়। এই সময়েই ইএসডিও সিটি ব্যাংক এন-এ কর্তৃক ২০০৬ সালে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি অর্জন করে।

এরপর ২০০৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প সমূহের ফোকাল পার্সনের দায়িত্ব পালন করে আসছি, ইতিমধ্যে আরেকটি পদোন্নতিও লাভ করেছি। এই সংস্থায় কাজ করার সুবাদে ব্যক্তিগতভাবে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য আমার দু'বার বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ হয়েছে। মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় কখনোই আমাদের কারও সাথে নির্বাহী পরিচালকের মতো আচরণ করেন না। আমার সৌভাগ্য যে, উনি ছিলেন

আমার শিক্ষা গুরু, তাঁকে আমি একাধারে শিক্ষক, বন্ধু, ভাই, পিতা এবং নেতা হিসাবে পেয়েছি। এই দুর্লভ সুযোগ আর কেউ পেয়েছেন কিনা আমি জানি না।

১৯৯৬ সালে আমাদের সাথে যোগদেন শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) জনাব সেলিমা আখতার। উনি এসে নতুন করে প্রেরণা দিলেন আমাদেরকে, পথ দেখালেন কিভাবে প্রতিষ্ঠানকে আরো সম্প্রসারিত করা যায় ও কিভাবে বাংলাদেশে ইএসডিওকে অন্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে উর্দ্ধে উঠানো যায়। তাঁর সেই চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে ইএসডিও এগিয়ে গেল আরও অনেক দূর। বর্তমানে ইএসডিও'র কর্মএলাকা শুধু উত্তরবঙ্গেই নয়, এখন বাংলাদেশের ২৩টি জেলার ১০৩ উপজেলায় ২৮১টি শাখা অফিসের মাধ্যমে প্রায় ৩৮৮৫ জন পূর্ণকালীন এবং ১১০৯ জন স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তৈরী হয়েছে দরিদ্র মানুষের তৈরী করা পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য "অরণী বিত্তহীন নারীদের সুখের ঠিকানা" অরণী হ্যান্ডি ক্রাফট, চমক ফ্যাশন, অরণী কিডস, অরণী প্রিন্টার্স ও আমাদের বাজার ইত্যাদি।

ষ্টাফ ও অতিদরিদ্রদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতাল। এতদ্‌অঞ্চলের মানুষের শিক্ষার গুনগত মান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে তৈরী করলেন ইকো-পাঠশালা, যা ইতিমধ্যে ঠাকুরগাঁও তথা সারা উত্তরবঙ্গের ছাত্র/ছাত্রী ও অভিভাবক মহলে আলোড়ন তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে। ইকো পাঠশালার ছাত্র/ছাত্রীদের রেজাল্ট সকল অভিভাবক মহলে সাড়া জাগিয়েছে। এর ফলে ইএসডিও'র প্রতি সুশীল সমাজের আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অঞ্চলের উচ্চ শিক্ষার মান সমুন্নত রাখার স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হলো ইকো কলেজ, যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতার।

আমার দেখা ইএসডিও বাংলাদেশের আর ১০টি প্রতিষ্ঠানের মতো গড়ে উঠেনি। এ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কোনদিন কোন জায়গায় চাকুরি করেন নি, ঠিক তেমনিভাবে আমরাও অধিকাংশরাই এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে কখনোই চাকুরী করিনি এবং করার প্রয়োজন মনে করিনি বরং এই প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে এগিয়ে নেয়া যায় সেই লক্ষ্যে তৎকালীণ সময়ে প্রতিষ্ঠিত সংস্থাগুলোকে অনুকরণ করার চেষ্টা করতাম। সেই সময়ে ঐ সমস্ত সংস্থার অবকাঠামো উন্নয়ন, যানবাহন ইত্যাদি দেখে অবাক হতাম এবং তাদের কাছে পরামর্শ চেতাম। কেউ কেউ পরামর্শ দিতেন, কেউ কেউ আবার টিটকারী মারতেন আমরা নাকি কোন প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে পারবো না। বর্তমানে ২০১৩ সালে এসে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ আজ লজ্জা পাচ্ছে। প্রকাশ্যে বলার সাহস না পেলেও মনে মনে ঠিকই ইএসডিওকে ধন্যবাদ দিচ্ছে।

এখানে বলা দরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ইএসডিও যে কর্মীবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠান তার প্রমাণ নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ব্যক্তিগতভাবে এবং সংস্থাগতভাবে সবসময় রেখেছেন। তিনি সেই সময়ে আমি সহ চারজনকে গৃহনির্মাণের জন্য জমি ক্রয় করে দিয়েছিলেন, যার ধারাবাহিকতা বর্তমানেও চলমান রয়েছে। চিকিৎসা খরচের বিষয়ে তাঁরপক্ষে প্রায়শঃ সংস্থার নিয়ম মেনে চলা সম্ভব হয় না, অধিকাংশ ক্ষেত্রে খরচ বেশী হয় এবং তিনি তা অকৃপণভাবে নির্বাহ করেন। এছাড়াও সংস্থার যে সকল সহকর্মীবৃন্দ কর্তব্যরত অবস্থায় পরলোক গমন করেছেন, তাদের প্রত্যেক পরিবারের জন্য একলক্ষ টাকার চেক প্রদান করে ব্যাংকে এফডিআর

করার ব্যবস্থাও সুনিশ্চিত করেছেন। নিঃসন্দেহে এটি একটি বিরল দুষ্টান্ত। যার ফলে ষ্টাফগণ সংস্থায় নিবেদিত প্রাণ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সংস্থার প্রতি আস্থা না রাখতে পেরে অন্যত্র চলে গিয়েছেন, জানিনা আজ তারা কতটা স্বস্তিতে আছেন, তবে ইএসডিও'র সকলে যে অত্যন্ত ভাল আছে তা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বিভিন্ন কারণে উচ্চ শিক্ষিত হতে পারেননি কিন্তু আমরা এখন অনেকেই প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের চেয়ে বেশী বেতন পাই। আনন্দে আমার বুকটি ভরে উঠে এই কারণে যে, আমার নিজ ইউনিয়ন আউলিয়া পুরের অনেক ছেলে মেয়েই এই প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করে তাদের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রেহাই পেয়েছে। আমি গর্ববোধ করি এই জন্য যে, আজ শুধু আউলিয়াপুর কিংবা ঠাকুরগাঁও নয় সারা উত্তরবঙ্গের বেকার ছেলে মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করেছে ইএসডিও নামে এই সংস্থাটি । যদি সেই সময়ে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় নিজের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার চিন্তা বাদ দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি তৈরী না করতেন তাহলে আজকে এত লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী হতো না।

নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের চিন্তা চেতনা ও মননশীলতা অন্যরকম, যে কারণে তিনি সামাজিক ক্ষেত্রেও অবদান রেখেছেন অনেক, যার স্বাক্ষী হচ্ছে অপরাজেয় একাত্তর এবং ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ের সামনের ক্ষুদ্র নৃজনগোষ্ঠীর মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক এবং দৈনন্দিন জীবনালেক্ষ্য নিয়ে তৈরী ভাস্কর্য্য "মুক্তিরও মন্দির সোপানও তলে" ।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় সংস্থাটিকে বড় করার ক্ষেত্রে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন) যেভাবে স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্ন আমাদেরও দেছিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে ২৫ বছরে সংস্থাটিকে আজ এই অবয়বে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁদের আর ব্যক্তিগতভাবে চাওয়া-পাওয়ার কিছুই নেই, এখন অপেক্ষায় আছেন ঠাকুরগাঁওয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার।

পরশ পাথর

মোঃ আতিকুর রহমান দুলাল
ডিপিসি, ইএসডিও

"বড় ভাই লোন দেন, একটি মুরগীর খামার করবো" প্রস্তাবটি যখন তাঁর চোখে চোখ রেখে দিলাম তিনি তখন মুখে কিছু না বলে কিছুক্ষণ আপাদমস্তক নিরীক্ষা করলেন, তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "মুরগীর খামারের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো, এখানে চাকুরীতে যোগদান করো, এখানে কাজ করো।" এ যেন মেঘ না চাইতেই পানি। এভাবেই শুরু। যেন এক পরশ পাথরের পরশ পেলাম সারা শরীরে! কি যেন এক মন্ত্র ফুঁকে দিলো আমার দিকে। আমি আমার সমস্ত পরিকল্পনা ভুলে গেলাম।

ভুলে গেলাম বন্ধুদের সাথে ফ্লাস ক্রিকেট ক্লাবে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডার কথা। ভুলে গেলাম বাপ দাদার পৈত্রিক জমিতে শরিষার হলুদ ফুলের মাতাল করা ঘ্রাণ আর ক্ষেতময় অজস্র মৌমাছির বিচরণের সেই নৈসর্গিক দৃশ্যের কথা, যা হৃদয় দিয়ে অবলোকন করা আমার নেশায় পরিণত হয়েছিল। এই সবকিছু ভুলে মন্ত্রমুগ্ধের মত তার সহচার্য্য নেয়ার জন্য তারই চারপাশে ঘুরতে লাগলাম। পাঠক আপনাদের হয়তো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে না আমি কোন যাদুকরের কথা বলছি। হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন, তিনি আজকের সেই সর্বজন স্বীকৃত ও সর্বজন পরিচিত উত্তর জনপদের আলোর দিশারী ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। এভাবেই তার সাথে এবং আজকের ইকো সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও)' তে আমার পথ চলা শুরু। ইএসডিওতে কর্মরত সবাই উদীয়মান তরুণ, অদম্য প্রাণ শক্তিতে ভরপুর সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে নির্বাহী পরিচালকের নির্দেশনার জন্য মুখীয়ে থাকে সবাই। কারণ ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের বলিষ্ট নেতৃত্ব, তার কমিটমেন্ট। উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং মাষ্টার্স পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার পরও (শহীদ রুমি গোল্ড মেডেল প্রাপ্ত) অবহেলিত উত্তরের এই জনপদের সর্বশেষ জেলা ঠাকুরগাঁও এর মত একটি ছোট্ট মফঃস্বল শহরে একটি সংস্থার যিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন নিশ্চয়ই সেই সংস্থাটি মহীরুহ হয়ে উঠবেই।

ইএসডিওতে কাজ করছি অনেকদিন হলো। অনেক স্মৃতি জড়িত দীর্ঘ পথ চলায়। ইএসডিও ৩ এপ্রিল, ২০১৩ তার সিলভার জুবিলিকে সামনে রেখে অনেক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো একটি প্রকাশনা বের করা। প্রকাশনা বের হওয়ার কথা শুনার পরেই মনে শিহরণ অনুভব করছিলাম, কারণ আমাদের প্রাণের প্রিয় মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বলেছেন, "এখানে তোমরা সবাই নিজেদের একটি করে লিখা দিবা।" তাঁর কথা তো শিরোধার্য। সুতরাং লেখালেখিতে আমার কোন অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও

আজ আমি লিখবোই, যা হয় হোক। জীবনের অনেক কিছুই তো প্রথম ঘটেছে ইএসডিওতে। জীবনের প্রথম লেখাটাও ইএসডিও'র প্রকাশনায় বের হবে এটাইতো স্বাভাবিক। অনেক ঘটনার কথা আজ মনে পড়ছে। কোনটা লিখবো, বুঝে উঠতে পারছি না। ১৯৯৫ সালে অনেক স্মৃতি বিজড়িত একটি ঘটনার কথা লিখি।

আমার কাছে মনে হয়, ইএসডিও তার প্রসার ঘটাতে শুরু করেছে ১৯৯৫ সালেই। কারণ ইএসডিও ১৯৯৫ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সবকটি স্তরেই (প্রাক-প্রাথমিক, কিশোর-কিশোরী ও বয়স্ক শিক্ষা) কার্যক্রম শুরু করে। স্যাপ-বাংলাদেশ এর অর্থায়নে আগে থেকেই ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার জামালপুর ইউনিয়নে কার্যক্রম পরিচালিত হতো। ঐ সময়ে সংস্থা পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র আর্থিক সহায়তায় ৩টি শাখার মাধ্যমে (ঠাকুরগাঁও রোড -০০১ এরিয়া, ঠাকুরগাঁও কলেজপাড়াস্থ-০০২ এরিয়া এবং মুনসীর হাটে অবস্থিত -০০৩ এরিয়া) ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। পাশাপাশি তখন অক্সফাম, ইএসডিওকে শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য অর্থায়ন করতে শুরু করেন। অক্সফাম ইএসডিও'র পাশাপাশি ঠাকুরগাঁও এবং দিনাজপুরের কয়েকটি সংস্থাকেও শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় আনে। তখন অক্সফাম-এর কর্মকর্তা ছিলেন হামিদ ভাই। যা হোক মূল গল্পে আসি।

ইএসডিও'র অর্থনৈতিক অবস্থা তখন ততটা স্বচ্ছল নয়। অক্সফাম প্রস্তাব দিলো তারা দিনাজপুর এবং ঠাকুরগাঁও জেলায় যে শিক্ষা কার্যক্রমটি পরিচালনা করছে সেই কার্যক্রমটিতে বাচ্চাদের পড়াশুনার অনেক উপকরণ লাগবে। আমরা যদি এখানে উপকরণ সরবরাহ করতে পারি তাহলে সংস্থার জেনারেল ফান্ডে কিছু তহবিল বৃদ্ধি পাবে। প্রস্তাবটি শুনে আমরা সবাই খুশি হলাম। অক্সফামের চাহিদা মোতাবেক ঢাকায় বাবু বাজারে খাতা, পেন্সিল, চক, ডাষ্টার ইত্যাদি উপকরণের জন্য বিভিন্ন দোকান এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের পর উপকরণগুলো সরবরাহ করার জন্য অর্ডার দিতে হবে। এখনতো টাকার দরকার, ঐ পরিমাণ টাকা তখন সংস্থার তহবিলে নেই। টাকার সন্ধানে আমরা সবাই মোটামুটি কয়েকটি দিন ব্যস্ত সময় কাটালাম। অক্সফাম'র নিয়ম অনুযায়ী মালামাল সরবরাহ করার পরে তারা বিল পেমেন্ট করবে।

যা হোক এই টানা পোড়েনের মধ্যেই নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এবং আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ঢাকায় তখন আমাদের নিজস্ব কোন অফিস ছিল না, আমরা তখন মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডের উদ্দীপন সংস্থার একটি গেষ্ট হাউজে উঠতাম। আজও মনে আছে সংস্থাটির গেষ্ট হাউজের সিট ভাড়া ছিল ২০/- টাকা। এদিকে নির্বাহী পরিচালকের মাথায় চিন্তা কি করে দোকান থেকে উপকরণগুলো গ্রহণ করবো। উপকরণ সরবরাহ করার দিন ঘনিয়ে আসলো। এদিকে দেশে তখন সরকার বিরোধী আন্দোলনও তুঙ্গে। সেই সময় ইএসডিও'র চেয়ারম্যান ছিলেন জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

আবার মূল কথায় ফিরে আসি। নির্বাহী পরিচালক গেষ্ট হাউজে দিনের বেলা বসে বসে চিন্তা করছেন কিভাবে টাকা যোগাড় করা যায়, কোথায় এবং কার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার করা যায়, কে আমাদের একটুকু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিবে। এক পর্যায়ে হঠাৎ মনে পড়লো আলমগীর স্যারের কথা। স্যারতো ঢাকাতেই আছেন। স্যার তখন ঢাকার ইন্দিরা রোডের বাসায় থাকতেন। স্যারের কাছে গেলে হয়তো এই মহা বিপদ থেকে আমরা উদ্ধার পেতে পারি। আশা নিরাশার মধ্যে মনে সাহস নিয়ে আমি ইকবাল রোডের গেষ্ট হাউজ থেকে ইন্দিরা রোডে স্যারের বাসার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। স্যারের বাসায় গিয়ে দরজায় কড়া নাড়তেই স্যার দরজা খুলে দিলেন। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে জানালাম কয়েকদিন হল এসেছি, সাথে জামান ভাইও এসেছেন। এক সময় তাঁকে বললাম সমস্যার কথা এবং অক্সফাম থেকে বিল পেলেই তাঁর টাকা আগে পরিশোধ করবো মর্মে নিশ্চয়তা দিয়ে প্রয়োজনীয় টাকাটা ধার দেয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। স্যার একটু আশার কথা শুনালেন, বললেন রাতে যোগাযোগ করতে, সম্ভব হলে তিনি ধার করার ব্যবস্থা করবেন।

নগদ টাকা না পাওয়ার বেদনায় আমি আবার মলিন বদনে পায়ে হেঁটে ফিরে এলাম গেষ্ট হাউজে, রিক্সায় চড়াতো তখন বিলাসিতা - বাস ভাড়ার পয়সাও পকেটে নেই। ফিরে এসে আবার বাইরে বের হয়েছি নির্বাহী পরিচালকের সাথে। এমন সময় খবর এলো অক্সফাম আমাদেরকে একটি অগ্রীম চেক দিয়েছে। আমরা আনন্দে আত্মহারা পরক্ষণেই একটু শংকিতও হলাম এই ভেবে যে, চেকটি ভাঙ্গাতে পারবো কিনা। যা হোক অবশেষে ব্যাংকে গিয়ে চেক দিয়ে টাকা তুলে আমার প্যান্টের দু'পকেটে এতগুলো টাকা নিয়ে আমরা চললাম পুরান ঢাকার উদ্দেশ্যে। রাতেই আমরা দোকান থেকে খাতা-কলম ও ডাষ্টারের বোঝা মাথায় করে নিয়ে ট্রাকে লোড দিলাম। এর পর সিদ্ধান্ত হলো রাতেই ট্রাক নিয়ে আমাকে রওনা দিতে হবে দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে। কারণ রাত ফুরোলেই সকাল থেকে হরতাল হওয়ার সম্ভাবনা। নির্বাহী পরিচালকের নির্দেশনা অনুযায়ী আমি, ট্রাক ড্রাইভার এবং হেল্পার সহ রওনা দিলাম দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে।

রওনা হওয়ার পরই ড্রাইভার বললো আরিচায় অনেক জ্যাম আরিচা দিয়ে যাওয়া যাবে না। যেতে হবে টাঙ্গাইল-ভুয়াপুর ঘাট হয়ে, তাহলে আমরা অনেক আগেই দিনাজপুর পৌঁছে যাবো। তার কথা মতো ভুয়াপুর ঘাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। ঘাটে যখন গেলাম যেয়ে দেখি ঘন কুয়াশা। চারিদিকের কোন কিছুই দেখা যায় না। ঘাটে কোন ফেরি এবং জনমানব নেই। মালবোঝাই কয়েকটি ট্রাক শুধু দাঁড়িয়ে আছে। কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। ঘন কুয়াশা ফুঁড়ে এক লোক এসে বললো যে, এই কুয়াশায় কোন ফেরী চলাচল করবে না। সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, কুয়াশা কেটে গেলে ফেরি চলাচল শুরু হবে। একটু পরে দেখি ড্রাইভার এবং হেল্পার ট্রাক থেকে তাদের কাঁথা কম্বল বের করে ট্রাকের ক্যাবিনে শুয়ে পড়েছে। আমি একেবারে একা, ট্রাকের আশপাশে ঘুরাঘুরি করছি আর মনে মনে গুণ গুণ

করছি বিখ্যাত সেই গানের কলি, ‘আমি একা, বড় একা, আমার আপন কেউ নেই।’ প্রচন্ড ঠান্ডায় আমার শরীর অবস হয়ে আসছিল।

সেই লোকটি আবার এলো। এসে সুখবর দিল যে, এখানে হোটেল আছে আরামে ঘুমাতে পারবো। দ্বিরুক্তি না করে তাকে অনুসরণ করলাম। সে একটু দুরে বালির উপর টিনের বেড়া এবং চালা দেওয়া ঘরে নিয়ে গেল। ভিতরে গিয়ে দেখি সারি সারি লোক এক সাথে শুয়ে আছে। ভিতরে শোয়ার ব্যবস্থা দেখে গা ঘিন ঘিন করে উঠলো। ফিরে চলে এলাম ট্রাকের কাছে। সেই লোকটি আবার এলো। এবারের সংবাদ, এখানে লেপও ভাড়া পাওয়া যায়, তার কথা মতো একটি লেপ ভাড়া করলাম। লেপ নিয়ে ট্রাকের উপর উঠে শুয়ে পড়লাম। শরীর একটু গরম হতে শুরু করলো। কিছু সময় পরেই অনুভব করলাম বৃষ্টির ফোঁটার মতো কি যেন টপ টপ করে লেপ ভেদ করে আমার শরীরে পড়ছে। উঠে দেখি কুয়াশায় সম্পূর্ণ লেপ ভিজে গিয়েছে। লেপ ফেলে উঠে আবার বসে থাকলাম ভোর হওয়ার অপেক্ষায়। এখন আর গানও মনে আসলো না।

ভোরের আলো ফোটার পরে প্রথম ফেরিতে ট্রাকপার করে রওয়ানা দিলাম আবার দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে। ভালই আসছিলাম সারা রাস্তা। রাণীরবন্দর পার হওয়ার পরে আমাদের ড্রাইভার আর্মিদের একটি শীতকালীন মহড়ার গাড়ীতে হঠাৎ করে লাগিয়ে দেয়। সে কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়ে এবং ট্রাক নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চিন্তা করে। আমি জোর করে ট্রাক থামাই এবং দেখি আমাদের ট্রাক আর্মিরা ঘিরে ফেলেছে। ড্রাইভার আমার নির্দেশ অনুযায়ী উপস্থিত আর্মি অফিসারের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, আর আমিও ঐ অফিসারের নিকট দুঃখ প্রকাশ করে বলি যে, মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশনা আছে আজ যে করেই হোক শিক্ষা উপকরণ গুলো পৌঁছাতেই হবে, যাতে আগামী কাল সকালেই বাচ্চারা এগুলি হাতে পায়। যাই হোক শেষ পর্যন্ত অফিসারটি ড্রাইভারকে কিছু বকাবকি করে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই সব বাঁধাবিপত্তি অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত সময়মত দিনাজপুর পৌঁছেছিলাম এবং কমিটমেন্ট অনুযায়ী ইএসডিও’র মালামাল অক্সফামের গোডাউনে পৌঁছে দিয়েছিলাম।

তারপর যে বিমলানন্দ উপভোগ করেছিলাম তার কোন তুলনা করার মতো ঘটনা এখনো আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে ঘটেনি।

আমাদের প্রিয় ইএসডিও

মোঃ এনামুল হক
ডিপিসি (এমএফ)
ইএসডিও

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রায় সর্ব উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁয়ে ১৯৮৮ সালে ইএসডিও-এর জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত অবস্থায় আমাদের সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক ইএসডিও প্রতিষ্ঠা করেন। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে এবং ইএসডিও-এর নিবেদিত প্রাণ কর্মী বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের এই প্রিয় প্রতিষ্ঠানটি আজ বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও দেশের অর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রায় সকল শাখায় ইএসডিও-এর কার্যক্রম বিস্তৃত। আমাদের এই সফল কার্যক্রমের পিছনে সুযোগ্য পরিচালক(প্রশাসন) জনাব সেলিমা আখতার-এর অনেক অবদান আছে। তিনি আমাদের প্রিয় নির্বাহী পরিচালকের সহধর্মিণী। তিনি তাঁর কাজের নেতৃত্ব প্রদানের পাশাপাশি সকল বিষয়েই নির্বাহী পরিচালক মহোদয়কে সকল সময়ে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। তিনি আমাদেরকে মাতৃস্নেহে আগলিয়ে রাখেন। আমরা আমাদের অনেক বিপদ আপদে তাঁর নিকট আশ্রয় খুঁজে পাই।

আমি অত্র সংস্থায় ২০১০ সালে আগষ্ট মাসে যোগদান করি। আমার যোগদানের পর সেপ্টেম্বর মাসে ইএসডিও-এর নারী কর্মী সমাবেশে আমি একটি বক্তব্য দেই, আমি নিজেই বুঝতে পারি আমার বক্তব্য মোটেই মানসম্পন্ন হয়নি, কিন্তু আমাদের প্রিয় পরিচালক (প্রশাসন) উক্ত বক্তব্যের প্রশাংসা করেন যার কারণে আমি আমার কাজের ক্ষেত্রে অনেক অনুপ্রেরণা পাই এবং আমার ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ পাই । এই সংস্থায় চাকুরী করে আমার কখনই মনে হয় না আমি একটি প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করছি, আমার মনে হয় আমি নিজের বাড়ীর কাজ করছি। বর্তমানে মাঠপর্যায়ে একশ কোটি টাকারও বেশী ঋণ স্থিতি নিয়ে ইএসডিও'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অতীতের মতোই সফলভাবে এগিয়ে চলেছে। এটা সম্ভব হয়েছে আমাদের নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক(প্রশাসন) মহোদয়ের সুযোগ্য নেতৃত্ব ও ইএসডিও-এর সকল পর্যয়ের কর্মী বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে।

আমাদের এই প্রতিষ্ঠান শুধু লক্ষ্যভুক্ত সদস্যদের জন্যই কাজ করে না, প্রতিষ্ঠানের কাজে নিয়োজিত উন্নয়ন কর্মীদের জন্যও কাজ করে। আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বলেন যে "প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মী বাহিনীও এ সমাজেরই অংশ তাদেরও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সমাজের উন্নয়ন।" তিনি কর্মী বাহিনীর জন্য বিবাহ ভাতা, সন্তান ভাতা, অগ্রীম, প্রভিডেন্ট ফান্ড, কর্মী কল্যাণ ঋণ সহ অনেক সহায়তার ব্যবস্থা করেছেন এবং কোন কর্মী অসুস্থ্য হলে বা দুর্ঘটনায় পড়লে তার চিকিৎসা সহ যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়লে আজও কৃতজ্ঞতায় আমার আমার চোখে পানি আসে। আমার এক সহকর্মী আমাদের সংস্থার এম্বুলেন্সে করে রংপুর মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে তার মাকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে এম্বুলেন্সটি দুর্ঘটনায় পড়ে, ড্রাইভার সহ এম্বুলেন্সের সকল যাত্রীকে রংপুর মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমি তখন কাজের স্বার্থে রংপুরে অবস্থান করছিলাম, আমাদের নির্বাহী পরিচালক আমাকে ফোন করে জানান যে, আমি যেন তখনই হাসপাতালে যাই এবং যত টাকা লাগে সেই চিন্তা না করে যেন সর্বোত্তম চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। যদি বাইরে কোথাও চিকিৎসা করার প্রয়োজন হয় আমি যেন তাও করি। তিনি শুধু আমাকে বলেই ক্ষান্ত হননি, নিজেই বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে তাদের চিকিৎসার সু ব্যবস্থা করেছেন এবং প্রতিনিয়ত আমাকে সহ বিভিন্ন ব্যাক্তিকে ফোন করে চিকিৎসার খোঁজ নিয়েছেন, যা অনেক ক্ষেত্রে বিরল। এই সংস্থায় এই ধরণের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

বর্তমানে এটা আমার জীবনের পঞ্চম চাকুরী, কিন্তু আমি এর আগে কর্মীদের জন্য একজন নির্বাহী পরিচালক-কে এ ধরণের কাজ করতে দেখিনি। আমাদের নির্বাহী পরিচালক যিনি কর্মীদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য অনেক কাজ করেন। গত ২০১০ সালে বার্ষিক সাধারণ সভা সুন্দরবনে জাহাজের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। যা আমার জন্য একটি অনন্য ঘটনা। উক্ত কাজে আমি সৈয়দপুর হতে খুলনার ট্রেনের টিকিট ক্রয় সহ যাবতীয় ব্যবস্থা করার দায়িত্ব পাই। তখন আমি এই সংস্থায় নতুন, আমি খুব ভয়ে ছিলাম, দায়িত্বটি সঠিকভাবে পালন করতে পারব কিনা। আমি শেষ পর্যন্ত দায়িত্বটি সফলভাবে পালন করি, যে কারণে নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয় আমার কাজের প্রশাংসা করেন। আমরা তিন দিন সুন্দরবনে ছিলাম; সুন্দরবনের বিভিন্ন স্পটে আমারা ঘুরে বেড়িয়েছি। আমি আমার কর্মজীবন শুরু করি ১৯৮৮ সাল থেকে কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পূর্বে আমি অনেক গুরত্বপূর্ণ পদে কাজ করলেও কখনও বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ পাইনি। আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের প্রচেষ্টায় আমি ২০১২ সালের মে মাসে নয় দিন ভারতের আহমেদাবাদ, দিল্লি, আগ্রার তাজমহল সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করে এসেছি এবং জীবনের প্রথম বিমানে ভ্রমণ করেছি, যা আমার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমার জেষ্ঠ্য সন্তান বর্তমানে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে, নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সহায়তা না পেলে হয়ত আমার ছেলেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াতে পাড়তাম না, সে জন্য আমি সহ আমার পরিবারের সকল সদস্যই নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ ।

আমি অত্যান্ত গর্বিত যে, এরকম একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। আমি সর্বান্তকরণে আমাদের নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের দীর্ঘায়ু কামনা করছি যাঁরা আমাদেরকে পিতৃত্ব ও মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছেন। আল্লাহ সকলের মঙ্গল করুন। আমি এই সংস্থার উন্নতি কামনা করছি।

লাবণ্য সরকার

ডাঃ মোঃ মারুফ আলী খান
চীফ মেডিকেল অফিসার
ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতাল
কলেজপাড়া, ঠাকুরগাঁও ।

লাবণ্য সরকার, পিতা-বাদল সরকার, বয়স-৯ বছর, গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও-এর মেয়েটির বিগত ০৩/০৩/২০১০ তারিখে বাড়িতে সাংসারিক কাজ কর্ম করার সময় কাপড়ে আগুন লেগে সম্পূর্ণ ডান হাত, পেটে, বুকে ও পিঠে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার ক্ষতের পরিমাণ ৪৫% । তাৎক্ষণিকভাবে তার বাবা তাকে নিয়ে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করান । সেখানে পাঁচ দিন চিকিৎসার পরে শিশুটিকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করার পরামর্শ দেন কর্তব্যরত চিকিৎসক ।
লাবণ্যের বাবা একজন অতি দরিদ্র চা'র দোকানদার, তীব্র অর্থ সংকটের কারণে তার পক্ষে রংপুর বা ঢাকায় নিয়ে চিকিৎসা করার মত সামর্থ্য ছিল না । নিরূপায় হয়ে মেয়েকে বাসায় নিয়ে এসে স্থানীয় কবিরাজের তেল পড়া ও টোটকা চিকিৎসার উপর নির্ভর করে । দুই একদিনের মধ্যে অবস্থার অবনতি হওয়া শুরু করলে পুনরায় মেয়েকে নিয়ে সদর হাসপাতালে যান কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের কোন কথা না শুনে আবার রংপুর মেডিকেলে যাওয়ার পরামর্শ দেন । এর মধ্যে জনৈক ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীর মাধ্যমে তিনি জানতে পারেন যে, ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা ভাল হয় । তিনি তাড়াতাড়ি তার মেয়েকে ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতালে আমার নিকট দেখানোর পরামর্শ দেন । লাবণ্যর বাবা মেয়েকে নিয়ে দ্রুত ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতালে আসেন এবং ডাক্তারকে দেখান । ডাক্তার তাদেরকে আশ্বাস দেন যে, আপনার মেয়ে সম্পূর্ণভাবে ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতালেই সুস্থ্য হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে । এ চিকিৎসার খরচ অত্যন্ত ব্যয়বহুল । লাবণ্যর বাবার পক্ষে এত খরচ বহন করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে ।

চিকিৎসার অংশ হিসেবে শিশুটির দুই পায়ের চামড়া কেটে ক্ষতস্থানগুলো পূরণ করা হয় এতে ধীরে ধীরে শিশুটি সুস্থ্য হয়ে উঠতে থাকে । উচ্চ মূল্যের এই চিকিৎসার প্রায় সম্পূর্ণ ব্যয়ভার ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বহন করেন । এমনকি তার কেবিন চার্জ, ওটি চার্জ পর্যন্ত নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের আদেশে সম্পূর্ণ মওকুফ করা হয় । দীর্ঘ এক মাস সাতদিন কমিউনিটি হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে সুস্থ্য হয়ে লাবণ্য এখন স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে । চিকিৎসা শেষে লাবণ্যর বাবা মা তাদের অনুভূতিগুলো এইভাবে ব্যক্ত করেন, "ইএসডিওর সহযোগিতা না পেলে হয়তো মেয়েকে বাঁচানো সম্ভব হত না । আপনারা মানুষ না ভগবান ।" উল্লেখ্য ঠাকুরগাঁও এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল ধরণের পোড়া রোগীর চিকিৎসা ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতালে করা হয় ।

মানুষের কল্যাণে ইএসডিও

মোঃ সৈয়দ আলী
এপিসি (ফাইন্যান্স)
ইএসডিও

বাংলাদেশের উত্তর জনপদের অবহেলিত জেলা শহর ঠাকুরগাঁও। ঠাকুরগাঁও জেলায় একমাত্র চিনিকল ব্যতিত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। এই এলাকা কৃষি নির্ভর, বেশীর ভাগ মানুষের প্রধান পেশা কৃষি। প্রায়শঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগে (অতিবর্ষন, অতিখরা, ঘন কুয়াশা) এই কৃষিতে কৃষকরা ফসল আশানুরূপ পেতো না, পেত না ফসলের ন্যায্য মূল্যও। অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়ে এই জনপদের মানুষ। ১৯৮৮ সালে বন্যা কবলিত মানুষের ত্রাণের কাজের মাধ্যমে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ইকো সোশ্যাল ডেভলেপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও) গঠন করেন। আমি তখন উত্তরা ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউডিপি)-এ চাকুরীরত। ইউডিপি-তে চাকুরীরত থাকা অবস্থায় স্বপনদার সাথে ঘনিষ্টতা হয়। তারই সহযোগিতায় আমি ১৯৯৪ সালের মে মাসের ০১ তারিখে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পে মৌলিক শিক্ষা কর্মসূচীর সুপারভাইজার হিসেবে ইএসডিও-তে যোগদান করি।

সেই সময়ে ঋণ কর্মসূচী প্রধান কার্যালয় হতে পরিচালিত হত। ১৯৯৪ সালের জুন মাসে ০৩ টি এলাকায় বিভক্ত করে ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়, যথাঃ ঠাকুরগাঁও রোড শাখা, কলেজ পাড়া শাখা এবং মুন্সিরহাট শাখা। সেই সময়ে সংগঠনিক ও আর্থিক অবস্থা ছিল এইরকমঃ সদস্য সংখ্যা ১,১৬৩ জন, সঞ্চয় স্থিতি ২,৬০,৩৮৬/- টাকা, মাঠে ঋণ স্থিতি ৩৫,২৫,৩৪০/- টাকা, পিকেএসএফ'র ঋণ স্থিতি ৩০,৬৫,০০০/- টাকা, আর সংস্থার স্থায়ী সম্পদ ছিল ৩৬২৯৯০/- টাকার। অগ্রগতির ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সংগঠনিক ও আর্থিক অবস্থা হচ্ছেঃ শাখার সংখ্যা ১০১, সদস্য সংখ্যা-১,১৪,১৭৪ জন, সঞ্চয় স্থিতি ২৯,৪৪,৬৫,২২৭/- টাকা, মাঠে ঋণ স্থিতি ১০২,৭৫,৮৩,৯১৩/- টাকা, পিকেএসএফ'র নিকট স্থিতি ৬৪,৩৪,০৪,২১১/- টাকা এবং সংস্থার স্থায়ী সম্পদ রয়েছে ৩০,১৩,৯৮,০০০/- টাকার। মাননীয় নির্বাহী পরিচালকের সুযোগ্য নেতৃত্ব, মহৎ উদ্যোগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং টীম বিল্ডিং নিয়ে কর্মীবাহিনী পরিচালনায় আজকের এই অবস্থান। তাঁর এই মহৎ উদ্যোগের ফলে এই জনপদের অনেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের ও পরিবার বর্গের জীবন জীবিকা নির্বাহ হচ্ছে। যারা এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত রয়েছি তাদের কল্যাণের জন্য অনেক কল্যাণমূলক তহবিল রয়েছে, যেমনঃ ষ্টাফ প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, আপদ কালিন তহবিল, অগ্রীম, যানবাহন ঋণ, গৃহঋণ। এছাড়াও শিক্ষা ভাতা, বিবাহ ভাতা, মাতৃত্ব/পিতৃত্ব ভাতা চলমান রয়েছে।

শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, পিছিয়ে পড়া এই জনপদে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজ, ঠাকুরগাঁও মহিলা কলেজ ছাড়া গুনগত

মান উন্নয়নে তেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। তাইতো আমাদের নির্বাহী পরিচালক এবং পরিচালক (প্রশাসন) ইকো পাঠশালা, ইকো কলেজ স্থাপন করেন এবং এ অঞ্চলের অপূর্ণতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইনশা আল্লাহ বাস্তবায়ন হবে।

মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক প্রশাসন পিছিয়ে পড়া জনপদের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ইকো কমিউনিটি হাসপাতাল স্থাপন করেছেন। সেখানে স্বল্প খরচে উপকারভোগী এবং ইএসডিও'র উন্নয়নকর্মীবৃন্দের পরিবারসহ চিকিৎসা সেবা এবং এম্বুলেন্স সার্ভিস পেয়ে যাচ্ছেন।
এই জনপদে শিশু হাসপাতাল গড়ে উঠেনি, তাই ইএসডিও শিশু হাসপাতাল স্থাপনের কাজ শীঘ্রই শুরু করবে এবং এই এলাকায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করবে। মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হলে এ জনপদের দরিদ্র মেধাবী ছেলে-মেয়েদের ডাক্তারী পড়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এই এলাকায় সাধারণ পিছিয়ে পড়া মানুষের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার জন্য লোকায়ন জীবন বৈচিত্র্য যাদুঘর স্থাপন করা হয়েছে, ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠি ও সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ব্যবহৃত সামগ্রী যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

এই এলাকায় পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ব্যবসা বানিজ্য পরিচালনায় জন্য "আমাদের বাজার" নামক একটি বাজার ঠাকুরগাঁও শহরে স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অধিক কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করে দোকানের মালিক হতে পারেন।

সংস্থার উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মীদের উন্নয়নে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক সংস্থার সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতিবছর নতুন পে-স্কেল ঘোষণা এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও বিদেশ ভ্রমণ, শহরে জমি ক্রয়ের জন্য ঋণ, বাড়ী নির্মাণের জন্য গৃহ ঋণ, যানবাহন ঋণ, মোটর সাইকেল ঋণ, বাইসাইকেল ঋণ এবং ব্যক্তিগত ঋণ, বিপদে আপদে ষ্টাফদের পাশে থেকে বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা প্রদান করে থাকেন।

উল্লেখিত সুযোগ সমূহের মধ্যে ২০০৮ সালে নভেম্বর মাসে নেপালে এবং ২০১২ সালের মে মাসে দাজিলিং-এ ভ্রমণের সুযোগ পাই। এই সুযোগ দেয়ার জন্য মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের নিকট ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। অপর দিকে মোটর সাইকেল ও বাড়ী নির্মাণের জন্য ঋণের সুবিধা পেয়েছি এ জন্যে আবারো কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মানুষের কল্যাণে ইএসডিও পাশে ছিল এবং ভবিষ্যৎ থাকবে আমার বিশ্বাস।

আমার দেখা ইএসডিও

মোঃ রফিকুল ইসলাম
এপিসি ফিন্যান্স
ইএসডিও প্রধান কার্যালয় - ঠাকুরগাঁও

১৯৮৮ সালের ৩ এপ্রিল থেকে ইএসডিও গঠিত হওয়ার পর দীর্ঘপথ পরিক্রমায় নানান চড়াই উৎরাই সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে ৩ এপ্রিল ২০১৩ ইএসডিও তার সিঁকি শতাব্দি অতিক্রম করে ''রজত জয়ন্তী উৎসব ২০১৩'' উদ্‌যাপন করছে। সময়ের বিবেচনায় এবং ইএসডিও-এর সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পঁচিশ বছর নিঃসন্দেহে একটি উজ্জ্বল মাইলষ্টোন। এই উজ্জ্বল মাইলষ্টোনে পৌছাতে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা কাজ করেছে তাদের জন্য রইল অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা।

ধারাবাহিক সাফল্যগাঁথার এই যে মাইলফলক স্থাপিত হতে যাচ্ছে তার পিছনে সকল স্তরের উন্নয়ন কর্মী, দাতা সংস্থা ও শুভানুধ্যায়ীদের অবদান অনস্বীকার্য।

বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে, আমি মনে করি এগুলিই ইএসডিও-এর সাফল্যের যাদু কাঠিঃ

- উন্নয়ন কর্মীদের প্রতিশ্রুতি।
- সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার দক্ষতা সম্পন্ন নেতৃত্ব।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা।
- বন্ধুত্বপূর্ণ কাজের পরিবেশ।
- দাতা সংস্থা সমূহের অব্যাহত সহায়তা।

আমি এই সাফল্যগাঁথার পথ পরিক্রমায় একজন নগণ্য অংশগ্রহণকারী হিসাবে গর্ববোধ করি।

আমার দেখা ২০০০-২০১২ অর্থ বছরের Turnover'এর ইতিবাচক পরিবর্তন নিম্নে দেখানো হলোঃ

Year	Amount in BDT	Comparative increasing rate of turnover cosidering previous year	Comparative increasing rate of turnover cosidering year-2000
2000	68,991,473.50		
2001	82,236,897.96	19%	19%
2002	155,933,538.44	90%	126%
2003	172,330,908.42	11%	110%
2004	184,347,696.00	7%	167%
2005	281,959,509.00	53%	309%
2006	625,377,545.00	122%	806%
2007	1,165,171,361.00	86%	1589%
2008	1,623,109,708.00	39%	2253%
2009	1,834,272,122.00	13%	2559%
2010	2,054,997,349.00	12%	2879%
2011	2,823,110,553.00	37%	3333%
2012	2,691,500,164.00	-5%	1626%
Total	6,193,730,759.32		

একই হারে অপরাপর সূচকগুলিতেও ঈর্ষণীয় সাফল্য দেখা যায়, যা আমাদেরকে আগামীর পথে নতুন মাইলস্টোনে পৌঁছাতে ভীষণভাবে আশান্বিত করে।

নস্টালজিক

একদিন স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে অবিরত...

জহুরাতুন নেসা
সেক্টর কো-অর্ডিনেটর (জেন্ডার)
ও
উপাধ্যক্ষ, ইকো পাঠশালা

স্বপ্নের জমিনে চাষাবাদ করে হৃদপিন্ডের লাঙ্গল। সেই চাষে উত্থিত হয় ছোট বড় নানা আকৃতির বর্ণবিবর্ণের ঢেলা। কখনো কখনো পরাবাস্তব এক উতাল হাওয়ায় তা চূর্ণ হয়। তারপর ঝুরঝুরে মাটি চালে পূর্বানুভূতির চালুনিতে। ভান্ডার প্রাপ্তীর আশায় আঙ্গুলগুলো বিলি কাটে কণার শরীরে। আকাঙ্খার জমিনে খোঁজে সোনা অবুর্দ। আর স্বপ্নাতুর চোখ দেখে জিউসের আলোর ঝলক। ঝড়াসূত্র প্রথাগত নিয়ম বদলায়। খেলায় অংশগ্রহণের আগে বারবার অনুশীলন করা ক্রীড়া নৈপূন্যের পূর্বশর্ত। স্বপ্নবিন্দুর প্রতি অনুতে নিউটনের তৃতীয় সূত্র ক্রিয়াশীল।

একদিন সে স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে অবিরত সীমাহীন পথ হেঁটেছিলাম, তার একটা সফল গন্তব্য অন্তত আমরা আজ পেয়েছি। হ্যাঁ, ইএসডিও'র কথাই বলছি। আমরা স্বপ্ন দেখেছিলাম, একদিন ছুঁয়ে দেব নীল আকাশ। স্বপ্নের সেই পারিজাত আজ মুহূর্মুহু আমাদের আরও আত্মবিশ্বাসী হিসেবে গড়ে তুলে তুলেছে।

ইএসডিও'র ২৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আজ খুব বেশি মনে পড়ছে সেই সব ফেলে আসা স্মৃতিভারাতুর দিনগুলোর কথা। ১৯৮৮ সালে ইএসডিও'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আমি ছিলাম এবং এখনো আছি। সদ্য কৈশোর পেরিয়ে আমি তখন কলেজে বি.এ পড়ার পাশাপাশি মন দিলাম সংস্থার হয়ে মানুষের জন্য কাজ করার। প্রখর ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর নেতৃত্বে সংস্থার পূর্নাঙ্গ নির্বাহী কমিটি গঠিত হয়। দরিদ্র মহিলাদের মাঝে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী চালু করার লক্ষ্যে একটি সমিতি গঠনের আবশ্যকীয়তা ও তাগিদ অনুভব করি, তারও আগে জরুরী হয়ে পড়ে অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া নারীদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সমিতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করানো এবং সেই মতো মানসিকতা তৈরি ও উন্নয়নসহ একত্রীকরণের কাজটা মোটেও সহজ ছিল না। এমন আয়াসসাধ্য কাজটিই আমি তখন করেছি। মহৎ কিছু একটা করছি এমন প্রণোদনাই সেদিন যুগিয়েছিল অনুপ্রেরণা। তাই মানসিক অবসাদ আমাকে

সেদিন টলাতে পারেনি স্থির লক্ষ্য থেকে, ১৯৮৮ থেকে ১৯৯১ এই তিন বছর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাশ্রমে এবং নিজ আয়ে কাজ করেছি। সাথে ছিলো আরও ক'জন স্বপ্ন বনিক। যারা ইএসডিও'র কর্মকান্ডের একান্ত সহযোদ্ধা ছিলেন, তারা প্রত্যেকেই আজ ইএসডিওর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। আর সেই স্বপ্ন নির্মাতা ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। আমি ইএসডিও'র প্রথম নারী উন্নয়ন কর্মী হিসেবে আজ গর্ববোধ করি। ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ইএসডিওকে সহযোগী সংস্থা হিসেবে প্রথম ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার টাকা) ঋণ দেয়। ইএসডিও সেই টাকা দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে। আজ ইএসডিও'র ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর ঋণ স্থিতি ১শত কোটি টাকারও বেশী। এ এক অপার সাফল্য! ১৪ জন নিয়ে যাত্রা শুরু করা ইএসডিও আজ ২৩ টি জেলার ১০৩ টি উপজেলায় বিস্তৃতি লাভ করেছে।

ছোট বেলা থেকেই আমি স্বপ্ন দেখতাম শিক্ষক হবার। মানুষ তৈরির কারিগর হবার মহান ব্রত নিয়েই আমি ২০০১ সালে ইকো পাঠশালায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। বর্তমানে উপাধ্যক্ষ হিসেবে আছি। মনে আছে, মাত্র ২৩ জন ছাত্র/ছাত্রী আর ৪ জন শিক্ষক নিয়ে শুরু হয়েছিল ইকো পাঠশালার যাত্রা। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ইকো পাঠশালা থেকে আজ ইকো কলেজ হয়েছে, এক দিন ইকো বিশ্ববিদ্যালয় হবে, এই বিশ্বাস আমি মনে প্রাণে করি। কৃতজ্ঞতা জানাই ইকো পাঠশালা ও কলেজের অধ্যক্ষ সেলিমা আখতারকে, যিনি সর্বদাই এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য নিবেদিত প্রাণ। ইকো পাঠশালা ও কলেজ আজ বহুতল ভবনে রূপান্তরিত হয়েছে। এটা এক দিনেই হয়নি। শ্রমে, আন্তরিকতায় ও ভালবাসায় তিলে তিলে গড়ে উঠেছে, আর এর প্রতিটি ইটের গাঁথুনিতে রয়েছে আমাদের ভালবাসা। কাজ ও দক্ষতা দিয়ে আজ আমি যে অবস্থানে আছি, আমি চাই এই ভিত্তিকে আরো মজবুত করতে। এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে জড়িয়ে আছে আমার অসংখ্য স্মৃতি। যা প্রতিনিয়ত আমাকে উদ্বেলিত করে। জীবনের অন্যান্য মৌলিক কাজের মত শিক্ষকের এই দায়িত্বটিও আমার জীবনের একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে গেছে। যা আমি চাইলেও সরাতে পারবো না। শুধু দায়িত্বই নয়, ইকো পাঠশালা ও কলেজ এখন আমার কাছে গর্ভজাত সন্তানের মত, যাদের প্রতি আমি প্রগাঢ় মমতা ও ভালাবাসা অনুভব করি আমার স্পন্দনের ভিতর।

আমি এখন স্বপ্ন দেখি, ইকো পাঠশালা ও কলেজ দেশের সেরা বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিণত হয়েছে, আমি সবটুকু দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করতে চাই। এমন কিছু একটা অবদান রেখে যেতে চাই, যেন বহু বছর পরও যেদিন আমি থাকবনা, সেদিনও এই প্রতিষ্ঠান আমাকে মনে রাখবে।

এ্যালবাম

নির্মল মজুমদার
সেক্টর কো-অর্ডিনেটর, ইএসডিও

১৯৯৮ সাল। আমি তখন হরিপুর উপজেলার থানা কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কাজ করতাম। হরিপুর উপজেলার ৭৫টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র বাস্তবায়ন করছিল ইএসডিও। ১৯৯৮ সালে ইএসডিও ৯টি জেলার ১৪টি উপজেলায় ১৪৪০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র বাস্তবায়ন করতো, তার মধ্যে ছিলঃ ঠাকুরগাঁও জেলার সদর, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর উপজেলা; রংপুরের তারাগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও গঙ্গাচড়া উপজেলা; পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলা; নওগাঁর নিয়ামতপুর উপজেলা; কুড়িগ্রামের উলিপুর উপজেলা; গাইবান্ধার সদর উপজেলা; বগুড়ার ধুনট ও সারিয়াকান্দি উপজেলা; দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলা এবং সিরাজগঞ্জের কাজিপুর উপজেলা।

ঐ বছরে ইএসডিও বাংলাদেশের ৯টি জেলার ২২টি উপজেলায় তার উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছিল।

সংস্থার অন্যান্য কর্মসূচীর একটি তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	কর্ম এলাকা	
		জেলা	উপজেলা
১	আয় বৃদ্ধি মূলক কর্মসূচি (আইজিপি)	ঠাকুরগাঁও	সদর, বালিয়াডাঙ্গী, রানীশংকৈল, পীরগঞ্জ
		পঞ্চগড়	আটোয়ারী, দেবীগঞ্জ
		দিনাজপুর	বীরগঞ্জ
২	উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র	ঠাকুরগাঁও	সদর, বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর উপজেলা
		রংপুর	তারাগঞ্জ, মিঠাপুকুর ও গঙ্গাচড়া
		পঞ্চগড়	তেঁতুলিয়া
		নওগাঁ	নিয়ামতপুর
		কুড়িগ্রাম	উলিপুর
		গাইবান্ধা	সদর
		বগুড়া	ধুনট ও সারিয়াকান্দি
		দিনাজপুর	বীরগঞ্জ

		সিরাজগঞ্জ	কাজিপুর
৩	উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি	ঠাকুরগাঁও	সদর
৪	এলসিএস-এফইএম	ঠাকুরগাঁও	হরিপুর
		পঞ্চগড়	আটোয়ারী
৫	পন্ড রিএক্সকাভেশন প্রোগ্রাম	ঠাকুরগাঁও	সদর
৬	রি জেনারেটিভ এগ্রিকালচার প্রোগাম	ঠাকুরগাঁও	সদর
৭	পিএলডিপি-পার্টিসিপেটরী লাইভষ্টক ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম	ঠাকুরগাঁও	রানীশংকৈল, পীরগঞ্জ
৮	অরনি (গ্রামীণ হস্তশিল্প)	ঠাকুরগাঁও	সদর
৯	লাইব্রেরী (ভাসানী পাঠাগার)	ঠাকুরগাঁও	সদর

তখন আমাদের প্রধান কার্যালয় ছিল সরকারী কলেজের পিছনে; নিজস্ব, চমৎকার পরিবেশ। ছয় কামরা বিশিষ্ট একতলা একটি বিল্ডিং। অফিস ক্যাম্পাসটির ছিল বেশ মনোরম পরিবেশে; সামনে ফুলবাগান, ক্যাম্পাসের মধ্যেই ছিল একটি বিশাল পুকুর আর পুকুরের চার ধারে সারি সারি মেহগনি গাছ। কাক চক্ষু স্বচ্ছ টল টলে জলে পুকুর ভরা ছিল মাছ, সারাক্ষণ ছোট বড় মাছের লাফালাফি। আর অফিসের সামনে ছিল একটি ছোট খাট বারমাসি কাঁঠাল গাছ। গাছটির চারদিক সান বাঁধানো চমৎকার একটি গোলাকার বসার জায়গা। তবে সবাই সেখানে বসতে চাইতো না। কারণ কোন গর্হিত কাজের জন্য শাস্তি হিসেবে কর্মীদের সেখানে বসিয়ে রাখা হতো। আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের

শাস্তির ধরণ সবসময়ই বেশ মজার, শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য বলতেন "তোমার কাল থেকে অবস্থান হবে কাঁঠাল তলায়"।

একদিন সকালে অফিস এলাম। দেখি নির্বাহী পরিচালক মহোদয় পুকুর পাড়ে চেয়ার নিয়ে অনেকের সঙ্গে বসে আলাপ করছেন। আমাকে দেখে ডাকলেন, গেলাম। বললেন, ঐদিন থেকে আমাকে অফিস সচিবের দায়িত্ব নিতে হবে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। বললাম, আমি কি পারবো এতবড় দায়িত্ব পালন করতে? তিনি মুখে কিছুই বললেন না, শুধু কি কি করতে হবে তা বলে গেলেন। শুরু হলো আমার নতুন কাজের অভিজ্ঞতা। মোটর সাইকেল চালাতে পারতাম না। উত্তরাধিকার সূত্রে এইচএস হান্ড্রেড মোটর সাইকেলটি পেলাম। চালাতে শেখার জন্য নিবির সরকারসহ গেলাম কলেজ মাঠে। চালাতে গিয়ে পড়ে গেলাম একবার। দেখতে দেখতে এসে গেল ৩ এপ্রিল। ইএসডিও'র দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হলো। র‌্যালী, আলোচনা সভা, খেলা-ধূলা, স্মৃতিচারণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শেষ হয়। বিপুল আনন্দ উদ্দীপনায় কর্মীদের মধ্যে এক নতুন প্রাণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নতুন অঙ্গীকার, নতুন শপথ নিয়ে কর্মীরা আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে কর্মস্থলে।

এসময়ই আমরা নতুন একটি প্রোগ্রাম পেলাম। পিএলডিপি-পার্টিসিপেটরী লাইভষ্টক ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম। সেই সাথে একটি হাইলাক্স পিক-আপ। প্রকল্পটির দাতা সংস্থা ছিল ডানিডা। ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ ও রানীশংকৈল উপজেলায় এর কর্ম এলাকা। নিরানন্দের মধ্যে আনন্দের বন্যা। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়কেও নতুন প্রকল্প পেয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখে খুবই আনন্দিত লাগলো - তিনি তো কাজেরই লোক।

আকাশ ছোঁয়া স্বপ্নের এক নাম ইএসডিও
ও
এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহাম্মদ শহীদ উজ জামান

মোঃ শামীম হোসেন
সেক্টর কোঅর্ডিনেটর
ইএসডিও ।

গ্রামের দেশ বাংলাদেশ - যে দেশে গ্রামের সংখ্যা ৬৮,০০০ হাজারেরও বেশী, এই দেশের উত্তরের অবহেলিত অনগ্রসর জনপদ ঠাকুরগাঁও জেলা, আর এ জেলাতেই এক দল সমাজ মনস্ক শিক্ষিত তরুণের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালের ৩ এপ্রিল একজন অনন্য অসাধারণ কৃতি মেধাবী তরুণ যার চোখে মুখে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন, যে কখনও হারতে শেখেনি - সেই দীপ্ত তরুণ মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর নেতৃত্বে ইএসডিও'র জন্ম ।

সময়টা ছিল ১৯৯৪ সালের শুরুর দিকে ইএসডিও'র শৈশব কাল । একদিন ভাবলাম জামান ভাই এর সাথে ইএসডিও তে কাজ করবো । মনের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাস ছিল যে, আজকের যে ইএসডিও এবং এর যে কলেবর তা একদিন অনেক বড় হবে, বিস্তৃত হবে এর কর্মকান্ড । কারণ জামান ভাই এর মত একজন কৃতি ও মেধাবী সৃষ্টিশীল মানুষ যার কান্ডারী, সেখানে অবশ্যই নির্ভর করা যায়, আস্থা রাখা যায় । এমন সময় একদিন শুনলাম আমাদের গ্রামে ইএসডিও'র বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে । তার পর মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানেই জানতে পারলাম আলমগীর স্যার ও ইউএনও সাহেব আসবেন বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধন করতে । ঠিক তাই, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধনের দিনক্ষণ ঠিক হল । বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধোনীর প্রস্তুতি কাজে আমিও অংশ নিলাম । সত্যি সত্যিই আলমগীর স্যার, ইউএনও ও ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক জামান ভাই এলেন আমাদের গ্রাম ফকদনপুরে । আনুষ্ঠনিক ভাবে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন ও বই সহ অন্যান্য উপকরন বিতরণ করা হল । আমাদের ফকদনপুর গ্রামের মোড়ল পাড়া সহ আশপাশের গ্রামের একাধিক পাড়ায় বেশ কয়েকটি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র উদ্বোধন হলো, বিতরন হলো বই সহ অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ । আমিও তাদের সাথে ছুটে চললাম এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে ।

এর পর থেকে ইএসডিওতে কাজ করার আবেগ ও আকাঙ্খা বেড়ে গেল । একদিন আমার বন্ধু আবু'র সাথে বিষয়টি শেয়ার করলাম, আবু আমার কথা শুনে বলল ঠিক আছে, চল একদিন জামান ভাই এর সাথে দেখা করি । যেমনি বলা তেমনি কাজ, তারপর দিন ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজ থেকে কলেজের সামনে রফিকুল চেয়ারম্যান সাহেবের তিন তলা বিল্ডিং-এর নীচতলায় ইএসডিও'র একমাত্র অফিস, সেখানে দুজনে গেলাম এবং সৌভাগ্যক্রমে জামান ভাইকে পেয়েও গেলাম । তাই আর দেরী নয়, বলেই ফেললাম, "জামান ভাই আমি আপনার সাথে ইএসডিওতে কাজ করতে

চাই।” সাথে সাথে আবুও বলল, “হ্যাঁ জামান ভাই ও ঠিকই বলেছে।” তার পর জামান ভাই তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে হাসলেন এবং বললেন, “সত্যিই বলছ?” আমি বললাম, “হ্যাঁ সত্যি বলছি।” উত্তরে তিনি নিবির বাবুর কাছ থেকে আবেদন ফরম নিয়ে পূরণ করে জমা দিতে বললেন এবং এক মাস পরে এসে যোগদান করতে বললেন।

এটা ছিল ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়। এরপর এপ্রিলের ১৪ তারিখে এসে সত্যিই ইএসডিওতে যোগদান করলাম। যোগদানের পর নির্বাহী পরিচালক আমাকে ঠাকুরগাঁও রোডে স্থাপনের জন্য একটি অফিস খুঁজতে দিলেন। এটাই আমার ইএসডিওতে প্রথম কাজ। আর নয় বসে থাকা, শুরু হল ইএসডিও'র সাথে পথ চলা। রোডে আমার বন্ধু আবু নূরের আব্বার সাথে কথা বলে ঠাকুরগাঁও রোড কলেজের উল্টো পাশে অবস্থিত তাদের বাসাটি ইএসডিও'র ০০১ এরিয়া অফিসের জন্য ঠিক করে ফেললাম। অফিস ঠিক করার বিষয়টি নির্বাহী পরিচালককে জানালে তিনি খুশি হলেন এবং আসবাবপত্র নিয়ে অফিস শুরুর কথা বললেন। এরই মাঝে আমাকে যোগদান পত্র দেওয়া হল প্রশিক্ষণার্থী উন্নয়নকর্মী পদে। সেই অফিসে আমার ম্যানেজার হিসেবে ছিলেন সুভাষ বাবু। আমাকে দশ দফার একটি কাগজ ধরিয়ে দিয়ে দশ দফার ভিত্তিতে দল গঠন শুরু করতে বললেন। আমি তার সাথে আলোচনা করে এলাকা হিসাবে বেছে নিলাম মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন। দশ দফার কাগজ সাথে নিয়ে শুরু করলাম ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর জন্য দল গঠন। দল গঠন করতে তখন প্রচন্ড সমস্যা হচ্ছিল কারন 'দীপশিখা' নামের একটি প্রতারক সংস্থা (চক্র) ক্ষুদ্রঋণের কথা বলে দল গঠন করে সাধারণ গরীব মানুষের সঞ্চয়ের লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করে উধাও হয়েছিল। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেই আমি চার মাসে ১২টি দল গঠন করলাম। প্রতিটি দলের নিয়মিত সভা ও সঞ্চয় আদায়ের কাজ যথা রীতি এগিয়ে চলল।

অফিস শেষে সন্ধ্যার পর মাঝে মাঝেই হেড অফিসে আসতাম। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সাথেও মাঝে মাঝে কথা হত। একদিন দেখলাম ০০২ এরিয়া কলেজ পাড়া, ঠাকুরগাঁও এর ম্যানেজার স্বপনদার জন্য একটি চায়না ফনিক্স বাইসাইকেল কেনা হয়েছে। সেই সাইকেল অফিস রুমে, প্লাষ্টিকের কভারগুলি ছুটানো হয় নাই সাইকেলটা বেশ কয়েক দিন সযত্নে রুমেই ছিল। বাইসাইকেলটি দেখে মনের মধ্যে একটা ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হলো, কবে এমন একটা সাইকেল পাব? ইস যদি এমন একটা নতুন সাইকেল পেতাম তাহলে যে কি মজা হতো ভাবাই যায় না!

সম্ভবত আগষ্ট ১৯৯৪, আমার ম্যানেজার সুভাষ সরকার জানালেন নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আমাকে ডেকেছেন। আমি শুনে ভীষন ভয় পেলাম, ভাবলাম মনে হয় কোন ভুল করেছি, ভয়ে বুক দূরু দুরু অবস্থা, এভাবেই সেদিন হেড অফিসে আসলাম। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আমাকে দেখে হাসলেন এবং বললেন আমাকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের সুপারভাইজার করা হয়েছে। আমি ভীষণ খুশী হলাম, ট্রেনিং নিতে দিনাজপুর পিটিআইতে চলে গেলাম। ছয় দিনের ট্রেনিং শুরু হলো। এভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের কিশোর-কিশোরী শিক্ষা কেন্দ্রের সুপারভাইজার নিযুক্ত হলাম। এরপর থেকেই প্রধান কার্যালয়ে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সরাসরি তত্ত্বাবধানে থেকে কাজ করা শুরু হলো। তারপর যত দিন যায় যুক্ত হতে থাকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা, সব থেকে আশ্চর্য হয়েছিলাম নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের কাজ করার অসাধারণ ক্ষমতা, ধৈর্য্য ও সামর্থ্য দেখে, দিন নেই রাত নেই তিনি যেন একটা যন্ত্রের মত কাজ করেই চলেছেন। সেই সাথে

সকলকে কাজ শেখানোর অসাধারণ কৌশল আর ষ্টাফ নিয়ন্ত্রণের সম্মোহনী ক্ষমতা, এ যেন এক যাদুকরের সাথে বসবাস। সময় যত গড়ায় কর্মসূচী তত বাড়তে থাকে। ক্ষুদ্র ঋণ, স্যাপ, ইনফেপ, ডিটিপি, অক্সফাম জিবি সহ নানা কর্মসূচী। বাড়তে থাকে কেন্দ্রের সংখ্যা। ৬০ থেকে ১০০ কেন্দ্র, ১০০-২৬০ কেন্দ্র প্রাক প্রাথমিক, বেসিক কিশোর-কিশোরী, বয়স্ক বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্র - এর মাঝে আবার সুপারভাইজার কাম হিসাবরক্ষক পদে ০০৩ এরিয়া ভূল্লিতে ৭-৮ মাস পরেশদার অধীনে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীতে ১৯৯৫ সালের শেষের দিক কাজ করা। পরবর্তীতে আবার এ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম এসোসিয়েট হিসাব শিক্ষা কর্মসূচীতে প্রধান কার্যলয়ে ফিরে আসা। আবার ১৯৯৬ সালের ০৬ থেকে ০৭ মাস ০০১ এরিয়ায়, ঠাকুরগাঁও রোড-এ হিসাব রক্ষক পদে কাজ করা। এরপর ১৯৯৬ সালে জুলাই মাসে প্রোগ্রাম এসোসিয়েট হিসাবে প্রধান কার্যলয়ে যোগ দেওয়া। ঐ বছর একটি অত্যন্ত আনন্দের দিন হলো সংস্থার জন্য স্যাপ এর ল্যান্ড ক্রুজার জীপগাড়ী পাওয়া। ভীষন গর্ব হলো এবং আনন্দ পেলাম আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এইবার চার চাকার গাড়ীতে ঘুরবেন। কি মজা!

এ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা নির্বাহী পরিচালকের বিয়ে, যা আমাদের জন্য একটি স্মরনীয় ঘটনা, যার মাধ্যমে আমরা পেয়েছি আমাদের আরেক অভিভাবক সেলিমা আখতারকে, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন)-কে। ১৯৯৭ সালের জুন মাসে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প -১ এর ৪৫ টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা কো-অর্ডিনেটর হিসাবে বালিয়াডাঙ্গী উপজেলায় যোগদান করলাম। ইএসডিও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এই বছরই অর্থাৎ ১৯৯৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী সংস্থা নির্বাচিত হয় এবং ঐ দিনেই ইএসডিও'র মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদের নিকট হতে ক্রেষ্ট ও সম্মাননা গ্রহণ করেন। এই বিরল সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানটি বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচার করা হবে শুনে দেখার জন্য আমরা অধীর অগ্রহে খুশিতে আত্মহারা হয়ে টিভির সামনে দীর্ঘ সময় বসে থাকি। এটি ইএসডিও'র দীর্ঘ পথ চলার পথে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা এবং মাইলষ্টোনও বটে - যার মাধ্যমে ইএসডিও'র জন্য একটি নবদিগন্তের দ্বার উম্মোচিত হয়। আরেকটি খুশির দিন হলো নির্বাহী পরিচালক মহোদয় যখন একটি নতুন হাই লাক্স পিকআপ ক্রয় করে ঠাকুরগাঁও নিয়ে এলেন, মনে হয় যেন আমরা একটি বিশাল কিছু জয় করে ফেললাম। এরপর ১৯৯৮ সালে পিএলডিপি প্রকল্প পাওয়া, তারপর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় দীর্ঘ ডেনমার্ক সফর, সেটাও আমাদের জন্য একটি অবিস্মরনীয় ঘটনা ও সীমাহীন আনন্দের সময়। এই সময়ে নির্বাহী পরিচালকের অনুপস্থিতিতে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন)-এর নেতৃত্বে কাজ করার অভিজ্ঞতা দারুন উপভোগ করেছিলাম। এর পর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় যতবারই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সফরে গেছেন, ততবারই গর্বে নিজের বুকটি স্ফীত হয়েছে। তাঁর এবং ম্যাডামের এম ফিল ডিগ্রি ও তাঁর পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন এর মাধ্যমে আমার মনের মধ্যে দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন পূরন হয়েছে বলে আমি নিজে অনেক গর্ববোধ করি।

ইএসডিও যেন কোন সংস্থা নয়, এ যেন অটুট পারিবারিক বন্ধনের একটি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। ১৯৯৮ সালে শুরুর দিকে আমার ব্যক্তিগত জীবনে একটি স্মরনীয় ঘটনা - নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের

সাথে প্রথম উড়োজাহাজে করে ঢাকা যাওয়া, এ যেন একটি আলাদা ও অভিনব শিহরণ। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের কাছে যখন যা চেয়েছি, তাই পেয়েছি। তবে অত্যন্ত কষ্টের দিন নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সড়ক দূর্ঘটনায় পড়া এবং ম্যাডামের কান্নায় আকাশভারী হয়ে যাওয়া। আল্লাহর অশেষ কৃপায় সব কিছু ছাপিয়ে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ও ম্যাডামের সুযোগ্য নেতৃত্বে ও সঠিক দিক নির্দেশনায় ইএসডিও'র আজকের এই অবস্থানে আসা ।

ব্যক্তিগতভাবে আরো স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হলো নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের মহানুভবতায় সুন্দরবনে জাহাজে তিন দিন তিন রাত্রি সুমদ্রে অবস্থান ও ভ্রমণ, স্বপরিবারে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এবং ম্যাডামের সাথে কক্সবাজার ভ্রমণ ও পৃথিবীর দীর্ঘতম সুমদ্র সৈকত দর্শন এবং তাঁদের সান্নিধ্যে প্রথম বারের মত বিদেশ (দার্জিলিং) ভ্রমণ। যত দিন এই পৃথিবীতে বেঁচে আছি ততদিনই ইএসডিও পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত থেকে পথ চলতে চাই কারণ এইজীবনে যা কিছু অর্জন করেছি তার সবকিছুই ইএসডিও এবং ইএসডিও'র সুযোগ্য নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ও শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) - এর সংস্পর্শে থেকে, তাই অন্তহীন ও অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদেরকে ।

যে মানুষটির জন্ম ১ মে অর্থাৎ মে দিবসের (শ্রমিক দিবস) দিনে, তিনি তো কোন সাধারণ মানুষ নন। তিনি যেন এক অসাধারণ মানব কর্মী ও মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার এক অনন্য কারিগর। যাঁর হাতের স্পর্শে নুড়ি পাথর যেন হীরক খন্ডে পরিণত হয় । এমন মহান কারিগরের সান্নিধ্যে থেকে একজন সহযোদ্ধা হিসেবে দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর কাজ করার সুযোগ পাওয়ায় নিজের জন্ম যেন সার্থক হয়েছে এবং নিজে ধন্য হয়েছি । আমার বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় একদিন তার সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে জাতীয় থেকে আর্ন্তজাতিক ব্যক্তিতে পরিণত হবেন, যার সুনাম ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র বিশ্বে ।

তাই, স্বার্থক জন্ম মাগো জন্মেছি এই দেশে, স্বার্থক জন্ম আমার "নির্বাহী পরিচালক-ম্যাডাম" তোমায় ভালোবেসে। .

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের পরশে ইএসডিও

মোঃ আবুল মনসুর সরকার
সেক্টর কো-অর্ডিনেটর, পাবলিক রিলেশন
ইএসডিও প্রধান কার্যালয়।

আমি ১৯৯৮ সালে গণশিক্ষা প্রকল্পে সুপারভাইজার হিসেবে যোগদান করি। তখন ইএসডিও'র নিজস্ব অফিস ছিল একমাত্র কলেজ পাড়ায় ৫০শতক জমির উপর আধা পাকা একটি বিল্ডিং, আর ছিলো পুরাতন একটি জীপ গাড়ী ও হাতে গোনা কয়েকটি মোটরসাইকেল। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার এক হাজার কেন্দ্র ছিল এবং মাইক্রো-ক্রেডিট-এর শাখা ছিল ৬টি। আগেই বলেছি আমি সে সময় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রোগ্রামের সুপাইভাজার ছিলাম। ইতোমধ্যেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেয়া সর্ব্বোচ সম্মান রাষ্ট্রপতির পুরষ্কার পেয়ে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে সংস্থা।

২০০০ সালের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে তৎকালীন সভাপতি মির্জা ফ ই আলমগীর ও এলাকায় সুধী সমাজ বলেছিলেন মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে আমরা ড. ইউনুস এর মত দেখতে চাই এবং সারা বিশ্বে ইএসডিও'র সুপ্রসার দেখতে চাই। সত্যি কথা বলতে গেলে ড. শহীদ উজ জামান আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর অপরিসীম দৃষ্টি ও সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য এবং তাঁর পরশে সুজলা সুফলা বাংলাদেশের সর্বপ্রান্তে ইএসডিও'র জয় জয়াকার। বাংলাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো হতে শুরু করে বিদেশেও ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের নাম ছড়িয়ে পড়েছে। তার তীক্ষ্ণ জ্ঞান ও সু কৌশলী দিক নির্দেশনার জন্য ইএসডিও আজ এক উঁচু স্থানে আসন লাভ করতে পেরেছে, যার ফলশ্রুতিতে ইএসডিও'র এখন চার একর জমির উপর তিন তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন, পাঁচ তলা বিশিষ্ট ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজের নব নির্মিত ভবণ ও আমাদের বাজার প্রকল্প, কমিউনিটি হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জেলা উপজেলায় নিজস্ব অর্থায়নে অফিস সমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য আজ ইএসডিও কোটি কোটি টাকার স্থায়ী সম্পদ অর্জন করেছে, একশ কোটি টাকারও বেশী মাইক্রোক্রেডিট প্রোগ্রামসহ অধিকাংশ জেলায় বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে। আজ তাঁর পরশের জন্য ১টি পুরাতন জীপ গাড়ী হতে প্রায় ১৭টি মোটর গাড়ী ও কয়েকশত মোটর সাইকেল ইএসডিও অর্জন করেছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামানের পরশে ইএসডিও আজ অনেক অনেক অনেক দূরে ...

মুক্তিযোদ্ধার চেতনা ধরে রাখার জন্য ঠাকুরগাঁওয়ে কোন মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ছিল না। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই ইএসডিও ঠাকুরগাঁও বাসীর বহুদিনের প্রত্যাশা অপারাজেয় একাত্তর স্থাপন করেছে, সমাজসেবা মূলক কাজে অবদানের জন্য প্রতি বছর গুণিজন সম্বর্ধনাও দেয়া হয়ে থাকে। শুরুতে যে সংস্থায় নিয়মিত বেতনভোগী কোন কর্মী ছিল না, সকলেই ছিল স্বেচ্ছাসেবী, সেই সংস্থায় আজ প্রায় পাঁচ হাজার নিয়মিত উন্নয়ন কর্মী কাজ করছেন।

ইএসডিও ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মোঃ দেলোয়ার ইসলাম
সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর
ইএসডিও

আমার কর্মজীবনের শুরু কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের একজন উন্নয়ন কর্মী হিসেবে। উল্লেখিত প্রকল্পে প্রায় চার বছর কাজ করার পর প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার মাস তিন পূর্বে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় উত্তরাঞ্চলের ইএসডিও সংস্থার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেখে আবেদন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। আবেদনের সূত্র ধরে যথারীতি আমার ঠিকানায় কার্ড পৌঁছে যায়। ইতোপূর্বে কখনো উত্তরাঞ্চলে যাওয়ার সুযোগ হয়নি, নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ২০০০ সনের সম্ভবতঃ জানুয়ারীতে তিস্তা ট্রেনে চেপে দিনাজপুর হয়ে ঠাকুরগাঁও-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। রাত ১০টায় দিনাজপুর পৌঁছে আবাসিক হোটেলে রাত্রী যাপন শেষে পরদিন ভোরে বাসে দিনাজপুর থেকে ঠাকুরগাঁও যাত্রা করি। ঠাকুরগাঁও পুরাতন বাসস্ট্যান্ড-এ পৌঁছে রিকসা চালক ভাইকে ইএসডিও-এর কথা বলতেই তিনি আমাকে নিয়ে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ শ্রমজীবি মানুষটিই ইএসডিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সমিতির একজন সদস্য বলে আমাকে অবহিত করেন। ইএসডিও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সদস্য হিসেবে এ শ্রমজীবি মানুষের জীবনে যে কিছুটা স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে এবং তাঁর শিশুপুত্রটি স্কুলে যাচ্ছে তা আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন ও ইএসডিও-র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এ অঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে ইএসডিও যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে তা প্রথম বারের মত উপলব্ধি করি। এরই মধ্যে টাঙ্গন নদীর লোহার ব্রিজ পেরিয়ে কলেজপাড়ায় ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হই। এরই ধারাবাহিকতায় ০১, এপ্রিল ২০০০ তারিখে ইএসডিওতে আমার কর্মজীবনের শুরু।

ইএসডিও-র বিভিন্ন কার্যক্রম প্রথমদিকে ক্ষুদ্র পরিসরে শুরু হলেও আজ উত্তর জনপদের প্রায় সকল জেলাসহ বাংলাদেশের ২৩টি জেলার ১০৩টি উপজেলায় ২৮১টি শাখা অফিসের প্রায় পাঁচ হাজার উন্নয়ন কর্মীর মাধ্যমে ইএসডিও- তার সেবা দিয়ে যাচ্ছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) থেকে মাত্র ৫০০০০/- টাকা দিয়ে ইএসডিও-র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সূচনা হলেও আজ ২০১৩-তে এসে ১০১টি শাখার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ঋণস্থিতি ১০০ কোটি টাকা অতিক্রম করেছে। ইএসডিও ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে উপকারভোগী হতদরিদ্র নারীদের বিভিন্ন আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের জীবন মান উন্নয়নে ব্যাপক ভুমিকা রাখছে। বৃহত্তর রংপুর জেলার মঙ্গা নিরসনে ইএসডিও-র অবদান অনস্বীকার্য। অতিসম্প্রতি 'প্রাইম' কর্মসূচীর অধীনে ইএসডিও'র লালমনিরহাটের উপকারভোগী দীনবালা সফল উদ্যোক্তা হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও সিটি ব্যাংক, এনএ ২০০৬ সালে ইএসডিওকে শ্রেষ্ঠ

ক্ষুদ্রঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯৯৭ সালে ইএসডিও কে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী সংস্থার পদকে ভূষিত করা হয়।

ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আর্থিক সহায়তায় ইএসডিও অতি দরিদ্র মহিলা ও প্রান্তিক চাষীদের খাদ্য নিরাপত্তা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প (এফএলএস), চরাঞ্চলের হতদরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জীবনমান উন্নয়নের জন্য ডিএফআইডি-র অর্থায়নে সিএলপি প্রকল্প, কোস্টাল বেল্ট এলাকায় ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় কোর ফ্যামিলি শেল্টার প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সামগ্রিক ভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রাখছে। ইএসডিও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উত্তারাঞ্চলের কর্মহীন যুবকদের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

মানব কল্যাণের সুমহান চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান প্রতিষ্ঠা করেন ইএসডিও। ইএসডিওকে তিনি দলমত নির্বিশেষে এ অঞ্চলের সকল শ্রেণী ও পেশার মানুষের কাছে একটি মানবকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। ইএসডিও-র অনুষ্ঠানে এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পেশাজীবি সংগঠনের সদস্যদের স্বতঃফূর্ত অংশগ্রহণ তা প্রমাণ করে। আমাদের স্যার একজন মেধাবী, সৃজনশীল উদ্যোগী সজ্জন মানুষ। অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন নির্বাহী পরিচালক ইএসডিওকে কর্মী বান্ধব মানবিক জনমানুষের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন।

সংস্থার সকল কর্মীদের প্রতিও নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের দরদীমন লক্ষ্যণীয়। সহকর্মী অটল মজুমদারের ব্যয় বহুল হৃদরোগ চিকিৎসায় উনার সহায়তার হাত প্রসারিত হতে দেখেছি, দেখেছি দুর্ঘটনায় আহত সংস্থার ড্রাইভার আলম ভাইয়ের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে। তাঁর এই মানসিকতাই ইএসডিও-এর উন্নয়ন কর্মীদের নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে কাজ করার প্রেরণা যোগায়।

আলোকিত মানুষ তৈরীর প্রত্যয় নিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ। মানসম্পন্ন শিক্ষা দিয়ে প্রতিটি শিক্ষার্থীকে দেশপ্রেমিক সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই এ প্রতিষ্ঠান দু'টির মূল লক্ষ্য। উল্লেখিত সৃজনশীল প্রতিষ্ঠান দু'টি প্রতিষ্ঠায় পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। প্রতিষ্ঠান দু'টি ঠাকুরগাঁও অঞ্চলের শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে আমার বিশ্বাস।

জাপান এম্বেসীর আর্থিক সহায়তায় ইএসডিও শিশু হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য ২১ মার্চ, ২০১৩ মান্যবর রাষ্ট্রদূত ও ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক মহোদয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এ অঞ্চলের দুঃস্থ শিশুদের আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের এক অনন্য সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় ইএসডিও স্বাস্থ্য কর্মসূচীতে নতুন মাত্রা যোগ হলো। ঠাকুরগাঁওবাসীদের জন্য এটি নিঃসন্দেহে একটি আনন্দের সংবাদ।

ইএসডিও-২০০৩ঃ উত্তরাঞ্চলের উন্নয়নের দীপশিখা

মোঃ শামসুল হক মৃধা
সেক্টর কো-অর্ডিনেটর

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অখ্যাত জেলা ঠাকুরগাঁও শহরে টাঙ্গন নদীর কোলে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠা উন্নয়নের নিশ্চিত নির্ভরতার প্রতীক ইএসডিও। পুরো নাম ইকো সোশ্যাল ডেভপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), লোকে ভালোবেসে 'হামার এসডো' বলে ডাকে, বিশেষতঃ আক্চা ও তদীয় এলাকার বাসিন্দারা। আমি যে সময়ের গল্প কথা লিখতে বসেছি সেটা ২০০৩ সাল, ১৯৮৮ সালে স্বার্থকভাবে বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, প্রশংসিত এই সংস্থাটি তখন তার শৈশব পেরিয়ে কৈশরে পা দিয়েছে। পার করেছে উন্নয়ন ও সংগ্রামের ১৫টি বছর। ১৯৯৮ সালে তীব্র একটা ঝাঁকুনি খেয়েও দাঁড়িয়ে যাওয়া একটি প্রত্যয়ী সংস্থা। আমি তখন অন্য একটি গবেষণাধর্মী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানে গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগারে চাকুরীরত। মূলতঃ সেখানে চাকুরীর সুবাদেই ইএসডিওতে যাতায়াত, পরিচয় জামান ভাইয়ের সাথে, ধীরে ধীরে বুঝতে পারলাম এটি সত্যিকারের তারুণ্যের মহিমায় উদ্ভাসিত একটি প্রতিষ্ঠান। একদল নিবেদিত প্রাণ ও শতভাগ ঢেলে দেওয়ার শপথে উজ্জ্বল তারুণ্যের প্রতিচ্ছবি ইএসডিও। মনে মনে আশা পোষণ করতাম, আমি যদি এদের একজন হতে পারতাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে বছর না ঘুরতেই সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি চলে এলো আমার সামনে, দিনটি ২৮ আগষ্ট, ২০০৩। আমিও এদিন হতে হয়ে গেলাম ইএসডিও নামক উন্নয়ন দুর্গের একজন সৈনিক। বলতে গেলে হঠাৎ করে সুযোগটি পেয়ে গেলাম। সেই যে শুরু আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি আমাকে। দৃঢ় নেতৃত্ব, অকুণ্ঠ ভালোবাসা, গভীর বিশ্বাস আর দীপ্ত প্রত্যয় এই চার মন্ত্র ইএসডিওকে এগিয়ে নিয়ে গেছে ক্রমাগতভাবে উপরের দিকে, এ যেন প্রতি বছর নিজেকে নিজে ছড়িয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় ইএসডিওই ইএসডিও'র প্রতিদ্বন্দ্বী; ২০০৪'এর ইএসডিও কে হারাতে হবে ২০০৩ এর ইএসডিও কে, ২০০৫ এর ইএসডিও কে হারাতে হবে ২০০৪ এর ইএসডিও কে, এমনি করে ২০১৩-এর ইএসডিওকে হারাতে হবে ২০১২'র ইএসডিওকে। এই নীরব প্রতিযোগিতাই ইএসডিও কে এগিয়ে নিয়ে গেছে সামনের দিকে, আলাদা করে ফেলেছে আর সব প্রতিপক্ষ থেকে নিজেকে; চিনিয়েছে, জানিয়েছে ঠাকুরগাঁওকে, দেশকে এবং বর্তমানে বিশ্বকে যে ইএসডিও উন্নয়নের অপর নাম।

যারা খুব কাছে থেকে গভীর ভাবে ইএসডিও'র উত্থান পর্যবেক্ষণ করেনি, দেখেনি এর পরিবর্তনের গতি, বুঝেনি এর মূলমন্ত্র, তাদের কাছে ২০০৩ সালেও আজকের ইএসডিওকে

ভাবাটাই দুঃসাধ্য ব্যপার। কিভাবে একটি মাত্র যাদুরকাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠেছে ঘুমন্ত এই নগরী, পরিচিতি পেয়েছে দেশ থেকে দেশান্তরে, তার মহাকাব্যিক উদাহরন এই ইএসডিও। আজ এই ২০১৩ সালে সরকার, ইউএনডিপি, ডব্লিউএফপি, ইউনিসেফ, ইউএনএফপিএ, আইএলও, আইওএম, ইইউ সহ বিশ্বের সকল শীর্ষ স্থানীয় উন্নয়ন সহযোগীদের নির্ভরতার নাম ইএসডিও। দিন যায় দিন আসে, সর্বদা পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীতেও পরিবর্তন আসে; ইএসডিও-ও এগিয়ে যায় নেতৃত্বের সু-কঠিন দৃঢ়তায়। এ যেন এক শৈল্পিক কারিগরের একাগ্রতা আর পরম মমতায় সৃষ্টিশীলতার এক অন্যান্য গাঁথা।

আবার ফিরে যাই ২০০৩-এ, ইএসডিও'র তখন প্রধান কার্যালয় ছিল কলেজ পাড়ায়। শিক্ষাই শক্তি, এ বিশ্বাস লালন করে ইএসডিও, আর তার ছোঁয়া ইএসডিও-তে পাওয়া যায় সব সময়। সেই ২০০৩ সালেও কেউ ইএসডিওতে এলে প্রথমেই কানে আসতো শিশুদের কোলাহল আর দৃষ্টি গোচর হতো এক ঝাঁক শিশুদের আনন্দ সম্মিলন, এরই ফাঁকে খুঁজে নিতে হতো মূল ইএসডিও কার্যালয়কে। মূল ইএসডিও-কে খুঁজে পেতে আপনাকে প্রথমেই পেরোতে হবে ইকো পাঠশালা, তার পড়ে ইএসডিও। মজার ব্যাপার এই ব্যাপারটি এখনও একই রকম, শুরুতেই ইকো পাঠশালা ও কলেজের পাঁচতালা সুউচ্চ ভবন তারপর ভিতরে ইএসডিও'র অবকাঠামো। তখনও ইএসডিও অনেক পরিচিত একটি নাম, উল্লেখ্যযোগ্য কর্মসূচীর মধ্যে তখন ক্ষুদ্রঋণ ছাড়াও ছিল সবজি, গো-ইন্টারফিস, এফএসভিজিডি, আরএমপি, ডব্লিউএফসিএল, পিএলডিপি, এফএফপি ইত্যাদি। তবে এ বছরের উল্লেখ্য যোগ্য অর্জন ছিল দাতা সংস্থা ডব্লিউএফপি'র সাথে আইএফএসপি কর্মসূচীর মাধ্যমে কাজ করার সুযোগ পাওয়া। আরও ছিল ২০০১ সালে শুরু হওয়া ইকো-পাঠশালার বাংলাদেশ কিন্ডার গার্টেন এসোসিয়েশনের সদস্যভূক্তি হওয়া ও জেলা কার্যালয়ের আহবায়ক নিযুক্তি। প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে ছিল আনুষ্ঠানিকভাবে মানব সম্পদ বিভাগ সৃষ্টি করা। মূলতঃ এই বিভাগের পিএম হিসেবেই ইএসডিও তে আমার যাত্রা শুরু। সে বছর ইএসডিওর বার্ষিক বাজেট ছিল ১৪১,০২,০৮,২২৮/- টাকা, আর ক্ষুদ্র ঋণ স্থিতি ছিল ৩৭,৮৯,৮৩,৯০০/-টাকা। কর্মী বাহিনীও ছিল সব মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার। জেলা হিসেবে ১৫ জেলায় কর্মকান্ড থাকলেও ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড় ও রংপুর কেন্দ্রীক সীমাবদ্ধ ছিল ইএসডিও'র মূল কর্মকান্ড। পরিসর ততটা বড় ছিল না বিধায় মূল অফিসেই বসতো সকল কর্মসূচীর প্রধানেরা, সাপ্তাহিক সভার প্রচলন ছিল। প্রতি বৃহস্পতিবার দুপুর ৩.০০ টায় দোতালার সম্মেলন কক্ষে হতো পর্যালোচনা সভা। গাড়ীর এতো ভিড় ছিল না, তবে মোটর সাইকেল ছিল অনেক, সারি সারি মোটর সাইকেলের ভিড় উপচে চাপা গুঞ্জনে সভা, মাঝে মাঝেই উত্তেজনা আবার শান্ত সব। মিটিং শেষে বসত সান্ধ্যকালীন বৈঠক। চা-ঝালমুড়ি আর শুকনো টোষ্ট দিয়ে শুরু, চলছে তো চলছেই স্বপ্ন বোনা, গাঁথা, পরিকল্পনা এবং ঝাঁপিয়ে পড়া স্বপ্ন গড়ার কাজে। সান্ধ্য বৈঠকই ছিল এই উদ্যোগের প্রাণ। কি যে মধুর সব স্মৃতি মনে হলে গর্বে বুক ভরে উঠে এ জন্য যে, আমিও ছিলাম সেই দিনগুলির একজন এবং এখনো আছি। এই বৈঠক আবার মাঝে মাঝে রূপ পায় আসরে, শুরু হয় মুক্ত আড্ডা।

নির্মল মজুমদার গানের রথী, মেলা ভাঙ্গে খিচুড়ী, ডিম আর আলুভর্তা ভোজন দিয়ে। খুব আমুদে মনের মানুষ আমাদের নির্বাহী পরিচালক স্যার, তাইতো দরকার শুধু একটি উপলক্ষ্য, কেউ মোটর সাইকেল কিনেছে, কারো প্রমোশন হয়েছে, কারো বিয়ের কথা পাকা বা কোন প্রকল্পের ভাল ভিজিট হয়েছে, কোন কথা নেই, হাঁস জবাই হবে। চলবে আড্ডা আর গানের বৈঠক। গোবিন্দ দা, ফারুক, আমিরুল, মুন্সী ব্যস্ত হেঁসেলে। আর এই আড্ডার আর এক প্রাণ যার কথা না বললে ইএসডিও'র পরিচয় খন্ডিত হয়ে যায় তিনি আমাদের নির্বাহী পরিচালক স্যারের সহধর্মিণী আমাদের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব সেলিমা আখতার ম্যাডাম। সত্যি বলতে কি, তার মাঝে আমি যে বিপুল প্রাণ শক্তি দেখতে পেয়েছি তা সচারচর বিরল। কোথায় নেই তিনি, একদিকে সংসার অন্যদিকে ইএসডিও আর ইকো পাঠশালা। আর অন্য কথায় ম্যাডাম আর ইকো পাঠশালা যেন দু'জনে-দু'জনার। তখন কেবল পাঠশালা দু বছরে পা দিয়েছে, তিনি কিভাবে ২৩ জন থেকে আজকের ২৩০০ জনের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরম মমতায় গড়ে তুলেছেন, তার উজ্জ্বল সাক্ষী আমি নিজেই। কাজ করতে বলা নয়, নিজে শুরু করে তবে অন্যদের আহবান করতেন এখনও করেন। আড্ডা আর এক মজা ম্যাডাম এর হাতে তৈরী পায়েস বা পিঠা, যা মাঝে মাঝেই আমাদের রসনা তৃপ্তি বাড়িয়ে দিতো অনেকগুণ।

কর্মী অন্ত প্রাণ এই দু'টি মানুষের প্রয়াস যেন সময়ের সাথে বেড়েছে বহুগুণে, কারো বিয়ে, কারো আত্নীয় মারা গেছে, কেউ আহত হয়েছে বা গুরুতর অসুস্থ্য কোন কথা নেই ছুটে চলা সেখানে, শান্তনা জানানো, চিকিৎসার ব্যবস্থা সবই হচ্ছে সংস্থার অর্থে, কোন কর্মীদের এতটা গুরুত্ব দিয়ে দেখা, ভালোবাসা ও লালন করার অনন্য নজির এই ইএসডিও। আর তাইতো কর্মীদের দেখেছি সব সময় ১০০ ভাগ নিবেদনে উদগ্রীব, আনুগত্যে নেই কোন ফোকড়, শুধু একটি আদেশ, ব্যাস অমনি শুরু। মুলতঃ নেতৃত্ব ও ভালবাসার এই শক্তিই তৈরী করেছে আজকের এই ইএসডিও। না বলে কোন কথা বা অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই ইএসডিও'র সংবিধানে (অলিখিত) শুধু উচ্চারণ করতে দেরী মাত্র, সবকিছু হয়ে যায় সময়ের আগেই। আর হবে না কেন, এর নাটাই যে সেই অর্জুনের হাতে, যায় নাম ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

স্বপ্নের ইএসডিও

মোঃ আইনুল হক
সেক্টর কো-অর্ডিনেটর
ইএসডিও, রংপুর

১৯৯৫ সালের ১৭ জুলাই এই প্রতিষ্ঠানে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীতে মাঠকর্মী হিসাবে ঠাকুরগাঁও জেলার ভুল্লির হাট শাখায় যোগদান করি। যোগদান কালীন সময়ে ইএসডিও ৩টি শাখার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতো। সংস্থাটির ঋনস্থিতি ছিল মাত্র ১ কোটি টাকা। যোগদানকালীন সময়ে যাকে প্রথম শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে পেয়েছিলাম সে হলো আমার শ্রদ্ধেয় বড়ভাই পরেশ চন্দ্র রায়। তার হাতেই প্রথম মাসের বেতন পেয়েছিলাম ৪০০ শত টাকা ।

প্রতিদিন সকাল ৮ টায় কিস্তি তুলতে বের হতাম আউলিয়া পুরের বোর্ড অফিস, সাসলা-পিয়ালা, উত্তর মাদারগঞ্জ, অগতপীর, আরাজী মাটিগাড়া, বুড়ীর হাট ও চকহলদীর সেই আমেনা বুবুর বাড়ী এছাড়াও অনেক জায়গায়। পরবর্তী পর্যায়ে শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে যাদের সহযোগীতায় কাজ করেছি তারা হলেন - নিবির সরকার, গৌতম রায় এবং শ্রদ্ধেয় যামিনী কুমার রায় ও কৃঞ্চকুমার রায়। এদের মধ্যে কারো ভালোবাসা পেয়েছি, কারো নিকট তিরস্কার পেয়েছি, আবার কেউবা রাত ১২ টার সময় নতুন শ্বশুরবাড়ী থেকে উঠিয়ে এনে সারারাত কাজ করিয়ে নিয়েছেন। আবার এদের মাঝে এমনও ব্যক্তি আছেন যিনি একজন সদস্যার একটি কিস্তি ছেড়ে আসার কারণে দুপুরবেলা ভাত খেতে না দিয়ে বরং কিস্তিটি নিয়ে এসে ভাত খাওয়ার হুকুম দিয়েছেন! সেই সময় মনে হতো এ কেমন প্রতিষ্ঠান ! কেনই বা এখানে চাকুরী করবো? কেনইবা আছি এখানে? এখানে চাকুরি করে আমি আমার ভবিষ্যত তৈরী করতে পারবো? আমার সেইসব প্রশ্নের উত্তর পেলাম মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় যখন ভুল্লির হাট শাখা পরিদর্শন করেন; আমার সাথে প্রথম সাক্ষাতেই আমার হাতের লেখা দেখে উনি বলেছিলেন তুমি ভবিষ্যতে অনেক ভালো করবে।

এখানে বলে রাখি সেই সময়ে সংস্থার ৩ টি শাখা হলেও আমার কর্মস্থল ভুল্লির হাট শাখায় অনেক টাকা বকেয়া ছিলো - এখানে তৈরী হয়েছে আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা, বকেয়া আদায়ের জন্য টীম তৈরী হলো; আর সেই টীমের টীম লিডার হচ্ছেন আমাদের নির্বাহী

পরিচালক মহোদয়– ইন্ডিয়ান হিরো মটর সাইকেল নিয়ে তিনি সাসলা - পিয়ালা, আরাজী মাটি গাড়া, কেশুর বাড়ীসহ বিভিন্ন জায়গায় ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করে চষে বেড়াতেন। উনার এই উদ্দীপনা, সাহস আর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে কষ্টকে আমাদেও কাছে কষ্ট মনে হতো না। আমরা যেন সবাই উনার সৈনিক। মনে হতো উনার নিকট জাদু আছে! যে জাদুর দ্বারা সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সেই মৌসুমে বকেয়া উত্তোলন করে সংস্থাকে একটি ভালো জায়গায় আনা হলো।

আমরা উনাকে খুব শ্রদ্ধা এবং ভয় করতাম। যেমনিভাবে উনি আমাদেরকে ভালোবাসতেন সেইভাবে শাষনও করতেন। এখানে একটি কথা না বলে পারছিনাঃ একদিন রাতের বেলা উনি আমাদের ম্যানেজার যামিনীকে বললেন পরের দিন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)'র ভিজিট যাবে তুমি তোমার লোকজনকে দিয়ে রাতের মধ্যে সব ফিল্ড এবং অফিস ঠিক করো। শুনামাত্র আমাদের ম্যানেজার সেই রাতেই কেশুরবাড়ীতে ফিল্ড ঠিক করতে আমাকে পাঠালেন - রাত প্রায় এগারোটা কিন্তু কি বলবো, আমাদের ৮০ সিসি মটর সাইকেলের ক্ল্যাস-এর তার ছিঁড়ে গিয়েছিলো সেই ভাবেই তার ছেঁড়া মটর সাইকেল নিয়ে ফিল্ডে গেলাম। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আমাদের! পরের দিন মেকারের দোকান খোলার আগেই ভিজিটর এসে হাজির। সারা রাত ভিজিটরের জন্য ঠিক করলাম কেশুর বাড়ীর ফিল্ড, অথচ ভিজিটর যাবে ছোট বালিয়া নামে অন্য একটি ফিল্ডে, মহা টেনশনে আমরা সবাই। আমাদের তো অবস্থা খারাপ, ভাবছিলাম ভিজিট খারাপ হলে কি ব্যাখ্যা দিবো ইডি মহোদয়কে? কথায় আছে, রাখে আল্লাহ মারে কে? আমাদের ম্যানেজার বিছমিল্লাহ বলে ফিল্ডে বের হলেন, যেহেতু মটর সাইকেলের ক্ল্যাসের তার ছিড়ে গিয়েছিলো ফলে উনি মাঠে যেতে যেতে মটরসাইকেল দুর্ঘটনায় একটি ছাগল মেরে ফেললেন! উনি নিজেও আহত হলেন। লোকজন মিছিল নিয়ে ছাগলের দাবিতে ছুটে আসতে শুরু করলে ভিজিটর ভয় পেয়ে আর ভিজিট করলেন না, তেঁতুলিয়ায় চলে গেলেন। আমরা আমাদের ম্যানেজারকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ্য করে তুললাম, ছাগলের জরিমানা দিলাম। সেদিন সেইসময় আমাদের ম্যানেজার বলেছিলেন, 'আইনুল পা ভাংলে সমস্যা নেই, কিন্তু মাঠে গিয়ে ভিজিট খারাপ হলে সংস্থার ক্ষতি হতো।' সেদিনও আমি অনেক কিছুই শিখেছিলাম এবং বুঝেছিলাম, যে প্রতিষ্ঠানের প্রতি ষ্টাফদের এত আন্তরিকতা, এত ভালোবাসা, সেই প্রতিষ্ঠান কখনও নষ্ট হবে না বরং এই প্রতিষ্ঠানের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি সেইভাবেই তার উন্নয়ন কর্মীদেরকে তৈরী করেছেন যারা মচ্‌কাবে কিন্তু ভাঙবে না ।

আমার উদ্ধর্তনদেরকে অনুসরণ করে পথ চলা শুরু করলাম। প্রথমেই শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে প্রমোশন পেয়ে যোগদান করলাম ইএসডিও গড়েয়াহাট শাখায়। এখানে বলে রাখি, আমি শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে যোগদান করার পরে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় উনার ব্যবহারের জন্য কোন রকম একটি জীপ গাড়ী কিনলেন, জীপ হওয়ার পর আমাদের অবস্থা আরো খারাপ, মটর সাইকেল নিয়ে উনি রাত এগারটার পর কোনদিন কোন অফিসে যেতেন না, কিন্তু যেইনা জীপ হলো তখন উনার রাত আর দিন বলে কোন বিভেদ থাকলো না - কোন একদিন রাত ১ টায় আমার গড়েয়া অফিসে হাজির। আমরা সবাই খেতে বসেছিলাম, খেয়ে এসে দেখি উনি অফিসে বসা। আমাকে জানালেন তিনি ঢাকা থেকে ফেরার পথে আমাদের কথা মনে পড়ায় আমাদের অফিসে ঢুকে পড়েছেন। আমাদেরকে দেখতে আসা মানে তো বুঝতেই পারলাম। এতরাত তার পরেও আমিতো জানি উনি ছাড়বেন না কিছু কাগজপত্র দেখবেনই। যথারীতি তিনি তাই করলেন এবং হাঁক ছেড়ে জীপের ড্রাইভারকে নির্দেশ দিলেন গাড়ীতে যে মিষ্টির প্যাকেটটা আছে সেটা নামিয়ে দিতে। আমাদের কাজে খুশি হয়ে ঢাকা থেকে তাঁর আম্মার জন্য নিয়ে আসা মিষ্টির প্যাকেটটি আমাদেরকে দিয়ে দিলেন। সেদিন আরেকবার বুঝেছিলাম কেন যামিনী দাদা বলেছিলো পা ভাঙলে সমস্যা নেই, ভিজিট ভালো করতে হবে। আসলে উনি কখন কাকে কিভাবে পরীক্ষা ও মূল্যায়ণ করবেন এটা আমরা বুঝতে পারতাম না, তবে এতটুকু বুঝতাম উনি আমাদেরকে কখনও ষ্টাফ মনে করতেন না, নিজের ছোটবোনকে যে চোখে দেখতেন, যেভাবে শাসন এবং আদর করতেন ঠিক তেমনিভাবে আমাদেরকেও। আমার নিকট মনে হয়েছে জাদুর বাক্সটা এখানেই ।

আবার কোন একদিন রাত ১২ টায় আমার গড়েয়া অফিসে বিনা নোটিশে উপস্থিত! আমি তো অবাক কারণ যদি কোন ভুল পায়! কিন্তু না সেদিন আমাকে বললেন চলো কালির মেলায় যাই, ভালো যাত্রা পালা হচ্ছে, দেখবো। আজকে তোমার অফিস দেখতে আসিনি । বিচিত্র মনের মানুষ উনি মানুষকে বিচিত্র রকম তথ্য জ্ঞান দিয়ে সহজেই নিজের করে করে নেন। আবার উনার চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকার সাহস আমাদের কারো কখনোই ছিলোনা। তখনও অবশ্য উনি বিয়ে করেননি, প্রকাশ্যে সাহস না পেলেও মনে মনে বলেছিলাম 'পাগল মন' এখন যাবে যাত্রা শুনতে। এই হচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয়, আমাদের সবার শ্রদ্ধেয়, আমাদের সবার অভিভাবক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ।

ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে সংস্থার ঋণ কর্মসুচীকে ধীরে ধীরে বড় করে তুললেন, আমাদেরকে তৈরী করলেন শাখা ব্যবস্থাপক থেকে এরিয়া ম্যানেজার, আবার এরিয়া ম্যানেজার থেকে জোনাল ম্যানেজার। এভাবেই বড় হলাম আমরা, স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম ইএসডিও কে নিয়ে। নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বিয়ে করলেন, উনার এই পাগল মনের সাথে আর্শিবাদ হয়ে সহযোদ্ধা হিসাবে আমাদের সাথে যোগ দিলেন আমাদের মাননীয় পরিচালক প্রশাসন জনাব সেলিমা আখতার ।

যাত্রা এখানেই থেমে নেই, ঠাকুরগাঁও-এর ইএসডিও'র ঋণ কার্যক্রম ছড়িয়ে গেল সারা উত্তর বঙ্গে। ৩টি শাখা থেকে আজকে ১০১ টি শাখা। ৩০ জন স্টাফ থেকে আজকে এই প্রতিষ্ঠানে শুধু ঋণ কার্যক্রমে প্রায় ১০০০ জন আমার মতো বেকার ছেলে মেয়ে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। সুবিধা পাচ্ছে দেশের লক্ষ লক্ষ অসহায় দরিদ্র মানুষ। আর প্রতিষ্ঠানে ১ কোটি টাকার ঋণ স্থিতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০ কোটি টাকা ।

আমরা স্বপ্ন দেখতাম ড. মুহম্মদ ইউনুসের মতো আমাদের নির্বাহী পরিচালক দেশের উত্তর জনপদে সুনাম বয়ে আনবেন। আজ উনি মুহম্মদ শহীদ উজ জামান থেকে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান হয়েছেন। দেশের উত্তর জনপদের দরিদ্র মানুষের কথা বিবেচনায় নিয়ে, দারিদ্রতা দুর করার লক্ষ্যে, মঙ্গা বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করে দেশের উত্তরবঙ্গের আপামর মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছেন। দেশের অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মতো শুধুমাত্র ঋণ কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে বরং ঋণের পাশাপাশি দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য কারিগরি সেবা, দক্ষতা উন্নয়নমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান, বৃত্তিমুলক প্রশিক্ষণ প্রদান, স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে দেশের উত্তর জনপদের মানুষের স্বপ্নের ইএসডিও'র মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন ।

ইএসডিও দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করার ফলে বৃহত্তর রংপুর অঞ্চলে আর মঙ্গা নেই, এ অঞ্চলের মানুষ আর না খেয়ে থাকে না। তারা সবাই এখন তাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠায়, সবাই এখন স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন। এটি আমার কথা নয়, এ বিষয়ে গত ২০১০ সালে ইএসডিও'র কার্যক্রমে খুশি হয়ে বর্তমান শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয় জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ নীলফামারী জেলার টুনির হাট শাখার সদস্যা আমেনা বেগমকে ভিক্ষুক

থেকে স্বর্নিভরতা অর্জনের জন্য ৫০ হাজার টাকার চেক পুরস্কার হিসাবে তুলে দেন। ইএসডিও এবং এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল উন্নয়ন কর্মীগণ যাতে আরো অনুপ্রাণিত হয়, উৎসাহ পায়, এ জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তারিখে লালমনিরহাট জেলার ইএসডিও দুরাকুটি শাখার অতিদরিদ্র সদস্য দিনোবালাকে ১ লক্ষ টাকার চেক পুরস্কার হিসাবে হাতে তুলে দেন। আমরা ইএসডিও পরিবারের পক্ষ থেকে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই ।

সম্মানিত পাঠক আপনারা যারা আমার লেখাটি পড়বেন তাদের জন্য বলছি ইএসডিও-ই আমার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান; এই জন্যই যে, এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আজ আর দেশের মধ্যে নয় এটি বহিঃ বিশ্বেও প্রবেশ করেছে। 'মঙ্গা নিরসন' প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত হয়ে নীলফামারী ও গাইবান্ধা জেলার ৬ জন অতিদরিদ্র সদস্য দুবাই-এ- কাজ করছে। আমার মতো একজন সামান্য ৪ শত টাকার মাঠ কর্মী কোন দিন বিদেশ ভ্রমণ করতে পারবে এটি কি ভাবা যায়? জ্বি আপনাদেরকে বলছি, এবার যখন আপনারা আমার এ লেখাটি পড়বেন ঠিক গত বছর ৩১ শে মার্চ, ২০১২ সালে ইএসডিও আমাকে ভিয়েতনামে পাঠিয়েছিলো। ফলে গত বছরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আনন্দের সময় আপনাদের সাথে থাকতে পারিনি। ইএসডিও তে চাকুরী করে আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি। ভ্রমন করেছি ভারত, সিংগাপুর ও ভিয়েতনামের মতো দেশে। আমি আমার এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে ইএসডিওকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি প্রতিষ্ঠানের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক কে, যার অনুপ্রেরণা ও ভালোবাসা পেয়ে এবং আদর্শকে অনুসরণ করে ১৯৯৫-২০১৩ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে দেশের অতিদরিদ্র মানুষের সেবা দিয়ে যেতে পারছি এবং আমি আমার পরিবারকে স্বচ্ছল ও সুন্দরভাবে চালিয়ে নিতে পারছি।

পরিশেষে বলবো আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এই প্রতিষ্ঠানেই যেন আমি আমার বাকিটা জীবন কাটাতে পারি, আমার এই স্বপ্ন যেন পূরণ হয়। আমি আমার উর্দ্ধতন সকল কর্মকতার উদ্দেশ্যে বলছি, সেই সময়ে আমাকে যারা শাসন করেছেন, ভালোবাসা দিয়েছেন, কাজ শিখিয়েছেন তাদের জন্যই প্রতিষ্ঠানে প্রতির্ষ্ঠিত হতে পেরেছি বলে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। জয় হোক ইএসডিও'র ।

২৫ বছরে সমাজ পরিবর্তনে ইএসডিও'র অভিজ্ঞতা

এ,টি,এম মাসুদ উল ইসলাম
প্রজেক্ট ম্যানেজার,
ইএসডিও সেতু প্রকল্প, লালমনিরহাট

৩রা এপ্রিল, ২০১৩ সাল ইএসডিও-এর ২৫ বছর পূর্তি। এ কথা চিন্তা করলে স্মৃতিতে ভেসে উঠে নানান স্মৃতি। ১৯৮৮ সালে সমাজ মনস্ক কয়েকজন তরুণের উদ্যোগ প্রতিষ্ঠিত ছোট্ট একটি সংস্থা আজ এতো ব্যাপ্তি লাভ করবে একথা ভাবতেই ভীষণ ভাল লাগছে। যোগ্য নেতৃত্ব, টীম বিল্ডিং, অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার কারণে ইএসডিও আজ বিশাল উন্নয়নের বৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

ডঃ মুহম্মদ শহীদ উজ জামান একজন ব্যক্তি শুধু নন, একটি প্রতিষ্ঠান তা আমরা জেনেছিলাম শুরু থেকেই। তাঁর যোগ্য নেতৃত্বে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বৃহৎ তথা জাতীয় পর্যায়ের বেসরকারী সংস্থা এখন ইএসডিও, যা ইতিমধ্যে কয়েকটি জাতীয় পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছে।

একটি দেশ ও সমাজের উন্নয়ন নির্ভর করে সেই দেশ ও সেই সমাজের মানুষের সার্বিক উন্নয়নের উপর, আর নারী পুরুষের উভয় এর সমান অংশগ্রহণ ছাড়া সত্যিকার অর্থেই টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হয় না। সারা পৃথিবী তাই নারী পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য ও ধনী গরীবের ব্যবধান কমানোর জন্য নারীর অংশগ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ সহ ব্যক্তি উদ্যোগকে গুরুত্ব দিচ্ছে।

ইএসডিও বিশ্বাস করে তৃণমূল মানুষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তি উদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারে একটি গণ উদ্যোগের। তাই ইএসডিও-এর রয়েছে একটি শক্তিশালী জেন্ডার সেল। নারী বান্ধব সংস্থা হিসাবে ইতিমধ্যেই সমাজে সুনাম অর্জন করেছে এ সংস্থাটি। তাছাড়াও খাদ্য নিরাপত্তা, অধিকার ও সুশাসন, স্বাস্থ্য, পরিছন্নতা ও পুষ্টি, স্যানিটেশন, দুর্যোগ ব্যবস্থপনা, জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ খাওয়ানো, কৃষি উন্নয়ন, শিক্ষা, ক্ষুদ্র ঋণ ও ইএসডিও এন্টারপ্রাইজসহ বিচিত্র দিকে বিচরণ এ সংস্থাটির। এমনকি সংস্কৃতি ও কৃষ্টি সংরক্ষণেও এর জুড়ি নেই।

ব্যক্তিগত জীবনে লক্ষ্যহীন যুবক ছিলাম আমি, রাজনৈতিক জীবনে একটি আদর্শ লালন করলেও এর প্রভাব নিয়ে মনে দ্বিধা তৈরী হয়। বেসরকারী প্রতিষ্ঠান যে সমাজ পরিবর্তনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে তার বাস্তব প্রমান ইএসডিও। নির্বাহী পরিচালক আমার

শিক্ষক, বড় ভাই, অভিভাবক ও শ্রদ্ধেয় নেতার আসনে আসিন। তিনি সত্যিই মানুষ গড়ার কারিগর। পেশাভিত্তিক আচরণ তৈরীতে বিশাল অবদান তাঁর। আপনারা জানেন দারিদ্রতার চরম রূপ হচ্ছে ঝঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম। আমার জীবনের স্মৃতিতে মিশে আছে তেঁতুলিয়ার পাথর শিল্পে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (আরইসিএল) কর্মসূচীটি। ২০০৩ সালে তেঁতুলিয়ার ভজনপুর ইউনিয়নে ৮৮৩ টি পরিবার নিয়ে কাজ শুরু করা হয়। ২০০৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদসহ সমাজের সকলস্তরের স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে পাথর শিল্পে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত ইউনিয়ন হিসাবে ভজনপুর ইউনিয়নকে ঘোষণা করা হয়। এখনও মনে পড়ে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমিক আবদুল্লাহ, জসীম, সিদ্দিক, জাহানারা ও শ্যামলী সহ নানা শিশুর কথা। মজার ব্যাপার হলো প্রত্যেকটি শিশুই বন্ধুর মতই মিশতেন নির্বাহী পরিচালকের সংগে। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সমগ্র উপজেলায় ২৪৪৩ টি পরিবার নিয়ে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (এইচসিএলআরএম) কর্মসূচী নাম ধারণ করে সমগ্র উপজেলায় কাজ করতে থাকে। ২০০৭ সালে আমি উক্ত প্রকল্পে একটি অংশের প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর ছিলাম, অন্য পার্টটি ছিল ৪০টি অর্গানাইজেশন নিয়ে বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন (এইচসিএলআরএম) কর্মসূচীর নেটওর্য়াকিং পার্ট। আমি শ্রেষ্ঠ উন্নয়ন কর্মী নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ মূহূর্তটি ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি। ২০০৯ সালের আগষ্ট মাসে সমগ্র উপজেলায় পাথর শিল্পে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করে তেঁতুলিয়া উপজেলা পরিষদ। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই উন্নয়নের প্রদীপ বিদ্যমান শুধু আগুন জ্বালিয়ে দিলেই উন্নয়ন সম্ভব। আর এই অসাধারণ প্রতিভাটিই বিদ্যমান আমার নির্বাহী পরিচালকের মধ্যে। আমরা বিশ্বাস করি আমরা একদিন গোটা বাংলাদেশ তথা গোটা বিশ্বেও উন্নয়ন অংশীদার হবই হবো।

ইএসডিও'র ২৫ বছর

মোঃ আইয়ুব হোসেন সুজন
প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর
ইএসডিও-এফএলএস প্রজেক্ট
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

১৯৮৮ সালের ইএসডিও ছিল একটি ছোট্ট পরিবার। প্রথমদিকে ইএসডিও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর অর্থায়নে দেশের ৮টি জেলার ১/২ টি করে উপজেলায় গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ পরিচালনা সহ হাতেগোনা কয়েকটি অফিসে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীর কাজ পরিচালনা করছিল। প্রধান কার্যালয় ছিল বর্তমানে ১টি উপজেলা অফিসের মত। ইএসডিও'র ভবিষ্যত কি? স্পষ্ট বুঝতে না পারলেও সেই ছোট্ট ইএসডিও'র ছোট্ট ছোট্ট অনুষ্ঠানগুলো দেখে মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো মনে হতো ইএসডিও'র ভবিষ্যত উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। আর মনে হতো আমাদের যে টীম আর এই টীমের পথ প্রদর্শক ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ শহীদ উজ জামান যেন আর এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইএসডিও তে যত দিন অতিবাহিত হয়েছে প্রতিটি মুহূর্ত মনে হয়েছে নতুন কিছু শিখছি, নতুন কিছু করছি আর ভবিষ্যতে নতুন কিছু করব। সেই সময় ইএসডিও'র নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম স্যারের একটি কথা "মুহম্মদ শহীদ উজ জামানকে ড. ইউনুসের মতো দেখতে চাই" প্রতিটি ক্ষণে ক্ষণে মনে দোলা দিত। আজকে তার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করছে। ইএসডিও বাংলাদেশের ২৩টি জেলায় পঁচিশটিরও বেশী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে, দেশ বিদেশে ইএসডিও'র সুনাম ছড়িয়ে পড়ছে, আর ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এর পরিবর্তে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান নামে ভূষিত হয়েছেন। ইএসডিও'র পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের সকলের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। আমি সামান্য একজন সুপারভাইজার হতে বর্তমানে সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর পদে অধিষ্ঠিত হয়েছি। কো-অর্ডিনেটর পদে থাকাকালীন ২০০৮ সালে শ্রেষ্ঠ কর্মী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে "ফুড এন্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রকল্প" এর প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

আমার প্রত্যাশা খুব শীঘ্রই ইএসডিও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন দেশে কাজ করবে এবং ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান বিশ্বের একজন খ্যাতি সম্পন্ন ব্যাক্তিত্ব হিসেবে পরিচিতি লাভ করবেন। উত্তোরোত্তর ইএসডিও পরিবারের সবাইকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালন করার সুযোগ করে দিবেন সেইসাথে দেশ ও দশের সকলকে আরো হাজার ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

স্মৃতিতে ইএসডিও

মোঃ তোফাজ্জল হোসেন
সেক্টর কো-অর্ডিনেটর, ও
পিসি- এভিসিবি প্রকল্প
ইএসডিও

বছরটি ছিল ২০০২ সাল। পড়ালেখার পাঠ চুকিয়ে ২০০২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইএসডিও'তে জীবনে প্রথম চাকুরির জন্য আবেদন করি। ইএসডিও'র চাকুরি বিধি মোতাবেক যথারীতি চাকুরীর লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা দিয়ে অফিসের সামনে ফলাফলের অপেক্ষায় থাকি। সারাদিন অপেক্ষায় থাকার পর বিকাল ৩.৩০ মিনিটে পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের চূড়ান্ত ফলাফল অফিসের নোটিশ বোর্ডে ঝুলানো হলো এবং আমি দেখলাম তালিকায় আমার নাম নেই। মনে বড় আঘাত পেলাম এবং ভাবতে লাগলাম জীবনের প্রথম চাকুরির পরীক্ষা দিতে এসে হেরে গেলাম। ভাবতে ভাবতে একটি রিক্সা করে দু'জন বন্ধু মিলে বাসার দিকে রওনা দিতে লাগলাম। রিক্সায় বসে ভাবছি আর বন্ধুকে বলছি আমি তো খারাপ পরীক্ষা দেইনি তাহলে কেন এমন হলো। বন্ধু আমাকে সান্ত্বনা দেয় আর বলে বেশী মন খারাপ করিস না। এইবার হয়নিতো কি হয়েছে আবার যখন সার্কুলার হবে তখন আবার চেষ্টা করিস। তার পরেও মেনে নিতে পারছিলাম না। এইভাবে দুই বন্ধু কথা বলতে বলতে ঠিক যখন ঠাকুরগাঁও সরকারী কলেজের মুল ফটকের সামনে আসি ঠিক তখনই আমার মনের মধ্যে একটি সৎ সাহসের উদ্ভোব ঘটলো। ঐ মহুতে চাকুরিটা আমার জন্য খুব জরুরী ছিল। বাসায় না গিয়ে কলেজ গেট থেকে রিক্সা থেকে নেমে পায়ে হেঁটে বুকে সাহস নিয়ে আবার ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ে ফিরে আসি। অফিসের ভিতরে গিয়ে দোতালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি আর ভাবি আমিতো খারাপ পরীক্ষা দেইনি তাহলে কেন এমন হলো। নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সাথে দেখা করার ব্রত ও সৎ সাহস নিয়ে আমি যখন অফিসের সিঁড়ি দিয়ে দোতালায় উঠতে থাকি ঠিক তখনই নির্বাহী পরিচালক মহোদয় উনার অফিস কক্ষ থেকে নীচে নামতে থাকেন। সিঁড়ির মধ্যে দু'জনের সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ ঘটে এবং আমি কিছু না বলতেই স্যার বলে উঠেন কি চাকুরি পেয়ে খুশিতো ? আমি তাৎক্ষণিক অবাক হয়ে উঠলাম এবং ভাবলাম নিশ্চয় কোন টেকনিক্যাল সমস্যা হয়েছে। আমি স্যারকে বললাম, আমার তো চাকুরি হয়নি। স্যার বিস্মিত হলেন এবং তাৎক্ষনিক ভাবে মনসুর মামাকে চিৎকার করে নিয়োগ ফাইলটি নিয়ে আসতে বললেন। মনসুর মামা দৌড়ে গিয়ে স্যারের কক্ষ থেকে নিয়োগ ফাইলটি নিয়ে এলেন। স্যার দেখলেন টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে আমার নামটি তালিকায় উঠেনি। আসলে আমি পরীক্ষায় ভালো করেছি এবং স্যার আমাকে উনার সংস্থায় চাকুরির জন্য নির্বাচন করে যোগদানের জন্য আদেশ প্রদান করেন।

একটি প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক হিসাবে উনার যে মহানুভবতা ও যোগ্য নেতৃত্ব সেটি আমি সেই দিনই প্রত্যেক্ষভাবে অনুভব করেছি এবং নিজেকে ধন্য মনে করেছি যে, একজন যোগ্য নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সংস্থায় চাকুরীর জন্য যোগদান করতে যাচ্ছি। এরই ধারাবাহিকতায় আমি ২০০২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ইএসডিও প্রধান কার্যালয়ে যোগদান করে আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্টে, গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনী হিসাবে যোগদান করি। তখন আমার সুপারভাইজার ছিলেন প্রতিষ্ঠানের তৎকালিন পিসি এবং বর্তমান সিপিসি কে এন সরকার। যোগদানের প্রথম দিনেই ছিল আমার চাকুরি জীবনের এক অন্যরকম অভিজ্ঞতা। রাত ১টা কিংবা ২টা হঠাৎ একটি ট্রাক এসে অফিসের সামনে এসে দাড়ানো। সবাই ঘুম থেকে জেগে উঠলাম দেখলাম গাড়ির উপর প্রতিষ্ঠানের ডিপিসি যামিনী দাদা দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির মধ্যে ছিল আর্সেনিক পরীক্ষার হ্যাক কিড বক্স। এতো গভীর রাতে এলাকায় কোন কুলি ছিল না। তখন দেখলাম ডিপিসি যামিনী দাদা, তৎকালিন এপিসি-২, গাড়ি থেকে কিড বক্সগুলো নামিয়ে দিচ্ছেন আর সিপিসি কে এন সরকার দাদা পুরাতন কর্মীদের সাথে নিয়ে প্রত্যেকে কিড বক্সগুলো মাথায় নিয়ে বহন করে অফিসে রাখছেন। আমি একজন নতুন উন্নয়ন কর্মী হিসাবে কিছুক্ষন নিরবে দাড়িয়ে থেকে দেখতে লাগলাম এবং ভাবতে লাগলাম কোন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতে আসলাম যে, প্রথম রাতেই কুলির মতো কাজ করতে হবে। তাবে পরক্ষণে ভাবলাম প্রতিষ্ঠানের সিপিসি তৎকালিন পিসি এবং এপিসি যদি কুলির মতো কাজ করতে পারে তাহলে আমি কেন পারবো না? পরক্ষণে আমিও উনাদের সঙ্গে যোগদান করে কিড বক্সগুলো মাথায় বহন করতে লাগলাম। একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতি দরদ ভালোবাসা না থাকলে এই রকম উৎসাহী মনোভাব সৃষ্টি হবে না এটা আমি হাড়ে হাড়ে প্রত্যক্ষ করেছি। ২ মাস পরেই আবার ইএসডিও চতুর্থ মৎস্য প্রকল্পে টীম লিডার হিসাবে বদলী হই। এখানেই কাজ করি তৎকালিন ডিপিসি অটল মজুমদারের তত্ত্বাবধানে। সেখানেও দেখলাম ডিপিসি হিসাবে প্রতিষ্ঠানের প্রতি উনার উৎর্সগকৃত মনোভাব দরদ ও ভালোবাসা। প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনি হিসাবে প্রথম যোগদানের পর ধাপে ধাপে এগিয়ে আমি আজ প্রতিষ্ঠানের সেক্টর কো-অর্ডিনেটর হিসেবে একটি বৃহৎ প্রকল্পে (এভিসিবি) দায়িত্ব পালন করছি। আমাদের ইএসডিও একজন যোগ্য নেতা, অত্যান্ত মেধাসম্পন্ন ব্যাক্তিত্বের দ্বারা পরিচালিত হয় বলেই আমি ধাপে ধাপে এগিয়ে আজ এই পর্যন্ত নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। চাকুরি জীবনের ১০ বছরের মধ্যে আমাদের প্রাণপ্রিয় ইএসডিও ছোট পরিসর থেকে দেখতে দেখতে আজ দেশের ২৩টি জেলায় কাজ করছে। আমি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মহোদয়কে স্যালুট জানাই তার এই অসাধারণ কৃত্বিত্বের জন্য। আমি সংস্থায় আরো দীর্ঘদিন কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি এবং সেই সাথে সংস্থাটি যেন বাংলাদেশের সকল জেলায় সকল দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করতে পারে সেই দোয়া মহান আল্লাহ তালার নিকট করছি।

কেউ একটি নতুন মোটর সাইকেল অফিস থেকে পেলেই খাওয়া হতো হাঁস

মারূফ আহ্‌মেদ
সহকারী প্রকল্প সমন্বয়কারী
ইএসডিও-এবিসিবি প্রকল্প ।

২০০২ সালের ৮ আগষ্ট ইএসডিওতে আমি ম্যানেজমেন্ট ট্রেইনী হিসেবে যোগদান করি । ইতিপূর্বে এনজিও'তে চাকুরী করার আমার কোন ইচ্ছেই ছিল না । শুধু মাত্র পরিবারকে সময় দেয়ার জন্য আমি আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন, ঢাকা হতে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে ইএসডিও'তে যোগদান করি । প্রথমে ভেবেছিলাম কিছুদিন কাজ করি, যদি ভালোলাগে তাহলেই চাকুরী করবো । অদ্যবধি ইএসডিও হতে আমার অন্য কোথাও যাওয়া হয়নি ।

যাক সেসব কথা । আমি যখন প্রথম যোগদান করি, তখন ২০০২ সালের ০২ আগষ্ট হতে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত আমি ইএসডিও'র বর্তমান প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর অটল কুমার মজুমদার স্যারের সহকারী হিসেবে কাজ করি । সে সময় মনে আছে বিকেল হলেই আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ইএসডিও'র পুরাতন প্রধান কার্যালয় কলেজপাড়ায়, ইকো-পাঠশালার মাঠ সংলগ্ন কাঁঠাল গাছের নিচে চেয়ার নিয়ে বসতেন এবং সামনে কয়েকটি গাড়ির টায়ারের উপর একটি সিমেন্টের স্লাব দিয়ে টেবিল ছিল । বিকেলে কাজ শেষে আমরা যারা থাকতাম তারা নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সাথে আড্ডা দিতাম । সে সময় আমার মনে আছে ইএসডিও'র ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মীদের আমরা সকলে সকলকে চিনতাম । কেউ একটি নতুন মোটর সাইকেল অফিস থেকে পেলেই খাওয়া হতো হাঁস । কোন অনুষ্ঠান হলেই আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় প্রধান কার্যালয়ের সকলকে নিয়ে যেতেন দাওয়াত খেতে । বর্তমানে ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার । এখনও আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় প্রায় ৮০% উন্নয়ন কর্মীর নাম এবং কে কোথায় কাজ করে তা তালিকা না দেখেই বলতে পারেন । সংস্থা এখন অনেক বড় হয়েছে তবুও আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র ঘাটতি হয়নি, চাকুরী জীবনের ১১ বছর পরেও আজও আমি তাঁর আন্তরিকতার কোন ঘাটতি দেখিনি । এখনও কোন অনুষ্ঠান হলে তিনি সকল উন্নয়নকর্মীদের কিভাবে একত্রিত করা যায় সে চিন্তা করেন । কোন উন্নয়ন কর্মী কোন ব্যাক্তিগত কাজ নিয়ে তাঁর কাছে গেলে আমার জানা মতে এখনও কেউ নিরাস হয়ে ফিরে না । হয়তোবা সেই আন্তরিকতার কারণে আমি এখনও ইএসডিও'তে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে কর্মরত আছি ।

আরেকটি কথা না বললেই নয়, আমার যোগদানের দুই মাস পরে হঠাৎ ১৪ অক্টোবর ২০০২ তারিখে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় তাঁর কক্ষে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন তোমাকে তিন মাসের জন্য সাদুল্যাপুর যেতে হবে, বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্পে উপজেলা কো-অর্ডিনেটর হিসেবে শুধু প্রকল্পটি শুরু করে দেয়ার জন্য। এটা শোনার পর আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। আমি ইতিপূর্বে কখনও এনজিও'তে কাজ করিনি তার উপর সাদুল্যাপুর চেনা তো দূরের কথা, সাদুল্যাপুর কোনদিকে সেটাই জানতাম না। তাও আবার কাজ করতে হবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে। আমি নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের কাছে আপত্তি জানালে তিনি অন্যান্য তিনজন উপজেলা কো-অর্ডিনেটর মাহ্মুদ ভাই, ওয়াকিদুর ভাই ও রানা চৌধুরীকে নিয়ে লটারী করেন দিনাজপুরের বীরগঞ্জ উপজেলা, গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ ও সাদুল্লাপুর উপজেলা এবং কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরী ও রৌমারী উপজেলার জন্য। ভাগ্যক্রমে আমার ভাগে ওই সাদুল্লাপুর উপজেলাই পরে। আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সাদুল্লাপুরকে একটি চিঠি ইস্যু করেন আমাকে সহযোগিতা করার জন্য এবং আমাকে চিঠিটি দিয়ে বললেন, "তুমি যাও, ভয়ের কিছু নেই তোমাদের সাথে কো-অর্ডিনেটর হিসেবে আছেন আমাদের বর্তমান চীফ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর কে.এন.সরকার স্যার। তিনি সার্বক্ষণিক তোমাদের সহযোগিতা করবেন।" পরবর্তীতে চীফ প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর স্যারও আমাকে সাহস যোগান এবং ১৬ অক্টোবর ২০০২ তারিখে আমি সাদুল্যাপুরে গিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যোগাযোগ করি। কিছুদিন যাওয়ার পরে সবকিছু আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে যায়। তারপরে আমি ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ আর্সেনিক মিটিগেশন ওয়াটার সাপ্লাই প্রকল্প ছাড়াও আরও দু'টি প্রকল্পে গাইবান্ধা জেলায় কাজ করি।এখন আমার মনে হয় আমি যদি সেদিন সাহস করে সাদুল্লাপুর না যেতাম তাহলে হয়তোবা আজ আমি ইএসডিও'তে এ অবস্থানে থাককে পারতাম না।

ঠাকুরগাঁও জেলার সকল শ্রেণীর মানুষ ইএসডিও-কে অন্যান্য গতানুগতিক সংস্থার চেয়ে আলাদা দৃষ্টিতে দেখে

আবু জাফর নুর মোঃ
প্রকল্প সমন্বয়কারী
সৌহার্দ্য-২ কর্মসূচি, ইএসডিও, কাজিপুর।

২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয় আমার ইএসডিও'তে কর্মজীবন। ঠাকুরগাঁও'র মত একটি ছোট জেলাসহ অন্যান্য জেলায় খুব স্বল্প পরিসরেই চলছিল ইএসডিও-র কর্মকান্ড। দারিদ্র বিমোচন এবং বেকারত্ব দূরীকরণে সংস্থাটির অবদান অতুলনীয়। ১৯৮৮ সালের ৩ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া সংস্থাটির অন্যতম লক্ষ্যই ছিল দারিদ্র বিমোচন। প্রথমে ক্ষুদ্রঋণ এবং পরবর্তীতে শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচী চালিয়ে গুটি গুটি পায়ে এগুতে থাকে সংস্থাটির কার্যক্রম।

সততা, নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা নিয়ে ইএসডিও'র উন্নয়ন কর্মীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংস্থাকে উন্নয়নের স্বর্ণ শিখরে নিয়ে যান সংস্থাটির প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক ডঃ মুহম্মদ শহীদ উদ জামান। ইএসডিও একদিকে যেমন উন্নয়নে বিশ্বাসী, অন্য দিকে যারা উন্নয়নকে ভালবাসে, উন্নয়নের চেতনাকে যারা বুকের ভিতর লালন করে চলে, সে সকল সোনার মানুষকেও ইএসডিও সম্মান দিতে জানে। ইএসডিও প্রতি বছর বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠানে সৎ এবং নিষ্ঠাবান কর্মীদেরকে শ্রেষ্ঠ কর্মীর পুরস্কার দিয়ে যেমন কর্মীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করে অন্য দিকে সমাজের প্রকৃত সেবকদেরকে খুঁজে বের করে তাঁদেরকে পুরস্কৃত করে সমাজের মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়। যে কারনে ঠাকুরগাঁও জেলার সকল শ্রেণীর মানুষ ইএসডিও- কে অন্যান্য গতানুগতিক সংস্থার চেয়ে আলাদা দৃষ্টিতে দেখে।

২০০০ সালের পর থেকে ইএসডিও উন্নয়ন সেক্টরে অসাধারন অবদান রাখতে শুরু করে এবং দেশের সকল বড় দাতা সংস্থাগুলো ইএসডিও-কে অর্থায়ন করতে শুরু করে, যারই প্রেক্ষিতে ইএসডিও ক্ষুদ্রঋণ ও শিক্ষা কর্মসূচীর পাশাপাশি স্বাস্থ্য, পুষ্টি, সেনিটেশন, কৃষি ও জীবিকায়ন, ক্ষমতায়ন, সেবাদানকারীদের সাথে যোগাযোগ, দূর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো, অবকাঠামো উন্নয়ন, গ্রাম আদালত প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে।

সংস্থার দক্ষ, কুশলী ও আন্তরিক ব্যবস্থাপনা, কর্মীবান্ধব পরিবেশ এবং লিঙ্গভেদে নারী, পুরুষের সমান অধিকার সংস্থাটিকে দিনে দিনে আরও উন্নতির চরম শিখরে নিয়ে যাচ্ছে। ইএসডিও'র মত ব্যাতিক্রমধর্মী উন্নয়ন সংস্থায় যোগদান করে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিজের ও কর্মীদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে কাজ করতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করি। চলতি বছরে ইএসডিও-র সিলভার জুবিলী (২৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, যা ইএসডিও-র উন্নয়নের আভাকে আরও সম্প্রসারিত করে সংস্থার ভবিষ্যত কর্মকান্ডকে আরও গতিশীল করবে। যুগ যুগ ধরে ইএসডিও টিকে থাক আরও বেশী বর্ধিত কলেবরে এবং ভবিষ্যতে সংস্থার সাথে দীর্ঘদিন কাজ করার প্রত্যয়ে...।

ইএসডিওতে আসার পর এক ভিন্ন ধারার কাজের সাথে জড়িত হলাম

মোঃ একরামুল হক মন্ডল
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (লজিষ্টিকস)
ইএসডিও-প্রধান কার্যালয়।

১৯৮৮ সালে ৩ এপ্রিল ইএসডিও প্রতিষ্ঠিত হয় ঠাকুরগাঁও শহরের কলেজপাড়া গ্রামে। এই সময়ের মধ্যে সংস্থাটির সুনাম বর্তমানে জাতীয় পর্যায়ের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান ইএসডিও'র কার্যক্রম শুধু ঠাকুরগায়ে নয়, প্রায় বিশটি দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাংলাদেশের ২৩টি জেলার ১০৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২৫ বৎসর পূর্তি হওয়াতে পালিত হচ্ছে রজত জয়ন্তী উৎসব। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আসার সময় হলেই মনে হয় এবার নিশ্চয় এক নতুন মাত্রা যোগ হবে এবং শেষ পর্যন্ত তাই হলো, সিলভার জুবিলি স্মারকে আমরা লেখার সুযোগ পেলাম। সবকিছুর জন্যই যাদের অবদান এবং যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল হিসেবে ইএসডিও আজ ২৫ বছর পুর্তি উৎসব পালন করছে, সেই মহান দু'জন ব্যক্তিদ্বয়কে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়েই আমার স্মৃতিচারণমূলক লেখা শুরু করছি।

স্মৃতিচারণের পূর্বে আমার অতীত জীবনের কিছু ঘটনা বলতেই হচ্ছে, সেগুলো হলোঃ আমি ১৯৯১ সালে বাংলাদেশ রেলওয়েতে মেরিন সুপারিটেন্টডেন্ট-এর কার্যালয়ে চাকুরীতে যোগদান করি। সরকারি চাকুরী ভালোই চলছিল। মেরিন ডিপার্টমেন্টে চাকুরীর সুবাদে চাকুরীরত অবস্থায় ঐ ডিপার্টমেন্টের এক কর্মচারীর মেয়ের সাথে আমার বিয়ে হয়। সুখেই কাটছিল আমাদের দাম্পত্য জীবন। হঠাৎ সুখ আমাদের ভাগ্য থেকে হারিয়ে গেল। জানেনই তো গাইবান্ধার মানুষ একটু ভিন্ন ধরণের। কারও সুখ কারো পছন্দ হয় না। তাইতো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরণের হয়রানি মূলক মামলায় জড়ানো হতে থাকলো আমাকে। ছোট বেলা থেকেই আমার একটু মানুষের সাথে আড্ডা দেয়ার অভ্যাস ছিল। বাবা মা রাগ করে একদিন বলেছিলেন যে, আমাকে সবার সাথে মেলা মেশা বন্ধ করতে হবে। তাহলে এসব ঝামেলায় পড়তে হবে না। সিদ্ধান্ত নিলাম বাবা মা'র কথা রাখতে হবে। তাইতো কোন প্রকার চাকুরী ইস্তফা না দিয়েই একদিন স্ত্রী, সন্তান নিয়ে পাড়ি জমালাম ঢাকার উদ্দেশ্য। চলে গেলাম ঢাকায়। যেয়ে বিভিন্ন ধরণের কাজ খুঁজতে থাকলাম। কোথাও ভাল কাজের সন্ধান পেলাম না। একটি কাজ কিছুদিন করি, ভাল লাগে না আবার ছাড়ি; আবার আরেকটা চাকুরী ধরি এভাবেই চলছিল। তখন আমাদের বর্তমান কর্মী আব্দুল আউয়ালের সাথে একদিন পরিচয়। তাকে বললাম আমাকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে। সে বললো আমরা কয়েকজন নীলক্ষেতে কাজ করি। আপনি ইচ্ছে

করলে সেখানে কাজ করতে পারবেন, তারপর থেকে নীলক্ষেতেই কাজ করছিলাম। আমি যে দোকানে কাজ করতাম সেখানেই ইএসডিও'র মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মাঝে মাঝে কম্পিউটার কম্পোজ করাতেন।

একদিন তার সাথে পরিচয় হলো। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমার বাড়ী কোথায়? বললাম গাইবান্ধায়। এই ভাবেই তার সাথে আমার পরিচয়। মনে মনে একদিন সিদ্ধান্ত নিলাম স্যারকে বললে যদি একটা চাকুরী দেন। এক সময় বলেই ফেললাম। স্যার বললো আমাদের প্রতিষ্ঠান খুব ছোট, আপনি চাকুরী করবেন? উত্তরে আমি চাকুরী করবো বলে জানালাম। তখন তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন যদি আপনি ঠাকুরগাঁও যান তবে আপনার সাথে আপনার স্ত্রীকেও চাকুরী দেবো। তবে আমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এ কথা শুনে আমি নিশ্চিত হলাম যে, আমাকে আর চাকুরী খুঁজতে হবে না। আমি লক্ষ্য করেছিলাম তাদের শুরুর কর্মকান্ড ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। আমার তখনই বিশ্বাস জন্মেছিল যে, ঐ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে পারলেই আমার ভবিষ্যত ভালো হবে এই চিন্তায় অপেক্ষা করতে ছিলাম। হঠাৎ একদিন এক ভদ্রলোক দোকানে গিয়ে আমাকে খুঁজছিলেন। আমি পরিচয় দিতেই, তিনি জানালেন ইএসডিও'র মাননীয় নির্বাহী পরিচালক তাকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যেতে। আমাকে আরও জানালেন জুলাই, ১৯৯৮ হতেই কাজে যোগদান করতে হবে। এ কথা শোনার পর আমার অভিব্যক্তি কি হয়েছিল তা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক মহোদয় সত্যি সত্যি শুধু একদিন আমার সমস্যাগুলো শোনার পর আমাকে নিতে এতদূর থেকে লোক পাঠিয়েছেন ভেবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হলাম এবং স্বস্তির নিঃস্বাস ফেললাম। সেদিন আমাকে যিনি নিতে গিয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন সেক্টর কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ শামীম হোসেন। এভাবেই আমার ইএসডিওতে আসা।

আমি ১৯৯৮ সালের ১লা জুলাই বুধবার ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ে একজন কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে যোগদান করি। উল্লেখ্য যে, সংস্থায় কোন পূর্ণকালীন কম্পিউটার অপারেটর ছিলেন না। সেদিন থেকে আমার জীবনে শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়। অতীতে অনেক অফিসেই কাজ করেছিলাম কিন্তু ইএসডিওতে আসার পর এক ভিন্ন ধারার কাজের সাথে জড়িত হলাম। এনজিও সেক্টরে আমার কাজের সুযোগ এর আগে হয়নি। চাকুরীতে যোগদানের আগে নানান ভাবনা ভেবেছিলাম। এনজিও সেক্টরের চাকুরীর ধরণ কেমন হবে জানা ছিল না। তার পরও অনেক চিন্তা ভাবনা করে নিজের সিদ্ধান্তেই শুরু করলাম নতুন কর্ম অধ্যায়। এসেই প্রথম দিনে কিছুই ভাল লাগছিল না। কেমন যেন সবকিছু অন্যরকম মনে হচ্ছিল। বিকাল বেলায় সবার সাথে পরিচয় হলো। গেলাম আমাদের সেই প্রাণ প্রিয় মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় যিনি আজ ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। স্যারের সাথে

দেখা করার জন্য তাঁর চেম্বারে যাবো। আমি পূর্বে যেমন অন্যান্য অফিসে সারের রুমে ঢুকতাম সেই রকম ভাবেই সম্মান জানিয়ে সারের রুমে ঢুকলাম। যে স্যারকে আমি ঢাকায় দেখেছিলাম, ভেবেছিলাম চাকুরী করতে পারবো কি না সেদিন দেখলাম অন্যরকম অমায়িক এক মানুষকে। তিনি আমাকে সামনে বসতে বললেন। আমাকে সবকিছু জিজ্ঞাসা করলেন। আমি কিভাবে ঠাকুরগাঁও এলাম, আসতে কোন অসুবিধা হয়েছিল কি না, অনেক কিছু। সবশেষে স্যার বললেন যে, ঐ দিন আমার কোন কাজ করার দরকার নাই। আপনি আমাদের রেষ্ট হাউজে বিশ্রাম করুন। আমি তো ভাবতেই পারছিলাম না, আসার সময় যা ভাবলাম তার সম্পূর্ণ উল্টো। ঐদিন প্রথম স্যারের কথা শুনেই আমার মন ভরে গেল, মনে মনে ভাবলাম এইবার মনে হয় সত্যিকারের একজন ভাল মানুষের সাথে আল্লাহ আমার কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। যাক সেদিন থেকেই আমার দৃঢ় প্রত্যয় ও প্রবল ইচ্ছা শক্তি নিয়ে এই মহৎ মানুষটির সাথে কাজ করে আসছি।

এখানে একটি বিষয় না বললেই নয়, প্রায় দেড় বৎসর পর ২০০০ সালে আর্ন্তাতিক লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও)'র অর্থায়নে একটা প্রকল্প প্রস্তাব তৈরীর কাজে আমাকে স্যারের সাথে ঢাকা আসতে হলো। তখন আমাদের ঢাকায় নিজস্ব কোন অফিস ছিল না। আদাবর বাজারের পার্শ্বে এক বিল্ডিং-এ আমাদের ভাড়া করা অফিস। প্রায় পাঁচ-ছয় দিন ধরে প্রকল্প প্রস্তাবনার কাজ করছি। প্রকল্প প্রস্তাবনা ফাইনাল করার জন্য জনাব বাবুল কৃষ্ণ বণিক নামে একজন কনসালটেন্টকে নিয়ে আসা হলো। উনার সাথে সারাদিন কাজ করি। আমাদের স্যারও মাঝে মাঝে উক্ত কাজে নির্দেশনা দিচ্ছেন। দেখি কনসালটেন্ট যেভাবে স্যারকে বুঝানোর চেষ্টা করছেন স্যার তাতে কিছুতেই সম্মত হচ্ছেন না। একটার পর একটা নতুন ধারণা স্যার দিয়েই যাচ্ছে। বুঝলাম আমাদের স্যারই আসলে এই কনসালটেন্টের চেয়ে অনেক বড় কনসাল্টটেন্ট। কাজ চলছে! ঘনে আসছে সেই মহেন্দ্রক্ষণ। পাঠক মহোদয় বুঝতেই পারছেন আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি। অর্থাৎ প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেয়ার ক্ষণ।

যাক সে সব কথা। পরদিন সকাল বেলা স্যার চলে গেলেন একটা গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ। বললেন দুপুরের মধ্যেই সব কাজ শেষ করে রাখবেন। আমি মিটিং থেকে এসেই স্বাক্ষর করে তারপর জমা দিতে যাবো, কেননা বেলা তিন টার মধ্যেই সর্বশেষ সময় ছিল প্রকল্প প্রস্তাবনা জমার দেয়ার। স্যারের কথা মতো আমি আমাদের বর্তমান পিসি জনাব অটল কুমার মজুমদার এক সাথে কাজ করছি। বেলা প্রায় ১১টা বাজছে দাদাকে বললাম দাদা আমাদের হাতে সময় খুব কম। এখন সব ফাইনাল করা দরকার, কিন্তু দাদা সে কথার উত্তরে বললেন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনেক জটিল কাজ, আরও এক ঘন্টা সময় লাগবে, তারপর প্রিন্টিং-এ যাবেন। উনার কথা মতো কাজ করছি, ঠিক যখন ১২টার মতো বাজলো তখন উনি আমাকে এখন সব প্রিন্ট করতে বললেন। আশ্চর্য হলাম! ভালো কম্পিউটার, প্রিন্টার

কিন্তু প্রিন্ট হচ্ছে না। আমার তখন করুণ অবস্থা। আমার সমস্ত শরীর শুধু ঘামছে। কোন বুদ্ধিই মাথায় আসছে না। হতাশ হলাম না, নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে দাদাকে বললাম, সময় খুব কম। আমরা সব নিয়ে মোহাম্মদপুর যাই, ওখানে আমার এক পরিচিত কম্পিউটারের দোকানে প্রিন্ট করবো। দাদা তখন আর বাঁধা দিলেন না। উনিও আমার সাথে একমত হলেন। চললাম সবকিছু নিয়ে মোহাম্মদপুরের উদ্দেশ্যে। কপালে দুঃখ থাকলে যা হয়, আমরা পৌছানোর পর প্রিন্টিং শুরু করেছি এমন সময় বিদ্যুৎ চলে গেল। বললো লোড শেডিং থাকবে এক ঘন্টার মতো। আবারও নতুন করে বিপদে পড়লাম। মনে মনে ভাবলাম এই বার আমার চাকুরী থাকবে না। বসে আছি। তখন এতো মোবাইল ফোন ছিল না। তবে যে দোকানে বসে আসি সেই দোকানের টেলিফোন নম্বর স্যারের জানা ছিল। স্যার মিটিং থেকে এসে দেখেন অফিসে কেউ নাই। স্যারের সাথে ছিলেন আমাদের বর্তমান ডিপিসি, জনাব যামিনী কুমার রায়। তিনি জানতেন আমরা কোথায় আসতে পারি। আমি যে দোকানে বসে আছি সেই দোকানে স্যারকে নিয়ে হাজির । দেখেই তো আমি ভয়ে শুধু ঘামছি। প্রচন্ড মেজাজ খারাপ দেখলাম স্যারের। কিন্তু সেদিনও দেখি স্যার অন্যরকমের একজন মহামানবের পরিচয় দিলেন, এতো কিছু ঘটার পরও স্যার কিছুই বললেন না। সবাই মিলে অপেক্ষা করছি এমন সময় সেই আকাঙ্খিত বিদ্যুৎ এসে গেল। অবশেষে অনেক কষ্ট করে মাত্র ২০ মিনিট সময় বাকী থাকতে আমাদের কাজ শেষ করে তাড়াহুড়ো করে সেই ঐতিহাসিক প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেয়া হলো।

কিন্তু তখনো আমার ভয় ভিতর থেকে কাটেনি, শুধু ভাবছি স্যারতো কিছুই বললেন না, চিন্তায় খাওয়া-দাওয়া কিছুই ভাল লাগছে না, এদিকে সকাল থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত পেটে কোন কিছুই পড়েনি। তারপর স্যার বললেন, আপনি তাড়াতাড়ি খেয়ে নেন। আমরা এখনই ঠাকুরগাঁও যাবো। ভয়ে বললাম, স্যার আমি খেয়েছি। আসলে আমি তখনো খাইনি। আর কি! অবশেষে রওয়ানা হলাল স্যারের সাথে গাড়ীতেই। পথে সেদিন আসতে আমার অনেক কষ্ট হয়েছিল। মাঝে মাঝে অসুস্থ্য হয়ে পড়েছিলাম। ভাবছিলাম ঠাকুরগাঁও যাওয়ার পর হয়তো স্যার আমাকে বকবেন। এই দুঃশ্চিন্তায় কোন কিছুই ভাল লাগছিল না। আবারও দেখলাম স্যারকে সেদিন অন্যরূপে, কি বকবেন তা নয়, আমাকে নিয়ে ফুড ভিলেজে পাশে বসিয়ে লাঞ্চ করলেন। ভয় কেটে গেল। আসতে রাস্তায় অনেক আলাপ হলো। শুনে নিজেকে আরও সাহসী করে নিলাম। ভবিষ্যতে হয়তো এটিই আমার জীবনে সফলতার পথে এগিয়ে নিবে। সেই থেকে আর পিছনে তাকাতে হয়নি। এখনো তাঁর পাশে থেকেই কাজ করে যাচ্ছি।

ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতারের ভালবাসা ও প্রাণের টান যে কত গভীর যা সম্রাট

শাহজাহানের সাথে কিছুটা তুলনা করলে আমার মনে হয় ভুল হবে না। এ রকম স্বপ্ন সবাই দেখতে পারে না, যদিও দেখে হয়ত; বাস্তবায়ন তেমন হয়েছে এমন টি বিরল। আমাদের শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) সত্যিই যে স্বপ্ন দেখতে জানেন, তেমনি স্বপ্ন পূরণও করতে পারেন। যার বাস্তব প্রমাণ-এই তো সবেমাত্র নির্মিত হলো ইকো কলেজ ভবন। ইতিপূর্বেও যখন কলেজপাড়ায় ইকো পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রী বৃদ্ধির ফলে রুমের সংকট দেখা দিয়েছিল তখন পূর্বপাশ্বের রুমগুলো তৈরী করার জন্য সিদ্ধান নেয় এবং সে কাজেও মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন কাজটি করার। এবারেও আমার সৌভাগ্য হয়েছিল কলেজের কাজের সাথে জড়িত থাকার।

এই কাজে জড়িত হওয়ার সুযোগে আবারও ভিন্ন এক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি আমার জীবনে। আমরা সবাই কি কাজ করছি সার্বক্ষণিকভাবে এই কাজের ফলো-আপ নিতেন আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) সেলিমা আখতার। তাঁর সার্বক্ষণিক এই কাজটিতে জড়িত থাকা দেখে অনেকের কাছে কি মনে হয়েছে আমি জানিনা! তবে, আমি অনেক উৎসাহ পেয়েছি তাঁর সার্বক্ষণিক তত্ত্বধানে। শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের নির্দেশনা পেয়ে অনেক কিছু শিখেছি। আমার কাছে আরও মনে হয়েছে কলেজটিই যেন তাঁর একটা প্রাণ। আর এই প্রাণের টানেই তিনি অনেক অসুস্থ্যতার মধ্যেও কলেজের বিল্ডিংএ না এসে পারতেন না এবং এখনো পারেন না। আরও একটি আশ্চর্য্যের বিষয় হলো এই কলেজ ভবন নির্মাণের সময় শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) শুধুমাত্র তাঁর মনের মত না হওয়ার জন্য বহুবার ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে ডেকে এনে ডিজাইন চেঞ্জ করেছেন। তাঁর বাড়ী নির্মাণের সময়ও এত সময় দিয়েছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আরেকটি বিষয় হলো মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ও শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) ঐ সময় স্বপরিবারে পবিত্র মক্কা শরীফ গিয়েছিলেন হজ্জ্ব পালন করতে, ওখান থেকেও যখন ফোন করার সুযোগ পেতেন প্রথমেই বলতেন আমার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ কেমন আছে এবং কলেজের বিল্ডিংএর কাজের অগ্রগতি কতদূর এবং আরও দিতেন প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ।

এখানে কাজ করার সুযোগ পেয়ে যেমন অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, অনেক কিছুই অজানা ছিল তা শিখতে পেরেছি, তার পাশাপাশি আনন্দ পেয়ে আসছি অনেক বেশী। সেটি হলোঃ যখনই ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাস আসে তখনই আমাদের এই মহৎ প্রাণের অধিকারী মানুষ দু'টির মাথায় চিন্তা আসে, কখন ইএসডিও পরিবারকে একত্রিত করে বার্ষিক বনভোজন পালন করা হবে, সেই দিনক্ষণটি ঠিক করার জন্যে ব্যস্ত হন। প্রতি বছরই যত কর্ম ব্যস্ততাই থাকুন না কেন, ইএসডিও'র বার্ষিক বনভোজন হবেই। ইএসডিও'র বার্ষিক বনভোজন হয়নি এ রকম বছর আমার কর্মজীবনে খুঁজে পাই নি। কি যে আনন্দিত হতে দেখি

আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ও শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন)দ্বয়ের মধ্যে তা বুঝাতে পারবো না, এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় এটির নামকরণ পরিবর্তন করে নাম দিয়েছেন 'ইএসডিও পরিবার দিবস'।

স্যারকে আমি যতদিন ধরে দেখছি তাঁর মতো একজন মহৎ মানুষ আমার জীবনে আর পাইনি এ কথা না বললে ভুল হবে। তবে আর একজন ভাল মানুষের কথা না বললেই নয়, তিনি আর কেউ নন, আমাদের পরিচালক (প্রশাসন) জনাব সেলিমা আখতার। দু'জনই একই গতিতে চলছেন। কাউকে ছোট কাউকে বড় করার পার্থক্য আমি দীর্ঘ পনের বছরের কর্মজীবনে খুঁজে পাইনি। আমাদের দেশে তাঁদের মত বহুমুখী প্রতিভার লোক বিরল। বিশেষ করে তাঁদের দু'জনের মধ্যে অসম্ভব পরিশ্রম করার মানসিকতা ও ক্ষমতা, কর্মদক্ষতা, লক্ষ্যের প্রতি অবিচল ও স্থিরতা, কর্মীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সহায়তা, নেতৃত্ব এবং সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া ও ভালবাসা সহ হাজারও গুণাবলি বিরাজমান। যারা নিজেদের কথা ভাবার সময় পান না। নিজেদের ইচ্ছামতো চলার সুযোগ পেয়েও সেই সময়গুলোকে দু'জন কখনোই নিজেদের কাজে না লাগিয়ে কিভাবে আরও নতুন কিছু করা যায়, কিভাবে তার ষ্টাফদের ভবিষ্যত ভাল করা যায় সেই চিন্তাই করেন। তাঁদের দু'জনের লক্ষ্য একটাই, শুধু ষ্টাফ নয় পুরো দেশবাসির জন্য কি করা যায় সে চিন্তাই সারাক্ষণ তাঁদের মাথায় ঘুরপাক খায়। সে কারণে প্রতি বছরই একের পর এক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে।

মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিসম্পন্ন লোক। তাঁর হাতের ছোয়া যে কাজে লাগবে সেটি অবশ্যই সফল হবে, এটাই আমি সবচেয়ে বেশী প্রত্যক্ষ করেছি আমার দীর্ঘ কর্মজীবনে। ইএসডিও'র কল্যাণে আমার সুযোগ হয়েছে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক, শ্রদ্ধেয় পরিচালক (প্রশাসন) সহ ইএসডিও'র আরও উর্ধতন পর্যায়ের প্রায় ১৫ সদস্যর একটি টিমের সাথে ১০দিন ব্যাপী কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন ও বান্দরবান প্রভৃতি নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমন্ডিত অঞ্চল ঘুরে দেখার। আরও উল্লেখ্য যে, এরপর খুলনার সুন্দরবন ও ভারতের দার্জিলিং যাওয়ার জন্য আমাকে নির্বাচিত করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ সময় আমার পারিবারিক সমস্যা থাকায় যেতে পারিনি। তিনি অনেক সময় ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আর্থিক সহায়তাসহ অনেক সহায়তা করেছেন এবং অফিসিয়ালভাবে অনেক আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করায় আমি ঠাকুরগাঁও-এ জমি ক্রয় ও পাকা বাড়ী নির্মাণ করতে পেরেছি, যা আমার জীবনের একটি স্বপ্ন পূরণ। এছাড়াও আমাদের ছেলে মেয়ের লেখাপড়ার খরচেও অনেক সহযোগিতা তাঁদের নিকট থেকে পেয়েছি। এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয়, সেটি হলো আমি প্রথম যখন ইএসডিও'তে চাকুরীতে আসার জন্য সিদ্ধান্ত নিলাম, কিছুক্ষণ পরেই চিন্তায় পরলাম এই ভেবে যে, ঢাকা থেকে আমার পরিবারসহ আসার মতো গাড়ীভাড়া তখন আমার হাতে ছিল

না, সে সময়ে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের প্রতিনিধিকে একটু জানাতেই উনি স্যারের সাথে কথা বললেন এবং কিছু টাকা আমার হাতে দিয়েছিলেন যা এখনও আমার মনে আছে। এক দিকে চাকুরী অন্য দিকে আর্থিক সহায়তা, এটি কি কোন সাধারণ মানুষের কাজ! আমার আজও মনে হলে আমি অবাক হয়ে যাই! সেদিন স্যার আমাকে যে উপকার করেছিলেন এ কথা ভেবে। এ রকম উপকার শুধু আমি পাইনি, ঠাকুরগাঁও এ আসার পর দীর্ঘদিন ধরে যেহেতু স্যারের সাথেই আছি, অনেক অসহায় মানুষেই তাঁর নিকট থেকে এরকম সহায়তা পেয়েছে এবং পাচ্ছে, যার স্বাক্ষী আমি নিজেই। সে জন্য আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। এখানে উল্লেখ না করলে নয়, ব্যক্তিগতভাবে আমার স্ত্রী পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয়ের যে ভালবাসা লাভ করে চলেছেন সম্ভবতঃ তা অন্য কেউ পায় না। আজ আমরা তাঁদের পরিবারের অংশে পরিণত হওয়ার বিরল সৌভাগ্য অর্জন করেছি।

পরিশেষে আমি এটুকুই বলতে চাই আজকের এই স্মৃতিচারণ আমাকে এক অদ্ভুত সুখানুভুতিতে আচ্ছন্ন করেছে। সংস্থাটির আরও সুনাম দেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়ুক এই কামনায় শেষ করছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমাদের প্রাণপ্রিয় ইএসডিও'র মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান এবং তার সহধর্মীনি ইএসডিও'র পরিচালক (প্রশাসন) শ্রদ্ধেয় সেলিমা আখতারকে। যাকে নিয়ে আমাদের বড় আশা, অবশ্যই একদিন তাকেই ইএসডিও'র হাল ধরতে হবে, তার প্রতি রইল আমার অসংখ্য স্নেহ ও ভালবাসা। আরও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি তাঁর গর্বিত পিতা-মাতাদ্বয়কে ও তাঁর পরিবারবর্গের সকল সদস্যকে।

স্মৃতির আয়নায় ইএসডিও

মোঃ আশরাফুল আলম রিজভী
কোঅর্ডিনেটর
ইএসডিও।

৩ এপ্রিল, ২০১৩ ইএসডিও'র ২৫ বৎসর পূর্তি উৎসব। আমরা প্রতি বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করি। কিন্তু এবারের বছরটি একটু আলাদা । এ বছরে রয়েছে সংস্থার ২৫ বৎসরের চলার সাফল্য।

আমার ইএসডিও-তে পথ চলা ২০০৪ সালের ৮ জানুয়ারী । আমি পড়া লেখা শেষ করার পর পারিবারিক তাগিদে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হই। এক বছরের মাথায় সংসারে একটি পুত্র সন্তান আসে। আমি একটি বেসরকারী কলেজে চাকুরি করতাম। কলেজের বেতন নাই, পকেটে টাকা নেই, উপার্জনক্ষম বেকার যুবক; তারপর স্ত্রী পুত্র সহ সংসারে তিন জন সদস্য। ভাবছিলাম কিছু একটা করতে হবে। একদিন চলে আসলাম নিজের কাগজপত্র নিয়ে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক জনাব মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর কাছে। বায়োডাটা, দরখাস্ত সহ স্যারের সাথে দেখা করলাম। আমাকে তিনি চাকুরি দিলেন এবং প্রশিক্ষণের জন্য গাইবান্ধা জেলায় পাঠালেন। প্রশিক্ষণ শেষে আমার পোষ্টিং হল ঠাকুরগাঁও জেলার পিএলডিপি-২ প্রকল্পে পিও (সোশ্যাল) হিসাবে। আমি স্যারের মহানুভবতায় মহা খুশি। আমার প্রকল্পের চীপ ছিলেন জনাব এনামুল হক। তাঁর নির্দেশনায় আমি চাকুরী শুরু করলাম। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে চাকুরী করায় আমি পিও (সোশ্যাল) থেকে পদোন্নতি লাভ করে আজ প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছি।

দীর্ঘ আট বছরের মধ্যে প্রায় চার বছর যাবৎ আমি মা ও শিশু স্বাস্থ্য বিষয়ে ইএসডিও কমিউনিটি সাপোর্ট সিস্টেম (কম্‌স) প্রকল্পের দায়িত্ব পালন করেছি। এই প্রকল্প সহ দায়িত্ব পাওয়া প্রত্যেকটি প্রকল্পে গরিব ও দুঃস্থ জনসাধারণের জন্য কাজ করার সুযোগ আমার হয়েছে। আমার ব্যাক্তিগত জীবনে মানুষের কল্যাণে কাজ করার অভিপ্রায় ছিল। সেটি ইএসডিও-তে এসে পুরোপুরি কাজে লাগার সুযোগ আমাকে আমার নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যার করে দিয়েছেন। আমার দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন) জনাব সেলিমা আখতার মহোদয়ের সুদৃষ্টি, আন্তরিকতা আমাকে আজকের অবস্থায় আসতে সহায়তা করেছে। তাই আমি তাঁদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার স্মৃতিতে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পটি সেরা। এখানে একজন নারীর সবচেয়ে বিপদের সময়ে উপকার করার বিশাল সুযোগ রয়েছে। মা ও শিশুর বিপদ চিহ্ন দেখা দিলে

মা ও শিশুকে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রে সেবা গ্রহণের পেছনে ইএসডিও কম্‌স প্রকল্পের দায়িত্বরত কর্মীরা যেভাবে এগিয়ে আসে তাতে নিজের প্রাণ জুড়িয়ে যায়।

আমি বাংলাদেশের অন্যতম সেরা জ্ঞানী মানুষ ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান-এর অধীনে কাজ করি, এটাই আমার মনের তৃপ্তি। আজ ইএসডিও আমার অহংকার, আমার শক্তি, আমার ভালোবাসা, আমার ভালোলাগা, আমাদের ঐক্য; তাই ইএসডিওকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। নির্বাহী পরিচালক ও প্ররিচালক (প্রশাসন) আমাকেসহ প্রত্যেককে বাবা-মায়ের মতন স্নেহ, ভালোবাসা দেন, আদর করেন, শাসন করেন। তাঁরা সবাইকে ভাল কাজ করতে শেখান, হাতে কলমে দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন, ভালো কাজে উৎসাহ প্রদান করেন।

আমার উপার্জনে আমার পরিবার স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারছে এজন্য আমি তাঁদেও প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমাদের টিম ওয়ার্ক আমার দেখা ও জানা মতে দেশের সেরা। সকলে মিলে আমরা কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি। আমাদের নেতা হিসাবে নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন) আমাদের সাথে সবসময় থাকেন, তাই আমরা উজ্জীবিত হই।

আমি ইএসডিও'র ২৫ বৎসর পূর্তিতে আমার আশা, এই সংস্থাটি নিকট ভবিষ্যতে দেশের গন্ডি পেরিয়ে পৃথিবীর দিকে দিকে মানবতার সেবায় খ্যাতি অর্জন করবে এবং আমি সেই যুদ্ধে একজন সৈনিক হব এই প্রত্যাশায়।

সাথের সাথী ইএসডিও

এস. এম. মিজানুর রহমান
টেকনিক্যাল কোঅর্ডিনেটর- এসইসিপি
হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট

৭ জুলাই ২০১১। ইএসডিও প্রধান কার্যালয়, গোবিন্দনগর, ঠাকুরগাঁও-এ যোগদান আমার। যোগদানের সময় দেখলাম বেশ ছিমছাম ও পরিচ্ছন্ন অফিস। অফিসের গোছানো পরিবেশ ও সহযোগী মানসিকতা সকলের। কাগজ পত্রের কাজ শেষ করে ঐদিনই লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলার এসইসিপি প্রকল্প অফিসে যোগ দেবার জন্য রওয়ানা হলাম। মনের ভিতর নানান চিন্তা, কী হবে? কেমন হবে ইএসডিও এর পরিবেশ! হাতিবান্ধা কর্ম এলাকায় যোগদানের পর নিজের সকল জল্পনা- কল্পনার অবসান ঘটল। এসইসিপি প্রকল্পে টেকনিক্যাল অফিসার হিসেবে কাজ শুরু করলাম। এসইসিপি প্রকল্পের সহকর্মীগণের আন্তরিকতা আর সহযোগিতায় মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও গ্রাম আদালত প্রকল্পের আওতায় কাজ করে ইএসডিও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানিত একটি বেসরকারী সংস্থা। সরকারী কর্মকান্ডের সহায়ক হিসেবে কাজ করার জন্য সুনাম আছে উপজেলা ও জেলা পর্যায়েও। সুবিবেচক নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের পরিচিতি জাতীয় পর্যায়েও কম নয়। ফলে বিভিন্ন দাতা-সংস্থার কাছেও ইএসডিও বেশ সমাদৃত।

নিজের কর্মক্ষেত্রে এমন প্রভাব বিস্তারকারী একটি বেসরকারী সংস্থায় নিজেকে বেশ ধন্য মনে হল। তার পরেও আমার নিজের মানসিকতার ইতিবাচক স্থায়িত্ব ঘটল বিরল একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। আর সেই ঘটনা হল নির্বাহী পরিচালক মহোদয়সহ অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময়ের বাস্তবতা দেখে। যেখানে মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মী/ কর্মকর্তার মতামত নেয়া হয় ইএসডিও এর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে। এই মতবিনিময় সভায় প্রত্যেক প্রকল্পের কর্মীবৃন্দ তাঁদের ভাল লাগা, মন্দ লাগা, প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার কথাগুলি প্রাণ খুলে বলতে পারে। কর্তৃপক্ষও সেই আবেগ জড়িত কথাগুলি স্বতঃস্ফুর্তভাবে শুনে মতামত দেন। এমনকি কর্মীগণের প্রত্যাশাকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন কৌশল/ পলিসিও তৈরি করে থাকে এবং কখনও করে থাকে কৌশলের পরিবর্তন।

ইএসডিও- এর মত জাতীয় পর্যায়ের একটি বেসরকারী সংস্থার পরিচালকবৃন্দের এমন উদার মানসিকতায় বিমোহিত হই ততবার, যতবার ভাবি সেই মতবিনিময়ের কথা। যা আমাকে দেয় নিরলসভাবে কাজ করার প্রেরণা। তাই স্রষ্টার কাছে প্রত্যাশা, অবহেলিত জনসাধারণের জন্য এবং লক্ষ্যিত জনগোষ্ঠির উন্নয়নের জন্য যেন চিরকাল ইএসডিও তাঁদের পাশে থাকতে পারে। সাথের সাথী হয়ে থাকে আমার, আপনার, সকলের।

তখন থেকে ইএসডিওকে নিজের স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে ভাবতে শুরু করলাম

নূর মোহাম্মাদ তুষার
উপজেলা ম্যানেজার
টিএমআরআই প্রকল্প
ফকিরহাট, বাগেরহাট ।

২০০৭ সালে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার পাদ্রীশিবপুর ইউনিয়নের সিএফডব্লিউ প্রকল্পের একজন ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর হিসাবে আমি প্রথম ইএসডিও -তে যোগদান করি। শহর ছেড়ে হঠাৎ এমন অজপাড়াগাঁয়ে বসবাস এবং প্রকল্পের সমূদয় কাজ বাস্তবায়ন করাটা আমার কাছে এক প্রকার অসাধ্য হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া আমার তৎকালীন ইউনিয়ন পর্যায়ের সহকর্মীদের কর্মদক্ষতা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা তেমন ভালো ছিল না, সবকিছু মিলিয়ে বিভিন্ন দ্বিধাদ্বন্দ্বে আমার দিন কাটত। এমতাবস্থায় একদিন আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় বরিশাল আসলেন এবং তিনি উক্ত কর্ম এলাকা পরিদর্শন করলেন। ভেতরে ভেতরে ভীষণ নার্ভাস লাগছিল এটা ভেবে যে, তিনি কেমন মন্তব্য করেন। সবথেকে অবাক বিষয়, তিনি আসার পর আমি যখন তার সাথে পরিচিত হলাম তখন তিনি আমার সাথে করমর্দন করলেন। আমি মানসিকভাবে স্থিতিশীল হলাম কারণ যে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আমার মতো সামান্য একজন ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর পদের কর্মচারীর সাথে সমস্ত বৈষম্যের বাইরে দাঁড়িয়ে করমর্দন করতে পারেন, সেখানে আমার অনেক কিছুই শেখার আছে।

তখন থেকে ইএসডিওকে নিজের স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে ভাবতে শুরু করলাম। অবশ্য ইএসডিও কাজের মূল্যায়ন করে আমাকে সুযোগ দিয়েছিল। তারপর থেকে আমি প্রকল্পের কাজের প্রতি ভীষণ মনোযোগী হলাম। আমার দিন কাটত হত দরিদ্র মানুষদের সাথে, সারা মাস কাজ করার পর তারা যখন তাদের পারিশ্রমিক পেত তখন ভীষণ খুশি হত। প্রান্তিক পর্যায়ের এই সমস্ত মানুষদের জন্য কাজ করতে পারাটা অনেক সৌভাগ্যের, যে সুযোগ ইএসডিও আমাকে করে দিয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে ই্এসডিও'র ব্যপকতা বুঝতে পারলাম। মাননীয় নির্বাহী পরিচালক আমাকে শুধু বৈষম্যের বাইরে দাঁড়াতেই শেখাননি, তাঁর অনুপ্রেরণায় আমি নিজেকে মনেপ্রাণে একজন উন্নয়ন কর্মী হিসাবে ভাবতে শিখেছি। তিনি যখন পিএইচডি ডিগ্রী প্রাপ্তির জন্য ঢাকা ভিত্তিক সংবর্ধনা পেলেন, আমার সৌভাগ্য হয়েছিল সরাসরি কাছ থেকে তাঁকে প্রত্যক্ষ করার, তার সাথে ছবি তোলার। তিনি পিএইডি ডিগ্রী অর্জনের মাধ্যমে যেমন নিজেকে সম্মানিত করেছিলেন, আমাদেরকেও করেছেন

গর্বিত; আজ বলতে গর্ব হয় আমাদের প্রাণপ্রিয় নির্বাহী পরিচালক ডঃ মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ইএসডিও'কে বিভিন্ন ধাপের মাধ্যমে জাতীয় পরিমন্ডলের এমন একটা স্থানে নিয়ে গেছেন যেখানে দরিদ্র সীমার নীচে থাকা প্রচুর হত দরিদ্র মানুষের জীবন যাত্রায় মান পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন যেমন একাধিক সাধিত হয়েছে অন্যদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয়ভাবে কমিয়ে এনেছেন বেকারত্বের হার।

আজ গর্বের সাথে বলতে হয় ইএসডিও'র নিজস্ব অর্থায়নে ইকো পাঠশালা ও ইকো কলেজ তৈরির মাধ্যমে মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র পরিবারের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা সেবা দিয়ে আসছে, নিজস্ব কমিউনিটি হাসপাতাল সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র মানুষ পাচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা, লোকায়ন সৃষ্টির মাধ্যমে সংরক্ষিত হচ্ছে বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকশত প্রকারের ঔষধী গাছ এবং লোকজ সংস্কৃতি। ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পের আওতায় কয়েক লক্ষ উপকারভোগী ঋণ পেয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষি কাজ করে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করছেন। এছাড়া ইএসডিও'র নিজস্ব অর্থায়নে কয়েজ হাজার উপকারভোগী হ্যান্ডিক্রাফটস সহ বিভিন্ন কুটির শিল্পের কাজ করছেন। একই ভাবে ইএসডিও অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলায় প্রায় লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক পর্যায়ের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে যেমন কাজ করে যাচ্ছে অন্যদিকে নিজের অবস্থানকে নিয়ে এসেছে জাতীয় পর্যায়ের প্রথম সারির দিকে। একটা কথা এখানে উল্লেখ করার মত সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আমাদের প্রাণ প্রিয় ব্যক্তিত্ব ডঃ মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যার সম্পূর্ণ তার নিজের উদ্যোগে একঝাঁক শিক্ষিত বেকার তরুণকে বেছে নিয়েছিলেন সংস্থার কার্যক্রম শুরু করতে। এটা আসলে শুধু মেধা ও জ্ঞানেরই বহিঃপ্রকাশ। আমরা স্বপ্ন দেখি একদিন ইএসডিও আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে উন্নয়নের সোপান তুলবে এবং আমরা আমাদের শ্রদ্ধেয় ডঃ মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যারের আদর্শে একই পতাকাতলে দাঁড়িয়ে উন্নয়নের শ্লোগান তুলব, ইএসডিও'কে আজ এই পর্যন্ত নিয়ে আসতে যাদের এতটুকু অবদান রয়েছে তাদের সবার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমি অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক এই সংস্থা'র সমৃদ্ধি কামনা করি।

দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ

মোঃ সুজন খান
কো-অর্ডিনেটর
ইএসডিও-কেকেসি

ইএসডিও! এই নামটি ঠাকুরগাঁও জেলার কোন লোক জানেনা এমনটি ব্যতিক্রম। ঠাকুরগাঁও শহরের লোকের মুখে এই প্রতিষ্ঠান টি কারো কাছে খাজা বাবার দরবার, কারো কাছে সব হারাদের সুখের ঠিকানা আবার কারো কাছে জীবন যাপনের একমাত্র উপায় বলে ব্যাপক পরিচিত। শহরের প্রায় হাজার খানেক বেকার যুবকের মতো আমারও কর্মসংস্থান হয়েছে প্রিয় প্রতিষ্ঠান ইএসডিওতে। সেই ইএসডিও'র পঁচিশ বছর পুর্তি! কবি আসাদ চৌধুরীর মতো বলতে হয় "ভাবা যায়"? ভাবতে ভালো লাগে সবার। পঁচিশ বছর হয়তো কোন বড় বিষয় নয়, সেটা অনেক সংস্থারই পূর্তি হয়, হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে। কিন্তু ইএসডিও'র পঁচিশ বছর যে শুধু হাতে গোনবার পঁচিশ বছর নয় তা সারা দেশের মানুষ জানে, তাই সেদিকে যাব না। কারণ এমন প্রতিষ্ঠান খুব কমই আছে যার নির্বাহী প্রধান পঁচিশ বছরের প্রতিটি ক্ষণকে শৈশবের আদর্শ লিপির ধারা পাতের মতো বলতে পারেন, বর্ণনা করতে পারেন। আমি সেই ইএসডিও'র পঁচিশ বছর পূর্তির কথা বলছি। ১৯৮৮ তে যার জন্ম হয়েছে মানব সেবার মধ্য দিয়ে ২০১৩ তে এসে তা এ অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের পটভূমির মূল মানচিত্র এঁকে সম্ভাবনার যে দুয়ার খুলেছে তাকে গাণিতিক হারে গণনা সম্ভব তো নয়ই বরং জ্যামিতিক হারে গণনা করাও কষ্টসাধ্য।

ইএসডিও'তে আমার কর্মজীবন শুরু ২০০৬ সালের মে মাসের ১৫ তারিখ সকাল ৯টা ২১ মিনিটে। তারপর থেকে দেশ বিদেশ মিলিয়ে সব কিছুতে, প্রতিটি দিনই স্মরণীয়। কারণ ইএসডিও এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে চাকুরীতে পেশাদারিত্বের সাথে পারিবারিক বন্ধনও অত্যন্ত সুদৃঢ়। সেটি কিভাবে তা পাঠকগণ আমার এ লিখা পড়ে জানতে পারবেন। অনেক স্মরণীয় দম ফাটানো হাসির ঘটনা যেমন আছে, আছে পরম আত্মীয়ের মতো পাশে দাঁড়িয়ে বিপদে নিজের আত্মীয়-স্বজনের অধিক সহায়তা করার ঘটনা। তবে তার মধ্যে থেকে ২০১০ সালে বরিশাল বিভাগের পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলায় ইউএনডিপি'র 'হাউজ সেল্টার কনষ্ট্রাকসন' প্রকল্পে কাজের অভিজ্ঞতা আমার জীবনের তো বটেই, আমার মনে হয় এ লেখা ছাপা হলে এটা পড়ে আমার সাথে যারা সে সময়ে ছিলো তাদেরকেও বিষয়টি সে সময় সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করবে। প্রকল্পটি বিভিন্ন কারণে গতিহীন হয়ে পড়ে, অথচ সময়ও ফুরিয়ে আসছিলো। ইএসডিও'র দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় কখনো কোথাও থেমে যাওয়ার ইতিহাস নেই। কারণ আমাদের প্রতিষ্ঠান প্রধান পরাজয় শব্দটির সাথে পরিচিত নন ছাত্র জীবন থেকে। কিন্তু আমাদের গণযোগাযোগ কর্মকর্তা আবূল মনসুর সরকারের

মতে ভৌগলিক অবস্থানের কারণেই আমরা তখন প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হয়েছিলাম। তাই আমাদের প্রিয় নির্বাহী পরিচালক স্যার সার্বিক তদন্তের জন্যে তাকে এবং প্রবীর গুপ্ত বুয়াকে পাঠালেন পটুয়াখালীতে। তারা পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সফলভাবে সকল তথ্য উপাত্তসহ স্যারের কাছে এলেন। তার পর স্যার একটি মিটিং ডাকলেন, যা গতানুগতিক মিটিং ছিল না। সেখানে আমাকেও ডাকা হলো। ইএসডিও কর্মী মাত্রই জানেন যে, হঠাৎ করে নির্বাহী পরিচালক মহোদয় ডেকেছেন শুনলে মন কেমন 'দুমনা জ্বরে' আক্রান্ত হয়।

যা হোক মিটিং হলো এবং কি কি কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে তার সারমর্ম তদন্তকারীরা বেশ যত্ন সহকারে বর্ণনা করলেন। এরপর নির্বাহী পরিচালক মহোদয় মনসুর মামা ও বুয়া দা কে যে কথাগুলো বললেন তা ছিলো এমন,"হু সব বুঝলাম এবার খাতা কলম নিন এবং লিখেন কি কি সহায়তা করলে আপনারা প্রকল্পটি শেষ করে আসতে পারবেন।" ঘরে যেন টিভিতে পূর্ব ঘোষিত ভয়ানক ভূমিকম্পের পুর্ব মুহূর্তের পরিবেশ। সে সময় মনসুর মামার মুখটি হা হয়ে এমন রূপ নিলো যে তা ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়, শুধু বলবো, কোন বিষধর সাপ যদি ফণা তুলে মামার কপালের কাছে থাকতো তবু হয়তো মামা এতো আতংকিত হতেন না। আর বুয়া দা! বেশ কিছুক্ষণ এমন নীরব থাকলেন যেন তার চোখের সামনে তার প্রিয় বাড়ীটি প্লাবনে ডুবে যাচ্ছে অথচ তার কিছু করার নেই। অবশেষে মহল হালকা হলো বুয়া দার পেয়েছি পাইনি মার্কা হাসির মাধ্যমে 'জ্বি, আচ্ছা' বলা শব্দের মধ্যে দিয়ে। যার যার নাম বলা হলো অবিলম্বে পটুয়াখালী রওয়ানা হতে, তারা সবাই প্রস্তুত কোন কারণ দর্শানোর প্রয়োজন নেই, কারণ বড় বিপদে যার পাখার তলে পক্ষি ছানার মতো আশ্রয় হয় সেই পরিচালক (প্রশাসন)ও প্রকল্পটি নিয়ে ভীষণ চিন্তিত তাই তার কাছে দোয়া নিয়ে রওনা হলাম। আমরা যাত্রা করলাম অজানা অচেনা যায়গায়, মনে জাগরণের গান 'তীর হারা এ ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে।' সাথে একমাত্র পরিচিত সঙ্গী 'কোস্ট কাঠিণ্য রোগের রোগী' সর্বকর্মা খোকন দাশ।

কর্মস্থলে পৌছে যে যায়গায় বসে উপকারভোগীদের সাথে কথা বলছি তারা তাদের স্থানীয় ভাষায় জানালো সিডরের ভয়াবহতার কথা। সেটি এমন, "স্যার আমনেরা যেহেনে বইএ্যে রইছেন হের উফরে যে গাছ হের ডালে তিন জন মইরে ঝুইলা রইছিলে মোরা হেইয়া দেখছি" বর্ণনায় তাদের কিছু হোক না হোক আমাদের পরান হাতের মুঠোয়। তারপরও মনে সাহস নিয়ে নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের প্রিয় দু'টি চয়ন আউড়ালাম মনে মনে, "যাহা দেখিনাই দুই নয়নে, বিশ্বাস করিনা গুরুর বচনে", শুরু হলো কাজ ১৫০০ ঘর তৈরী করতে হবে, হাতে তিন মাস সময়। অসাধ্য সাধনের লড়াই টা শুরু করলেন নির্বাহী পরিচালক মহোদয় নিজে। প্রতি সপ্তাহে ঠাকুরগাঁও থেকে পটুয়াখালী বাই রোডে যাত্রা। নির্ঘুম নির্বাহী পরিচালক যখন আমাদের কাছে আসতেন তখন নিজের পরিশ্রমকে তাঁর কাছে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ মনে হতো। তাঁর ক্লান্ত মলিন মুখে বিজয়ের ইশারা টুকু যেন 'পায়রা নদীতে রাতের আঁধারে চলা কোন ট্রলারের সার্সলাইট'। মরিয়া হয়ে উঠা বাংলা ভাষার এ শব্দটির সাথে

আমি পরিচিত হয়ে ছিলাম তাঁর মাধ্যমে। মাঠের একেবারে প্রথম স্তরের কর্মীটিকেও তিনি নিজে ফোন করতেন, খবর নিতেন। এরপরেও শ্রীলঙ্কান কনসালটেন্ট জনাব গণেশ-এর মনপুত হলো না। নির্বাহী পরিচালক আরো চিন্তিত হলেন, কাজের গতি আরো বেড়ে গেল তাঁর। উন্নয়ন কর্মী একরামুল হক মন্ডলকে আবারো পাঠালেন আরো মিস্ত্রি চাই। আমার মতো একজন কর্মীকে তিনি দিনে দুই থেকে তিন বার ফোন করতেন।

তখনই বুঝেছি ইএসডিও আসলে একটি পরিবার। শুধুমাত্র পেশাদারিত্ব এমন বন্ধন এনে দিতে পারে না। সে সময় চুরি যাওয়া ইট আমি ও আয়নাল পুকুর হতে ডুব দিয়ে তুলে এনেছি। চুরি হওয়া রড ঘরের টুই (ঘরের চালার উচ্চভাগ) হতে উদ্ধার করেছি। জীবনে যা করিনি তার সবই আমরা করেছি কারণ কি ভাবে কি করতে হবে তার সব নির্দেশনা তাঁর কাছ থেকে জেনেছি। একটি কারণে একদিন ভীষণ রাগ হয়ে সব ছেড়ে চলে আসতে ইচ্ছে করে। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি পরিচালক (প্রশাসন)-কে যিনি সে সময়ে মায়ের মতো উপদেশ দিয়ে শান্ত করেন। অবশেষে জয় আসে, সফলভাবে কাজ শেষ করে আমরা ফিরে আসি ঠাকুরগাঁও-য়ে। সাথে নিয়ে আসি ঘর পাওয়া গরিব মানুষ গুলোর দোয়া ও ভালবাসা। সেখানে সে ঘরে তারা যতদিন বাস করবে ততদিন ইএসডিওকে মনে রাখবে। সে যাত্রায় আমরা জয় পাই। পাই দেখা অদেখা অনেক কিছুর। হারানোর কোন কিছু ছিলনা। তবে ২০০৭ সালে স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে ইএসডিও বির্ণিমানের কষ্টের কথা বলার সময় নির্বাহী পরিচালককে কাঁদতে দেখে যে কষ্ট পেয়েছিলাম, তার চেয়ে বড় কষ্ট পেয়েছি পটুয়াখালী থেকে এসে, কারণ পটুয়াখালিতে প্রতিনিয়ত যাতায়াতের ফলে পরবর্তীতে নির্বাহী পরিচালক অনেক দিন পা ও কোমরের ব্যথায় কষ্ট ভোগ করেছিলেন। পটুয়াখালি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কবির ভাষায় 'দশে মিলি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ' এই কবিতার আমূল পরিবর্তন করেছেন ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান। তিনি হয়তো কবিতাটি লিখলে লিখতেন, 'দশে মিলি করি কাজ, জিততে হবে হারলে লাজ।' তাই ইএসডিও'র পচিঁশ বছর পুর্তিতে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের যে গানটি এবারের থিম সং সেটি দিয়ে শেষ করতে চাইঃ

"ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।

একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো।।"

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সূতিকাগার ইএসডিও

মোঃ আব্দুল মান্নান
প্রকল্প সমন্বয়কারী
ইএসডিও-এসইসিপি প্রকল্প, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট।

৬ মার্চ ২০১০ সাল। দৈনিক 'প্রথম আলো' পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে দেখি ইএসডিওতে প্রকল্প সমন্বয়কারী পদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি। অপলক চোখে দেখতে থাকি সেই বিজ্ঞপ্তিটা আর ভাবি আমি এই পদের জন্য যোগ্য হব কি? নিয়োগ প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ হবে তো? প্রশ্নগুলো অবশ্য সঙ্গত কারণেই উদয় হয়েছিল। স্থানীয় এনজিও, সুতরাং স্বজনপ্রীতির সম্ভাবনা একটা থেকেই যায়, ইত্যাদি। সিদ্ধান্ত নিলাম যোগ্যতা যাচাইয়ের। ডাক পেলাম ১৩ মার্চ তারিখে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণের। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, পরীক্ষায় ১২ জন অংশ্রহণকারীর মধ্যে চূড়ান্তভাবে একজন নব্য প্রকল্প সমন্বয়কারী হিসেবে নির্বাচিত হলাম। ভাবনা বাড়তেই থাকল; একটি প্রকল্প সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে এজন্য প্রয়োজন উর্দ্ধতন কর্মকর্তার আন্তরিক সহযোগিতা। সেটাও বা পাব কিনা। সমস্ত কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ২০ মার্চ যোগ দিলাম ইএসডিও পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে। ঐ দিনই সুযোগ হল ইএসডিও'র সিনিয়র পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় অংশগ্রহণের। পরিবেশটা ছিল সত্যিই হৃদয়ঙ্গম করার মত, খুঁজে পেতে থাকলাম নিজেকে সহজে খাপ খাওয়ানোর উপায়। পেতে থাকি অব্যাহত সার্বিক সহযোগিতা, আবিষ্কার করি প্রকল্প বাস্তবায়নের নানাবিধ সৃজনশীল কৌশল।

ইএসডিও প্রতি বছর ভিন্ন ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে পৌঁছে যেতে চায় তার অভিষ্ট লক্ষ্যে। ওই বছরটিই ছিল ইএসডিও'র স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার বছর, যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এখানে আছে কর্মী উন্নয়নের সামগ্রিক পদক্ষেপ, আছে মতামত প্রকাশের উপযুক্ত পরিবেশ, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার চর্চা, যা একটি স্বপ্ন নির্ভর সংগঠনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে আমি মনে করি। ফলশ্রুতিতে, ইএসডিও লালমনিরহাট জেলার হাতিবান্ধা উপজেলায় সুদীর্ঘ আট বছর যাবৎ আর্ন্তজাতিক দাতা সংস্থা প্ল্যান বাংলাদেশ-এর আর্থিক সহায়তায় তাদের অন্যতম প্রধান দুটি কর্মসূচি কোয়ালিটি প্রাইমারী এডুকেশন ও কোয়ালিটি হেল্‌থ সার্ভিস অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে এবং পার্টনারশীপের ধারা অব্যাহত রেখে নতুন নতুন প্রকল্প যুক্ত করছে। আজকে ইএসডিও'র পঁচিশ বছরে এসে একথা নির্দ্ধিধায় বলতে হয় "ইএসডিও একটি জনকল্যাণমূলক দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন সহযোগি প্রতিষ্ঠান" যা সমাজের 'চাহিদা ভিত্তিক' ও 'অধিকার ভিত্তিক' উভয় কর্ম কৌশলকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিরন্তর গতিতে এগিয়ে চলেছে। ইএসডিও জাতীয়ভাবে দেশের সকল জেলা ও উপজেলা তথা প্রত্যন্ত অঞ্চল পেরিয়ে দেশান্তরেও তার শান্তির ডানা মেলে ধরুক এটাই হোক আমাদের আজকের প্রত্যাশা।

ESDO, one of the twinkling stars in the northern sky of Bangladesh

Md. Hasan Iqbal (Milan)
Fund Mobilization Officer (HO-Thakurgaon)
and Technical Manager (M&E, ILFLS-Chapainawabgonj).

The organization I work for is well-known as ESDO which elaborates Eco-Social Development Organization situated in Thakurgaon. It is a non-government organization rendering its services across the country since 1988 with its genuine vision *to seek an equitable society free from all discriminations* while *extending its services to the ultra poor* as its main manifesto.

Keeping pace with these authentic vision and mission, among many other programs, ESDO conducted a short but effective Rights-based project namely 'Raising Awareness about Hazardous Child Labour (RAHCL)' in the 4th quarter last year (2012). The project was funded by International Labour Organization (ILO) and was conducted in the selected 8 districts of Northwest region of Bangladesh. Workshops, Seminars and Street Dramas were arranged and booklets along with different types of handouts and booklets were distributed among the participants to raise awareness about the harmful impacts of hazardous child labour among the common people. The workshops and seminars were arranged in participation of different local Union Leaders, elites, elected bodies, Teachers, Education Officers, Religious Leaders, high-ranked govt. officials, child labours, and guardians of child labours in each of these districts.

In the same way ESDO has been rendering its service in the sector of Food Security also. Presently another project called 'Initiative for Leading Food and Livelihood Security' (ILFLS) is being run by ESDO in the district of Chapainawabgonj since January'2012. ESDO is an implementing partner when the Department of Woman Affairs of the Govt. of Bangladesh is the Implementing Agent of the project. Through this project funded by European Union (EU), ESDO is extending its humanitarian cooperation to 20480 ultra poor Women Headed Households

and Marginal Sharecroppers in 5 upazilas of the district. All beneficiaries are getting trainings on different Income Generating Activities (IGA) along with Input and Subsistence Allowance in cash to purchase food and daily essentials. Not only that, after a successful completion of their trainings each participants will get a specific amount of cash for their chosen and trained IGA activity in order to continue with her skill.

Honorable Executive Director of ESDO, Dr. Md. Shahid Uz Zaman is, no doubt, one of the brightest stars twinkling in the northern sky of the country. It is his farsightedness, hard-earned wisdom, straight forward truthfulness, simple life style, inspiring motivation, spontaneous and friendly behavior with the workers, above all, his humanitarian and ever-green cultural bent of mind inspires all workers to dedicate their entire concentration to work for ESDO.

I wish ESDO an ever shining and brighter success in every step of its movement!

I truly feel proud to be an intimate worker of ESDO!

Dr. Shaid-Uz-Zaman: Whose Hobby is Social Development

Syed Mahfuz Ahmed
Central M&E Officer,
ESDO-Head Office

Several months ago I have joined as Central M&E Officer in ESDO, Thakurgaon. I have many "Bosses", so to speak, in my career. However, in deciding who is my best boss, I have indeed evaluated myself. My findings are what is in our honorable Executive Director, Dr. Shahid-Uz -Zaman's.

Dr. Shahid-Uz -Zaman believes in growing along with all of his team members, which is his great and huge plus point. He is very much clear in his thinking and every action of his shows how a leader can think. A leader, pro active, hands on, delegated enough to allow us to make key decisions and enabling him to have his grip on key controls. Smart, Work Lover and really a great asset for an organization focused towards growth of ESDO. The amazing part is his ability to be human, make work fun, easier and at the same time professional as well always think of “Why". He always says which is indeed necessary for any decisive steps. Motivated the team enough to make us all feel that working with the organization was the best thing that could happen to us. I think his hobby is project proposal writing for social development works.

Dr. Zaman is always passionate, out of box thinking and he is always committed to excellence. He is a leader who always shares ideas, presents opportunities and gives challenges that the person being mentored may not have seen or recognized as possibilities. He is a mentor who coaches you, generates enthusiasm and gives honest feedback but without being demeaning. He does everything in his power to help, and he values people in his ways. He respects the person, he doesn’t make you feel like you are not any good. He also believes that collaboration and collective efforts are essential for bringing

sustainable and qualitative changes in the lives of the underprivileged people.

This man is a very hardworking person who led by example. He is firm, fair and transparent in all that he does. He earned the respect, he is one to operate the rule - treated other people the way he wished to be treated. I have no idea when he sleeps rather I think he never sleeps at all. He always thinks about the people of our country. He has been carrying out development activities in Bangladesh of food security and livelihoods; disaster risk reduction and climate change adaptation, health and nutrition, education, and human rights promotion with the aim of bringing meaningful and sustainable changes to the lives of underprivileged and marginalized communities.

He is an example of leadership looking for the excellence on each one and has a special magnetism that makes you feel important. He makes us want to come to work, he always listens and understands, knows when to push yourself and when there's no need to do so. Shines by him and encourages you to shine too. About his style, there are no words…….. He rocks and I am definitely blessed to have him as my leader.

Dr. Zaman surprises us with many little gifts, but I think… he occasionally writes us up for good works and makes sure it goes in our personnel files. He never has a problem with a need to take time off encourages us to feel free to take time, gives us great reviews, and makes sure. He does something special for us on Marriages, Holidays, Family Days and employee appreciation days.

I heard that, once he almost single-handedly saved our organization (ESDO) from going under about 10/12 years ago. He’s one of the best, almost everyone says that he's so tough because he's idealistic one, but for me he's doing fine. Doing right things at the right time and place is one of his antics. He rarely speaks, but once he decides, it's a matter of doing right decision. I appreciate him being my Boss. He's been an inspiration to me balance my life by understanding so many things. Thanks a million, Dr. Shahid-Uz- Zaman Sir - for being the best person and one of the greatest people till now in my life.

ইএসডিও আমাদের অহংকার

এ,এইচ,এম সামসুজ্জামান
সেক্টর কো-অর্ডিনেটর (এমআইএস)
ইএসডিও-মাইক্রোফিনান্স প্রজেক্ট

ঠাকুরগাঁও জেলার কলেজপাড়ায় অবস্থিত দেশের উত্তরারঞ্চলের বৃহত্তম ও স্বনামধন্য এনজিও'র নাম ইএসডিও। ইএসডিও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ক্ষুধা ও দারিদ্র দূর করতে, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ তাদের সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

প্রথম যেদিন ইএসডিও-তে নিয়োগ পরীক্ষা দিতে আসি ক্যাম্পাস দেখে আমি খুবই অভিভূত হয়েছিলাম। ক্যাম্পাস দেখে মনে হয়েছে এটি এনজিওর ক্যাম্পাস না, মনে হচ্ছে সার্কিট হাউস। ঠিক তখনই মনস্থির করলাম যদি চাকুরী হয় তাহলে আমি ইএসডিওতে যোগদান করব। পরীক্ষা দেওয়ার কিছু দিন পর আমার ফোনে ফোন আসল আপনাকে সেন্ট্রাল কো-অর্ডিনেটর (এমআইএস) পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। কালক্ষেপণ না করে গত ২৬/০৮/২০১০ তারিখে যোগদান করলাম।

যোগদান করার পর আস্তে আস্তে ইএসডিও সর্ম্পকে আরো ব্যাপক জানতে পারলাম। সর্ব প্রথম জানতে পারলাম আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান সমাজ কল্যাণ বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে বিভাগে প্রথম হয়েছেন। ২০১১ সালে মঙ্গার উপর পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। আমাদের মাননীয় পরিচালক (প্রশাসন) এবং অধ্যক্ষ ইকো কলেজ ও পাঠশালা মিসেস সেলিমা আখতারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজ কল্যাণে অনার্স সহ মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছেন। সত্যিই আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন)'র যোগ্যতা আমাদের গর্বের বিষয়। যেখানে এরকম একজন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া গর্বের বিষয়, সেখানে দু'জন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি পাওয়া আমাদের ইএসডিও'র জন্য একবারে সোনায় সোহাগা।

আমাদের উপর অর্পিত সামান্য দায়িত্ব পালনকালে আমরা অনেক কিছু ভুলে যাই, অথচ আমাদের মাননীয় নির্বাহী পরিচালক মহোদয় শত ব্যস্ততার মধ্যে যে সব শৈল্পিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইকো-কলেজ, ইকো-পাঠশালা, লোকয়ন, অপারেজয় ৭১, প্রধান কার্যালয়ে মুক্তির মন্দির সোপান তলে ভাস্কর্য্য ইত্যাদি। সবচেয়ে যেটা আমাকে অবাক করে সেটা হলো সবার নাম মনে রাখা। বাবা যেমন হাট বাজারে গেলে ছোট শিশুদের জন্য চকলেট, বিস্কুট নিয়ে আসে ঠিক তেমনি আমাদের অভিভাবক

বিদেশ গেলে শত ব্যস্ততার মধ্যে আমাদের জন্য কিছু না কিছু নিয়ে আসেন। নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন) মহোদয় যখন বিদেশ থেকে আসেন তখনই আমাদের মধ্যে বাসনা জাগে কখন ডাকবে আমাদেরকে গিফট নেওয়ার জন্য। বিশেষ হজ্ব করে আসার পর আমি টুপি পেয়েছি সে টুপিটা অন্য টুপির থেকে আমার কাছে স্পেশাল, সেই টুপিটা মাথায় দিয়ে আমি শুক্রবার নামাজ পড়ি, নামাজ পড়ার পড় খুব যত্ন সহকারে নির্দিষ্ট জায়গায় নিজে রাখি, যেটা বাড়িতে অন্য কিছুর ক্ষেত্রে আমি করি না।

জন্মের পরে আমার মনে পড়েনা কোন দিন ঈদের সালামি বাবদ কোন টাকা পেয়েছি। কিন্তু আমাদের নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের সাথে গত ঈদুল ফিতর ঈদে কোলাকুলি করার সুযোগ হয়েছে, সালামি বাবদ বকশিশ পেয়েছি এবং সেই বকশিশ পেয়ে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি।

ইএসডিও তে যোগদানের পর 'লোকায়ন' নাম শুনেছি কিন্তু যাওয়ার সুযোগ হচ্ছে না। একদিন যাওয়ার সুযোগ পেলাম, দেখলাম শিশু পার্ক, জাদুঘর ও কয়েক হাজার ঔষধি ও ফলের গাছের সমারোহ । লোকায়ন যাদুঘরের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ উপকরণ দেখলে হারিয়ে যাই ফেলে আসা শৈশবে। এরকম যাদুঘর দেখলে পৃথিবীর যে কোন মানুষের কাছে প্রশাংসার দাবি রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

ছাত্র অবস্থায় আমি বাংলাদেশের ছয়টি বিভাগে ভ্রমণে গিয়েছিলাম। বিদেশ ভ্রমণে যাওয়ার স্বপ্ন ছিল কিন্তু কখনো যাওয়া হয়নি। যখন শুননাম আমি রিট ট্রিট সফরের জন্য ভারতের দার্জিলিং যাওয়ার তালিকাভূক্ত হয়েছি তখন আমার অনুভূতি যা হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমার কোন পাসপোর্ট ছিল না, ইএসডিও'র সুবাদে সেটি করতে পেরেছি। আমার দাদার কাছে ছোট বেলায় গল্প শুনতাম দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সর্ম্পকে, এখন পরবর্তীতে আমার নাতি নাতনিদের গল্প শুনাবো এই গল্প শুনাতে পারবো ইএসডিও'র বদৌলতে। ইমসডিও-তে না থাকলে হয়তো এ ধরণের গল্প তৈরী হতো না। এজন্য ইএসডিও কে আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে আন্তরিক অভিনন্দন। পরিশেষে মাননীয় নির্বাহী পরিচালক ও পরিচালক (প্রশাসন) আমাদের প্রিয় শ্বাশত জামান সহ ইএসডিও'র সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রত্যেকের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু এবং ইএসডিও দেশ থেকে বিদেশে প্রচার ও প্রসার ঘটুক এই কামনায় শেষ করছি ।

কতদূর, আর কতদূর

সুবর্ণা সাহা
উপজেলা ম্যানেজার
এভিসিভি প্রকল্প
ডিমলা উপজেলা
নীলফামারী

ছোট বেলা থেকে ইচ্ছা ছিলো ব্যরিষ্টার হবো, বিচারের বাণী যেখানে নিরবে নিভৃতে কাঁদে ঠিক সেখানেই নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সেবা করে যাবো। কিন্তু নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে মেয়ে হয়ে জন্মগ্রহণ করে ব্যরিষ্টারী তো দূরের কথা নিয়মিত সাধারণ লেখাপড়াটাও শেষ করতে পারলাম না। এক ভাইয়ের চার বোন হয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের গন্ডি পেরোতেই পরিবারের চাপে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হলো।

বিয়ের দু'বছরের মধ্যে কন্যার মা হলাম, তৃতীয় বৎসরে প্রস্তুতি নিলাম ডিগ্রী পরীক্ষা দেওয়ার। পরীক্ষা চলাকালে বাবা মারা গেলেন; পিতৃ শ্রাদ্ধ এবং পরীক্ষা প্রায় একই সাথে শেষ করলাম। ডিগ্রী পাশ করে মনে হলো কিছু একটা করি। সরকারী চাকুরীতে পরীক্ষা দেওয়া শুরু করলাম, অনেক লিখিত-মৌখিক পরীক্ষা দিলাম; প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতার জন্যও বেশ কয়েকবার পরীক্ষা দিলাম কিন্তু বিধি বাম।

শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে সরকারী চাকুরীর আশা ছেড়ে দিয়ে কাজ শুরু করলাম এনজিও-তে। বেশ কয়েকটি সংস্থায় কয়েকটি প্রকল্পে কাজ করে অবশেষে ইএসডিও'র অ্যাক্টিভেটিং ভিলেজ কোর্ট প্রকল্পে কাজ শুরু করলাম। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রাম আদালত কার্যকর করে গ্রামীণ দরিদ্র বিশেষ করে নারীদের সুবিচার পাওয়া তথা ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার কাজে শরিক হতে পেওে এবং প্রশাসনসহ নানান পেশাজীবিদের সাথে উঠা বসার সুযোগ পেয়ে আমার মনের আশা যথেষ্ট পূর্ণ হয়েছে। মনে হয়, ব্যরিষ্ট্যার যে কারণে হতে চেয়েছিলাম তার কিছুটা হলেও তো এখানে করতে পারছি।

কখনো কখনো মনে সংশয় জন্মায়; এনজিও-ও কাজ তো প্রকল্পভিত্তিক, কবে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। শেষ হলেই তো ন্যায় বিচার প্রাপ্তির কাজ এবং নিজের চাকুরী দুটোই...

এভাবে জীবন চলছে তো চলছেই। মাঝে মাঝে হিসাবের খাতা মিলাতে পারি না, জানি না এক জীবনে কত পথ পাড়ি দিতে হয়। কেউ বলবেন কি 'কত দূর আর কত দূর।'

পরিবারের ছোঁয়া

সৌজন্য সরকার
ফিল্ড মনিটর,
ইএসডিও-স্কুল ফিডিং প্রকল্প, ঢাকা

বাংলাদেশের উত্তরের ছোট্ট একটি জেলা ঠাকুরগাঁও, খুব বেশী আধুনিকতার ছোঁয়া নেই বললেই চলে, এই জেলাতেই আমারও জন্ম, জন্ম একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ইএসডিও'র ১৯৮৮ সালের ৩ এপ্রিল। এই শহরকে আধুনিকতার ছোঁয়া দিতে ইএসডিও তৈরী করেছে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসৌধ, কমলমতি শিশুদের উন্নত শিক্ষাদানের জন্য তৈরী করছে ইকো পাঠশালা একটি ইকো কলেজ, শিশুদের জীবন রক্ষা করার জন্য বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছে শিশু হাসপাতাল, সকলের জন্য করেছে জেনারেল হাসপাতাল, দুঃস্থ মহিলাদের জন্য করেছে আয়বৃদ্ধি মূলক বিভিন্ন কর্মসূচী। আজ ইএসডিও উত্তর জনপদ থেকে দক্ষিণের মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় একসাথে। এমন একটি সময় ছিল সিরাজগঞ্জের পর থেকে ঠাকুরগাঁও শহরকে গুটি কয়েক মানুষছাড়া কেউ চিনতনা। আজ সেই ইএসডিও রাজধানী ঢাকা সহ বাংলাদেশের ২৬টি জেলায় কর্মরত রয়েছে, বর্তমানে ঢাকা শহরে বেশ কিছু সরকারী বেসরকারী অফিসে গিয়ে যদি বলা হয়, আমি ইএসডিও সংস্থা থেকে এসেছি তাহলে সাদরে গ্রহণ করে ও বসতে বলে।

ইএসডিও ঢাকা সিটিতে ১৯৫টি সরকারী ও এনজিও পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমল মতি শিশুদের মাঝে স্কুল ফিডিং কর্মসূচি পরিচালনা করছে ডব্লিউএফপি'র সহায়তায়। যখন আমি শিক্ষার্থীদের বাবা-মাদের সাথে আলোচনয় বসি, টিফিনের মান নিয়ে কথা বলি তখন তারা আমাকে অনেক সময় বলেন, "বাবা আজ আমার ছেলেকে সকালে খাবার দিতে পারিনি। আপনার বিস্কুট খেয়ে আছে, আপনি বেঁচে থাকেন, আপনাদের ইএসডিও বেঁচে থাকুক।"

ইএসডিও এমন একটি সংস্থা যাকে পরিবার না বললে হয় না। বর্তমানে এখানে প্রায় পাঁচ হাজার উন্নয়ন কর্মী বিভিন্ন কর্মসূচীতে কর্মরত রয়েছে ২৩ টি জেলায়, বাস্তব সত্য হলো সকল উন্নয়ন কর্মী কি ছেলে, কি মেয়ে, সকলে ভাই বোনের মত। আরও রয়েছে বাবার মত কড়া শাসন মায়ের মত আদর, স্নেহ, ভালবাসা সুখে দুঃখে সকলের পাশে থাকা। আর আমিও সংসার জীবনে পা দিলাম ৯ মার্চ, ২০১৩ তারিখে এই পরিবরের ছোঁয়ায়।

সেই দিন যদি আমার মাথার উপর ছায়া না দিতেন, তাহলে আমি অন্ধকার জগতের কোন অন্ধ গলিতে হারিয়ে যেতাম

†gvt kvnv †bIqvR evei
G¨vW‡fv‡Kmx Awdmvi
CWRA cKí, exiMÄ, w`bvRci

শিক্ষা শেষে একটি ভালো চাকরি হবে, এটা আমার মতো সব বেকার যুবকের স্বপ্ন, কিন্তু চাকুরী সে তো সোনার হরিণ? ধরা দেয় আবার ধরা দেয়না। ২০০৭ ‘‘তখন জাতির ভাগ্যাকাশে দুর্য়োগের ঘনঘটা, গণতন্ত্র নির্বাসনে।’’ বেকারত্ব তখন আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে প্রতিনিয়ত। ঘরে অসুস্থ্য পিতা, কি করে হবে চিকিৎসা? কি ভাবে চলবে সংসার? এসব নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল আমার মাথায়। একদিকে বেকারত্ব, অন্য দিকে কবির ভাষায় বলতে গেলে ’নাগিণীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস।’ মানে মাদকের হাত ছানি। এক ঘেয়ে জীবন, কিন্তু মনে আছে ঘুরে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছা। একদিন চাকুরির জন্য স্মরণাপন্ন হলাম ইএসডিও অফিসে’ সরাসরি নির্বাহী পরিচালক স্যারের কাছে। ”রুমে আসতে পারি”, বলতেই স্যার সম্মতি দিলেন এবং স্বভাবসুলভ ভাবে বসতে বললেন। এর মাঝে বলে রাখা ভালো যাবার আগে আমার বোন আমাকে বলে দিয়েছে নির্বাহী পরিচালক স্যার বসতে বল্লেই হুট করে বেয়াদবের মতো যেন না বসি। কারণ এর আগে ওনার বাসা/অফিসে যাতায়াত থাকলেও এবার আগমণের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। স্যার আমার মুখ থেকে বিস্তারিত শুনে বললেন, ”তুমি কি সত্যি চাকুরি করবা?” আমি বার বার আমার শুধু বলতে থাকলাম, ”স্যার, একটি চাকুরি আমার ভীষণ প্রয়োজন।”

সব শুনে নির্বাহী পরিচালক স্যার বললেন, ”তেঁতুলিয়ায় আমাদের একটি ঝুকিপূর্ণ শিশু শ্রম মুক্ত প্রকল্প চলমান। তুমি চাইলেই সেখানে একটি কাজের সুযোগ আমি করে দিতে পারি।“ স্যারের সাথে সাক্ষাতের ২/৩ দিন পর আমার ডাক পড়লো অফিসে। চাকুরিতে যোগদান পত্র আমার হাতে ধারিয়ে বললেন, ”তুমি ছাত্র জীবনের রাষ্ট্রের পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে, আজ থেকে কাজ করবে সমাজ পরিবর্তনের জন্য। তোমার সামনে কঠিন দু’ বছর। যদি ভলো করে কাজ করো তোমাকে মুল্যায়ণ করা হবে।” সমাজ পরিবর্তনের অঙ্গীকার

নিয়ে স্যারের কদম বুচি নিয়ে রওনা হলাম গন্তব্যের উদ্দেশ্য। চাকুরিতে যোগদান করলাম তেঁতুলিয়া উপজেলার বাংলাবান্ধা ইউনিয়নে (০ পয়েন্ট) এরিয়ায়।

একে একে কেটে গেল অনেকগুলো দিন। কেলেন্ডারের পাতায় শুধু তারিখ গুনা। কবে স্যারের দেয়া কঠিন দু'বছ পূর্ণ হবে। অতপর এল সেই মহেন্দ্রক্ষণ। স্যার যে কথা দেন, তা রাখেন। এখন আমি ইএসডিওতে উপজেলা ম্যানেজার মর্যাদার একজন উন্নয়নকর্মী হিসাবে কর্মরত আছি। আজ আমি সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। এর সবটুকু অবদান ইএসডিও-এর নির্বাহী পরিচালক মহোদয়ের। সেই দিন যদি আমার মাথার উপর ছায়া না দিতেন, তাহলে আমি অন্ধকার জগতের কোন অন্ধ গলিতে হারিয়ে যেতাম। আমার মত অসংখ্য তরুণ যুবককে উনি মুক্তি ও আলোর পথ দেখিয়েছেন। আজ শুধু একজন পর্যভ্রষ্ট তরুণের কথা জানলেন। আমার মা প্রতি ওয়াক্তে নামাজে স্যারের জন্য দোয়া করেন। উনি যেন দীর্ঘায়ু হন ও সুস্বাস্থ্যবান হয়ে সমাজের উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারেন। ইএসডিও'র নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান আমাদের দেশের যুব সমাজকে কর্ম সংস্থানের মাধ্যমে যুবশক্তিতে পরিণত করেছেন। ইএসডিও আমার ভালোবাসা ও বিশ্বাসের শেষ ঠিকানা। ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যারকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অভিনন্দন জানাই।

নৃ-তাত্ত্বিকগোষ্ঠীর পাশে
ও
ইএসডিও নেতৃত্বে ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান

সন্তোষ কুমার রায় (তিগ্যা)
ফান্ড মবিলাইজিং অফিসার (এফএমও)
ইএসডিও প্রধান কার্যালয়

ব্যস্ততম রাজধানী ঢাকায় দীর্ঘ ১৩ টি বছরে যেন এক প্রকার রোবটে পরিণত হয়েছিলাম। যখনই বাড়ীতে অর্থাৎ ঠাকুরগাঁও-এ আসতাম, মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু, ভরা ধান ক্ষেত, টাটকা সবজি-ফলমূল, সর্বোপরি সাদাসিদে মানুষগুলোর অকৃত্রিম আন্তরিকতা আমার হৃদয়কে বার বার আবেগে আপ্লুত করে তুলতো। মনে মনে ভাবতাম যদি এলাকায় কোন একটা কর্মসংস্থান হতো তাহলে ভালই হতো, কাটিয়ে দিতাম এই মানুষের মাঝে সারাটা জীবন। তাই মনে মনে পত্রিকাগুলোতে খুঁজে ফিরতাম চাকরির বিজ্ঞাপনগুলো। একদিন দেখতে পেলাম প্রথম আলোতে ইএসডিও'র চাকুরির বিজ্ঞাপন। মনে স্বপ্ন বাধা শুরু হলো যদি চাকুরীটা হয় তাহলে মন্দ হবে না। তাই অনেক প্রত্যাশা নিয়ে দরখাস্ত করলাম। বাসায় যখনই আসি মনে হয় এই বুঝি ইন্টারভিউ-এর জন্য ডাক আসবে। অবশেষে একদিন ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আমি ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁও আসি। প্রথম যেদিন এই ক্যাম্পাসে প্রবেশ করি, সেদিন এর চারপার্শের গাছ-গাছালি, ফুলের বাগান, ঔষধি গাছ - সবকিছু সুসজ্জিত দেখে এত ভাল লেগেছিল যে মনে হয়েছিল এটি অফিস নয়, যেন একটি বাংলো। হয়তো কেউ ভাবতেও পারবে না এমন একটি পরিবেশের আধার এই ঠাকুরগাঁও-এও থাকতে পারে। পরীক্ষা নেওয়ার ধরণটা ছিল একটু ব্যতিক্রম। প্রশ্নপত্র ধরিয়ে দিয়ে কম্পিউটারে বাংলা ও ইংরেজি টাইপ করা এবং তার প্রিন্ট আউট বের করে নিজের স্বাক্ষর দেওয়া-এই হলো উত্তরপত্র। সত্যিই চমৎকার, এতে করে একদিকে কম্পিউটার দক্ষতা অন্যদিকে মেধাও - একই সময়ে যাচাই করা যায়। পরীক্ষা ভালই হয়েছিল। ভাইভা বোর্ডে প্রথম নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যারের মুখামুখি হলাম। ইন্টারভিউ ভালই হয়েছিল। এর কয়েকদিন পর ইএসডিও থেকে আমাকে কল করে জানানো হলো, আমাকে সিলেকশন করা হয়েছে, কবে নাগাদ আমি যোগদান করতে পারব তাও জিজ্ঞাসা করা হলো। আমার স্বপ্নের দানাটি যেন অঙ্কুর হতে শুরু করল। অবশেষে গত ১৫ই সেপ্টম্বর'২০১২ তারিখে ফান্ড মবিলাইজেশ্ন অফিসার হিসেবে প্লানিং ডিপার্টমেন্টে যোগদান করলাম ইএসডিওতে।

ঢাকার সেই মাল্টিলেভেল প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করার পরিবেশ আর এখানকার পরিবেশের তারতম্য দেখে প্রথম দিকে একটু খারাপ লাগত। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার সহকর্মীদের সাথে অন্তরঙ্গতা শুরু হলো, একে অপরকে জানতে শুরু করলাম। দেখলাম এখানকার সব কর্মীই খুবই আন্তরিক ও

ইএসডিও'র জন্য নিবেদিত প্রাণ। সহকর্মীদের মুখে জানতে পারলাম সূদুর অতীতে ইএসডিও কিভাবে তিল তিল করে অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আজকের এই অবস্থানে এসেছে। বিভিন্ন ডকুমেন্ট পড়েও ইএসডিও'র অতীত ইতিহাস জানতে পারলাম। তখনও আমার স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু অতীত ইতিহাস আর ডুকুমেন্ট গুলো পড়ে ইএসডিও কে আজকের অবস্থানে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে স্যারর যে ভুমিকা তা জেনে স্যারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধটি আরও বেড়ে গেল। উৎসুক ছিলাম কবে স্যারের সাথে দেখা হবে, কথা হবে। অবশেষে স্যার আমাদের ডাকলেন। আমাদের করণীয় সম্বন্ধে জানালেন। শুরু হলো আমার কাজ।

যদিও স্যারের সান্নিধ্য সবসময়ে পেতাম না তবু উৎসুক থাকতাম কখন স্যারের সাথে দুটো কথা বলতে পারব। ধীরে ধীরে কাজের মাধ্যমে স্যারের কাছাকাছি আসা শুরু হল।

ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান স্যারের যে একটি অনন্য সাংগঠনিক ক্ষমতা রয়েছে তার প্রকাশ পাই যখন তিনি আমাদের ইএসডিও পরিচালনা কমিটির কাছে পরিচয় করিয়ে দেন। তার মিটিং পরিচালনা করা দেখে এতই ভাল লেগেছিল যে, পরবর্তীতে বোর্ডরুমে কোন মিটিং হলে শুধু স্যারের কথাগুলো শুনার জন্যই যেতে ইচ্ছা করত।

সবচেয়ে যে জিনিসটা আমি লক্ষ্য করেছি, স্যারের অফিসে অবস্থান যেন সবার মধ্যে প্রানচাঞ্চল্য এনে দিত যার বাস্তব উদহারণ হলো, স্যার যতক্ষন অফিসে থাকতেন সবাই উৎসাহ ভরে তার নিজ নিজ দায়িত্ববোধ থেকে কাজগুলো করে যান। স্যার যেন এক উৎসাহ ভরা সঞ্জিবনী বহন করে চলেন। যতবার তাঁর কাছে গিয়েছি, তাঁর কথা শুনে মনে হয়েছে হ্যাঁ আমিও পারব নিজের সমস্ত কিছু ঢেলে দিয়ে, মূল্যবোধ ধরে রেখে নিজেকে আমার সেই কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে। মাঝে মাঝে আমার সহকর্মীদের প্রতি স্যারের মায়াভরা শাসন, ভুল করলে তার সাথে সাথে ধরিয়ে দেওয়া সত্যিই এক অভিভাবকের ভুমিকায় তিনি সবসময় আসিন থাকেন। ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় দেখেছি নির্বাহী পরিচালকের রুমে সবাই প্রবেশ করতে পারেন না। কিন্তু আমাদের স্যারের কক্ষে শুধু সকল স্তরের কর্মীরা নয় বরং অত্র এলাকার সব শ্রেণীর মানুষ তাদের বিপদ-আপদ, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার অনুভুতিগুলো জানানোর জন্য অনায়াসে প্রবেশ করতে পাওে, এটা স্যারের একটি বিরাট মহানুভবতার পরিচয়।

স্যারের সাথে কাজ করার সুবাদে বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে স্যারের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখার ও জানার সৌভাগ্য হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখ করার মতো হলো - আদিবাসী তথা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগত জনগণের প্রতি স্যারের সহমর্মিতা, তাদের যে কোন বিপদে স্যারের দ্রুত পদক্ষেপ, সর্বোপরি তাদের জন্য সদা প্রস্তুত এক নিবেদিত প্রাণ। একজন আদিবাসী হিসেবে বলতে পারি, স্যার যেভাবে আদিবাসীদের দেখেন, আদিবাসীদের জন্য যে প্রজ্ঞা হৃদয়ে মনন করেন- তা আজ সমাজের সভ্য শ্রেণীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া বিরল। স্যার স্থানীয় আদিবাসী যুবকদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন, প্রকল্পের বাইরেও ব্যক্তিগতভাবে নিজে তাদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। আদিবাসী এলাকায় কোন সমস্যা হলে প্রশাসনকে বলেছেন তার দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। স্যারের এই ব্যবহারে আদিবাসীরা যেন স্যারকে আপন করে নিয়েছে, বিপদে-আপদে, বিভিন্ন পার্বনে যেন তাকে একজন আদিবাসী পরিবারের সদস্যস্বরূপ নিমন্ত্রণ করেছে। স্যারও তাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন, ছুটে গেছেন সেই আদিবাসী পল্লীগুলোতেও। আদিবাসীদের প্রতি স্যারের এই মমত্ববোধ, বিপদের সময়

তাদের পাশে দাঁড়ানো, আদিবাসীদের ভুমি রক্ষায় স্যারের অবদান, সর্বোপরি আদিবাসীদের জন্য স্যারের পক্ষ থেকে যা কিছু করনীয় সম্ভব, তিনি সবকিছুই করে যাচ্ছেন। তাই তো একজন আদিবাসী হিসেবে স্যারকে আমার মনে হয় আদিবাসীদের রক্ষাকর্তা হিসেবে, যদিও আমরা আদিবাসীরা তার বিনিময়ে শুধুমাত্র আমাদের ভালবাসা ছাড়া আর কীই বা দিতে পেরেছি মহান এই মানুষটিকে।

আজ একজন আদিবাসী হিসেবে এরকম এক বিশাল হৃদয়ের মানুষ, পরমপ্রিয়, শ্রদ্ধাভাজন নির্বাহী পরিচালক স্যারের এত কাছে থেকে কাজ করতে পেরে সত্যিই আমি গর্বিত।

এই তো বেশীদিনের কথা নয়। নবনির্মিত ইকো স্কুল ও কলেজ এর মাঠে ঘাস লাগানোর তাগিদ অনুভব করলেন অতি শ্রদ্ধাভাজন, আমাদের আরেক অভিভাবক, স্যারের সুযোগ্য সহধর্মিনী সেলিমা আখতার ম্যাডাম। এ কাজের জন্য স্যার অনেককেই দায়িত্ব দিলেন, কিন্তু কাজের গতি এতই ধীর যেন বলার মতো নয়। অবশেষে স্যার ও ম্যাডাম নিজেই প্রধান কার্যালয়ের সকল উন্নয়নকর্মী এবং ইকো স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে শুরু করে দিলেন ঘাস লাগানো। স্যার ও ম্যাডামের উৎসাহে আমরা সবাই মিলে মাঠে ঘাস লাগানো শুরু করলাম। যেন শুরু হলো ঘাস লাগানো নিয়ে আনন্দ মেলা। এই মাঠের ঘাস লাগাতে পেরে যেন ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকা যায় এই মনমানিসকতা নিয়ে সবাই মনোনিবেশ করে ঘাস লাগানোতে, পাশাপাশি দুপুরে সকলের জন্য খাবারের ব্যবস্থা, সবকিছু মিলিয়ে যেন এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র কয়েকদিনেই সমস্ত মাঠ ঘাস দিয়ে ভরে গেছে যা একমাত্র সম্ভব হয়েছে স্যার ও ম্যাডামের উৎসাহ, উদ্দিপনা আর ভালবাসার কারণে।

সর্বশেষে আমরা আদিবাসী ভাইদের বটের ছায়া স্বরূপ, অত্র এলাকার মানুষের দুঃখ কষ্টে পাশে দাঁড়াবার মত মন-মানসিকতা সম্পন্ন এমন ব্যক্তিত্ব, আমাদের সকলের প্রিয় স্যার ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান ও তার সুযোগ্য সধর্মিণী সেলিমা আখতারের নেতৃত্বে ইএসডিও পরিবারের একজন সদস্য হতে পেরে আজ নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছে। মহান সৃষ্টিকর্তা যেন স্যার ও ম্যাডামকে দীর্ঘায়ু প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ সবল রেখে এভাবেই মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করার জন্য আর্শীবাদ দেন।

ইএসডিও: উন্নয়নের ধ্রুবতারা

ইএসডিওঃ উন্নয়নের ধ্রুবতারা

১.১ পটভুমি

ঠাকুরগাঁও জেলা শহরের একদল সমাজ মনস্ক, শিক্ষিত তরুণের উদ্যোগে ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যা মোকাবেলার মাধ্যমে ইএসডিও'র জন্ম। সুচনাতে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হলেও বন্যা শেষে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর বিশেষতঃ বিত্তহীন ভুমিহীনদের চাহিদা নিরূপন করে সমন্বিত কার্যক্রম শুরু হয়।

1.2 ভিশন

আমরা পারস্পারিক ভেদাভেদমুক্ত একটি সমতা ভিত্তিক সমাজ চাই ।

1.3 মিশন

ব্যপক আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম, খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, মানবাধিকার ও সুশাসন, পরিবেশ উন্নয়ন ইত্যাদি কর্মসূচীর মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক দারিদ্র হ্রাস এবং মানবীয় সুকুমার বৃত্তিসমূহের চর্চা ও উৎকর্ষসাধন। সংস্থা তার এই লক্ষ্যে দৃঢ় এবং সে জন্য কার্যকরভাবে মানবাধিকার পরিস্থিতি উত্তরণ, মানবীয় মর্যাদা ও নারী পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণে লক্ষিত জনগোষ্ঠির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবীয় গুণাবলীর ক্ষমতায়নে কাজ করছে। সার্বিকভাবে নারী এবং বিশেষভাবে শিশুরা ইএসডিও'র কার্যক্রমের মূল কেন্দ্রবিন্দু। সকল ধরণের সেবায় অতিদরিদ্র মানুষের সুযোগ ও অভিগম্যতা নিশ্চিত করাই মূল লক্ষ্য।

1.4 আইনগত বৈধতা

রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত তথ্যাদি	রেজিষ্ট্রেশন নম্বর	রেজিষ্ট্রেশনের তারিখ
সমাজ সেবা অধিদপ্তর	৪৪০/৮৮	১৪/১১/১৯৮৮
এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	৬৯৪/৯৩	১৫/০৩/১৯৯৩ (নবায়ন ২০১২)
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর	১৪৯/২০০০	২৫/০৭/২০০০
স্বাস্থ্যসেবা অধিদপ্তর (কমিউনিটি হাসপাতাল)	লাইসেন্স নং-১৯৮৩, ৪৩৯৫	২১/০৮/২০০৭
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	এমআরএ-০০০২০৪	২৫/০৩/২০০৮
ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিন)	২৮০-৩০০-০১০০/সার্কেল-৪৭)	০৯/০২/২০১১
ভ্যাট রেজিষ্ট্রেশন এরিয়া কোড-৬০৩০২	নম্বরঃ ৩১৩১০২০৪৩২	১২/০৩/২০১২

1.5 নেটওয়ার্কিং

জাতীয় পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং

- চাইল্ড লেবার এলিমিনিনেশন এ্যাকশন নেটওয়ার্ক (ক্লীন নেটওয়ার্ক)
- ক্রেডিট এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)
- ক্যাম্পেইন ফর পপুলার এ্যাডুকেশন (ক্যাম্পী)
- কনজিউমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
- আর্লি চাইলহুড ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (ইসিডিএন)
- ইনডিজিনিয়াস এ্যাডুকেশন ফোরাম (আইইএফ)
- জেন্ডার এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এ্যালাইয়েন্স (জিএডি)
- মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (এমডিএফ)
- সিএসএ ফর সান, বিডি
- বাংলাদেশ ফুড সিকিউরিটি ক্লাস্টার টীম

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নেটওয়ার্কিং

- এ্যাডুকেট দা চিল্ড্রেন ইন্টারন্যাশনাল
- গ্লোবাল মাইক্রো ক্রেডিট সামিট (ইউএসএ)

1.6 চলমান দাতা সংস্থা

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন/এসআরডিআই-জিওবি, ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি), ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন /ডিরেক্টরেট অফ উইমেন এ্যাফেয়ার্স-জিওবি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কেয়ার বাংলাদেশ, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিউএফপি), ডব্লিউএফপি-আইএফপিআরই, ইউনিসেফ, প্লান বাংলাদেশ, কেয়ার-বাংলাদেশ/ ইউএসএইড/ডিএফআইডি/ইইউ, হেকস-সুইজারল্যান্ড, জাপান এ্যাম্বেসী, ওয়াটার এইড, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেমন (ডব্লিউএইচও), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-জিওবি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ষ্টেপ টু ওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট (এসটিডি), ইউসেপ-বাংলাদেশ, ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন (আইএলও), ম্যাক্স ফাউন্ডেশন-নেদারল্যান্ড, ডিএফআইডি, ম্যাক্সওয়েল ষ্ট্যাম্প/পিএলসি।

1.7 কর্ম এলাকা

ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, বগুড়া, জয়পুরহাট, নাটোর, রাজশাহী, পাবনা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, গোপালগঞ্জ, ভোলা, পিরোজপুর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার ১০৩টি উপজেলার ৮২৫ টি ইউনিয়ন, ৫৭ পৌরসভা, ২১ শহুরে বস্তি, ৯০৭৫ টি গ্রামে ১২২৪১৩৬ টি পরিবারে ৬১২০৬৮০ জন প্রত্যক্ষ প্রকল্প সহযোগীর সাথে কাজ করছে। এই বিপুল

সংখ্যক উপকারভোগীর সার্বিক উন্নয়নে ইএসডিও'র প্রায় ৩৮৮৫ জন পূর্ণকালীন এবং ১১০৯ জন স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

1.8 **রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি**

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ১৯৯৭ সালে ইএসডিওকে শ্রেষ্ঠ বেসরকারী সংস্থার পদকে ভূষিত করা হয়েছে। এছাড়াও সিটি ব্যাংক-এনএ ২০০৬ সালে ইএসডিও'কে শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

1.9 **ব্যবস্থাপনা**

১৮ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ কমিটি প্রতি ৫ বৎসর অন্তর অন্তর ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করে। নির্বাহী কমিটির সদস্য সচিব পদাধিকার বলে নির্বাহী পরিচালক হিসাবে সংস্থার আর্থিক, প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনাগত প্রধান হিসাবে কাজ করেন। নির্বাহী পরিচালকের অধীনে কেন্দ্রীয় সমন্বয় ইউনিট ইএসডিও'র বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রত্যক্ষ তত্বাবধায়ন ও বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত আছেন। মনিটরিং ও নীরিক্ষা বিভাগ সংস্থার কর্মসূচীর গুনগত মান নিয়ন্ত্রণে সর্বদাই নিয়োজিত। ২৮১ টি শাখা অফিসের মাধ্যমে প্রায় ৩৮৮৫ জন পূর্ণকালীন এবং ১১০৯ জন স্বেচ্ছাসেবী উন্নয়ন কর্মী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

1.10 **ইএসডিও'র সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ**

১. জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
২. জনাব রমেশ চন্দ্র সেন
৩. জনাব মোঃ সফিকুল ইসলাম
৪. মিসেস নাজমা আখতার
৫. জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান
৬. সেলিমা আখতার
৭. বেগম সেরেজা বানু
৮. মিসেস মমতাজ বেগম
৯. জনাব আলহাজ্ব জয়নাল আবেদীন
১০. জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান
১১. অধ্যক্ষ মুহম্মদ খলিলুর রহমান
১২. জনাব মোঃ মাহাবুবুল ইসলাম
১৩. জনাব মোঃ সাকের উল্লাহ্
১৪. জনাব মোঃ কামরুজ্জামান
১৫. এ্যাডভোকেট মোঃ আঃ হালিম
১৬. বেগম শাহজাদী ইকবাল
১৭. এ্যাডভোকেট মাসুদা পারভীন ইভা
১৮. মিসেস মমতাজ পারভীন

ইএসডিও'র নির্বাহী পরিষদের সদস্যবৃন্দ

ক্রঃ	নাম	পদবী	ঠিকানা
১.	মোঃ সফিকুল ইসলাম	চেয়ারম্যান	হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও-৫১০০ ফোন: +৮৮-০৫১-৬১১৩৪ মোবাইল: +৮৮-০১৭২-৪৪০৪৪৫৬২
২.	মিসেস নাজমা আখতার	ভাইস চেয়ারম্যান	৩২ জোরপুরলেন, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা-১০০০ ফোন: +৮৮-০২-৭২৪৮৪৬৯ মোবাইল: +৮৮-০১৯১১০৩৩৪৩৭
৩.	জনাব রমেশ চন্দ্র সেন	সদস্য	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রাণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাড়ি নং: ২৪, বেইলীরোড, ঢাকা ফোন: +৮৮-০২-৯৩৪১৫১৬ মোবাইল: +৮৮-০১৭৪০৮৩৯০৮০
৪.	বেগম সেরেজা বানু	সদস্য (অর্থ)	ইসলাম নগর, ঠাকুরগাঁও রোড, ঠাকুরগাঁও-৫১০০ মোবাইল: +৮৮-০১৭৪৪৭৭৭২২৭
৫.	মিসেস মমতাজ পারভীন	সদস্য	সরকারপাড়া, ঠাকুরগাঁও-৫১০০ মোবাইল: +৮৮-০১৭১৯৫৪১৯১২
৬.	অধ্যক্ষ মুহম্মদ খলিলুর রহমান	সদস্য	হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও-৫১০০ মোবাইল: +৮৮-০১৭২০৮০৩২০২
৭.	জনাব ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান	সদস্য সচিব	কলেজপাড়া (গোবিন্দনগর), ঠাকুরগাঁও-৫১০০ ফোন: +৮৮-০৫৬১-৫২১৪৯ (অফিস) মোবাইল: +৮৮-০১৭৩১৪৯৩৩৩ ইমেইল:ু ধসধহবংফড়@মসধরষ.পড়স

ইএসডিও'র চলমান কর্মসুচী

১. ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম
২. রাইটস এ্যান্ড গর্ভনেন্স প্রোগ্রাম
৩. হেলথ, হাইজিন, নিউট্রিশন এ্যান্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম
৪. ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন প্রোগ্রাম
৫. এ্যাগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
৬. এডুকেশন প্রোগ্রাম
৭. মাইক্রোফিনান্স কর্মসূচী
৮. ইএসডিও স্পেশাল ইনিশিয়াটিভ

১. ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
০১.	ইনেসিয়েটিভ ফর লিডিং ফুড এ্যান্ড লাইভলিহুড সিকিউরিটি (আইএলএফএলএস)	চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ নবাবগঞ্জ সদর, গোমস্তাপুর, নাচোল, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট উপজেলা	২০৪৮০	ইউরোপিয়ন ইউনিয়ন(ইইউ) এ্যান্ড ডিপাটমেন্ট অব উইমেন এ্যাফের্য়াস (ডিডব্লিওএ)
০২.	ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ভিজিডি)	জয়পুরহাটঃ আক্কেলপুর, ক্ষেতলাল উপজেলা	২৯৪৫	ডিপাটমেন্ট অব উইমেন এ্যাফের্য়াস (ডিডব্লিওএ)-জিওবি
০৩.	স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম আন্ডার কান্ট্রি প্রোগ্রাম	ঢাকাঃ মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডি, তেজগাঁও, গুলশান, মতিঝিল, ডেমরা	৮৭৮২৮	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিওএফপি)
০৪.	দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং প্রোগ্রাম	গোপালগঞ্জঃ টুঙ্গিপাড়া, কোটালিপাড়া উপজেলা, রংপুরঃ কাউনিয়া, বদরগঞ্জ, গঙ্গাচড়া উপজেলা বরিশালঃ বাকেরগঞ্জ, মেহেদিগঞ্জ, উপজেলা	২৮৫১৪৫	জিওবি/বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী
০৫.	সোশ্যাল এ্যান্ড ইকোনোমিক ট্রান্সাফরমেশন অফ দা আল্ট্রা পুওর (সেতু)	লালমনিরহাট আদিতমারী, কালিগঞ্জ উপজেলা	২৪০০	কেয়ার-বাংলাদেশ/ ডিএফআইডি
০৬.	স্ট্রেনদেনিং হাউজহোল্ড এ্যাবিলিটি টু রেসপনড টু ডেভেলপমেন্ট অপরচুনিটি (সৌহার্দ ২)	সিরাজগঞ্জঃ কাজীপুর	২৫৭৬১	কেয়ার-বাংলাদেশ/ ইউএসএইড

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
০৭.	চরস লাইভলিহুডস প্রোগ্রাম (সিএলপি)-২	জামালপুরঃ দেওয়াগঞ্জ উপজেলা	৪৩২	ডিএফআইডি-ম্যাক্সওয়েল ষ্টাম্প-পিএলসি
০৮.	ট্রান্সফার মডালিটি রিসার্স ইনেসিয়েটিভস (টিএমআরআই)	কুড়িগ্রামঃ ফুলবাড়ী, রাজারহাট উপজেলা ওংপুরঃ গঙ্গাচড়া, পীরগাছা, পীরগঞ্জ উপজেলা ভোলাঃ চরফেশন উপজেলা পিরোজপুরঃ ভান্ডারিয়া উপজেলা খুলনাঃ দাকোপ উপজেলা বাগেরহাটঃ ফকিরহাট উপজেলা পটুয়াখালিঃ বাউফল উপজেলা	৪০০০	ডব্লিওএফপি-আইএফপিআরআই
	মোট		**৪২৮৯৯১**	

২. রাইটস এ্যান্ড গর্ভনেন্স প্রোগ্রাম

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
০১.	এ্যাকটিভিটিং ভিলেজকোর্ট প্রজেক্ট	লালমনিরহাট- লালমনিরহাট সদর, আদিতমারী, কালিগঞ্জ, হাতিবান্দা, পাটগ্রাম নীলফামারী - নীলফামারী সদর, ডোমার, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ রংপুর রংপুর সদর, গঙ্গাচড়া, পীরগাছা, মিঠাপুকুর	উন্মুক্ত	ইউএনডিপি, ইউরোপিয় ইউনিয়ন

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
০২.	প্রমোশন অফ রাইটস ফর এথিনিক মাইনরিটি এ্যান্ড দলিতস ইম্প্রোভমেন্ট প্রোগ্রাম (প্রেমদীপ)	ঠাকুরগাঁও - ঠাকুরগাঁও সদর ও পীরগঞ্জ উপজেলা দিনাজপুর বোচাগঞ্জ	১৬০০	হেকস-সুইজারল্যান্ড
০৩.	রাইজিন এওয়ারনেস এবাউড হেজারডাস চাইল্ড লেবার এন্ড সাপোর্ট টু ইম্পিলিমেন্ট দি ন্যাশনাল প্লান্ট অব এ্যাকশন ইন সিক্লেটেট ডিস্ট্রিক অফ নর্থ ওয়েষ্ট রিজন অব বাংলাদেশ (আরএএইচসিএল)	পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নিলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা	উন্মুক্ত	আইএলও
০৪.	ইম্পাওয়ারম্যান্ট অব এডোলেসেন্ট থ্রু অর্গানাইজ ইন ক্লাব ফর পজেটিব চেঞ্চ	ঠাকুরগাঁও- ঠাকুরগাঁও সদর ও পীরগঞ্জ উপজেলা	৮৭০	ডিরেক্টরেট অব উইমেন এ্যাফেয়ার্স-জিওবি
০৫.	চাইল্ড এ্যান্ড উইম্যান রাইটর্স এডভোকেসি (সিডব্লিওআরএ)	দিনাজপুর-বীরগঞ্জ উপজেলা	৩০০	ইউসেপ-বাংলাদেশ
০৬.	মেইনষ্ট্রেমিন জেন্ডার ইশুইলিটি	ঠাকুরগাঁও- বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা	১৩৫২০	ষ্টেপ টুওয়ার্ড ডেভলপমেন্ট
	মোট		**১৬২৯০**	

৩. হেলথ, হাইজিন এ্যান্ড নিউট্রিশন প্রোগ্রাম

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
০১.	ষ্টাবলিসমেন্ট অব হেলথ প্রমেশন এন্ড ভিলেজ ইন ফাইভ ডিভিশন	জামালপুর-ইসলামপুর উপজেলা	উন্মুক্ত	ডিরেক্টরেট অব হেলথ-জিওবি
০২.	ডেভেলপমেন্ট অফ কমিউনিটি সাপোর্ট গ্রুপস ফর ম্যাটারন্যাল এ্যান্ড নিয়োনেটাল কেয়ার	ঠাকুরগাঁও - ঠাকুরগাঁও সদর, বালিডায়াঙ্গী, রাণীশংকৈল,	২৭৮৪৪১	ইউনিসেফ/ইউএনএফপিএ/ ডব্লিওএইচও /ইইউ-ডিএফআইডি/জিওবি

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
	এ্যান্ড সার্ভিসেস থ্রো কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ইন্টারভেনশন (কমস)	পীরগঞ্জ, হরিপুর উপজেলা		
০৩.	ইমপ্রোভিং মেটারনাল এন্ড চাইল্ড নিউট্রেশন (আইএমসিএন) কম্পোনেন্ট আন্ডার দি কান্ট্রি প্রোগ্রাম (সিপি)-২০১১-২০১৬	গাইবান্ধা-ফুলছড়ি, শাঘাটা, পলাশবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ উপজেলা	২৮৯৪৩	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী (ডব্লিওএফপি)
০৪.	হিউমেন্ট রিসোর্স ডেভলপমেন্ট ফর হেলথ (এইচআরএইচ)	লালমনিরহাট-কালিগঞ্জ, পাটগ্রাম উপজেলা	উন্মুক্ত	প্লান-বাংলাদেশ
০৫.	কমিউনিটি ম্যানেজড হেলথ কেয়ার (সিএমএইচসি)	লালমনিরহাট-লালমনিরহাট সদর ও আদিতমারী উপজেলা	উন্মুক্ত	প্লান-বাংলাদেশ
০৬.	উইমেন এ্যান্ড দেয়ার চিলড্রেন্টস হেলথ (ওয়ার্চ)	লালমনিরহাট-হাতিবান্ধা উপজেলা	৪৬০০০	প্লান-বাংলাদেশ
০৭.	ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	লালমনিরহাট-হাতিবান্ধা উপজেলা	উন্মুক্ত	প্লান-বাংলাদেশ
০৮.	ষ্টেন্থদিনিং এলজিআই টু ইরাডিকেট ওয়ার্স প্রোভারটি (এসএলইডব্লিওপি)	পঞ্চগড়- বোদা উপজেলা	উন্মুক্ত	ওয়াটার এইড
০৯.	সাসটেনেবেল মাইক্রো স্যানেটেশন প্রজেক্ট (এসএমএসপি)	চাপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা	৩১৮০০	মেক্স ফাউন্ডেশন-নেদারল্যান্ড

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
১০.	ইএসডিও শিশু (চাইল্ড) হাসপাতাল (ইএসএইচ)	ঠাকুরগাঁও	উন্মুক্ত	জাপান এম্বাসী
১১.	ইএসডিও কমিউনিটি হাসাপাতাল	ঠাকুরগাঁও	উন্মুক্ত	ওডব্লিওএন
	মোট		৫৭৯২৫৪	

৪. ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এডাপটেশন প্রোগ্রাম

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
০১.	ইম্পাওয়ারমেন্ট অফ এলএএস এ্যান্ড এনএসএ ইন রেসপন্ডিং পইকোনোমিক ডেভেলপমেন্ট অপরচুনিটিজ এ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যান্ড ডিজাস্টার ভালনারেবিলিটি প্রজেক্ট	কুড়িগ্রাম- কুড়িগ্রাম সদর, আউলিয়াপুর, নিলফামারী সদর	৪৭০০০	ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন/ কেয়ার-বাংলাদেশ
০২.	ইনহেন্স রিসাইলেন্স (ইআর) এশটিভিটি আন্ডার কান্ট্রি প্রোগ্রাম এন্ড ইআর প্লাস প্রোগ্রাম	জামালপুর- সরিষাবাড়ী, দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর, মেলেন্দা, বকশিগঞ্জ ও মাদারগঞ্জ উপজেলা গাইবান্দা- গাইবান্দা সদর, সাঘাটা, ফুলচরি, সন্দুরগঞ্জ, পশালবাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা	২৩৫০০	বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচী /এলজিএলডি
০৩.	কন্সট্রাকশন অফ ৯৩ কোর ফ্যামিলী সেল্টার ইন দক্ষিন বেতকাশি	খুলনা- কয়রা উপজেলা	৯৩	ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (ইউএনডিপি)
	মোট		**৭০৫৯৩**	

৫. এ্যাগ্রিকালচার ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
০১.	ফুড সিকিউরিটি প্রোগ্রাম-২০০৬ সয়েল ফার্টিলিটি কম্পোনেন্ট গ্র্যান্ট স্কীম	ঠাকুরগাঁও- বালিয়াডাঙ্গী উপজেলা, পঞ্চগড়- বোদা, তেঁতুলিয়া উপজেলা দিনাজপুর- বীরগঞ্জ, কাহারোল উপজেলা নিলফামারী- ডোমার, ডিমলা উপজেলা	৭০০০	ইউরোপিয়ান কমিশন/এসআরডিআই-জিওবি
০২.	ইনহেন্সিং রিসোর্স এন্ড ইনক্রেজিং ক্যাপাসিটিস অব দি পোর হাউজহোল্ডস টুওয়ার্ট এলিমেনেশন অব প্রর্ভাটি (ইনআরআইসিএইচ)	ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা	২৮০০০	এডিবি/এলজিইডি
	মোট		**৩৫০০০**	

৬. এডুকেশন প্রোগ্রাম

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
০১.	সাসটেইনেবল এ্যাডুকেশন থ্রো কমিউনিটি পার্টিসিপেশন (এসইসিপি)	লালমনিরহাট- হাতিবান্ধা, উপজেলা	১১১৭১	প্লান-বাংলাদেশ
	মোট		১১১৭১	

৭. মাইক্রোফিনান্স কর্মসূচী

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
১.	গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, রংপুর,	৪২০৪৬	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
		গাইবান্ধা, নাটোর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ		
২.	নগর ক্ষুদ্রঋণ	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা, নাটোর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ	১৭৯১১	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
৩.	অংশীদারিত্বমূলক পশু সম্পদ উন্নয়ন ঋণ-২	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়	৫৩৯০	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
৪.	মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ লেনডিং (এমইএল)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, রংপুর,	৯৯৪৭	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
৫.	ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস ফর দি পোররেষ্ট (এফএসপি)	ঠাকুরগাঁও	১১৯৮	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
৬.	আলট্রাপোর প্রোগ্রাম (ইউপিপি)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা, নাটোর, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর	৩২৯৬৬	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
৭.	মাইক্রো ফিন্যান্স ফর মারজিনাল এন্ড স্মল ফারমার প্রজেক্ট (এমএফএমএসএফপি)	ঠাকুরগাঁও	৩৩৮১	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
৮.	মৌসুমী ঋণ	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, রংপুর, গাইবান্ধা	২৬৩২	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
৯.	লাইভলীহুড রেষ্টোরেশন প্রোগ্রাম(এলআরপি)	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, নিলফামারী, রংপুর,	৬৮১৩	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
		গাইবান্ধা		
১০.	ডিজাস্টার ম্যানেজম্যান্ট ফান্ড	লালমনিরহাট, নিলফামারী, রাজশাহী, গাইবান্ধা	১৯৪২	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
১১.	এ্যাগ্রিকালচার মাইক্রোক্রেডিট	পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট	১২৬৬	পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
	মোট		**১২৫৪৯২**	

৮. ইএসডিও স্পেশাল ইনিশিয়াটিভ

ক্রঃ নং	কর্মসূচীর নাম	কর্ম এলাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	দাতা সংস্থার নাম
০১.	ইকো পাঠশালা	ঠাকুরগাঁও	১১২৯	নিজস্ব
০২.	ইকো কলেজ	ঠাকুরগাঁও	৩৫০	নিজস্ব
০৩.	আমাদের বাজার	ঠাকুরগাঁও	১৩৫	পিকেএসএফ
০৪.	ইএসডিও ট্রেনিং এ্যান্ড রিসোর্স সেন্টার)	ঠাকুরগাঁও, লালমনিরহাট, রংপুর, ঢাকা ।	উন্মুক্ত	বিভিন্ন দাতা সংস্থা
০৫.	ইএসডিও পুপুলার থিয়েটার	ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, নিলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর	উন্মুক্ত	বিভিন্ন দাতা সংস্থা
৬.	লোকায়ন যাদুঘর	ঠাকুরগাঁও	উন্মুক্ত	নিজস্ব
০৭.	বিত্তহীন নারীদের সুখের ঠিকানা	লালমনিরহাট	৬৪২	নিজস্ব
০৮.	ইএসডিও এগ্রিকালচার ভ্যালুচেইন প্রোগ্রাম	ঠাকুরগাঁও	৪২	নিজস্ব
০৯.	হারবাল মেডিসিন নার্সারী	ঠাকুরগাঁও	২০০	বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন
	মোট		**২৪৯৮**	

আলোকচিত্রে ইএসডিও'র

২৫ বছর

১৯৮৮ সাল। এই ভবন থেকে ইএসডিও'র কার্যক্রম শুরু

১৯৮৯ সাল। ইএসডিও কৃষি ঋণ কর্মসূচির ধান সংগ্রহে ব্যস্ত কিষাণীরা

1990 mvj | BGmwWIÕi wd †KwPs †m›Uvi

১৯৯১ সাল। ইএসডিও কার্যালয় পরিদর্শনে পিকেএসএফ'র তৎকালীন
এমডি জনাব বদিউর রহমান

১৯৯২ সাল। ইএসডিও'র ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ

1993 mvj| gvV cwi`k‡b mvD_ Gwkqv cvUbvikx‡ci †cvMvg Awdmvi
Rbve gvneej Avjg

১৯৯৪ সাল । ইএসডিও কমিউনিটি স্যানিটেশন সেন্টার (সিএসসি)- এর উন্নয়ন কর্মীদের সাথে দাতা সংস্থার প্রতিনিধি

১৯৯৫ সাল । ইএসডিও পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্র

1996 mvj| BGmwWI cavb Kvhvj‡qi wbR¯ feb

১৯৯৭ সাল। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ক্ষেত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থার সম্মানে ভূষিত

১৯৯৮সাল । ইএসডিও ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা

১৯৯৯ সাল । ইএসডিও কেন্দ্রীয় কৃষি খামার প্রতিষ্ঠা

২০০০ সাল । ইএসডিও শিবগঞ্জ নিজস্ব অফিসের ভিত্তিপ্রস্তর ¯'vcb

২০০১ সাল । ইকো পাঠশালার যাত্রা শুরু

২০০২ সাল । ইএসডিও ডব্লিউএফসিএল প্রোগ্রামের যাত্রা শুরু

2003 mvj| kxjsKvi ZrKvjxb nvB Kwgkbvi KZK AiwY n¨wÛµvdUm Gi

২০০৪ সাল । ইএসডিও কমিউনিটি হাসপাতালের যাত্রা শুরু

২০০৫ সাল । ইএসডিও'র উদ্যোগে গঠিত চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন নেটওয়ার্ক (ক্লীন)'র যাত্রা শুরু

২০০৬ সাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সিটি ব্যাংক এনএ কর্তৃক বর্ষসেরা ক্ষুদ্র ঋণদানকারী সংস্থা হিসেবে পুরস্কৃত

২০০৭ সাল। লোকায়ন জীবন বৈচিত্র যাদুঘরের যাত্রা শুরু

২০০৮ সাল। ইএসডিও'র ঢাকা অফিসের নিজস্ব ভবনে স্থানান্তর

২০০৯ সাল। ইএসডিও'র প্রধান কার্যালয়ের নতুন ভবনে স্থানান্তর

২০১০ সাল । "মুক্তির মন্দির সোপান তলে" ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির ভাস্কর্য স্থাপন

2011 mvj | B‡Kv K‡jR cwZôv

2012 mvj | BGmwWI KZK wbwgZ VvKiMvI‡qi c_g gw³h‡×i ¯§wZ‡mŠa
ÒAcivR‡q-71Ó

২০১৩ সাল । ইএসডিও'র অতিদরিদ্রদের জন্য ঋণ কর্মসূচির গ্রহিতা দিনো বালার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা হিসেবে পুরস্কার লাভ

2012 mvj| BGmwWI B‡Kv cvVkvjv I K‡j‡Ri bZb feb

২০১৩ সাল। ইএসডিও শিশু হাসপাতাল নির্মাণের জন্য জাপান দূতাবাসের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর